পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাহিত্যরূপ জাহাজের খবর লইতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। পাছে ভাষার তরঙ্গে জাহাজ দুলিতে দুলিতে কাত হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় উপরি উদ্ধৃত শব্দগুলি দ্বারা নঙ্গর ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছি। মাণিকচাঁদের ভাষা হইতে খনার ভাষার অনেক অন্তরে বোধ হয়। ডাকের কথার উৎপত্তি বহুকাল ব্যাপিয়া হইয়া থাকিলেও খনার জ্যোতিষও যে বহুকালে উৎপন্ন হইয়াছিল, একথা বলিতে প্রমাণ আবশ্যক। বস্তুতঃ খনার ভাষা আট শত বৎসরের পুরাতন বোধ হয় না। খনার দুই একটা শব্দ পুরাতন বোধ হইতে পারে। কিন্তু সুলভ মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদ প্রেরণের দিনেও বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের ভাষার শব্দ অবিকল এক নহে। খনার বচনের ভাবে দেখা গিয়াছে যে, খনাতে তান্ত্রিক প্রভাব আছে; এবং কেরল মতের উৎপত্তি যখনই হউক, সে মত বঙ্গদেশে পঁহুছিতে অবশ্য সময় লাগিয়াছিল। কেরল মতে স্বরোদয়ের প্রভাব অল্প নহে, এবং স্বরোদয়ের পরম বিকাশ খ্রীষ্টীয় দশম কি একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে হয় নাই। প্রজাপতিদাস কর্ত্তৃক উদ্ধৃত খনার বচনে পঞ্চস্বরের দোহাই আছে। অতএব খনা যত পুরাতনই হউন, তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পরে ছিলেন। প্রজাপতি দাস ও ষষ্ঠীদাসের সময় হইতে খনার সময়ের উত্তর সীমা খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দী পাওয়া গিয়াছে। এইরূপে বোধ হয়, খনা খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর নিকটবর্ত্তী সময়ে ছিলেন। খনাকে অন্ততঃ দীনেশবাবুর 'গৌড়ীয় যুগের অনুবাদশাখার' পূর্ব্বে বলিবার কোন কারণ পাই না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

ত্রপুষ ও ভল্লিক।

(বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩০৯ সালের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।)

বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহে ত্রপুষ ও ভল্লিক নামক দুই বণিক্ বিশেষ প্রসিদ্ধ। সিংহলের রাজাবলী * অনুসারে এই দুই ভ্রাতা রামন্নমণ্ডল রাজ্যের পুষ্করাবতী নগরে জন্মগ্রহণ ও শিক্ষালাভ করেন। রামন্নমণ্ডল কোথায় প্রথমে দেখা যাউক। সিংহলের মহাবংশানুসারে সম্রাট অশোকের রক্ষায় তদীয় রাজ্যকালের সপ্তদশ বৎসরে (খৃঃ পূঃ ২৪৩ অব্দে) পাটলিপুত্রে আশোকারাম বিহারে নয়মাস কালব্যাপি তৃতীয় ধর্ম্মসঙ্গীতি (বা "ধর্ম্মসঙ্কথা") নিষ্ঠিত হইয়াছিল। অনন্তর প্রত্যন্তদেশসমূহে জিন-শাসন প্রতিষ্ঠাপিত করিবার নিমিত্ত স্থবিরগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন। সুবর্ণভূমিতে যে দুই স্থবির গমন করেন, তাঁহাদের নাম সোন ও উত্তর।

---

* 5. Uphams Rajavali. 1833.

বর্জেস্ বলেন—১৪৭৬ খৃষ্টাব্দকালীন পেগুর কল্যাণী শিলালিপি সমূহে, মহাবংশে যেরূপ, সেইরূপ স্থবিরদিগের উত্তরণ ও ধর্ম্মপ্রচারের কথা বর্ণিত হইয়া অধিকন্তু কথিত আছে—"সম্মসম্বুদ্ধের ২৩৬ পরিনিব্বন অব্দে এই রামঞ্ঞদেশে দুই থের দ্বারা শাসন প্রতিষ্ঠাপিত হইল" (Indian Antiquary, March, 1901).

পাদরি বিগাণ্ডেট্ বলেন—ব্রাহ্মণজাতীয় অর্হৎ সোন ও উত্তর রমঞ্ঞ দেশের অন্তর্গত সৌবন ভৌমি অভিহিত থতন বিষয়ে ধর্ম্ম স্থাপনের নিমিত্ত আসিয়াছিলেন। থতোন বা সৌবন ভৌমি, শলবীণ্ ও সিতঙ্গ্ নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দেশ (Life and Legend of Gaudama. vol. II. p. 143.),

রায় শ্রীশরচ্চন্দ্র দাশ বাহাদুর বলেন—ত্রিপুরার দক্ষিণে এবং রখনের (অরকনের) উত্তরে রমণীয় দৃশ্যের ভূমি রম্ম (সংস্কৃত—রমা) দেশ ছিল (J. A. S. B. 1898, p. 24). দেখা যাইতেছে রম্যমণ্ডল দক্ষিণ বর্ম্মায় সংস্থিত এবং শরৎবাবু রমামণ্ডলকে পশ্চিম দিকে কিঞ্চিৎ টানিয়া আনিয়াছেন। রাজাবলী কর্ত্তা রম্যমণ্ডলে পুষ্করাবতী নগরের কল্পনা করিয়া বিষম গোলযোগ বাধাইয়াছেন। পুষ্করাবতী প্রাচীন গান্ধারদেশের রাজধানী ; শ্রীনন্দলাল দের "Geographical Dictionary of Ancient and Medæval India.' গ্রন্থে ইহার সংস্থানাদি দৃষ্ট হইবে। গান্ধারদেশের পুষ্করাবতী নগরে ত্রপুষ ও ভল্লিকের জন্ম ও শিক্ষা হইয়াছিল এরূপ বিবেচনা করিবার আরও কারণ আছে ; "তাঁহাদের পিতার নাম থকলই এবং মাতার নাম থতভন—থকলই বণিকের থুবন্না এই উপাধি হইয়াছিল" (J. A. S. B. 1859, p. 477.). বর্ম্মক (মগ)-দের "থকলই" পালি ভাষায় সাকল্ল এবং সংস্কৃতে শাকল্য হইবে। "থতভন" = শতভানুমতী। "থুবন্না" = সুবর্ণ। থকলই শব্দ দ্বারা বিবেচনা হয়, উহা তাঁহার প্রকৃত নাম নহে, উপাধি মাত্র। পঞ্জাবের অন্তর্গত শাকলদ্বীপ হইতে যিনি বা যাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ আসিয়াছেন, তিনি শাকল্য। ত্রপুষ ও ভল্লিকের পুষ্করাবতীতে জন্ম হউক বা না হউক তাঁহাদের পিতা বা কোন পূর্ব্ব পুরুষ পূর্ব্বদিকে, সম্ভবতঃ মগধে, আসিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়। আশ্চর্য্যের বিষয় বর্ম্মাদেশের প্রধান নদীটির নাম পঞ্জাবী, যথা—ইরাবতী। ঐ ভ্রাতৃদ্বয় এই নদীর নামকরণ করিয়া থাকিবেন—এই অনুমান করিতে সাহসী হইতেছি, তাহার কারণ এই, অত প্রাচীনকালে এই প্রত্যন্ত দেশে ঐরূপ সংস্কৃত নামকরণের কর্ত্তা হইতে পারেন, এরূপ আর কাহাকেও পাওয়া যায় না।

বর্ম্মকদের পুঁথির অনুবাদ পুস্তক, প্রবন্ধ এবং ভ্রমণকারীদের লিখিত পুস্তক দ্বারা যখন জানিতে পারি, রেঙ্গুণের প্রসিদ্ধ "সুয়ে ডগোব" বা "সুহ্বে ডগোন" নামক সৌবর্ণধাতুগর্ভস্তূপের আদি নির্ম্মাণ বিষয়ক কিংবদন্তীর সহিত ঐ বণিক্‌দ্বয়ের নাম জড়িত রহিয়াছে—যখন জানিতে পারি, সিংহলিদের নিদানকথোক্ত জনপ্রবাদের সহিত ঐ বণিক্‌দ্বয়ের "তপোকৃথ' ও "পল্লিক' এই নাম রেঙ্গুণের এক প্রাচীন মহাঘণ্টায় খোদিত রহিয়াছে, যখন জানিতে পারি বর্ম্মা-

দেশের ইরাবতী নদীর পরিসরবাসিগণ ঐ বণিক্‌দ্বয়ের কথা বিশেষরূপে জানেন, তখন বিগাণ্ডেটের ন্যায় আমরাও বুঝিতে পারি, তাঁহাদের সহিত ঐ দেশের চিরসম্বন্ধ ছিল।

কর্ণেল্ ফেয়ারের রেঙ্গুনের সুহ্বে ডগোন পগোডার (১) ইতিহাসবিষয়ক প্রবন্ধে কথিত আছে— বণিকপুত্র তপ ও পউ নামক দুই ভ্রাতা পশ্চিমদেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে শুনিয়া জন সমূহ মধ্যে বণ্টন করিবার নিমিত্ত এক জাহাজ তণ্ডুল ঐ দেশে লইয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহারা সমুদ্রযাত্রা করিয়া যথাকালে গঙ্গামুখের তট বলিয়া অনুমিত ঐ দেশের বেলাভূমিতে নঙ্গর করিলেন। ঐ স্থান হইতে তাঁহারা এক দিনে বন্দোবনগরে গেলেন— সেখানে পঞ্চশত শকট ভাড়া করিলেন ও শকট সকল সঙ্গে লইয়া জাহাজে প্রত্যাগমন করিলেন—শকট সমূহে চাউল বোঝাই দিয়া পুনর্ব্বার নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। * * * অনন্তর নাট (২) বহুদিন ব্যাপিয়া পথপ্রদর্শন করিলে, দুই ভ্রাতা, যে স্থানে গৌতম ছিলেন, সেই স্থানে নীত হইলেন (J. A. S. B, 1859, p. 473.)

প্রবন্ধলেখক বন্দোব কোথায় স্থির করিতে না পারিয়া হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। "বন্দোব" পাঠ ভ্রান্তিমূলক, উহা বন্দর হইবে। মেদিনীপুর জেলার দারকেশ্বর ও শিলাই নদীর সঙ্গমস্থলে বন্দরনামক এক গ্রাম আছে—সম্ভবতঃ এ বন্দর বর্ম্মকদের "বন্দোব" নহে ; তাম্রলিপ্তির বন্দর বন্দোব হইতে পারে।

মহাবগেগ কথিত আছে—ত্রপুস্‌স ও ভল্লিকনামক দুই বণিক্ উক্কল (উৎকল) হইতে আসিয়াছিলেন। নিদানকথানুসারে দুই বণিক তপস্‌সু ও ভল্লুক উক্কল হইতে মঝ্‌ঝিমদেসে (৩) পাঁচ শত শকটসহ গিয়াছিলেন।

বিগাণ্ডেট্ উক্ত বর্ম্মক্‌দের পুঁথিত্রয় অনুসারে বলেন, তপুস ও পলেকৎ মিৎসিম (৪) দেশের দক্ষিণপূর্ব্বস্থ তাঁহাদের জন্মস্থান ঔক্কলব (৫) নগর হইতে পোত আরোহণ করিয়া অদ্‌জৈত্ত (বা এদ্‌জৈত্থ) বন্দরে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন ; অনন্তর সুরম (৬) নামক স্থানে দ্রব্যজাত বাহিত করিবার নিমিত্ত পঞ্চশত শকট ভাড়া করিয়াছিলেন এবং গন্তব্যস্থানে যাইবার পথে উরৌবেল (৭) বন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

---

(১) পগোডা—ধাতুগর্ভের অপভ্রংশ ডগোব, ইহার অপভ্রংশে ইংরাজী—pagoda.

(২) "নাট"—"নট", "নথ", দেবযোনি বিশেষ।

(৩) মঝ্‌ঝিম দেশ—মধ্যদেশ। মহাবগ্‌গে ইহার পঞ্চসীমা—পূর্ব্বদিকে কজঙ্গল নগর (হিউএং সঙ্গের "কজিঙ্গর"), তার পর মহাসালা ; দক্ষিণ পূর্ব্বে সললবতী নদী ; পশ্চিমে ব্রাহ্মণ নগর ও থুণ বিষয় ; দক্ষিণে সেতকণ্ণিক নগর ; উত্তরে উসীরধ্বজ পর্ব্বতশ্রেণী।

(৪) মিৎসিম—পালি মঝ্‌ঝিম শব্দ হইতে উৎপন্ন।

(৫) ঔক্কলব—পালি উক্কল বন্দর। সংস্কৃত উৎকল বন্দর। ইহার সংস্থান পরে বলিব। বিগাণ্ডেট্ বলেন, বর্ম্মকেরা যখন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন বা বৌদ্ধশাস্ত্রচয়ের আলোচনা করেন, তৎকালে দেশ, মহানগর ও রাজাদিষ্ট উপনিবেশের চলিত নামের সহিত একযোগে পালিনাম দিবার নিমিত্ত তাহারা খেপিয়াছিল।

(৬) সুরম—সুহ্মদেশ।

(৭) উরৌবেল—পালি উরুবেলা, সংস্কৃত উরুবিল্ব। বর্ত্তমান বোধ গয়া, ইহাকে "বুদ্ধগয়া" বলা ভুল।

সিংহলীরা বলেন—বণিক্‌দ্বয় উত্তর হইতে কিরপলু বনের দিকে আসিয়াছিলেন এবং তদনন্তর বুদ্ধের নিকটে আগমন করেন (Hardy's Manual of Buddhism, p. 182).

ললিতবিস্তর অনুসারে—তথাগত সপ্তম সপ্তাহে তারায়ণ (১) মূলে ধ্যান ও সমাধি করিয়া বিহার করিতেছিলেন,. তৎকালে উত্তরাপথগামী দুই ভ্রাতা ত্রপুষ ও ভল্লিক নামক বণিক্‌-দ্বয়, যাঁহারা পণ্ডিত এবং নিপুণ এবং বাণিজ্যে যাঁহাদের মহালাভ লব্ধ হইয়াছিল, তাঁহারা দক্ষিণাপথ হইতে উত্তরাপথে যাইতেছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে মহাজনসমূহ এবং সুপরিপূর্ণ পঞ্চশত রথ যাইতেছিল।

তস্মিংশ্চ কালে ত্রপুষশ্চ ভল্লিকো ভ্রাতৃদ্বয়ং বণিজগণেন সার্দ্ধম্।
শকটানি তে পঞ্চ ধনেন পূর্ণাঃ সম্পুষ্পিত শালবনে প্রবিষ্টাঃ॥

তাঁহাদের সুজাত ও কীর্ত্তিনামক দুই যানবাহক বলীবর্দ্ধ ছিল। ইহারা বহন করিলে যান আটকাইবার ভয় ছিল না। অন্য বলীবর্দ্ধসকল যে স্থানে বহন করিতে পারিত না, সে স্থানে এই দুই বলদকে যোজনা করা হইত। যদি অগ্রে ভয় থাকিত, তাহা হইলে ইহারা কীলকদ্বারা বদ্ধের মত থামিত—প্রতোদের দ্বারা বা পদ্মের ডাঁটার দ্বারা বা মালতীর রজ্জু দ্বারা তাহাদিগকে চালাইতে পারা যাইত না। তারায়ণ সমীপে ক্ষীরিকা বন নিবাসিনী দেবতার অধিষ্ঠানহেতু বণিকগণের শকট সমূহ আটকাইয়া গেল, চলিল না। বরত্র আদি শকটাঙ্গ ছিন্ন হইল; শকটচক্রসকল নাভি পর্য্যন্ত ভূমিতে নিমগ্ন হইল। সর্ব্বপ্রযত্নদ্বারা ঐ শকট সমূহকে চালাইতে পারা গেল না। ত্রপুষ ও ভল্লিকাদি বণিক্‌গণ বিস্মিত ও ভীত হইলেন। "কারণ কি? আমার স্থলশকট সকল যদি আটকাইল, এ বিকার কিসের?" সুজাত ও কীর্ত্তি এই দুই বলীবর্দ্ধ যোজিত হইল—উৎপলহস্ত ও সুমনোদামক দ্বারা ইহাদিগকে চালাইবার চেষ্টা করা হইলেও ইহারা টানিল না।

তাঁহাদের মনে হইল—নিঃসংশয় অগ্রে কিছু ভয় আছে, তাহাতেই এ দুটাও টানিল না। তাঁহারা অশ্বারূঢ় দূতদিগকে অগ্রে পাঠাইলেন। দূতেরা প্রত্যাগমন করিয়া বলিল, কিছু ভয় নাই। দেবতাও স্বরূপ দেখাইয়া আশ্বাস দিলেন—ভয় নাই। ঐ বলীবর্দ্ধ দুইটা যে স্থানে তথাগত অবস্থিত ছিলেন, তথায় শকটসমূহকে টানিয়া লইয়া গেল। তাঁহারা বৈশ্বানরের ন্যায় প্রদীপ্ত, দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণ দ্বারা সমলঙ্কৃত, অচিরোদিত দিনকরের ন্যায় শ্রীদ্বারা দেদীপ্যমান তথাগতকে দেখিতে লাগিলেন এবং দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

তে খড়্গহস্তাঃ শরশক্তিপাণয়ো বনে মৃগং বা মৃগয়ন্ ক এষঃ।
বীক্ষন্তঃ শারদচন্দ্রবক্ত্রং জিনং সহস্রাংশুমিবাভ্রমুক্তম্॥

তাঁহারা বলিলেন—"ইনি কাষায় বস্ত্র দ্বারা সংবৃত, অতএব নিশ্চয়ই ইনি প্রব্রজিত—

(১) মহাবগ্‌গে এই বৃক্ষের নাম রাজায়তন।

ইহা হইতে আমাদের ভয় নাই" বলিয়া তাঁহারা প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া পরস্পর এইরূপ বলিলেন—"ইনি প্রব্রজিত, নিশ্চয়ই ইনি যথাকালে ভোজন করিয়া থাকেন। কিছু আহার আছে—মধুতর্পণ ও ইক্ষুলিখ্যাতক (১) আছে।" বণিক্‌গণ ঐ দুই আহার গ্রহণ করিয়া তথাগতের নিকটস্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা শুনিয়াছিলেন যে, করুণাত্মা ভগবান্ সপ্ত রাত্রি সপ্ত দিবা কিছুই পান ভোজন করেন নাই। বণিক্‌গণ দর্পত্যাগ করিয়া জিনকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিলেন।

এই সময়ে ত্রপুষ ভল্লিকাদি বণিক্‌দিগের প্রত্যন্ত কর্ব্বটে (২) গোযূথ প্রতিবসতি করিতেছিল। এই গাভী সকল হইতে সর্পিমণ্ড (৩) দোহন করা হইতেছিল। গোপালেরা সর্পিমণ্ড গ্রহণ করিয়া যেখানে ত্রপুষ ও ভল্লিক বণিক্‌দ্বয় ছিলেন, তথায় গিয়া জানাইল—"ভট্টা! আপনারা জানিবেন, সকল গাভী সর্পিমণ্ড দিতেছে—ইহা ভাল কি মন্দ?"

লোলুপ ব্রাহ্মণেরা বলিল—"এটা অমঙ্গল্য—ব্রাহ্মণদের দ্বারা মহাযজ্ঞ করা কর্ত্তব্য।" এই সময়ে শিখণ্ডী নামক ব্রাহ্মণ বণিক্‌দিগকে গাথা দ্বারা অভিভাষণ করিলেন—

পূর্ব্বে তোমাদের প্রণিধিরতন
পূর্ণ বোধি প্রাপ্ত হৈলা তথাগত।
মোদের ভোজন খাঞা ধর্ম্মচক্র
ঘুরাবেন (৪) তিনি ভোজ্য তাঁরে দাও॥
সুমঙ্গল দিন সুনক্ষত্র আজি
গাভীদের সর্পি করাও দোহন।
পুণ্যকর্ম্মা ঋষি এ তাঁর অনুভাব (৫)
তাইতে গাভীরা সর্পি করে দান॥
এত বলি সার্থে শিখণ্ডী তখন
গেলেন আপন ভবনে ব্রাহ্মণ।
শুনিয়া ত্রপুষ ভল্লিকাদি সবে
উদগ্র মানস হৈলা বণিক্‌গণ॥

---

(১) মহাবগ্‌গে এই দুই আহারের স্থলে তণ্ডুলপিষ্টক ও মধুপিণ্ড উক্ত হইয়াছে।

(২) প্রত্যন্ত কর্ব্বট—বৃহৎ গ্রামের নিকটস্থ ক্ষুদ্র গ্রাম বিশেষ। এতদ্দ্বারা মগধে বণিক্‌দের যে বসতি স্থান ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

(৩) সর্পিমণ্ড—প্রচুর নবনীতযুক্ত ঘনদুগ্ধ।

(৪) ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন বা ধর্ম্মচক্র ঘুরান—ধর্ম্মপ্রচার।

(৫) জাতা কথ বন্নন (Birth Stories) গ্রন্থে 'গবপান' নামক ভোজ্যের উল্লেখ আছে। তৎ টীকাকার উহা দুগ্ধ, তণ্ডুল, মধু, শর্করা ও ঘৃত সংযোগে সাধিত হয় বলিয়াছেন। মহাভারত সভাপর্ব্বে—সাজ্যেন পায়সেনৈব মধুনা মিশ্রিতেন চ।

বণিকেরা গোসহস্রের অশেষ ক্ষীর আনাইয়া এবং তাহা হইতে অগ্র ওজঃ (সার) তুলিয়া লইয়া গৌরবের সহিত ভোজ্য সাধন করিলেন এবং শত সহস্রৈক পল মূল্যবান্ বিমল রত্নময় পাত্র ঐ ভোজ্যদ্বারা সমতীর্থিক (কানায় কানায় পরিপূর্ণ) করিলেন। বণিক্‌দ্বয় মধু ও রত্নপাত্রী গ্রহণ করিয়া তারায়ণ মূলের নিকট গিয়া ভগবান্‌কে বলিলেন—"ভক্তদ্বয়কে প্রতিগ্রহ করুন, আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন এবং প্রণীত ভোজ্য ভোজন করুন"। ভগবান্ ভ্রাতৃ-দ্বয়ের পূর্ব্বাশয় জানিয়া এবং অনুকম্পা করিয়া প্রতিগ্রহ করিলেন এবং ভোজন করিয়া পাত্র আকাশে ক্ষেপণ করিলেন।

তথাগত এই বেলায় ত্রপুষ ভল্লিকাদি বণিক্‌দিগের এই সংহর্ষণা করিলেন,—

"দিশাং স্বস্তিকরং দিব্যং মাঙ্গল্যং চার্থসাধকম্।
অর্থাঃ বঃ সম্মতাঃ সর্ব্বে ভবন্ত্বাশু প্রদক্ষিণাঃ॥
শ্রীর্বোঽস্তু দক্ষিণে হস্তে শ্রীর্বো বামে প্রতিষ্ঠিতা।
শ্রীর্বোঽস্তু সর্ব্বরোগেষু মালেব শিরসি স্থিতা॥
ধনৈষিণাং প্রযাতানাং বণিজাং বৈ দিশো দশ।
উৎপদ্যন্তাং মহালাভাস্তে চ সন্তু সুখোদয়াঃ॥
কার্য্যেণ কেনচিদ্ যেন গচ্ছেথাঃ পূর্ব্বিকাং দিশম্।
নক্ষত্রাণি বঃ পালয়ন্তু যে তস্মাৎ দিশি সংস্থিতাঃ॥
কৃত্তিকা রোহিণী চৈব মৃগ আর্দ্রা পুনর্ব্বসুঃ।
পুষ্যশ্চৈব তথাঽশ্লেষা ইত্যেষাং পূর্ব্বিকা দিশা॥"

ইত্যাদি।

"শ্রুত্বা ইমং ব্যাকরণং জিনস্য উদগ্রচিত্তা পরমায় প্রীত্যা।
তৌ ভ্রাতরৌ সার্দ্ধং সহায়কৈস্তে বুদ্ধঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ শরণং প্রপন্না॥"

বণিক্‌গণ দিগ্‌দিগন্তরে সমুদ্রে ও পার্ব্বত্যদেশে বাণিজ্যার্থ গমনাগমন করিতেন। ভগবান্ বুদ্ধের আশীর্ব্বচনাত্মিকা গাথা দ্বারা তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ললিতবিস্তরের রচনা গদ্য এবং পদ্যময়। পদ্য অংশকে গাথা বলে। গাথা অংশ গদ্য অংশ অপেক্ষা প্রাচীন। ভিক্ষুকগণ, গৌতম বুদ্ধের জীবনকালে গাথা সকলের সঙ্কলন করিয়া থাকিবেন। সিংহলীদের গ্রন্থবিশেষে কথিত আছে—তপস্সু ও ভল্লিক একবার সিংহলদ্বীপের "গিরি-হণ্ডু" নামক স্থানে জল ও কাষ্ঠ লইবার নিমিত্ত জাহাজ লাগাইয়াছিলেন। (Hardy's Manual of Buddhism p. 183.)।

সিংহলীদের নিদান কথায় আছে—ঐ বণিক্‌দ্বয় বুদ্ধের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করি-লেন—'ভগবন্, আমরা যাহার পূজা করিতে পারি, এমন কিছু আমাদিগকে দিন'। বুদ্ধ নিজ দক্ষিণ হস্তদ্বারা স্বীয় মস্তক হইতে কেশধাতু উৎপাটন করিয়া তাঁহাদিগকে দিলেন। তাঁহারা আপনাদের এক ডাগব নির্ম্মাণ করিলেন এবং তন্মধ্যে ধাতু স্থাপিত করিলেন।

বর্ম্মকদের পুঁথিত্রয়ে আছে—বণিক্দ্বয় উপাসক (১) হইয়া বুদ্ধকে বলিলেন—"এই সময় হইতে আমরা কি পূজা করিব ?" বুদ্ধ, স্বীয় মস্তক স্বহস্তে ঘর্ষণ করিয়া স্বীয় অঙ্গুলিলগ্ন কয়েকগাছি কেশ তাঁহাদিগকে দিলেন এবং ঐ গুলি সাবধানে রক্ষা করিতে বলিলেন (Life and Legend of Gaudama Buddha, vol., I., p. 110.)। হার্ডি বলেন,—"বণিক্দ্বয় কেশধাতু লইয়া নিজদেশ স্বর্ণভূমিতে লইয়া গিয়াছিলেন" এবং আরও বলেন,—'মিঃ হগ্ বলিয়াছেন,—বর্ত্তমান রেঙ্গুনের নিকটস্থ "উক্কলব" নগরে বণিকদ্বয় কেশধাতু লইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন" (Manual of Buddhism, p. 183.) রেঙ্গুনে যে প্রসিদ্ধ "শূয়ে ডগোব" আছে, "Our Trip to Burmah" পুস্তকে উহার ফটোগ্রাফ্ সকল দেখিয়া অনুভূত হয়, স্তূপটি বড় সুন্দর। বর্ম্মকেরা বলেন,—এই স্তূপের গর্ভে বুদ্ধের কেশধাতু আছে। উল্লিখিত গ্রন্থকর্ত্তা জেনেরাল আলেকজান্দর গর্ডন দুইটি জনপ্রবাদের উল্লেখ করেন। একটি যথা,—বুদ্ধ, তপুজ ও পলকৎ এই দুই বণিক্কে আটগাছি কেশ দেন এবং স্বদেশে গিয়া শিঙ্গোত্তর পাহাড়ে স্থাপিত করিতে বলেন। অনন্তর বণিক্দ্বয় যে স্থানে শূয়ে ডগোন বিদ্যমান, নাটদিগের নির্দ্দেশক্রমে তথায় গমন করেন। আর একটি জনপ্রবাদ যথা,—"বুদ্ধের নির্ব্বাণের পর তদীয় শিষ্যগণ আসিয়া এখানে নবকর্ম্ম (২) আরম্ভ করেন।" এই নবকর্ম্ম উত্তরকালে বহু পরিবর্দ্ধন ও সংস্কারের দ্বারা বিলাতের সেণ্টপল্ গির্জ্জার অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ হইয়াছে। আবার সিংহলীরা আপনাদিগকে ঐ কেশধাতুর অধিকারী বলিয়া দাবি করেন এবং বলেন, বণিক্দ্বয়ের কৃত স্তূপ উড়িষ্যায় ছিল এবং ৪৯০ খৃষ্টাব্দে কেশধাতু উড়িষ্যা হইতে সিংহলে যেরূপে নীত হয়, তাহা কেশধাতুবংশে ও মহাবংশে বর্ণিত আছে। সিংহলীদের রাজাবলীকর্ত্তা কিন্তু ওরূপ বলেন নাই। তিনি বলেন,—বুদ্ধ, বণিক্দ্বয়কে আটগাছি কেশ দিয়াছিলেন—তাঁহারা তাহা সুবর্ণ করণ্ডকে করিয়া পুষ্করাবতী নগরে লইয়া যান এবং তথায় পূর্ব্ব-পুরদ্বারে নিহিত করিয়া তদুপরি এক স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। উহা হইতে কোন কোন সময় নীল জ্যোতিঃ বাহির হয়। * * * ইহাই অনুরাধাপুরের প্রথম স্তূপ (Upham's Rajavali, p. 111.)।

অনুরাধাপুর সিংহলদ্বীপে আছে। কোন ইংরাজ লেখক বলেন, সিংহলীদের কেশধাতুর অধিকারিত্বের দাবি আধুনিক। আবার কোন ইংরাজ লেখক বলেন—শূয়ে ডগোবের প্রাচীনত্ব ও মাহাত্ম্য বিস্তারের নিমিত্ত, বণিক্দ্বয়ের আনীত কেশধাতু তদ্গর্ভে আছে, এই কথা বর্ম্মকেরা অধুনা বলিতেছেন। কোথায় কেশধাতু আছে এই এক সমস্যা।

শ্রীশিবচন্দ্র শীল।

---

(১) উপাসক—গৃহী শিষ্য।

(২) নবকর্ম্ম—নবমোকাম, ইমারৎ। ইংরাজি "edifice" শব্দের অনুবাদে এই পালি শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।

জীববিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভাষা।

একটি দুরূহ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। বিদেশীয় বিজ্ঞানের দেশীয় পরিভাষা প্রণয়ন নানা কারণে দুরূহ। প্রথম কারণ, আমরা বিদেশীয় ভাষায় বিদেশীয় বিজ্ঞান পড়িয়া এমন অভ্যস্ত হইতেছি যে, দেশীয় ভাষায় উৎকৃষ্ট শব্দ পাইলেও ইংরাজির তুলা ঠিক বোধ হয় না। ইংরাজি আমাদের রাজভাষা। এই ভাষা আমরা জানি, না জানি, সকলেই উহা প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করি। আত্মীয় বন্ধুদিগের সহিত ইংরাজিতে পত্র বিনিময় করিয়া সুখ পাই। যেখানে এত অভ্যাস, সেখানে বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ বাঙ্গালায় বলিবার প্রয়োজন দেখিতে পাই না। এমন কি, ইংরাজি শব্দের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিলে কখন কখন লোকে পাণ্ডিত্য প্রকাশ মনে করেন। দেশীয় পরিভাষা যেন প্রণীত হইল; কিন্তু যদি তাহা পুস্তকস্থ রহিল, তবে প্রণয়ন করা কেন? ষ্টিম এঞ্জিন, ও বাষ্পীয়যন্ত্র দুইই আছে; কিন্তু দুই একখানি বালপাঠ্য পুস্তক ব্যতীত বাষ্পীয়যন্ত্রের অন্য স্থান দেখিতে পাই না। যদি বাষ্পীয় যন্ত্রের ইহাই পরিণাম, তবে তাহা অনর্থক উৎপত্তি করিয়া ফল কি?

এই অসুবিধা বিজ্ঞান মাত্রেরই পরিভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। জীববিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভাষা প্রণয়নে অসুবিধাও আছে। জীববিজ্ঞান দুই শাখায় বিভক্ত। চলিত নামানুসারে ঐ দুই শাখা প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদ্বিদ্যা। মানুষ প্রাণি রাজ্যের শীর্ষস্থানে অবস্থিত। অন্য কোন জীবের বিষয় জানি না জানি; সকল মানুষেই নিজের বিষয় কিছু না কিছু জানে। কবিরাজ মহাশয়েরা মানুষ—জীববিদ্যা আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। এজন্য জীববিদ্যার কিয়দংশ এদেশেও প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ডাক্তার মহাশয়েরা এদেশীয় আয়ুর্ব্বেদ অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। ফলে ডাক্তার ও কবিরাজ একই অঙ্গের বিভিন্ন নাম, বিভিন্ন লক্ষণ দিয়া থাকেন। যেমন চিকিৎসায় উভয়ে মিলিত হইতে চান না, মানুষরূপ জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জীবন ক্রিয়ার লক্ষণাদি প্রকাশেও দুই পথে যাইতে চান। ডাক্তার মহাশয় বাঙ্গালা নাম না বলিলেও তাঁহাকে দোষ দিতে পারা যায় না। কারণ তিনি ইংরাজিতে শিক্ষিত। কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়ের মুখে ইংরাজি নাম শুনিলে মনে হয়, দেশীয় পরিভাষার প্রয়োজন আদৌ নাই। ইহাকেও দোষের কথা বলিতে পারা যায় না। কারণ এমন কোন নিয়ম নাই যে, তাঁহাদিগকে আয়ুর্ব্বেদোক্ত পরিভাষাই প্রয়োগ করিতে হইবে? তদ্ভিন্ন রোগী যদি ইংরাজি ভাল বুঝেন, তবে কবিরাজ মহাশয় heart, chest, brain ইত্যাদি শব্দ দ্বারা তাঁহার মনোগত ভাব কেন না প্রকাশ করিবেন? এই সকল কারণেই বলিতেছি,, জীববিজ্ঞানের দেশীয় পরিভাষা হইলেও তাহার সার্থকতা থাকিবে কি না, সন্দেহ।

দ্বিতীয় অসুবিধা এই যে, জীব বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দের অন্ত নাই। এই সকল শব্দ এককালে, একজন, বা দশ জন মিলিত হইয়া সৃষ্টি করেন নাই; বহু-কালে, বহুদেশের বহুজীববিৎ স্ব স্ব প্রয়োজনানুসারে নূতন নূতন নামের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই শব্দসমুদ্র স্মরণ করিলে হতাশ হইতে হয়।

পাশ্চাত্য জীববিদ্‌গণকেও হতাশ হইতে দেখা যায়। নতুবা তাঁহারা এত খাম খেয়ালি নামের প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁহাদের অভিরুচি পরিতৃপ্তির নিমিত্ত চলিত ভাষা ব্যতীত গ্রীক্ ও লাটিনের শব্দ ভাণ্ডার আছে। আমাদের ভাণ্ডারে সংস্কৃত আছে সত্য, কিন্তু ব্যাকরণের যে দৃঢ় নিগড়ে সে ভাষা বদ্ধ, তাহাতে বর্ত্তমান বিষয়ে তাহার উপযোগিতা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

অথচ সংস্কৃত ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই। ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বটে যে, আমরা সংস্কৃত ভাষা হইতে ইচ্ছানুরূপ শব্দ সঙ্কলন করিতে পারি। বাঙ্গালা ও হিন্দি, ওড়িয়া ও মরাঠী—দেশের অন্ততঃ এই চারিটি ভাষায় বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ এক হইতে দেখিলে কে না আনন্দিত হইবেন?

কিন্তু সংস্কৃত ভাষা আমাদের মাতৃভাষা নহে। আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা। বিজ্ঞা-নের পারিভাষিক শব্দ সংস্কৃত হইলে, অধিকাংশ শব্দ দেশে চলিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অথচ বিদ্যাটির অন্ততঃ স্থূল জ্ঞান দেশের জন সাধারণের মধ্যে প্রচারিত করাই দেশীয় পরিভাষা সঙ্কলন করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য। নতুবা পাশ্চাত্য শব্দ প্রয়োগে ক্ষতি হইত না।

যখন সকল তর্কের মীমাংসা করা দুরূহ, তখন নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য। কিন্তু সম্প্রতি ইহাতেও বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। নূতন শিক্ষা পদ্ধতিতে যাবতীয় বিজ্ঞানের স্থূল বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রস্তরবিদ্যা ব্যতীত আধুনিক কোন বিদ্যাই বাদ যায় নাই। এ সময় এই সকল বিজ্ঞানের পরিভাষা সঙ্কলন করিয়া দেশে শিক্ষা বিস্তারের ? চেষ্টা সাহিত্য পরিষদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এবিষয়ে পরিষৎ পশ্চাৎপদ হইলে তাহার প্রয়োজন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে। এক বৎসর পূর্ব্বে আবশ্যক পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন করিতে পারিলে শিক্ষার পথ সুগম করা হইত। বোধ করি এই ত্রুটি বশতঃ আমরা নানাবিধ পরি-ভাষা দেখিতে পাইব। আমি কোন নূতন প্রণীত গ্রন্থ দেখি নাই। কিন্তু ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না যে, যে সকল লেখক নূতন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বতন্ত্র হইয়া থাকিবেন, কিম্বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও উদ্ভিদবিচারের ন্যায় কোন কোন পুস্তক হইতে প্রয়োজনীয় শব্দ গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

এইরূপ কোন প্রয়োজনবশতঃ উপস্থিত লেখককে জীববিজ্ঞানের কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন করিতে হইয়াছিল। কোন এক ব্যক্তি সকল শব্দ নির্ব্বা-চনে নিপুণতা দেখাইতে পারেন না। আমার সঙ্কলিত পরিভাষাতেও অনেক দোষ

থাকিতে পারে। বস্তুতঃ কোন কোন শব্দ সম্বন্ধে আমার নিজেরই পরিতৃপ্তি হইল না। সেই সকল দোষ সংশোধনের নিমিত্ত সাহিত্য পরিষদের সুধীগণকে সাদরে নিবেদন করিতেছি।

কোন কাজ করিবার পূর্ব্বে তাহার ধারা নির্দ্দেশ করা ভাল। ধারা ঠিক হইয়া গেলে অভীষ্টকার্য্য সম্পাদনের পথ সুগম হয়। এই হেতু আমার নিরূপিত ধারা প্রথমে নির্দ্দেশ করিতেছি। যত কিছু বিচার বিতর্ক এই ধারা লইয়া করিলে শব্দ সঙ্কলন সময়ে বিসম্বাদ হইবে না।

১। পাশ্চাত্য জীববিজ্ঞানের পরিভাষা বিচার করিলে দেখা যায় যে, জীবের নাম, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম, তাহার বংশ কুল-গোত্র-জাতি-জ্ঞাতি প্রভৃতির নাম, তাহার লক্ষণ, তাহার জীবন-ক্রম, তাহার নিবাস, তাহার জন্ম প্রভৃতি অনেক বিষয় প্রকাশ করিবার শব্দ আছে।

এই সকল শব্দের মধ্যে সকল গুলিই বাঙ্গালা করা আবশ্যক কি? জীবের লক্ষণ, জীবন-ক্রম প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের বাঙ্গালা শব্দ সঙ্কলন করিতে সকলেই অভিলাষী হইবেন। কিন্তু জীবের নাম? পাশ্চাত্য লাটিন নাম, না বাঙ্গালা নাম, না সংস্কৃত নাম গ্রাহ্য? সামান্য জবাফুলের গাছকে হাইবিক্‌কস্ রোজা সাইনেন্‌সিস্, বিড়ালকে ফেলিস্ ডোমেস্‌টিকস্ বলিয়া ক্ষান্ত হইব কি? এখানে দুইটি সর্ব্বপরিচিত জীবের নাম করিলাম বলিয়া লাটিন নাম দুইটি অদ্ভুত বোধ হইতেছে। কিন্তু যে কোন জীবের নামই এইরূপ। ইংরাজিতে কোন কোন জীবের চলিত নাম থাকিলেও বৈজ্ঞানিক নাম অবশ্য আছে। এখানেও কি সেই রূপ, জবা ও বিড়াল চলিত নাম, এবং ঐ দুই লাটিন নাম বৈজ্ঞানিক নাম বলিয়া বাঙ্গালায় গ্রহণ করা যাইবে? আরও এক উপায় উল্লেখ করিতেছি মনে করুন, জবা ও বিড়ালের বৈজ্ঞানিক নাম "সামান্য জবা" ও "গৃহমার্জ্জার" রাখা গেল। এরূপ নামে কত সুবিধা, তাহা আর বলিতে হইবে না। সকল স্থানে সংস্কৃত নাম রাখিবার প্রয়োজন নাই। যে সকল জীব সাধারণের অজ্ঞাত, সে সকল জীবের লাটিন নামের বিভক্তি লোপ করিয়া সংস্কৃত রূপ দিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এইরূপ আমিবা, বাকটিরিয়া, পল্‌সেটিলা বলিলে বিশেষ ক্ষতি আছে, বোধ হয় না। খদির (বা সামান্য খদির), বিট খদির (শুয়ে বাবলা), সিত খদির (কাঁটা বাবলা)—এই তিন নাম সংস্কৃতে আছে। সেইরূপ, সামান্য জবা, খাদ্য জবা (ঢেঁড়স), পট্ট জবা (মাস্তাপাট), চপল জবা (রাধাপদ্ম) প্রভৃতি, এবং গৃহমার্জ্জার, হরিমার্জ্জার (সিংহ), দ্বীপী মার্জ্জার (ব্যাঘ্র) প্রভৃতি করা না চলে এমন নহে। সাধারণ পরিশ্রম আবশ্যক।

এই বিষয়টি উল্লেখমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। যাঁহারা জীবের নামমালা (fauna ও flora) প্রস্তুত করিবেন, তাঁহাদিগকে অবশ্য এবিষয়ের সদুপায় চিন্তা করিতে হইবে। জীবের বাঙ্গালা নামমালা প্রস্তুত হইতে বহু বিলম্ব। সুতরাং ভবিষ্যতের ভাবনা এখন না ভাবিলেও চলে। তবে সংস্কৃত শব্দ সাহায্যে জীবশ্রেণী বিভাগ করিলে কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দিবার নিমিত্ত কতকগুলি সংজ্ঞা সঙ্কলিত হইল।

২। আবশ্যক শব্দ সঙ্কলনে চলিত বাঙ্গালার সাহায্য লওয়া যাইবে, কি কেবল সংস্কৃত ভাষার উপর অত্যাচার করা যাইবে?

কেবল সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করিলে লাভ এই যে, বাঙ্গালা, হিন্দি, ওড়িয়া, মারাঠী ভাষায় বৈজ্ঞানিক শব্দ এক হইলেও হইতে পারিবে। অধিকন্তু, এইরূপে উহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইতে পারিবে। এবিষয় পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। অসুবিধা এই যে, চলিত বাঙ্গালা লইলে শব্দের অর্থ যত সহজে বিদ্যার্থীর হৃদয়ঙ্গম হইবে, অপ্রচলিত বা নবরচিত সংস্কৃত শব্দ লইলে তত সহজে হইবে না। বলা বাহুল্য, অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ না করিলে শব্দে কুলাইবে না। এই বিষয় লইয়া আমি শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ক্রল সাহেবের সহিত আলাপ করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য যে, তিনি পাশ্চাত্য বিদ্যায় যেমন পণ্ডিত, এ দেশের অবস্থায় তেমনই অভিজ্ঞ। তাঁহার মত ইংরাজিতেই উদ্ধৃত করিলাম।

"As regards Bengali terms, I may state my personal views. They are largely the outcome of my experience as a German as well as an English teacher. It is much easier to teach a German child the rudiments of science and mathematics in German than it is to teach the same thing to an English child in English. The reason is simply that all the more common scientific technical terms are purely German, their meaning being consequently at once apparent. To give some examples, calyx is kelch, which means goblet ; sepal is kelch blatt, *i. e.* calyx-leaf ; corolla is blumenkrone *i. e.* flower crown ; stamen is staubgefass, *i e.* dust-vessel ; filament is staubfaden, *i. e.* dust thread ; anther is staubbentel, *i. e.* dust-bag ; pollen is blumenstaub, *i. e.* flower-dust. Similarly the words for serrate, dentate, crenate, reniform, cordate, ovate, conical, terete, etc. are all simple and well-understood German words. The consequence is that you can teach German children of 7 or 8 years of age the rudiments of science without much trouble, whilst to do so with English-speaking children is nearly an impossibility ; because as soon as you begin to speak to them of the simplest scientific subject, you have to do so in what is practically to them a foreign language. This fact alone explains why scientific knowledge has soaked down so much deeper into the lower strata of the German people. I have known German carpenters, plumbers, and other artisans who were excellent local botanists ; they would

not have been what they were, if the technical terms they had to understand and use had been distorted Greek and Latin words. As regards Bengali science I think this is just the moment when its future may be definitely made or marred. If you incorporate English, Latin or Greek, or even pure Sanskrit terms into the ordinary Bengali scientific language, you will shut the door to popular science.

The principles which I should be guided by, if I had the task of selecting or coining scientific terms in the vernacular, would be some thing like these :—

(1) To utilze words already in use either in existing books or with educated native gentlemen like Kabirajes, provided they are pure Bengali.

(2) Not to reject terms in actual use among the peasants for the simple reason that the so called educated people do not understand them ; because after all, every one, high or low, is an authority in the subject or occupation with which he is practically acquainted or which he practises.

(3) To utilize provincial terms, if they are short and to the point, especially if they are understood by the common people near large centres of education. It is certainly easier for a Bengali child to learn the meaning of a simple Bengali-sounding word and to remember it than to absorb into his vocabulary a probably longer and stranger sounding Sanskrit term.

(4) To avoid literally translating English, Latin or Greek terms into Bengali, when in such translation words have to be utilized which are the names of things not well-known to the majority of Bengali children

(5) In some rare cases it may be advisable to simply adopt English, Latin, or Greek terms, if they are short and have a Bengali look about them."

এই পত্রের পরেও বাঙ্গালা পারিভাষিক শব্দ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে অধ্যাপক ক্রল সাহেবের সহিত বিচার হইয়াছিল। শেষ পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"I quite appreciate your remarks on scientific terminology. What I think we have to distinguish is the simple terminology adapted to "readers" "primers" "elementary treatises" and similar publications, and even larger text books and monographs. In this respect too we might take German usage as our guide. In highly technical subjects we use freely words borrowed from the Greek and used all over Europe in forms adapted to the spirit of each respective language. It will be impossible and even inadvisable to try to coin purly Bengali terms for things like the hypostome of a hydrazoon or the laphophore of a molluscoid. I have great doubts about the wisdom of even coining Sanskrit words in such cases, as treatises of this nature would probably be only read by men who know English.

Also words like microscope, stereoscope, and various others would probably be better taken over bodily. But otherwise I should try to use Bengali as much as possible when dealing with *elementary science*, the science meant for the people, that is to say, for persons who with the majority of them never use the terms in any language but their own.

As regards treatises, such as might be used by college students, by all means let us borrow from Sanskrit, and even from other languages, like Greek, but preferably from Sanskrit."

উপরের দুইখানি পত্র হইতে দেখা যাইবে, জর্ম্মাণ ভাষায় বিজ্ঞানে চলিত নাম গ্রহণ করাতে কি ফল হইয়াছে। আমি জানি পরিষদের কোন কোন সভ্য বিজ্ঞানের ভাষা স্বতন্ত্র দেখিতে প্রয়াসী। অনেক চিন্তা করিয়াও এখনও এই মত স্বীকার করিতে পারি নাই। বাস্তবিক, এ বিষয়ে আমি ব্রুল সাহেবের সহিত একমত। বিজ্ঞানের উচ্চ অঙ্গের নিমিত্ত দুরূহ শব্দ বা স্বতন্ত্র ভাষা প্রয়োগ করিলে কোন ক্ষতি নাই; বরং সে প্রকার শব্দ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু বাঙ্গালায় বিজ্ঞানচর্চ্চার যে অবস্থা, তাহাতে এই প্রকার প্রভেদ রক্ষা না করিয়া সাধারণ লোকবোধ্য শব্দ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার রায়ের উদ্ধৃত "নানান্ দেশে নানান্ ভাষা, বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা"—সর্ব্বদা মনে পড়ে। যে প্রয়োজনবশতঃ তিনি এই প্রাচীন উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, জীববিজ্ঞানে সে প্রয়োজন বিলক্ষণ বর্ত্তমান। রসায়নবিদ্যায় মূল ও যৌগিক পদার্থ-সমূহের বাঙ্গালা নাম রচনা করিলে তাহার এক দিকে যেমন লাভ আছে, অন্যদিকে

তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি আছে। যদি লোকে কথাবার্ত্তায় আমাদের রচিত বাঙ্গালা নাম ব্যবহার না করে, তবে আর রচনা-শ্রম কেন?

সমুদায় বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ সুখোচার্য্য, ক্ষুদ্র এবং বাঙ্গালা ভাষায় চলিত, কিন্তু মূলে সংস্কৃত হইলেই সকল দিক রক্ষা পায়। যে শব্দ সুখোচার্য্য ও ক্ষুদ্র নহে, তাহার স্থায়িত্ব কল্পনা বৃথা। সংস্কৃত অথচ ভাষায় চলিত হইলে ওড়িয়া হিন্দি ও মারাঠি ভাষাতেও তাহা প্রবেশলাভ করিতে পারে, অথচ অর্থ বুঝিতেও বালকগণকে কষ্ট পাইতে হয় না। কোন কোন স্থলে দেশজ শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয় হইবে না। কারণ তাহাদের অধিকাংশ এমন যে, পূর্ব্ববাঙ্গালার লোকে বুঝিলেও পশ্চিমবাঙ্গালার লোকের দুর্ব্বোধ্য, কিম্বা পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত থাকিলেও চট্টগ্রামাদি পূর্ব্ববঙ্গে একেবারে নূতন। আমার বোধ হয়, কেবল সংস্কৃত, কি কেবল বাঙ্গালা ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ না করিয়া প্রয়োজন অনুসারে উভয় ভাষা হইতে গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। স্থল বিশেষে ইংরাজি শব্দ কাটিয়া ছাঁটিয়া বাঙ্গালা রূপ দিয়া গ্রহণ করিলেও ক্ষতি নাই। অমুক ভাষার বাহিরে যাইব না, এমন প্রতিজ্ঞা করিলে পরিভাষার সাফল্য থাকিবে না।

৩। জীববিজ্ঞানে এমন কতকগুলি শব্দ আছে, যে গুলিকে রাসায়নিক পদার্থবিশেষের নাম বলা যাইতে পারে। যথা, myosin, mucin, albumin, pepsin, nuclein, chromatin, ইত্যাদি। ইংরাজি ব্যাকরণানুসারে এই সকল শব্দ রচিত হয় নাই। এক রকম জোর করিয়া কেবল এরূপ শব্দের সমতা রক্ষার্থ সকলেরই শেষে in টুকু যোগ করা হইয়াছে। বাঙ্গালাতেও এইরূপ একটা উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। মাংসে আছে যাহা, তুলতে আছে যাহা, এরূপ অর্থ প্রকাশ করিতে পারে, এমন প্রত্যয় পাই না। সত্য বটে, তিলে আছে তৈল। সেইরূপ, তুলতে আছে যাহা, তাহা তৌল করা যাইতে পারে। কিন্তু এই নিয়মে শব্দ রচনা করিলে হঠাৎ বিশেষণ বলিয়া বোধ হয়। এরূপ শব্দের সংখ্যাও অল্প নহে। জৈবরসায়নে এরূপ শব্দ সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। অথচ কুইনিন, তার্পিন, কেরোসিন প্রভৃতি শব্দ, কেবল বাঙ্গালায় কেন, বোধ করি, ভারতের যাবতীয় ভাষায় প্রবেশ করিয়া স্বচ্ছন্দে বিরাজ করিতেছে। এজন্য বৈয়াকরণ মহাশয়দিগের অনুমতি পাইলে বাঙ্গালায় একটা নূতন "ইন" প্রত্যয় করিতে চাই। এইরূপে, মাংসের সারাংশ মাংসিন, কিলাটের (ছানার) সারাংশ কিলাটিন, তূলার সারাংশ তূলিন, কষায়ের সারাংশ কষায়িন (tannin), ইত্যাদি করিতে চাই। বস্তুতঃ ভাষার উপর এইরূপ একটু অত্যাচার না করিলে গত্যন্তর দেখিতে পাই না।

এখন দেখা যাউক, কোন্ কোন্ গ্রন্থ হইতে আমাদের আবশ্যক শব্দ পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের আবশ্যক চলিত বাঙ্গালা শব্দ কোন গ্রন্থে পাওয়া কঠিন। কেন না, যত দূর জানা গিয়াছে, এরূপ চলিত শব্দ কেহই সংগ্রহ করেন নাই। দুই একটা শব্দ কথা

প্রসঙ্গে কিম্বা কোন বাঙ্গালা অভিধানে আসিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাইবে, তাহা না জানিলে সেরূপ শব্দ থাকিলেও আমাদের পক্ষে নাই। অতএব চলিত শব্দ খুঁজিতে গেলে লোকের মুখেই শুনিতে হইবে। নগরবাসী লোকেরা সাধুভাষার অনেক শব্দ জানেন, কিন্তু জীবজন্তু ও গাছপালার নাম বা তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম অল্পই জানেন। এ বিষয়ে পল্লীবাসীরা বিদ্বান্। উপস্থিত লেখক জন্মে পল্লীবাসী হইলেও, কার্য্যানুরোধে নগরবাসী। সুতরাং এরূপ চলিত শব্দ সংগ্রহে অসমর্থ। পরিষদের যে সকল সভ্য গ্রামে বাস করেন, এবং নিরক্ষর কৃষককুলের সহিত মিশিয়া থাকেন, তাঁহারা চেষ্টা করিলে অনেকগুলি শব্দ বলিয়া দিতে পারেন; পরিষৎ কর্ত্তৃক এরূপ শব্দ সংগ্রহ করা অসম্ভব নহে। আমি মনে করি, ভিন্ন ভিন্ন জেলার প্রচলিত বস্তুবাচক শব্দ সংগ্রহের চেষ্টা করিবার সময় হইয়াছে।

চলিত শব্দের পর, সংস্কৃত ভাণ্ডার মনে আসে। প্রথমেই আয়ুর্ব্বেদের শব্দাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। চরক, সুশ্রুত, বাগ্ভট ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক বৈদ্যকগ্রন্থে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলে অনেক শব্দ পাওয়া যাইতে পারে। এ নিমিত্ত কবিরাজ মহাশয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা করি। অধ্যবসায়ীকে যাহা বহু অনুসন্ধানে বহু পরিশ্রমে বাহির করিতে হইবে, ব্যবসায়ী কবিরাজ মহাশয়দিগের তাহা ওষ্ঠে বর্ত্তমান। তবে, তাঁহাদের দিগ্-দর্শনের নিমিত্ত কয়েকটি কথা বলিতেছি।

বৈদ্যকশাস্ত্রোক্ত অনেক গাছপালার নামে সেই সকল গাছপালার এক একটা গুণ ও লক্ষণ বর্ত্তমান আছে। শতদল, দ্বিপুট, সপ্তচ্ছদ প্রভৃতি নাম হইতে দল, পুট, ছদ শব্দ পাইতেছি। অন্যান্য গাছের নাম হইতেও এইরূপ শব্দ পাওয়া যাইতে পারে। সুশ্রুতের কলল, কলা, জাল, শিরা, ধমনী প্রভৃতি শব্দ কোথাও বা অবিকল গ্রহণ করিতে পারা যায়, কোথাও বা অর্থের কিঞ্চিৎ প্রসারণ বা সঙ্কোচন করিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ স্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই দুইরূপে সুশ্রুতের কোন কোন শব্দ ডাক্তার মহাশয়েরা গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এ বিষয়ে তাঁহারা যত্নশীল হইলে শব্দের অভাব থাকিত না। দুঃখের বিষয়, কবিরাজ ও ডাক্তার মহাশয়েরা স্ব স্ব শাস্ত্রবিষয়ে মিলিত হইতে চেষ্টা করেন নাই। বোধ হয়, তাহারই ফলে স্নায়ু শব্দ nerve অর্থে ব্যবহার হইতেছে। স্নায়ু অর্থে nerve বুঝায়, ইহা কোথাও দেখিতে পাইলাম না।* দেখিতে পাই ligament অর্থে স্নায়ু (sinew) শব্দ ব্যবহৃত হইত। ধনুর গুণ স্নায়ুতে নির্ম্মিত, ইহা মহাভারত হইতে দেখিয়া আসিতেছি। তাহাতে বোধ হয় যে বায়ু বা বাত দ্বারা nervous energy এবং বাতবহা নাড়ী দ্বারা nerves বুঝাইত। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে যে সকল কবিরাজ মহাশয়েরা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের ঔষধের বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন, তাঁহারা

---

* সুশ্রুতের শাঃ ৫ অধ্যায়ে স্নায়ুর বর্ণনা দেখুন।

ঠিক শব্দ প্রয়োগ করেন না। বোধ করি, nerve শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিয়া nerve অর্থে স্নায়ু হইয়া থাকিবে। এইরূপ ধমনী, শিরা, ক্লোম শব্দ artery, vein, pancreas বুঝাইতে কেহ কেহ প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ প্রয়োগ শাস্ত্রসঙ্গত হইয়াছে কিনা, তাহা কবিরাজ মহাশয়দিগকে বিচার করিতে অনুরোধ করি।

এখানে আর একটি শব্দের উল্লেখ করিতেছি; cell অর্থে কোষ করা ঠিক; two-celled ovary, anther-cell, cell-cavity ইত্যাদি স্থলে cell=কোষ করিলে অর্থ সুস্পষ্ট হয়। কিন্তু কুক্ষণে এই cell শব্দটি histological unit অর্থে ইংরাজিতে প্রযুক্ত হইয়াছিল। ইংরাজি ভাষা naked cell, cell-wall প্রভৃতি অদ্ভুত শব্দ রচনা করিয়া প্রথম ভ্রান্তি অপনোদন করিতে পারে। কিন্তু তাহার দেখাদেখি বাঙ্গালা ভাষাকেও কোষহীন কোষ, কোষপ্রাচীর কেন করিতে হইবে, তাহা বুঝি না। কোন কারণে যদি ইংরাজি শব্দ নির্ব্বাচন ঠিক না হইয়া থাকে, সুবিধা সত্ত্বে আমাদিগকেও কি সেই কারণে আবদ্ধ হইতে হইবে? এক হিসাবে, বাঙ্গালা পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলনে সুবিধা আছে। ইংরাজিতে পারিভাষিক শব্দ গড়াপেটা মাজাঘষা হইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত। কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার করিয়া আমরা তাহাদের মধ্যে শব্দ বাছিয়া লইয়া তাহার অর্থানুসারে বাঙ্গালা শব্দ রচনা করিতে পারি, এবং ইংরাজিতে যে গুলি ঠিক হয় নাই, কিম্বা যাহাদের অপেক্ষা আরও উপযুক্ত শব্দ বাঞ্ছনীয় মনে করি, সে গুলিকে অবিকল ভাষান্তরিত না করাই যুক্তিসিদ্ধ।

ইংরাজিতে যেমনটি আছে, ঠিক তেমনই ভাবের বাঙ্গালা শব্দ করিতেই হইবে, এ নিয়ম ঠিক নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, cordate ও reviform leaf ধরুন। যদুবাবু তাঁহার উদ্ভিদ্ বিচারে ঐ দুই শব্দে হৃৎপিণ্ডাকার ও বৃক্কাকার করিয়াছেন। ইংরাজি শব্দ দুইটির ব্যুৎপত্তি ধরিয়া বাঙ্গালা করিয়া যদুবাবু ঠিকই করিয়াছেন। কিন্তু সকল স্থলে ব্যুৎপত্তি না দেখাই ভাল। আবশ্যক গুণ প্রকাশের নিমিত্ত অন্য সহজবোধ্য শব্দ নির্ব্বাচন করিলে লাভ বই ক্ষতি নাই। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পান আছে, বর্বটী কলাই আদৌ দুষ্প্রাপ্য নহে। মাংসপ্রিয়জাতির নিকট জন্তুর হৃৎপিণ্ড ও বৃক্ক অপরিচিত নহে। কিন্তু শাকান্নভোজী বাঙ্গালীর ছেলে উহাদিগকে কদাচিৎ দেখিতে পায়।

বাস্তবিক, cell (histological unit) অর্থে অন্য একটি শব্দ রাখিলে অনেক স্থলে কোষ শব্দটি ঠিক অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। উপরে anther-cell, cells of the ovary, উল্লেখ করিয়াছি। এ সকল স্থলে cell অর্থে কোষ বুঝি; কোষ অর্থে খড়্গাদির খাপ, পোকার গুটি, সিন্দুকটা, কাঁটালের কোষ, অণ্ডকোষ প্রভৃতির আবরণ কিম্বা আবরণ সহিত দ্রব্যবিশেষ বুঝি। Amœba is a cell, the cell has no wall—ইত্যাদি স্থলে cell কোষ বা আবরণ করিলে বিজ্ঞানসম্মতও হয় না, সামান্য অর্থসম্মতও হয় না। cell অর্থে কোষ না করিয়া কি করা যাইতে পারে, তাহা ভিন্ন কথা। কিছুই না

জুটে, সেল রাখুন। পূর্ব্বকালে cell এদেশে অজ্ঞাত ছিল, কাজেই তাহার প্রতিশব্দও নাই। যখন নূতন শব্দ সঙ্কলন করিতেই হইবে, তখন cellএর প্রধান গুণ বা ক্রিয়া ধরিয়া কোষ হইতে পৃথক্ করুন। কি জানি কেন, সংস্কৃত কল শব্দটির প্রতি আমার কিছু টান পড়িয়াছে। সেই কল হইতে কলন এবং বোধ করি, বাঙ্গালা কল (অঙ্কুর) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

এইরূপ, tissue অর্থে কেহ কেহ তন্তু করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র সাদৃশ্য দেখিতে পাই না; tissue—aggregates of cell, তন্তু—সূত্র। সূত্র বা তন্তু aggregate of cell বটে, কিন্তু সরল রকম tissue নহে। Tissue শব্দের একটা সামান্য অর্থ আছে,—a textile fabric। বোধ করি, তন্তুবায়েরা কাপড় বোনে বলিয়া tissue অর্থে তন্তু হইয়া থাকিবে। যে কারণেই হউক, fibrous tissue অর্থে তন্তুময় বা তান্তবিক বা তন্তু, কিম্বা অংশুময় বা আঁশাল বা সূত্রময় তন্তু করিলে হাস্যের উদ্রেক হইতে পারে।

কিন্তু এখানে একটা কথা ভাবিবার আছে। কোষ শব্দটা প্রায় চলিত হইয়া গিয়াছে। বলিতে কি, আমি নিজেই কোন কোন প্রবন্ধে ব্যবহার করিয়াছি। এখন উহাকে পরিবর্ত্তন করা চলে কি? এই তর্কের অর্থ এই যে, একবার কি দুইবার কি দশবার কোন শব্দ কোন অর্থে ব্যবহৃত হইলে তাহার পরিবর্ত্তন বিধেয় নহে। এই বিধিকে সামান্য বিধি বলিতে পারি না। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় কিম্বা ইংরাজি ভাষায় এই বিধি দেখিতে পাই না। যোগ্যের জয় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন, জৈববিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ বাঙ্গলায় চলিত হইয়াছে, বলিতে পারি না। যদি চলিত হয়, তবে এই নূতন শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারা হইবে। দুই একখানা আধা বাঙ্গালা আধা ইংরাজি ডাক্তারি বহিতে, আধা বাঙ্গালা আধা ইংরাজি "নেটিভ ডাক্তারের" নিকট কোন কোন শব্দ চলিত বোধ হইলেও জনসাধারণের মধ্যে চলিত হয় নাই। এই তর্ক এখানে তুলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যদুবাবুর অনেকগুলি শব্দই বিসর্জ্জন করিতে হইবে। পরে তাহা বলা যাইতেছে। এখন tissue শব্দের একটা বাঙ্গালা প্রতিশব্দ প্রস্তাব করিয়া অন্য বিষয়ে যাই। সুশ্রুতে সপ্তকলা আছে। কলা শব্দে, কোন বস্তু ক্ষুদ্র অংশ বুঝায়। সুশ্রুতের কলা শব্দ ঠিক tissue নহে। * কিন্তু মাংসধরা, মেদোধরা আছে। পূর্ব্বেই জানা গিয়াছে যে, পুরাতন জ্ঞানের সহিত আধুনিক বিদেশীয় জ্ঞানের ঐক্য অল্প। কাজেই পুরাতন শব্দের অর্থ সঙ্কোচ বা প্রসার না করিলে অল্প শব্দ আধুনিক অর্থে পাওয়া যাইবে। যাহা হউক, tissue অর্থে কলা করিলে মন্দ হয় না; cellular tissue—কলময় কলা, তত ভাল শুনায় না বটে, কিন্তু তত মন্দই বা কি? কিন্তু cell অর্থে কোষ এত চলিত হইয়াছে যে, তাহাকে অনেকেই পরিত্যাগ করিতে

---

* Tissue অর্থে বরং ধাতু রাখা চলিত। কিন্তু ধাতু=metal বহুপ্রচলিত। একটা শব্দ নানার্থে প্রয়োগ না করাই ভাল।

সম্মত হইবেন না। কাজেই উপরের তর্ক বৃথা হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া কোষ শব্দই গ্রহণ করিতে হইল।

প্রাণিবিদ্যাবিষয়ক কতকগুলি শব্দ যদি বা সুশ্রুতাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-বিষয়ক কোন প্রাচীন গ্রন্থ দেখিতে পাই না। আয়ুর্ব্বেদে পাঁচ ছয় শত উদ্ভিদের নাম ব্যতীত উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অন্যান্য বিষয়ের শব্দ পাওয়া যায় না। ভবিষ্য পুরাণে না কি একটি অধ্যায়ে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বর্ণিত আছে। * কিন্তু আমি তাহা দেখি নাই। সেইরূপ বায়ুপুরাণাদি কোন কোন পুরাণে কয়েকটি প্রাণীর নাম পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাণীর লক্ষণ ব্যতীত কেবল নাম দ্বারা প্রাণীর নির্দ্দেশ হইতে পারে না।

এখন প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিষয়ক বাঙ্গালা পুস্তকের অনুসন্ধান করা যাউক। প্রথমেই ডাক্তারি বহি মনে আসে। বাঙ্গালায় দুই একখানি Human Anatomy এবং Physiology আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহারা না বাঙ্গালা না ইংরাজি। এ কথা যে কেবল পারিভাষিক শব্দ সম্বন্ধে বলিতে হইতেছে, এমন নয়। যেখানে বাঙ্গালা ভাষা দেখিতে পাইবার আশা করা যায়, সেখানেও ডাক্তার লেখকগণ বঙ্গভাষার প্রতি নির্ম্মম ব্যবহার করিয়াছেন। †

---

* বিশ্বকোষের ভবিষ্যপুরাণ বর্ণনা।

† পাছে কেহ ইহাকে অতিশয়োক্তি মনে করেন, এই নিমিত্ত দুই একখানি গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। উদ্ধৃত অংশ খুজিয়া বাহির করা হয় নাই; যাহা সম্মুখে পড়িল, তাহাই দেখান গেল।

"পাকাশয় রস নিঃসরণের স্নায়ু কৌশল innervation of the gastric juice—ভক্ষ্য দ্রব্য পাকাশয়ে উপস্থিত হইলে গ্যাসট্রিক রস নিঃসৃত হইয়া থাকে, একটি পালকের দ্বারা কৌশলক্রমে যাহা বহির্গত করা যায় তাহা অতি অল্প, এই রস দিবারাত্রে ১০ হইতে ২০ পাইন্ট পর্য্যন্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে।"

"যে সকল বিষয় বা ভাব আমাদের মনোমধ্যে অতি উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত হয়, ঊর্দ্ধমস্তিষ্কদ্বারা আমরা তাহাদিগকে অনুভব করিতে পারি, এবং ইহা দ্বারা সে সকল বিষয়ের অবস্থানুসারে আমরা তাহাদিগকে বিচার করিতে সক্ষম হইয়া থাকি।"

অন্যত্র, "অঙ্গস্থ পদার্থ সমুহের এইরূপ পুনর্জন্ম ও পুনঃ স্থাপনের তত্ত্ব মনোমধ্যে সর্ব্বদা জাগরূক থাকা কর্ত্তব্য"। ইত্যাদি।

আর একখানি ডাক্তারি বহি দেখিতেছি। সংস্করণ—দ্বিতীয়। পলসেটিলা সম্বন্ধে লিখিতআছে, "স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপরে এই ঔষধের কার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়।" মস্তকের উপর ক্রিয়া সম্বন্ধে আছে, মাথা নীচু করিলে মাথা ঘোরা, যেন মাতাল হইয়াছে। বসিলে প্রাতঃকালে উঠিলে মাথা ঘোরা। * * পেট পুরিয়া থাকিলে ও মেদযুক্ত খাদ্য জন্য মাথা ধরা। দপ দপ করা ও চাপ বোধ হয়।" ইত্যাদি। গ্রন্থখানিকে বাঙ্গালা মনে করিতে হইবে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ঔষধগুলির ইংরাজি নামের আদ্যাক্ষর অনুসারে সেগুলি পর পর সাজান হইয়াছে। এইরূপে 'ষ্ট্যাফেসেগ্রিস্' গ্রন্থের প্রায় মধ্যস্থলে বসিয়াছে।

আর একখানি গ্রন্থ দেখিতেছি। এখানি ডাক্তারি নয়, কিন্তু কোন ডাক্তারের লিখিত। জলের রাসায়নিক পরীক্ষা সম্বন্ধে লিখিত আছে,

"অনঙ্গারক (ও) অঙ্গারক) য়্যামোনিয়া (Inorganic (or Free and Organic or Albuminoid Ammonia)—জলে য়্যামোনিয়া ঘটিত লবণ ও উদ্ভিজ্জ বা জীবজ পানার্থ দ্রব থাকিলে উহা পানের নিতান্ত অনুপযোগী হয়।"

যাহা হউক, এখন পারিভাষিক শব্দ আমাদের আলোচ্য। এই সকল ডাক্তারি পুস্তকে পারিভাষিক শব্দের অনেকগুলি কিম্ভুতকিমাকার। কোন কোন ইংরাজি শব্দের এমন ভাষান্তর করা হইয়াছে যে, অর্থগ্রহ করা দুরূহ। যথা,

Physiology শারীর-বিধান-তত্ত্ব
element সূক্ষ্ম পদার্থ
bodies of simple composition কতকগুলি সামান্য পদার্থ
reproduction পুনর্জ্জন্ম
degeneration অপকৃষ্টতা
discoid (cell) গ্রহের মত
homogeneous স্বচ্ছ
tubules নলীর আকার পদার্থ
nucleus মূল
impressions চৈতন্য

অন্য একখানি গ্রন্থ হইতে কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

structute নির্ম্মাণ
physical properties ভৌতিক গুণ
development উৎপাদন
circumduction, rotation সরকমডক্শন, রোটেশন্
small intestines ক্ষুদ্র তন্ত্র সকল, ইত্যাদি

এই পুস্তকে ইংরাজি পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দিবার চেষ্টা হয় নাই। সুতরাং এতদ্দ্বারা সাহায্য পাইবার আশা নাই।

প্রাণিবৃত্তান্ত নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক আছে। এখানি ক্ষুদ্র; কেবল vertebrate জন্তুর সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আছে। কিন্তু যে কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, দুই একটা ব্যতীত তাহাদের সকলগুলিই ভাল বোধ হইল। অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত অথচ সুবোধ্য। মাটীর ন্যায় দুই একটা শব্দ মাত্র বাঙ্গালা। ইহাতে cartilageকে উপাস্থি বলা

"দ্রবীভূত নিরেট পদার্থ (dissolved soilds) জলমাত্রেই খনিজ ও অঙ্গারক নিরেট পদার্থ অল্পাধিক পরিমাণে নিরেট হইয়া রহে।"

এইরূপ, hardness of water—জলের কাঠিন্য, distillation—পরিস্রুতকরণ. water supply—জলের সরবরাহ, filtration ছাঁকন, water-vapour—জল-বাষ্প, resins—বৃক্ষ-নির্য্যাস, essential oils—গন্ধোৎপাদক তৈল, fermentation—উৎসেচন প্রক্রিয়া, organic acid—অঙ্গারক দ্রাবক, active principle of a plant—উদ্ভিদের সগুণ-সারাংশ, ইত্যাদি। এ সকল শব্দ যাহাই হউক, "য়্যামোনিয়া"র য়্যা টুকু বিসর্জ্জন করিলে ভাল হয়। তৎপরিবর্ত্তে 'আ' করিলে ক্ষতি কি?

হইয়াছে। সুশ্রুতে তরুণাস্থি আছে। বোধ করি, তরুণাস্থি পরিবর্ত্তে উপাস্থি করিলে আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত অধিক মিলে।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বিষয়ে ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্ভিদ্‌বিচার আছে। কিছুকাল এই পুস্তক বঙ্গবিদ্যালয়ে পঠিত হইত যিনি এই পুস্তক দেখিবেন, তিনিই পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলনে যদুবাবুর অসাধারণ ক্ষমতার প্রমাণ পাইবেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার সঙ্কলিত শব্দ প্রায়ই বড় বড়, এবং সমাসজাত ও সন্ধিজাত; এজন্য সহজবোধ্য নহে। অধিকাংশ স্থলে ইংরাজি শব্দের ধাত্বর্থ দেখিয়া বাঙ্গালা শব্দ রচিত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত যোগ করা হইয়াছে; যথা, নিরাট কন্দ (rhizome), ঝালরিত বা জালবিশিষ্ট। কোন কোন স্থলে বাঙ্গালায় চলিত সংস্কৃত শব্দের অর্থ বিকৃত করা হইয়াছে; যথা, spike—মঞ্জরী, inflorescence—গুচ্ছ কোন কোন স্থলে এরূপ অর্থবিকার আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালায় চলিত সংস্কৃত শব্দের অর্থবিকার বাঞ্ছনীয় নহে। ইংরাজি শব্দের ধাত্বর্থ দেখিয়া বাঙ্গালা শব্দ রচনা করিতে গিয়া যদুবাবু ভাল পথ ধরেন নাই পূর্ব্বে reniform—বৃক্কাকার, cordate—হৃৎপিণ্ডাকার শব্দদ্বয়ের উল্লেখ করা গিয়াছে। এইরূপ, carpel—ফলাণু, stigma—চিহ্ন, cell—কোষ, tissue—তন্তু।

যদুবাবুর উদ্ভিদ্‌বিচার প্রথমবার প্রকাশিত হইবার সাত বৎসর পরে ওয়াট সাহেব "উদ্ভিদ্‌বিদ্যার প্রথম সোপান" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি বহিখানি ইংরাজিতে লিখিয়া হুগলি কলেজিয়েট স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তীকে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে দেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখকের পূজ্যপাদ অধ্যাপক গোপালচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় উহার পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন করিতে সাহায্য করেন। ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত আছে, "উদ্ভিদ্‌বিচারে প্রযুক্ত সংজ্ঞাসকলের প্রতিশব্দের প্রায় সম্যগভাববশতঃ অনুবাদকার্য্য অতি কঠিন হইয়াছে। * * * ইংরাজি পারিভাষিক সংজ্ঞাগুলির প্রতিশব্দ যে স্থলে প্রথমে ব্যবহৃত হইয়াছে, সে স্থলে ইংরাজি শব্দও দেওয়া হইয়াছে।" যাহা হউক, দেখা যায়, যদুবাবুর ও ওয়াটসাহেবের গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক সংজ্ঞা সকল এক নহে। কি কারণে যদুবাবুর সঙ্কলিত সংজ্ঞা পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা লিখিত নাই। যে কারণেই হউক, ওয়াটসাহেবের গ্রন্থের অনেক পারিভাষিক শব্দ যদু-বাবুর সঙ্কলিত শব্দ অপেক্ষা সহজবোধ্য হইয়াছে। কতকগুলি তেমন ভাল বোধ হইল না। উহাতে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ প্রদর্শিত হইল।

reproduction	পুনরুৎপাদন	node	পর্ব্বসন্ধি (?)
cell	বুদ্বুদ	internode	পর্ব্ব (?)
tissue	গ্রন্থন	rhizome	মূলাকার কাণ্ড
plumule	প্লুমিউল	corm	দৃঢ় কন্দ

stipule পত্রশল্ক
calyx বহিরাবরণ
sepal বহিশ্ছদ
corolla অন্তরাবরণ
petal পুষ্পদল বা পাবড়ি
carpel কিঞ্জল্ক ?)

প্লুমিউলের ন্যায় অনেক ইংরাজি শব্দ যথেচ্ছক্রমে স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, বাঙ্গালা প্রতিশব্দ রচিত হইলেও ইংরাজি শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে।

"বালকশিক্ষার্থ উদ্ভিজ্জবিদ্যা"-নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কোন ইংরাজি পুস্তক হইতে ব্রজনাথ বিদ্যালঙ্কার অনুবাদ করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় ইনি "পণ্ডিত" হইলেও দীর্ঘ দীর্ঘ সংস্কৃত শব্দ অধিক ব্যবহার করেন নাই। বরং চলিত বাঙ্গালার দিকেই ইঁহার বেশী টান দেখিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় পুস্তকখানি ক্ষুদ্র, প্রশ্নসহিত ১০০ পৃষ্ঠা মাত্র; তদ্ভিন্ন, বর্ণিত বিষয়ও অল্প। এই পুস্তক হইতে কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত হইল।

herbarium পুষ্পাধার পুস্তক
conservatory হরিৎ গৃহ
woody কাষ্ঠময়
herbaceous তৃণময়
annual হায়নী
bud কলিকা
fusiform root চেকুয়াবৎ মূল
oblong (leaf) বাদামিয়া
food পথ্য
corolla পাকড়ী
light দীপ্তি, প্রকাশ

বোধ করি, জীববিদ্যাবিষয়ক সকল পুস্তকের সংখ্যা পাওয়া গেল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোন এক ব্যক্তি দ্বারা আবশ্যক সকল শব্দ নির্ব্বাচিত হইতে পারে না। সম্প্রতি আমার উদ্দেশ্যও অল্প। বালকপাঠ্য প্রথম পুস্তকে যে সকল পারিভাষিক শব্দ আবশ্যক হইতে পারে, কেবল সেই শব্দগুলি নির্ব্বাচিত হইল। জীববিদ্যাবিষয়ক কতকগুলি সামান্য বিষয় লইয়া মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিত হইতে দেখি, এই সকল প্রবন্ধদ্বারা পারিভাষিক শব্দ বঙ্গসাহিত্যে প্রবেশ করিতেছে। এস্থলে এরূপ কতকগুলি শব্দ পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইলে যেমন লেখকগণের সাহায্য হইবে, তেমনই শব্দগুলির স্থায়িত্ব ঘটিবে। এ নিমিত্ত প্রথমে এরূপ ইংরাজি শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। কোন কোন শব্দ কেন নির্ব্বাচিত হইয়াছে, কেহ কেহ তাহার উত্তর শুনিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন। বিশেষতঃ, চলিত অর্থাৎ কোন কোন বাঙ্গালা গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ কেন পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহার উত্তর দিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু পূর্ব্বের মত সকল শব্দ বিচার করিতে গেলে সময়ে কুলাইবে না, এবং বোধ করি, পত্রিকাসম্পাদকও স্থান দিতে চাহিবেন না। এই হেতু, পাঠকবর্গের হস্তে সংজ্ঞাগুলির ভাগ্য ন্যস্ত করিয়া এই দীর্ঘ ভূমিকার উপসংহার করিতেছি। এই যে সহস্রাধিক শব্দ সঙ্কলিত হইল, তাহাদের যে সকলগুলিই সকলের মনোমত হইবে, এমন আশা নাই। কোন কোন শব্দের পরিবর্ত্তে উত্তম শব্দ

পাইলে আমি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত রহিলাম। পরিশেষে বক্তব্য যে, যে যে ডাক্তার মহাশয়ের গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে দুই একটি অপ্রিয় কথা বলিতে হইয়াছে, আশা করি, তাহাতে তাঁহারা লেখকের দ্বেষভাব অনুমান করিবেন না। *

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

BIOLOGY জীব বিদ্যা

Zoology প্রাণিবিদ্যা
Botany উদ্ভিদ্‌বিদ্যা
natural history প্রাণি-বৃত্তান্ত
,, of plants উদ্ভিদ্ বৃত্তান্ত
terminology পারিভাষিক সংজ্ঞা
nomenclature নামকরণ
,, binomial দ্বিনাম সংজ্ঞা
organ ইন্দ্রিয়, অঙ্গ
organism অঙ্গী
organised দেহবদ্ধ
unorganised অদেহবদ্ধ
organic (compound) জৈব
inorganic অজৈব
organic being জীব
organisation সাঙ্গীভবন
mineral পার্থিব, খনিজ
mineral (in minerology) মণি
morphology অঙ্গ সংস্থান
members দেহ-দেশ
classification শ্রেণীবিভাগ
kingdom রাজ্য
phylum দেশ
class শ্রেণী
group দল
division ভাগ
family বংশ
series পংক্তি
order বর্গ
sub-order অন্তর্বর্গ
natural order সহজবর্গ
artificial order কৃত্রিম-বর্গ
tribe গোষ্ঠী
genus গণ
species জাতি
variety ভেদ, প্রকার
race বর্ণ
cohort কুল
type আদর্শ
anatomy শারীর সংস্থান
dissection ছেদন
dissecting instrument শস্ত্র
forceps সন্দংশ যন্ত্র
tissue কলা
cell কোষ

---

* এখানে আর একটি কথা মনে পড়িল। নব্য-জাপান পাশ্চাত্যবিজ্ঞান অনুশীলন করিতেছেন, অথচ পাশ্চাত্য ভাষারূপ বিষম জঞ্জাল ভোগ করেন না। সেখানে পারিভাষিক সংজ্ঞাসমস্যা কিরূপে পূরণ করা হইয়াছে, তাহা কোন কৃতবিদ্য জাপানপ্রত্যাগত বাঙ্গালী আমাদিগকে সবিস্তারে জানাইলে আমাদের বর্ত্তমান চিন্তা লঘু হইতে পারে।

histology কলাসংস্থান
microscope অণুবীক্ষণ যন্ত্র
magnifying glass বিপুলদর্শক
pocket lens দৃষ্টিকাচ
section ছেদ, ছেদন
,, transverse তির্য্যক্, অনুপ্রস্থ
,, longitudinal ঊর্দ্ধাধঃ অনুলম্ব
,, tangential পার্শ্বিক
protoplasm জৈবনিক
viscid সান্দ্র
liquid দ্রব
fluid তরল
nucleus নাভি
nucleolus নাভিক
vacuole বিলক
contractile সঙ্কুচিষ্ণু
contractility সঙ্কুচিষ্ণুতা
stimulus উত্তেজনা
response উত্তর
irritability উত্তেজিতত্ব
structure রচনা
structureless হীনরচন
differentiation বিষমীভবন, স্বগতভেদ
homogeneous সমজাত
homogeneity সমজাততা, সামজাত্য
heterogeneous বিষমজাত
proteid প্রোভিদ
carbohydrate কার্বহাইড্রেট
fat, oil বসা তৈল
salt লবণ
symmetry সমমাত্রা, সৌষ্ঠব
symmetrical সমমাত্রিক, সুষ্ঠু
bilateral দ্বিপার্শ্বিক
median মাধ্যিক
physiology জীবনবিদ্যা, প্রাণতত্ত্ব
vegetative দৈহিক
reproductive ঔৎপত্তিক
nutrition পোষণ
growth বৃদ্ধি
metabolism পরিণাম
anabolism অনুলোম পরিণাম
katabolism প্রতিলোম পরিণাম
metabolic পরিণামী
respiration শ্বাসকর্ম্ম
inspiration অন্তঃশ্বসন
expiration বহিঃশ্বসন
digestion পরিপাক
digested জীর্ণ
ingestion আহরণ
ingesta আহৃত দ্রব্য
egesta নির্হৃত দ্রব্য
assimilation সমীকরণ, দেহসাৎকরণ
absorption শোষণ
secretion নিঃসারণ, রস
excretion মলত্যাগ, মল
energy শক্তি
kinetic energy ব্যক্তশক্তি, চরশক্তি
potential epergy অব্যক্তশক্তি, স্থিরশক্তি
oxidation দহন
waste ক্ষয়
repair পূরণ
decomposition বিয়োজন
putrefaction পূতি
putrefactive পূতিকারক

ferment কিণ্ব
enzyme ক্লিন্ন (?)
fermentation সন্ধান
fermented সন্ধিত
automatism স্বতঃপ্রবৃত্তি
environment পারিপার্শ্বিক
adaptation সংবিধান
homology সংস্থানসাম্য
analogy বৃত্তিসাম্য
homologous সমসংস্থান
analogous সমবৃত্তি
mode of life জীবনক্রম
parasitism পরজীবিত্ব
saprophytism মৃতজীবিত্ব
symbiosis অন্যোন্যজীবিত্ব
holophytic উদ্ভিদ্‌বৎ
holozoic প্রাণিবৎ
perspiration } প্রস্বেদ
transpiration }
chemiotaxis রসরুচি
atrophy ক্ষীণতা (?)
vestige চিহ্ন
biogenesis জীবোৎপত্তি
abiogenesis অজীবোৎপত্তি
reproduction উৎপত্তি
asexual or agamogenetic অনুদ্বাহিক
sexual or gamogenetic উদ্বাহিক
vegetative দৈহিক
gametes দম্পতী
male পুং
famale স্ত্রী
zygot কলল

spermatozoon শুক্রাণু
ovum ডিম্বাণু
spore রেণু
spermary শুক্রাধাশয়
ovary ডিম্বাশয়
gemmation কুট্মলোদ্‌গম
conjugation সংগম
fertilisation গর্ভাধান
impregnation নিষেক
cross-fertilisation পরনিষেক
self-fertilisation স্বনিষেক
parthenogenesis কানীনতা
polyandry বহুভর্তৃত্ব
polygamy বহুভার্যাত্ব
diœcious একলিঙ্গভাক্
monoœcious দ্বিলিঙ্গভাক্
hermaphrodite (bisexual) দ্বিলিঙ্গ
neuter ক্লীব
sterile বন্ধ্য
hybrid সঙ্কর
hybridisation সঙ্করোৎপত্তি
variation প্রকরণ
heredity কুলসংক্রমণ
alternation of generations পুরুষপর্য্যায়
polymorphism বহুরূপত্ব
homomorphism একরূপত্ব
dimorphism দ্বিরূপত্ব
theory আগম, মত, বাদ
practice প্রয়োগ, যুক্তি
embryo ভ্রূণ
embryology ভ্রূণবিদ্যা
development পূর্ণতা, ব্যক্ততা

cell aggregate কোষসমষ্টি
colony সংঘ
division বিদরণ
fusion সম্মিলন
formation নির্ম্মাণ
multiplication বৃদ্ধি
membrane কোষাবরণ
distribution বিবসন
habitat নিবাস
palœontology প্রত্নজীববিদ্যা
palæophytology প্রত্নোদ্ভিদ্‌বিদ্যা
palœozoology প্রত্নপ্রাণিবিদ্যা
fossiles জীব শেষ
rocks প্রস্তর
archean আদিম
primary, secondary, tertiary, quaternary, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি
fauna প্রাণিনামমালা, প্রাণিতা
flora উদ্ভিদ্‌নামমালা, উদ্‌ভিত্তা
theory of evolution ক্রমবিকাশমত, অভিব্যক্তিবাদ
solid কঠিন
smooth শ্লক্ষ্ণ, মসৃণ
coarse খর
bright স্নিগ্ধ
dull রুক্ষ
soft মৃদু
hard কঠোর
stationary স্থির
moving সর, চল
slimy পিচ্ছিল
frothy ফেনিল
relaxed শিথিল
constricted সংরুদ্ধ
independent স্বতন্ত্র
dependent পরতন্ত্র
colour বর্ণ, রঙ
pigment রঞ্জক
hollow সুষির, শূন্যগর্ভ
solid সারগর্ভ
symbol দোতক, প্রতিরূপ
synopsis সারসংগ্রহ
system পদ্ধতি
systematized পদ্ধতিবদ্ধ
vertical লম্বরূপ, ঊর্দ্ধাধর
tissue কলা
epithelium অন্তস্ত্বক্
epidermis আদিত্বক্
integument ত্বক্
cuticle কৃত্তিক
dermis অধস্ত্বক্
exoskeleton বহিঃকঙ্কাল
endoskeleton অন্তঃকঙ্কাল, পঞ্জর
bone tissue অস্থিকলা
bone অস্থি
medulla মজ্জা
cartilage তরুণাস্থি, উপাস্থি
connective tissue যোজন কলা
tendon স্নায়ুরজ্জু
muscle পেশী
striated সরেখ
nonstriated অরেখ
fatty tissue মেদ কলা

nerve বাতনাড়ী
nerve cell বাতকোষ
nerve fibre বাতসূত্র
organ ইন্দ্রিয়, অঙ্গ
function বৃত্তি, কর্ম্ম
gland গণ্ড (?)
plexus গ্রন্থি
blood corpuscle রক্ত কণিকা
red blood corpuscle লোহিত কণিকা
hæmoglobin হিমোগ্লোবিন
tencocyte শ্বেত কণিকা
yolk কুসুম, অণ্ডপীত
white of egg অণ্ডলাল
albumen অণ্ডিন
system মণ্ডল
integumentary ত্বক্‌মণ্ডল
alimentary অন্নুনালী মণ্ডল
mouth cavity মুখবিবর
pharynx শৃঙ্গাটক
skeletal system কঙ্কাল মণ্ডল
gullet অন্ননালী
gizzard আমাশয়
crop চারা ঘর
viscera কোষ্ঠ
stomach আমাশয়, অন্নস্থালী
intestine অন্ত্র
,, small তনু-অন্ত্র
,, large পৃথু-অন্ত্র
saliva লালা
salivary gland লালাগণ্ড
liver যকৃৎ
bile পিত্ত

secretion নিঃসরণ, স্রাব
(bile) duct (পিত্ত) বহ
pancreas ক্লোম (?)
pancreatic juice ক্লোম রস
lacteal রসনলী
thoracic duct রসবহ নাড়ী
lymph লসীকা
blood vessel রক্তনাড়ী
vein শিরা (?)
artery ধমনী (?) রোহিণী
capillary কৈশিকনলী, কৈশ
lymphatic লসীকাবহ
gills ফুল্‌কো
lung ফুস্‌ফুস্‌
trachea কণ্ঠনালী
heart হৃৎপিণ্ড, হৃদয়
auricle কোষ্ঠ
ventricle উদর
valve কবাট
circulation of blood রক্তচলন
urine মূত্র
urea মূত্রীয়, উরিয়া
uric acid মূত্রিকাম্ল, উরিকাম্ল
kidney মূত্রযন্ত্র, বুক্ক
bladder মূত্রাশয়
ureter মূত্রবহ
nervous system বাতমণ্ডল
ganglion বাতগণ্ড
brain মস্তিষ্ক
convolutions আবর্ত্ত
spinal chord বাতরজ্জু, সুষুম্না (?)
sympathetic ইড়া (?)

cerebrum মস্তিষ্ক
cerebellum অনুমস্তিষ্ক
optical চাক্ষুষ
auditory শ্রাবণ, শ্রৌত
olfactory ঘ্রাণ
gustatory রাসন
sensation চেতনা
sense organ ইন্দ্রিয়
eye-ball অক্ষিগোল
cornea স্বচ্ছপটল
iris ছাদক
sclerotica শ্বেত পটল
lens অচ্ছক, অক্ষিকাচ
choroid কৃষ্ণপটল
retina অক্ষিপট, আলোচক
aqueous humour জলীয় রস
vitreous ,, কাচপ্রভ রস
pupil (অক্ষি-) তারা, কনীনিকা
peripheral প্রান্তস্থ
central মধ্যস্থ
afferent মধ্যগ
efferent প্রান্তগ
refraction of light আলোক-বিবর্ত্তন
refractive medium আলোক-বিবর্ত্তক
curvature বক্রতা
radius of ” বক্রতাব্যাসার্দ্ধ
ear কর্ণ
outer বহিঃকর্ণ, কর্ণপত্র
middle মধ্যকর্ণ
inner অন্তঃকর্ণ
eustachian tube য়ুষ্টেসন নালী
tympanic membrane কর্ণপটহ

auditory ossicle শ্রাবণ অস্থিক
extenal auditory pasage কর্ণকূপ
labyrinth গহন
cochlea কম্বু, কর্ণকম্বু
larynx স্বরযন্ত্র
vocal chords স্বরতন্ত্রী
skull করোটী, কর্পর
spinal column পৃষ্ঠবংশ
vertebra কশেরুকা
cervical গ্রৈব
thoracic উরস্য, ঔরস
sternal বুক্ক, বৌক্ক
lumbar কটি, কাট্য
caudal পৌচ্ছ
jawbone চোয়ালের হাড়
upper jawbone হন্বস্থি
lower jawbone চিবুকাস্থি
clavicle কণ্ঠাস্থি
pelvis বস্তি
sacrum ত্রিক
coccyx চঞ্চ্বস্থি
rib পর্শ্বুকা, পাঁজরা
joint সন্ধি
ligament বন্ধনী
sternum বুক্কাস্থি
humerus প্রগণ্ডাস্থি
thigh উরু
leg (shank) জঙ্ঘা
calf of leg পিণ্ডিকা
foot পদ
femur উরু-অস্থি
knee-cap জানু-ফলক

tibia অনুজঙ্ঘাস্থি
fibula অগ্রজঙ্ঘাস্থি
radius অনুপ্রকোষ্ঠাস্থি
ulna প্রকোষ্ঠাস্থি
digit অঙ্গুলি
finger করাঙ্গুলি
toe পাদাঙ্গুলি
carpus মণিবন্ধাস্থি
metacarpus করভাস্থি
phalanges অঙ্গুল্যাস্থি
tarsus গুলফাস্থি
metatarsus প্রপাদাস্থি
heel গুলফ
perissodactyle ওজাঙ্গুল
artiodactyle যুগ্মাঙ্গুল
nail নখ
hoof খুর
dentine রদিন
enamel রুচক
cement সংঘাত
crown of tooth শিরঃ
neck „ কণ্ঠি
root „ মূল
pulp cavity মজ্জাকোটর
milk tooth দুধে দাঁত
dentition দন্তপাটি
incisor কর্ত্তনদন্ত
canine শ্বদন্ত, শৌবন দন্ত
premolar উপচর্ব্বণ দন্ত
molar চর্বণদন্ত
bicuspid দ্বিপিণ্ডী
carnassial মাংসকৃৎদন্ত

dental formula দন্তন্যাস
baben plates (of whale) তালুপট্ট
folds of enamel রুচকচ্ছদ
palate তালু
soft palate কোমল তালু
gum মাঢ়ী, দন্তমাংস
rumen or paunch ঘেসো, প্রথম কোষ্ঠ
reticulum মৌচাক, দ্বিতীয় কোষ্ঠ
psalterium তালপেতো, তৃতীয় কোষ্ঠ
abomassum or rennet stomach
আমাশয়, চতুর্থ কোষ্ঠ
membrane ঝিল্লি
mucous membrane শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি
hair কেশ
follicle কেশগর্ভ
cilia রোম
medusa রাবণছাতা
spicule সূচী
chitin কঞ্চুকিন
bristle শূক
horny substance শৃঙ্গীয় পদার্থ, শৃঙ্গিন
calcareous চুণে, চূর্ণকময়
tapeworm ফিতাক্রিমি
host পালক
final host অন্ত্যপালক
intermediate host মধ্যপালক
parasite পরজীবী
parasitic পরজীবিক
external parasitism বাহ্যপরজীবিত্ব
internal ,, অন্তঃপরজীবিত্ব
metamorphosis রূপান্তর
bladder (bladdershaped part of

the body) তুষ
hook বড়্‌সি
sucker শোষক
segment খণ্ড
annular চক্রাকার
cyst থলী, স্যাত
adult বয়স্ক
shell খোলা
valve of shell কপাট
ventral " উদরের
dorsal " পৃষ্ঠের
lateral " পার্শ্বের
hinge কবজা, সন্ধি
hinge teeth সসন্ধি দন্ত
mantle বেষ্টন
mantle lobes বেষ্টনকর্ণ
body wall দেহপ্রাকার
star fish তারা মৎস্য
ray ভুজ
five-rayed পঞ্চ ভুজ
anal aperture গুহ্য
buccal aperture মুখছিদ্র
arm (of star fish) ভুজ
internal cavity বিবর
sea urchin সিন্ধুকণ্টকী
spines কাঁটা
tentacles ভুজ
pupa কোষস্থ
chrysalis কোষস্থ
nymph ব্যঙ্গ
imago অব্যঙ্গ
thoracic legs বুকের পা
abdominal egs পেটের পা
cocoon গুটী, কোষ
bee মৌমাছি, মধুমক্ষিকা
wasp ভীমরুল, বলটা
neuter ক্লীব, বন্ধ্য
worker শ্রমিক
soldier সৈনিক
carapace ঢাল
tubular নলাকার
cylindrical শলাকার
annular চক্রাকার
flatenned চিপিট
web of spider মাকড়সার জাল
spinneret (তন্তুবপক)
duct নলী
spinning gland সূতাকাটা থলী
spider's thread মাকড়সার সূতা
symmetry সৌষ্ঠব
symmetrical সুষ্ঠু
bilateral symmetry দ্বিপার্শ্বিক সৌষ্ঠব
ray-fish চাঁদা-মাছ
crab কাঁকড়া
shrimp চিংড়ি, ইঞ্চাক
centipede শতপদী
millipede সহস্রপদী
insect পতঙ্গ
scorpion বিছা
itch mite খোসের পোকা, কচ্ছুকীট
cephalo–thorax শিরোবুক
shield-plate ঢাল
appendage উপাঙ্গ
articulated জোড়া, যুক্ত

cockroach আরসলা
mantis গঙ্গা ফড়িঙ্গ
cicada উইচিঙ্গড়ে
locust পঙ্গ
grass hopper উইচিঙ্গড়ে, উচ্চিটিঙ্গ
cricket ঝিঁঝিঁ পোকা
dragon fly ফড়িঙ্গ
leaf-louse পাতার পোকা, পত্রকীট
flea ডাঁস
gnat মশা
fly মাছি
butterfly } প্রজাপতি
moth
wings পাখা, পত্র, ডানা
wing cases পাখার ঢাকনি
membranous ঝিল্লিবৎ
facetted eyes বহুপার্শ্ব চক্ষু
simple eyes সামান্য চক্ষু
antenna শুঙ্গ, রেফ
tapering শুণ্ডাকার
moniliform মালাকার
club-shaped গদাকার
pectinate চিরুণীর মত, কাঙ্কত
plume পালক
mandible দংশনোষ্ঠ
palp স্পাশন
maxilla চর্ব্বনোষ্ঠ
labrum ওষ্ঠ
tarsus গোড়ালি
swimming paddles সাঁতরাইবার পা
walking legs চলিবার পা
preh ensile ধারণক্ষম
burrowing খননশীল
nerves of wings পাখার শিরা
balancers (halters of diptera) অরিত্র
wingless পক্ষহীন
proboscis (of butterfly) শুঁড়
metamorphosis রূপান্তর
complete পূর্ণ
incomplete আংশিক
jointed legs জোড়া পা, সপর্ব্ব পদ
unjointed legs অজোড়া পা, অপর্ব্ব পদ
grub পো।
maggot পোকা
larva পোকা, বর্ব্বর
caterpillar পোকা, কপনা
terrestrial ভূচর
aquatic জলচর
marine সমুদ্রচর
freshwater animal নদীচর
lacustrine হ্রদচর
bivalved দুখোল, দ্বিকপাট
mussel ঝিনুক
oyster ঝিনুক, শুক্তি
univalved এক কপাট
univalved shell fish এক কপাট ঝিনুক
cuttle fish সমুদ্রজিভ (জিহ্বা)
pearl মুক্তা
pearl-mussel মুক্তাশুক্তি
spiral কুণ্ডল, কুরল
helix ব্যাবর্ত্ত
rudimentary প্রাথমিক, অপূর্ণ, আদ্য
external shell বহিঃকবচ
internal shell অন্তঃকবচ

shark হাঙ্গর
frog বেঙ, ভেক
newt গোসাপ
salamander গিরগিটি
lizard টিক্‌টিকি, কৃকলাস
crocodile কুমীর
tortoise কচ্ছপ
turtle
gill flaps কান্‌কো
scales আঁশ, শল্ক
tadpoles বেঙাচি
fins পাখনা
,, pectoral কাঁধের
,, abdominal পেটের
,, caudal ফিঁচে, লেজা
,, dorsal পিঠের
chamæleon বহুরূপী
tree-snakes গেছো সাপ
fresh-water snakes জলো সাপ
sea-snakes সমুদ্র সাপ
grass snakes ঘেসো সাপ
venomous সবিষ
harmless নির্বিষ
poison gland বিষস্থলী
viviparous জরায়ুজ
oviparous অণ্ডজ
hibernation হিমশয়ন
webbed feet যুক্তপদ
web footed জালপাদ
horny scales শৃঙ্গীয় শল্ক
bony scales অস্থীয় শল্ক
feathers পালক
quills (of feathers) কলম
vane (,,) পুচ্ছ
umbilical aperture (of feathers) নাড়ী ছিদ্র
feather papilla পালকের গর্ভ
after shaft পরপালক
shaft যষ্টি
barb পক্ষ্মন্
barbules পক্ষ্মক
rachis ঈষা
contour-feathers পালক
down feather রোঁয়া, তুল
ostrich উটপাখী
pheasant
turkey পেরু
crane সারস
parrot
cockatoo কাকাতুয়া
parrakeet টিয়ে, তোতা
sparrow চড়ুই
crow কাক
raven
a tuft of feathers পালকগুচ্ছ
snout তুণ্ড
whales তিমি
porpoise শিশুক
dolphin
oxen (as a class) মেষ, গরু, গো
sheep ,,
antelope কৃষ্ণসার
giraffe জিরাফ
deer হরিণ

hippopotamus নদীঘোটক
seal সীল
walrus সিন্ধুঘোটক
civet cat গন্ধগোকুলা
hyæna হেঁাদড়
weasel বিজেল
otter উদবিড়াল
rats ইন্দুর
mice নেংটে ইন্দুর
hares খরগোস
rabbits '
squirrels কাঠবিড়াল
porcupines সজারু
spines শল
moles মোল
shrews ছুঁচা
hedge-hog কাঁটাচুয়া
frutivorous (bat) ফলভুক্
insectivorous কীটভুক্
flat nails নখ, খনিত্র (?)
claws নখ
teat স্তন
domesticated গ্রাম্য, গৃহপালিত
wild বন্য
exotic বিদেশী
indigenous স্বদেশী
gregarious বহুচর
not gregarious একচর
classification শ্রেণীবিভাগ
invertebrata অপৃষ্ঠবংশী, অপঞ্জরা
protozoa আদ্য প্রাণী
rhizopoda ভুজপদী

foraminifera রন্ধ্রী
heliozoa দৃঢ়ভুজী
radiolaria অংশুভুজী
infusoria কাথজনি
flagellata প্রতোদী
ciliata রোমী
cœlenterata সুষিরান্ত্রী
porifera কূপী
spongia স্পঞ্জাদি
cnidaria কণ্ডুয়নী
actinozoa তারাভুজী
hydrozoa রাবণছত্রাদি
ctenophora কঙ্কতী
echinodermata কণ্টকচর্ম্মী
vermes কৃমি
platyhelminthes চিপিট কৃমি
nemathelminthes বর্ত্তুল্ কৃমি
annelida চক্রিতকৃমি
rotifera চক্রধারী
arthropoda পর্ব্বপদী
crustacea খোলকী
phyllopoda পত্রপদী
arachnida ঊর্ণনাভশ্রেণী
arachnida ঊর্ণনাভাদি
scorpionidea বৃশ্চিকাদি
myriopoda সহস্রপদী
henapoda
insecta পতঙ্গ বা ষটপদী
thynasura বলগা পিচ্ছী
orthoptera অসমপত্রী
neuroptera শিরাল পত্রী
rynchota

hemiptera শোষণশুণ্ডী বা অর্দ্ধপত্রী
diptera দ্বিপত্রী
lepidoptera সরেণুপত্রী
coleoptera দৃঢ়পত্রী
hymenoptera সূক্ষ্মপত্রী
aptera অপত্রী
mollusca কম্বোজ
cephalapods মুণ্ডপদী
molluscoidea কম্বোজবদাদি
tuniata কঞ্চুকী
vertebrata পৃষ্ঠবংশী, পঞ্জরী
pisces মৎস্য
leptocardii
acrania অকরোটী
cyclostomi সর্পাকৃত
selachi নাসানিম্নমুখী
ganoidii রুচকশল্কী
teleostei সাস্থিকী
dipnoi দ্বিশ্বাসী
amphibia উভচর
apoda অপদী
caudata পুচ্ছা
batrachia
anura অপুচ্ছী
reptilia সরীসৃপ
lepidosauria অপদী
ophidia সর্পবর্গ
sauri
lacertilia জ্যেষ্ঠাদিবর্গ
hydrosauria জলগোধিকা
crocodilia কুম্ভীরাদিবর্গ
chelonia কূর্ম্ম

aves পক্ষী
carinatæ উড্ডয়নশীল
natatores প্লববর্গ
grallatores কর্দ্দমচারী
columbinæ পারাবতাদি
scansores বৃক্ষারোহী
passeres শাখাশ্রয়ী
raptorls শিকারী
ratitæ অনুড্ডয়নশীল
cursores ধাবনশীল
mammalia স্তন্যপায়ী
aplacentalia
monotremata একগুহ্য
marsupialia দ্বিজরায়ুক
placentalia
adeciduata
edentata অদন্তী
cetacea তিম্যাদি
perissodactyla ভঙ্গখুরী
ungulata খুরী
artiodactyla সমখুরী
pachidermata স্থূলচর্ম্মী
ruminantea রোমন্থী
deciduata
proboscidea শুণ্ডী
rodentia কৃৎদন্তী
insectivora কীটভোজী
pinnipedia পত্রপদী
carnivora মাংসাশী
chiroptera করপত্রী
prosimiæ
primates পরমপ্রাণী

Botany উদ্ভিদ্‌বিদ্যা
organs অঙ্গ
root শিকড়, মূল
axis মেরুদণ্ড, অক্ষ
primary (root) মুখ্য
secondary গৌণ
tap (root) শুণ্ডাকার
true প্রকৃত, অন্তঃ
adventitious আগন্তুক, বাহ্য
root-cap মূলত্রাণ
root hairs মূলরোম
apex (of the root) অন্তিম
cylindrical সমবর্ত্তুল
conical মোচাকার
turnip shaped বর্ত্তুলাকার
fibrous জটাকার
tuberous আলুবৎ
branched শাখান্বিত
underground ভৌম, ভূনিম্নগত
aerial বায়ুস্থিত
„ roots ঝুরি, অবরোহ
aquatic জলজ
climbing আরোহী
suction root শোষক মূল
haustoria পরভৃত মূল
germination অঙ্কুরোৎপত্তি
embryo ভ্রূণ
radicle ভ্রূণমূল
plumule ভ্রূণকলি
cotyledon ভ্রূণপত্র
stem ডাঁটা, কাণ্ড, স্কন্ধ, গণ্ডি
shoot গজা, ডগা, পল্লব

node পর্ব্ব (অর্থ সন্ধি)
internode অন্তঃপর্ব্ব
terete শলাকার
four-sided চতুষ্কোণ
winged সপক্ষ
two-edged দ্বিধার
growing point বৃদ্ধিস্থল
bud কলি, কলিকা
dormant সুপ্ত
terminal অগ্রস্থ
lateral পার্শ্বস্থ
axillary কক্ষস্থ
bulbil আণ্ডিকা
climbing আরোহী
twining বেষ্টিকা
tendrils আঁকড়ি, আকর্ষণী
erect উন্নত
rooting পর্ব্বমূলী
creeping বিসর্পী
creeper লতা
prostrate ভূমিষ্ঠ
procumbent লম্বমান
dextrose দক্ষিণাবর্ত্ত
sinistrose বামাবর্ত্ত
furrowed নালীযুক্ত
herbaceous কোমল
woody দারুময়
herb শাক
undershrub ঝোপ, ক্ষুপ
shrub গুল্ম
tree তরু, দ্রুম
branch শাখা

twig ডগা, পল্লব
hairy সরোম
pubescent মৃদুরোম
hirsute খররোম
woolly উর্ণারোম
tomentose ঘনরোম
hispid কণ্টরোম
setaceous শূকরোম
scantily hairy বিরলরোম
prickle কণ্টক
thorn শল্য
prickly কণ্টকময়
thorny শল্যময়
tuber আলু
rhizome কন্দ
bulb কোলকাণ্ড, পুটকাণ্ড
corm গেণ্ডু, বজ্রকন্দ
runners কন্দশাখা
scales খোসা, শল্ক
globular } গোলাকার
spherical }
egg shaped অণ্ডাকার
eye of tuber আলুর চোখ
leaf পাতা, পত্র
leaflet পর্ণ
leaf-bud পত্রকলিকা
,, scale পত্রশল্ক
,, sheath পত্রবাসন
petiole বোঁটা, বোণ্ট, বৃন্ত
petiolule বৃন্তক
petioled সবৃন্ত
sessile অবৃন্ত

alternate একোত্তর
opposite অভিমুখী
decussate চতুষ্কোণী
whorled বলয়িত
channelled সনালী
semi-terete অর্দ্ধ বর্ত্তুল
decurrent অধোধাবক
winged সপক্ষ
stipule উপপত্র
phyllotaxis পত্র বিন্যাস
midrib মধ্য শিরা
nerves শিরা
veined শিরাল
palmi-nerved কর-শিরাল
net-veined জাল-শিরাল
parallel-veined সমান্তর-শিরাল
blade পত্রাংশ, ফলক
simple একপর্ণী
compound বহুপর্ণী
decompound অতিবহুপর্ণ
pinnate পক্ষাকার
pinnæ পক্ষ
pinnule পক্ষক
of the 1st, 2nd, 3rd order একশ-দ্বিশ- ত্রিশ-ক্রমিক
digitate করাঙ্গুলাকার
palmifid করছিন্ন
palmipartite করবিচ্ছিন্ন
palmisect করাতিচ্ছিন্ন
spinous কণ্টী
serrate করপত্রদন্তী
dentate দন্তী

crenate তোরণী
laciniate অঙ্গুলিত
entire সম, অখণ্ডিত
margin ধার
surface পৃষ্ঠ
base মূল
apex অগ্র
lobe কর্ণ
cuneate কীলাকার
rounded বৃত্তাকার
cordate তাম্বূলাকার
sagittate বাণাকার
hastate ত্রিশূলাকার
pedate হংসপদাকার
reniform বর্ব্বটাকার
orbicular বিম্বাকার
acute সূক্ষ্ম (অগ্র)
acuminate সশিখ
obtuse কুণ্ঠ
retuse নত
emarginate পরিনিম্ন
obcordate প্রতিতাম্বূলাকার
peltate ছত্রবদ্ধ
symmetrical সমমাত্রিক
asymmetrical অসমমাত্রিক
geminate যুগ্ম
membranous ঝিল্লিবৎ
fleshy মাংসল
coriaceous চর্ম্মবৎ
papery কাগজবৎ
needle-shaped সূচ্যাকার
flower ফুল, পুষ্প

calyx বহির্বাস, কুণ্ড
corolla অন্তর্বাস, কিরিট
stamen পুমঙ্গ
staminodium উপপুমঙ্গ
pistil স্ত্র্যঙ্গ
sporophyl রেণুপত্র
bisexual দ্বিলিঙ্গ
unisexnal একলিঙ্গ
monœcious দ্বিলিঙ্গভাক্, দ্বিলিঙ্গ (গাছ)
diœcious একলিঙ্গভাক্, একলিঙ্গ (গাছ)
androgynous স্ত্রীপুংস্ক
sepal ছদ
gamosepalous যুক্তচ্ছদ
dialy-sepalous মুক্তচ্ছদ
petal পাপড়ি, দল
achlamydeous নিষ্পুট
mono,- di-
chlamydeous এক বা দ্বিপুট
xygomorphic or monosymmetrical একমাত্রিক
actinomorpic or polysymmetrical বহুমাত্রিক
perianth পুট
sepaloid ছদবৎ
petaloid দলবৎ
epipetalous দলস্থ
epicalyx উপচ্ছদ
inferior অধঃস্থ
superior উপরিস্থ
hypogynous অবজাত
perigynous পরিজাত
epigynous উজ্জাত

thalamus পুষ্পাধি
filament কেশর
anther পরাগাশয়
anther cell পরাগকূপ
one celled এককূপ
two celled দ্বিকূপ
connective যোজক
terete শলাকার
flat চিপিট
versatile ঘূর্ণ্য
basifixed তলে যুক্ত
dorsifixed পৃষ্ঠে যুক্ত
introrse অভিমুখ
extrorse অপমুখ
adnate অভিলীন
dehiscence স্ফোটন
dehiscent স্ফোটক
(dehiscing) longitudinally লম্বালম্বি
by pores ছিদ্রপথে
appendix } উপাঙ্গ
appendage }
pollen পরাগ
pollinia পরাগপিণ্ড
pollination পরাগপতন
ovary ডিম্বাশয়
carpel কপাল
monocarpellary এক কপাল
one celled এককূপ
cell of ovary ডিম্বাশয় কূপ
septa ব্যবধান
parietal পার্শ্বস্থ
basal তলস্থ

central মধ্যস্থ
placenta পরিস্রব
ovule ডিম্ব
integumeut ত্বক্
embryo-sac ভ্রূণস্থলী
micropyle ডিম্বদ্বার
style গ্রীবা
stigma মস্তক, মুণ্ড
bifurcate দ্বিশাখ
bilamellate দ্বিস্তর
globose গুলিকাকার
bifid দ্বিখণ্ডিত
clavate গদাকার
papilla অর্ব্বুদ
papillose অর্ব্বুদাকার
fruit ফল
simple অশ্লিষ্ট
compound সংশ্লিষ্ট
pericarp ফলপেশী, খোলক
epicarp বহিঃ পেশী
mesocarp মধ্য পেশী
endocarp অন্তঃ পেশী
stone আঁঠি, অস্থি
tough দৃঢ়
leathery চর্ম্মবৎ
dry শুষ্ক
stony অষ্ঠিল
horny শৃঙ্গীয়, শৃঙ্গবৎ
follicle অর্কীয়
legume শুঁটি, শিম্বি
capsule পেটক
drupe আম্রীয়

pome
berry কোলি, বার্ত্তাকীয়
achene বীজকল্প
nut পূগীয়
grass fruit যবীয়
fig fruit উডুম্বরীয়
seed বীজ
testa বীজত্বক্ (অন্তঃ, বহিঃ)
albumen (endosperm) ভ্রূণান্ন
albuminous সভ্রূণান্ন
exalbuminous নিভ্র্রূণান্ন
mealy গুণ্ডাকার
oily তৈলময়
horny শৃঙ্গবৎ
crustaceous খোলাবৎ
orbicular বিম্বাকার
elliptic দীর্ঘ বৃত্তাকার
ovate অণ্ডাকার
oblong আয়তাকার
oblong (fruit) গোস্তনাকার
lanceolate মৎস্যাকার
linear দীর্ঘাকার
acicular সূচ্যাকার
subulate আরাকার
hairlike লোমবৎ
scalelike শল্কবৎ
colored সরঙ্গ
red লাল, রক্ত
dark-red অতিরক্ত
crimson অলক্তবর্ণ
rose-red পদ্মবর্ণ
lilac উৎপলবর্ণ
magenta গোলাপী, পাটল
orange পিঙ্গল, নারঙ্গ
yellow পীত, হরিদ্রা
strawyellow পলবর্ণ
buff হরীতকীবর্ণ
brown কপিশ, গোমূত্রবর্ণ, খদিরবর্ণ
golden yellow গন্ধকবৎ পীত
yellowish green আপীত হরিৎ
grass-green দূর্ব্বাবর্ণ
emerald-green মরকত বর্ণ
greenish আহরিৎ
greenish blue আহরিৎনীল
sky-blue আকাশবর্ণ
prussian blue হরিত নীল
light blue আনীল
dark blue অতি নীল
indigo blue নীলীনীল
violate ধূমল
purple আরক্তনীল
pink আতাম্র, পাটল
spore রেণু
thallus শর, স্থালা
bacteria বাক্‌টিরিয়া *
pathogenic রোগোৎপাদনীয়, রোগজনক
microbes or germs অণুজীব
fungus ছত্রাকাদি
mould ছাতা
lichen শিলাবাক্
alga শৈবাল
moss শৈলেয়
fern পর্ণাঙ্গ

* জীবাণু শব্দ দ্বারা অর্থ প্রকাশিত হয় না। জীবাণু, কীটাণু পারিভাষিক নহে।

sorus স্তোম
veil চীরি
sporangium রেণুভাণ্ড
micro, mega অণু, অতি
unicellular এককোষ
multicellular বহুকোষ
tissue কলা
ground tissue মুখ্যকলা
epidermis অধিত্বক্
cuticle কৃত্তিক
cortex বল্ক
fibro-vascular bundle নলিকাংশু গুচ্ছ
bast অংশু
parenchyma করণ্ড *
parenchymatous করণ্ডময়
prosenchyma সূত্রলা †
bark ছাল, বল্কল
stoma নাসারন্ধ্র
guard-cells নাসাপুট
chlorophyll পত্রহরিৎ
„ corpuscles পত্রহরিৎকণা
protoplasmic strand জৈবনিক সূত্র
starch পালো, শ্বেতসার
starch grain পালোদানা
simple সামান্য
compound সংশ্লিষ্ট
aleurone আলুরোণ
albumen অণ্ডিন
crystal কলম
ethereal oil উদ্বায়ী-তৈল

* a basket, a beehive
† a spindle

fatty oil ঘন তৈল
resin রঞ্জন, সালন
tannin কষায়িন
cellulose তূলিন
sieve tube চালনী নলী
cork কাক
vessel নলী
intercellular অন্তর্কৌষিক
stinging hair কণ্ডুরোম
gland গণ্ড
glandular hair গণ্ড রোম
pitted সবিল
tracheid উপনলিকা
annular বলয়াকার
spiral অলকাকার
xylem দারু
phloem অংশু
laticiferous ক্ষীরবাহী
endogenous অন্তর্জনিষ্ণু
exogenous বহির্জনিষ্ণু
medulla মজ্জা
medullary rays মজ্জাধারা
annual একবর্ষী
biennial দ্বিবর্ষী
perennial বহুবর্ষী
meristem ব্যাবর্ত্তক
cambium পরিণামী
sap-wood পলকা কাঠ, অসার
hard wood মাজ কাঠ, সার
inflorescence পুষ্পমঞ্জরী
raceme পিচ্ছাকার
spike শীষ, শীর্ষাকার

panicle মন্দিরাকার
spadix পিহিতাকার
spathe পিধান
verticillaster মেখলা
capitulum বৃত্তাকার
palæ পল
umbel ছত্রাকার
involucre উপাবরণ
bract মঞ্জরীপত্র
bracteole মঞ্জরীপত্রিকা
axis ঈষা
peduncle বৃন্ত
pedicel বৃন্তিকা
thalamus or
receptacle পুষ্পাধি
gynophore কর্ণিকা
simple inflorescence অমিশ্র মঞ্জরী
compound মিশ্র মঞ্জরী
racemose অনিয়ত
cymose নিয়ত
valvate অসংবৃত
imbricate সংবৃত
flower-bud পুষ্পকলিকা
bunch of flowers পুষ্পগুচ্ছ, পুষ্পস্তবক
thalophyta অপৃষ্ঠবংশী, স্থালরূপী
algæ শৈবালাদি
fungi ছত্রিকাদি
muscineœ শৈলেয়াদি
pteridophyta অতিপত্রাদি
ferns পর্ণাঙ্গাদি
lycopodium সমঙ্গা
cormophytes পৃষ্ঠবংশী

crypotogams অপুষ্পক
phanerogams সপুষ্পক
gymnosperms নগ্নলিঙ্গী
angiosperms গুপ্তলিঙ্গী
monocotyledons একভ্রূণপত্রী
dicotyledons দ্বিভ্রূণপত্রী
polypetalæ যুক্তদলী
gamopetalæ যুক্তদলী
monochlamydeæ একপুটী
hypogynæ অবজাতাদি
perigynæ পরিজাতাদি
epigynæ উজ্জাতাদি
spadicifloræ পিহিতপুষ্পী
glummiferæ তুষধারী
petaloideæ দলপুটী
menispermaceæ গুড়ূচ্যাদি
nymphœaceæ উৎপলাদি
cruciferæ সর্ষপাদি
guttiferæ নাগকেশরাদি
malvaceæ জবাদি
sterculiaceæ মুচুকুন্দাদি
rutaceæ জম্বীরাদি
meliaceæ নিম্বাদি
anacardiaceæ আম্রাদি
leguminoseæ শিম্ব্যাদি
combretaceæ অভয়াদি
myrtaceæ জম্বাদি
cucurbitaceæ কুষ্মাণ্ডাদি
compositæ ভৃঙ্গরাজাদি
acanthaceæ সিংহাস্যাদি
orchidaceæ রাস্নাদি
graminaceæ ধান্যাদি

ganglion বাতগ্রন্থি

convolution (of brain) বলি

সাহিত্য-পরিষদের পরিভাষাসমিতি কিছুদিন পূর্ব্বে উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিষয়ক পরিভাষা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐ পরিভাষা এই স্থলে প্রকাশিত হইল। পণ্ডিতগণ এই পরিভাষা সম্বন্ধে বিচার করিবেন।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
পরিভাষাসমিতির সম্পাদক

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-বিষয়ক পরিভাষা।

abaxial embryo বাহ্য ভ্রূণ
absorption পরিশোষণ
accessory bud অতিরিক্ত মুকুল
accrescent বৃদ্ধিশীল
achene উপবীজ ফল
achlamydeous অপরিচ্ছদ বা নগ্ন
acotyledon অবীজদল
adhesion অসম সংযোগ
adnate পৃষ্ঠিক পরাগকোষ
adnate stipule সংলগ্ন উপতৃণ
adventitious root আস্থানিক শিকড়
aerial root বায়ব্য মূল
aerial stem বাহ্য কাণ্ড
ala পক্ষ
alburnum কোমল কাষ্ঠ
alkaloid উপক্ষার
alternate leaf বিপর্য্যস্ত পত্র
amplexicaul কাণ্ডাশ্লেষি
anatropous ব্যতিক্রান্ত ডিম্বাণু
andrœcium পুংনিবাস
anisomerous বিষমাংশ পুষ্প
anisostemonous অসম পুংকেসরক
annual plant বর্ষজীবি উদ্ভিদ্
annular অঙ্গুরীয়াকৃতি
anther পরাগকোষ
anthophore পুষ্পবহ
apetalous অদল
apical style অগ্রীয় গর্ভতন্তু
apocarpous পৃথক্‌ফলীয়
appendage of corolla প্রগুপযোগ
aquatic জলীয়
arillode অপ্রকৃত বীজাবরণোপযোগ
arillus প্রকৃত বীজাবরণোপযোগ
auriculate leaf উপকর্ণ পত্র
axial embryo মাধ্যভ্রূণ
accuminate দীর্ঘ সূক্ষ্মাগ্র
axillary bud কাক্ষিক মুকুল
axillary stipule কাক্ষিক উপতৃণ
bacca পিপ্পারি
balausta দাড়িম্বী

basilar মূলিক
biennial দ্বিবর্ষজীবী
bifid দ্বিকর্ত্তিত
bilobed দ্বিখণ্ডিত
bilocular দ্বিগর্ত্ত
biparous cyme দ্বিপার্শ্ব প্রস্থ
bleached শুক্লীকৃত
bract পৌষ্পিকপত্র
brittle ভঙ্গপ্রবণ
bud মুকুল
bud scale মুকুল শল্ক
bulb কন্দ
caducous আশুপতন
calyx কুণ্ড
calyx-tube কুণ্ডনল
cambium পরিবর্ত্তী স্তর
campanulate carolla উপঘণ্টস্রক্
campylotropous বক্রভাবাপন্ন
capillary attraction কৈশিক আকর্ষণ
capsule উপপেটক
capitale stigma উপশির চিহ্ন
capitulum শিরোনিভ
carina নৌমেরু দণ্ড
carpel ফলাণু
carpellary ফলাণব পত্র
carpophore ফলাবহ
caryophyllaceous corolla উপলবঙ্গ স্রক্
caryopsis ধান্তি
caudicle ক্ষুদ্র পুচ্ছ
cell গর্ত্ত
cellular protuberence কৌষিক স্ফীতি
cells or loculi পরাগস্থলী বা পরাগোপকোষ
central মাধ্য
centrifugal মধ্য ত্যাগী
centripetal মধ্যগামী
chalaza চতুর্ম্মিলন
charisis বিদারণব
chlorophyll পত্রহরিৎ
cicatrix ক্ষতচিহ্ন
circinate মধ্যাগ্র
circumcissile পরিভেদি
clavate যষ্ট্যাকার
claw নখর
cacnanthium বীচিশিরোনিভ
columela পুষ্পস্তম্ভ
coma কেশগুচ্ছ
complete flower সম্পূর্ণ পুষ্প
compound apocarpous fruit অনেককক পৃথক্ ফলীয় ফল
compound fruit অনেকপুষ্পিক ফল
compound leaf অনেকপত্রিত বৃন্ত বা অনেকগ্রন্থিত পত্র
conduplicate মুদ্রিত
cone দেবদারবী
confluent stigma সংশ্লিষ্টচিহ্ন
connate একত্রভূ বা মিলিত
connate stipule মিলিত উপতৃণ
connective যোজক
connivent sepal অন্তর্ম্মুখ বৃতি
contorted oestivation কুঞ্চিত পুষ্পমুকুলবিন্যাস
convolute vernation উপবর্ত্তিক পত্রমুকুল
corolla স্রক্

corolline whorl　স্রগাবর্ত্ত
corm　নিরাটকন্দ
corymb　উপকিরীট
cotyledon　বীজদল
cotyledonary　বীজদলীয়
creeping stem　লতানিয়া কাণ্ড
cremocarp　ধন্মি
crenate　অতীক্ষ্ণ দন্তিত
cruciform corolla　উপসর্ষপ স্রক্‌
crude sap　আম বা অপক্ক উদ্ভিদ্‌রস
cryptogamic　অপুষ্পক
cupula　ক্ষুদ্র কুণ্ড
curved ovule　বক্রডিম্বাণু
curvinerved　বক্রশিরিতপত্র
cyme　বীচি
cypsela　বনমূলি
deciduous　পতনশীল
decompound　বহুভিন্ন
decurrent　অধোধাবক
definite　নির্দ্দিষ্ট
definite infloresence　নির্দ্দিষ্ট পুষ্পবিন্যাস
defoliation　পত্রপতন
dehiscence　বিদারণ
dehiscent　স্ফোটনশীল
dentate　তীক্ষ্ণ দন্তিত
diadelphous　দ্বিগুচ্ছক পুংকেশর
diœcious　ভিন্নাবাস পুষ্প
dialy sepalous　পৃথগ্‌বৃতি
dichlamydeous　দ্বিপরিচ্ছদ
dicotyledon　দ্বিবীজদল
dictyogens　জালোৎপাদক
dimerous　দ্ব্যংশক
dimidiate　অর্দ্ধাঙ্গ
diplostemonous　দ্বিগুণ পুংকেশরক
disc　মণ্ডল
dissepiments　পৃথকিক
divergent　বহির্ম্মুখ বৃতি
dorsal suture　পার্শ্বিক যোড়
dorsum　পৃষ্ঠ
drupe　সাষ্টি ফল
elaborated sap　প্রস্তুতীকৃতউদ্ভিদ্‌রস
emarginate　সরসগহ্বরাগ্র
embryo-sac　ভ্রূণস্থলী
endocarp　অন্তঃফল
endogenous　বহিঃসার
endophlæum　অন্তর্বল্ক
endopleura　অন্তষ্পঞ্জর
endosmose　অন্তর্গমণ
endosperm　অন্তর্বীজ (ভ্রূণমাধ্য)
endostome　অন্তশ্ছিদ্র
entire leaf　অখণ্ডপত্র
epi-calyx　উপকুণ্ড
epicarp　উপফল
epidermis　উপচর্ম্ম
epidermal appendage　উপত্বগুপযোগ
epigeal　উপশর্ব্বিক
epigynous　উপযোষিৎ
epipetalous　দলীয় পুংকেশর
epiphlalum　উপবল্ক
epiphyte　পরবৃক্ষী
erect ovule　সরল ডিম্বাণু
erect sepal　ঋজুবৃতি
erect stem　ঋজুকাণ্ড
evergreen　চিরহরিৎ

exalbuminous নাস্তর্ব্বীজ
exogenous অন্তঃসার
exosmose বহির্গমন
exostome বহিশ্ছিদ্র
exserted বহির্ব্বর্ত্তী
exstipulate leaf অনুপতৃণক পত্র
extrorse বহির্ম্মুখ
face সম্মুখ
fascicled branches গুচ্ছ শাখা
fascicle গুচ্ছ
fatty বাসিক
feathery সপক্ষ
fecundation ডিম্বনিষেক
female flower স্ত্রী পুষ্প
fibrous root তন্তুময় মূল
filament কেশর
florets of the disc কৈন্দ্রিক ক্ষুদ্র পুষ্প
florets of the ray পরিধি ক্ষুদ্র পুষ্প
folded মুদ্রিত
follicle অর্কি
free central placentation মুক্ত সাধ্য পুপ
free stipule স্বতন্ত্র উপতৃণ
fungi ছত্রকজাতীয় উদ্ভিদ্
funiculus ক্ষুদ্র রজ্জু বা বীজপাদ
gamopetalous মিলিতদল
gamosepalous মিলিতবৃতি
gonophore গোত্রবহ
germination অঙ্কুরোৎপত্তি
gland or nectary মাংসগ্রন্থি
glomerulus নিবিড়গুচ্ছ
gymnosperm নগ্নবীজ
gynandrous যোষিদ্‌পুংস্ক
gynobasic যোষিদ্‌মূলক
gynophore যোষিদ্‌বহ
herbaceous plant কোমল উদ্ভিদ
herbaceous stem কোমল কাণ্ড
hermaphrodite flower উভলিঙ্গ পুষ্প
hesperidium জম্বীরি
hooded সফল
hooked বড়িশাকার
hypocarpogean ভূগর্ভফলক
hypocrateriform corolla উপস্থাল স্রক্
hypogeal অণ্ডর্ম্মাত্তিক
hypogynous অধোযোষিৎ
imparipinnate বিষমোপপক্ষ
imperfect অসম্পন্ন
included অন্তর্ব্বর্ত্তী
incomplete অসম্পূর্ণ
indefinite অনির্দ্দিষ্ট
indehiscent অস্ফোটনশীল
inflorescence পুষ্পবিন্যাস
infundibuliform উপধুস্তুর
innate anther মূলিক পরাগকোষ
integumentum externum বহিবারণ
„ internum অন্তরাবরণ
internode গ্রন্থিমধ্য
interpetiolar বৃন্তমাধ্য
introrse অন্তর্ম্মুখ
involucre পৌষ্পিক পত্রাবর্ত্ত
involute দ্বিবর্ত্তিক
irregular অনিয়মিক
irregularity অনিয়মিকতা
isostemenous সমপুংকেশরক
labiate corolla উপৌষ্ঠস্রক্

laciniated ঝালরিত
lamina পত্রভাগ
latent bud ব্যর্থ মুকুল
lateral পার্শ্বিক
leaf-axil পত্রকক্ষ
leaf bud পত্রমুকুল
leaf insertion পত্রনিবেশ
leaf scale পর্ণশল্ক
leafy appendage পত্রীয় উপযোগ
ligulate corolla উপজিহ্ব স্রক্
limb অঙ্গ
linear উপরেখ
liliaceous corolla উপপলাণ্ডব স্রক্
ligume শিম্বী
lobe খণ্ড
loculicidial গর্ভভেদি বিদারণ
locusta উপমলক
lomentum গ্রন্থিলশিম্ব
longitudinal দৈর্ঘিক
male flower পুং পুষ্প
malic acid শৈবাম্ল
marcescent নীরস
medullary rays মজ্জাংশু
medullary sheath মজ্জাকোষ
membranous ঝৈল্লিক
mericarp অর্দ্ধফলাণু
mesocarp মধ্যফল
mesophlœum মধ্যবল্ক
midrib মধ্য পশুর্কা
monoadelphous একগুচ্ছক
monandrous একপুংকেশরক
monilliform শলাকৃতি
monochlamydeous একপরিচ্ছদ
monocotyledon একবীজদল
monogynous একযোষিৎ
mucilaginous নির্য্যাসময়
mucronate খর্ব্বসূক্ষ্মাগ্র
multilocular বহুগর্ভ
mycropyle ক্ষুদ্রদ্বার বা ছিদ্র
naked bud নগ্ন মুকুল
nectary মধু-গ্রন্থি
neuter flower ক্লীব পুষ্প
node গ্রন্থি
nodulose গ্রন্থ্যাকৃতি
normal bud স্বাভাবিক মুকুল
nucleus ডিম্বাঙ্কুর
nuculaneum বার্ত্তাকবি
oblique leaf বক্রপত্র
obtuse leaf অতীক্ষ্ণাগ্র পত্র
opposite leaf অভিমুখ পত্র
opposite and decussate leaf= ব্যবচ্ছেদি অভিমুখ পত্র
orbicular leaf উপঢাল পত্র
organs of nutrition পোষণ যন্ত্র
organic apex ইন্দ্রিয়ক শৃঙ্গ
orthotropous ovule সরলভাবপন্ন ডিম্বাণু
ovary ডিম্বকোষ
ovule ডিম্বাণু
pallæ উপতুষ
palmate leaf উপহস্ত পত্র
palminerved করতল শিরিত
panicle সরপুষ্প
papilionaceous corolla উপপ্রজাপতিক স্রক্

pappus কোমললোম
parallel nerved সরল শিরিত
,, veined সরল শিরা বিন্যাসযুক্ত
parasite পরবৃক্ষজীবী
parent stem জনক কাণ্ড
parietal placentas ভৈত্তিক কূপ
paripinnate সমোপপক্ষ
peduncle পুষ্পদণ্ড
pendulous ovule লম্বমান ডিম্বাণু
penninerved পক্ষশিরিত
pentamerous পঞ্চদশক
pepo তম্বী (?)
perfect flower সম্পূর্ণ পুষ্প
perfoliate leaf মধ্যছিদ্র পত্র
perianth পরিপুষ্প
perennial বহুবর্ষজীবি
pericarp বীজকোষ
perigynous পরিযোষিৎ
perisperm পরিভ্রূণ
persistent স্থায়ীপত্র
personate উপমুখ
petal দল
petaloid উপদল
petiole বৃন্ত
petiolate সবৃন্তক
phyllarius পত্রকল্প
phyllode উপপর্ণ
phragmata ত্রাস্থিক ব্যবধান
pinnate leaf উপপক্ষ পত্র
pinnatipartite পক্ষবৎ বিভক্ত
pinnatifid পক্ষবৎ ক্লিপ্ত
pinnatisect পক্ষবৎ কর্ত্তিত
pistil গর্ভকেশর
pistilline whorl গর্ভকেশরিক আবর্ত্ত
placenta কূপ
plicate কচ্ছিত
plumule পক্ষাণু
pollen পরাগ
pollina পরাগপিণ্ড
polyadelphous বহুগুচ্ছক পুংকেশর
polycarpic অসকৃৎফলক
polycotyledonous বহুবীজদল
polygamous বহুপরিণয়
polypetalous বহুদল
polysepalous বহুবৃতি
pomum ভবমুজি
porous dehiscence ছৈদ্রিক বিদারণ
premorse root ক্লিপ্ত মূল
procumbent stem ভূমিষ্ঠ বসন্ত
protecting organs রক্ষীন্দ্রিয়
pulvinus উপধান
quadrilocular চতুর্গর্ভ
raceme দ্রাক্ষাগুচ্ছ
rachis মূলপুষ্পদণ্ড
radiate কিকীর্ণ
radicle মূলাণু
raphi রেখা
raspberry উপাতৃপ্য
reclinate মূলিকগ্র
regular flower নিয়মিক পুষ্প
repand বক্রপ্রান্ত
resinoid উপসর্জ্জ
resting bud সুপ্তমুকুল
reticulate জলবৎ

retinaculum ব্রস্থাপক
retrograde প্রতিগত
retroserrate বিকরাতদণ্ডিত
revolute (perfoliation) বিম্বিবর্ত্তিক (পত্র-মুকুলবিন্যাস)
rhizome সংশ্লিষ্টনিরাটকন্দ
ribs পর্শুকা
rosaceous corolla উপগোল পত্রক্
rotate corolla উপচক্রস্রক্
ruminated albumen অন্তপ্পঞ্জরাঙ্কিত অন্তর্ব্বীন
runner ধাবক
sap উদ্ভিদ্ রস
sap wood বৃক্ষরণী কাষ্ঠ
scape ভৌমপুষ্পদণ্ড
seed বীজ
sensitive plant লজ্জাবতী গাছ
sepal বৃতি
septifragal ছিন্নব্যবধানিক
septicidal ব্যবধানভেদি
serrate করাতদণ্ডিত
sessile অবৃন্তক (অকেশরক)
sessile leaf অবৃন্তক পত্র
shrub গুল্ম
skeleton কঙ্কাল
siliqua সর্ষপ
simple apocarpous fruit একক পৃথক্ ফলীয় ফল
„ fruit এক পুষ্পিক ফল
„ pistil অমিশ্র গর্ভ কেশর
„ petiole এক পত্রিত বৃন্ত
sinus গহ্বর
solitary নিঃসঙ্গ বা একক
sorosis পনসি
spadix তালগুচ্ছ
spathe অসি ফলক
spermodium বীজত্বক
spike মঞ্জরী
squamous bulb অপরিশল্ক কন্দ
starch শ্বেতসার
starchy শ্বেতসারময়
stamen পুংকেশর
stem কাণ্ড
sterile বন্ধ্যা
stigma চিহ্ন
stipel ক্ষুদ্র উপতৃণ
stipilate ঔপদণ্ডিক
stipule উপতৃণ
stipulate সোপতৃণক
stock কুঁদো
style গর্ভতন্তু
stype উপদণ্ড
superior syncarpons fruit ঊর্দ্ধমিলিত ফলীয় ফল
sutural dehiscence সংযোগিত বিদারণ
suture যোড়
syconus ডুম্বরি
syncarpous মিলিতফলীয়
syngenesious একত্রোৎপাদক
system of bifurcation দ্বৈভাগিক প্রণালী
tap-root প্রধান মূল
tendril আকর্ষণী
terminal bud অন্ত্যমুকুল
tetradynamons চতুর্ব্বল

tetramerous চতুরংশক
throat কণ্ঠ
thyrsus উপশৃঙ্গ
torus পুষ্পধি
trilobed ত্রিখণ্ডিত
trimerous ত্র্যাংশক
trunk প্রকাণ্ড
tube নল
tuber স্ফীতস্কন্দ
tubular corolla উপনলত্বক্
tunicated ball পরিশল্ক শল্ক
twining stem পরিবেষ্টক লতা
tryma
umbel উপচ্ছত্র
umbilicus নাভি
umbellules ক্ষুদ্র উপচ্ছত্র
underground stem অন্তর্ভৌম বসন্ত
unguiculate সনখর
unijugate leaf যুগ্ম পতিত
unilocular একগর্ভ
uniparous একপার্শ্ব প্রসু
unsymmetrical flower অসমাঙ্গ পুষ্প
urceolate corolla উপকলম ত্বক্
utricle ক্ষুদ্র স্থলী
vagina কাণ্ডকোষ
valvular dehiscence কপাটিক বিদারণ
vegetable fibrine উদ্ভিদিক তন্তুণু
vegetative organ বৃদ্ধিশীল ইন্দ্রিয়
veins শিরা
venation শিরাবিন্যাস
ventral suture সম্মুখিক যোড়
versatile anthers ঘূর্ণমান পরাগকোষ
verticillaster পরিগ্রন্থি পুষ্প
verticillate leaf পরিগ্রন্থি পত্র
vexillum ধ্বজা
whorls of leaves পত্রাবর্ত্ত
winged stem সপত্র কাণ্ড
woody stem দারুময় কাণ্ড
woody tissue কাষ্ঠতন্তু

মহারাজ নন্দকুমারের পত্র।

(সন ১১৭৮ সালের ২৯ পৌষের খত *)

এই পত্রখানি কুঞ্জঘাটা রাজবাটীর দপ্তরে রক্ষিত আছে। পত্রখানির পার্শ্বে "সবিশেষ পত্রার্থে জ্ঞাত হইবে," ইত্যাদি টুকুই, কেবল মহারাজের স্বহস্তলিখিত। মূল পত্র তাঁহার কোন মুন্সীর লেখা। পূর্ব্বে মহারাজ নন্দকুমারের আরও দুই এক খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে যেরূপ অনেকগুলি ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হওয়া যায়, পূর্ব্ব-

---

* মহারাজ নন্দকুমারের এই পত্রখানি তাঁহার পুত্র রাজা গুরুদাসকে লিখিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সে সময়ে নন্দকুমার কলিকাতায় ও গুরুদাস মুর্শিদাবাদে ছিলেন। পত্রে ২৯শে পৌষ তারিখ আছে। কিন্তু সাল লেখা নাই। কুঞ্জঘাটা রাজবংশের দপ্তরে এই পত্রখানি আছে। তাহার শিরোভাগে ১১৭৮ সালের ২৯শে পৌষের খত বলিয়া লিখিত আছে। তাহা হইলে ১৭৭২ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি হইতেছে। সে সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংসের কর্তৃত্ব আরম্ভ হয় নাই। রাজা গুরুদাসও নিজামতের দেওয়ান হন নাই। ইহার অব্যবহিত পরে এপ্রিল মাসে ওয়ারেন হেষ্টিংস কর্তৃত্ব আরম্ভ করেন।

প্রকাশিত কোন পত্র হইতে সেরূপ জানা যায় না। এই জন্য আমরা পত্রখানি প্রকাশ করিলাম্। মহারাজ নন্দকুমারের বংশধর কুঞ্জঘাটার কুমার দেবেন্দ্রনাথ রায় আমাদিগকে পত্রখানির প্রকাশে অনুমতি দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। ইতি

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণং

সবিশেষ পত্রার্থে জ্ঞাত হইবে ১১ মাঘে রটন্তি চতুর্দ্দশীতে শ্রীশ্রী৺ দুই প্রতিমার * স্থাপনা করাইবে তাহার পরে শ্রীযুত দিননাথ রায়কে এথা পাঠাইবে ফিতরত আলি খাঁ এথা পঁহুচে নাজ্রি দাখিল হইলে তাঁহার চলন মাফিক ব্যববার হবেক শ্রীযুত মিস্তর মেদলটীন সাহেবকে জে খত এ পত্রের মধ্যে লিখিয়া পাঠাইতেছি তাহাতে গোন্ধ না দিয়া মহুর করিয়া পাঠাইলাম পাঠ করিয়া গোন্ধ দিয়া বন্দ করিয়া তাঁহাকে দিয়া তথাকার রোয়দাদ লিখিবা আপনার মঙ্গল বার্ত্তা লিখিয়া স্থির রাখিবা কিমধিক ইতি

প্রাণপ্রতিমেষু পরমশুভাশীর্ব্বাদশিবঞ্চ বিশেষঃ—

তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা বাসনাকরনক অত্র কুশল পরন্তুঃ ২৫ তারিখের পত্র ২৭ রোজ রাত্রে পাইয়া সমাচার জানিলাম শ্রীযুত ফেতরত আলি খাঁএর এথানে আইশনের সম্বাদ জে লিখিয়াছিলে এতক্ষণতক পঁহুচেন নাই পঁহুচিলেই জানা জাইবেক শ্রীযুত রায় জগৎচন্দ্র বিষ রোজের পর বাটী হইতে আসিয়াছেন যেমত ২ কুচেষ্টা পাইতেছেন তাহা জানাই গেল তিনি যথা ২ জাউন ফলক কার্য্যের দ্বারাতেই বুঝিবেন পষ্ট হইয়া আপনারি মন্দ করিতে- ছেন সে সকল লোকেও অবশ্য বুঝিবেক † তুমি শ্রীযুত মেস্তর মেদলটীন সাহেবের ‡ নিকট

---

* গুহ্যকালী ও গৌরীশঙ্কর নামক প্রতিমাদ্বয়। এই দুই প্রতিমা আকালীপুরের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

† রায় জগৎচন্দ্র বর্ত্তমান কুঞ্জঘাটা রাজবংশের আদিপুরুষ, ইনি মহারাজ নন্দকুমারের জামাতা। মহারাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা সন্মানীর সহিত জগৎচন্দ্রের বিবাহ হয়। মহারাজ নন্দকুমার গুরুদাসের উন্নতির জন্য চেষ্টা করায় জগৎচন্দ্র তাঁহাদের প্রতি বিরুদ্ধ হন। এমন কি অবশেষে মহারাজের প্রধান শত্রু মোহন- প্রসাদের সহিত মিলিত হইয়া জগৎচন্দ্র মহারাজের বিরুদ্ধে সেই জালকরা মোকর্দ্দমার অনেক কার্য্যও করিয়াছিলেন। মহারাজ অনেক স্থলে জগৎচন্দ্রের বিরুদ্ধভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই পত্র হইতে তাহা আরও স্পষ্টীকৃত হইতেছে।

‡ মেস্তর মেদলটীন—মিষ্টার মিডলটন। মিডলটন সেই সময়ে মুর্শিদাবাদ দরবারের চীফ ছিলেন। ওয়ারেন

জাতায়াত করিবে এক খত তাঁহাকে লিখিলাম দিয়া নিরালা সকল কহিবে ও সুনিবে যথন জেরূপ কথোপকথন হয় তাহার মত করিবে তিঁহ চিত্তে জানেন জে আমার কথাক্রমেই ইনি কার্য্য করিতেছেন সুন্দররূপ তাঁহার সহিত মিলিবে কোন বিশএ উদ্বিগ্ন নহিবে শ্রীযুত লালা সুবংশ রায় শয়ং জাইতেছেন ঞিহার স্থানে বিস্তারিত জ্ঞাত হইয়া কার্য্য করিবে শ্রীযুত লালা ডোমন রায় * লিখিয়াছেন ফীলখানার দারোগা শ্রীযুত হাজি মুস্তফা † তাঁহার সহিত বিপক্ষতা করিতেছেন এবং কটুকথা কহিয়াছেন এ কেমত ধারা ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ হইল এ কারণ আমি এক খত হাজি মুস্তফাকে লিখিলাম এবং তাঁহার বিশয় মেস্তর মেদলটীন সাহেবকেও এক খত আলাহিদা লিখিলাম কহিবে পঁহুচাইয়া দেন হাজি মুস্তফাকে তুমি সাক্ষাতে ডাকিয়া কহিবে ঞিহ আমারদিগের বেরাদরির মধ্যে ইহার সহিত অন্যমত ব্যবহার না করেন ৢই জনকে মিলজুল করিয়া দিবে শ্রীযুত কালীনাথ রায় আজিতক পঁহুচিয়াই থাকিবেন শ্রীশ্রী৺ ঠাকুরাণি রটন্তির দিবস মন্দিরে স্থাপন করাইবে ‡ তাঁহার সঙ্গে জা জাওর সকলের গিয়াছে পঁহুচিয়া দেয়াইবে তুমি আপনার লইবে ৭ সাত মণ ভাল গঙ্গাজলি গহমের কারণ

হেষ্টিংসের আদেশে তিনি মহম্মদ রেজা খাঁকে ধৃত করিয়া কলিকাতায় পাঠান। এই পত্র লেখার অব্যবহিত পরেই মহম্মদ রেজা খাঁ বিচারার্থে কলিকাতায় প্রেরিত হন। মহারাজ নন্দকুমারের সহিত রেজা খাঁর ভয়ানক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। মহম্মদ রেজা খাঁর পদচ্যুতির পর রাজা গুরুদাস নিজামতের দেওয়ান হন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের আগমনের পূর্ব্বেই রেজা খাঁর নামে অভিযোগ উপস্থিত হয়, এবং ডিরেক্টারগণ তাঁহাকে ধৃত করিয়া আনয়নের জন্ত হেষ্টিংসকে আদেশ দেন। হেষ্টিংস কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াই রেজা খাঁর বিচার আরম্ভ করেন। এই পত্রে মিডলটনের সহিত যে পরামর্শের কথা লিখিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ তাহা রেজা খাঁ ঘটিত কোন বিষয় হইবে। অথবা অন্ত কোন রাজনৈতিক ব্যাপারও হইতে পারে।

* নন্দকুমারের জাল করা অভিযোগে লালা ডোমন সিংহ নামে এক ব্যক্তি মহারাজের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিল। লালা ডোমন রায় ও লালা ডোমন সিংহ এক ব্যক্তি কিনা বলিতে পারা যায় না।

† হাজি মুস্তফা সায়র মুতাক্ষরীণ নামক ফার্সী গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদক। ইনি একজন ফরাসী। ইহার পূর্ব্ব নাম রেমণ্ড পরে ইনি মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হাজা মুস্তফা উপাধি ধারণ করেন। মুতাক্ষরীণের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় লিখিত আছে যে, ইনি জীবিকার জন্ত নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের অনুকম্পায় মুর্শিদাবাদে একটি কার্য্যে নিযুক্ত হন। কিন্তু কি কার্য্য তাহা ইনি স্বয়ং গ্রন্থে উল্লেখ করেন নাই। এই পত্র হইতে জানা যাইতেছে যে, ইনি ফীলখানার দারোগা হইয়াছিলেন। মুস্তফা মুর্শিদাবাদ হইতে পরে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন।

‡ মহারাজ নন্দকুমার তাঁহার জন্মভূমি ভদ্রপুরের সংলগ্ন আকালীপুর-নামক গ্রামে ব্রাহ্মণী নদীতীরে এক ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া গুহ্যকালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পত্রে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। গুহ্যকালী মূর্ত্তির সহিত গৌরীশঙ্কর মূর্ত্তিও উক্ত মন্দিরে স্থাপিত হয়। রটন্তী তিথিতে উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া আজিও প্রতি বৎসর রটন্তীতে ধূমধামে দেবীর পূজা হইয়া থাকে। এই মন্দির অসম্পূর্ণ অবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে, ইহার নির্ম্মাণের পর মহারাজের দুর্ঘটনা ঘটায় তদ্বংশীয়েরা আর মন্দির সম্পূর্ণ করেন নাই। উক্ত মন্দির ও দেবতার সহিত নানারূপ প্রবাদ বিজড়িত আছে। গুহ্যকালীর এমন সুন্দর মূর্ত্তি আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আকালীপুরের মন্দির মহারাজের একটি প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি। এই পত্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকায় পত্রখানি ঐতিহাসিকগণের নিকট যে বিশেষ আদরের সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।

মধ্যে এক পত্র লিখা গিয়াছে শ্রীচৈতন্যনাথের * পলওয়ারে কাশীনাথ রায় গিয়াছেন সেই পলওারে পাঠাইয়া দিবে। জাতায়াতে নিজ মঙ্গলাদি বার্ত্তা লিখিয়া তুষ্ট রাখিবে কিমধিকং ইতি তারিখ ২৯ পৌষ রবিবার রাত্রিই ডাকে বাহি হইল।

বাঙ্গালা কর্ম্মকারক।

গত বৎসরের প্রথম সংখ্যক "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"য় শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালা কর্ম্মকারকে কোন্ কোন্ স্থলে কে, রে, য় বিভক্তির প্রয়োগ হয়, এবং কোন্ কোন্ স্থলে ঐ সকল বিভক্তি উহ্য থাকে, তাহার আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা এই :—"ক্লীবলিঙ্গ ভিন্ন সর্ব্বনামে, সংজ্ঞাবাচক শব্দে, নির্দ্দেশার্থে এবং দ্বিকর্ম্মক ধাতুর গৌণ কর্ম্মে বিভক্তির প্রয়োগ হয়। এতভিন্ন অপরাপর স্থলে বিভক্তির লোপ হয়।"

প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন যে, "এই সিদ্ধান্তে কোনও ভ্রম প্রবাদ আছে কি না, পাঠকবর্গকে বিচারের ভার দিলাম।"

পাঠকবর্গের প্রতি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বিনয়-গর্ভ আহ্বান-বাক্য আমাদিগকে তাঁহার প্রবন্ধের সমালোচনায় উৎসাহিত করিয়াছে।

এক্ষণে ক্রমে ক্রমে তাঁহার সিদ্ধান্তের বিচার করা যাক্।

(১) তিনি লিখিয়াছেন, ক্লীবলিঙ্গ সর্ব্বনামে বিভক্তির লোপ হয়। কিন্তু নিম্নলিখিত স্থলগুলিতে লোপ হয় নাই;—ইংরাজীতে যাহাকে "করোনেশন" বলে, বাঙ্গালায় তাহাকে "রাজ্যাভিষেক" বলে। তোমরা যাহাকে ধ্রুব সত্য বলিয়া মনে কর, আমরা তাহাকে তাহা মনে করি না। "সম্রাট্" শব্দটি পুংলিঙ্গ, ইহাকে স্ত্রীলিঙ্গ করিতে হইলে........। প্রথমে ফিটকারীদ্বারা জলকে পরিষ্কার করিতে হয়; পরে কর্পূরদ্বারা তাহাকে সুগন্ধ করিতে হয়।

নিম্নলিখিত উদাহরণগুলিতে ক্লীবলিঙ্গ interrogative pronounএ বিভক্তি রহিয়াছে—

ইহাকে যদি হিন্দুত্ব বলে, তবে খৃষ্টানী কাহাকে বলে জানি না। কাকে তুমি বিশেষ্য বল্‌ছো?—এ যে বিশেষণ।

পরন্তু নিম্নলিখিত উদাহরণে অ-ক্লীবলিঙ্গ সর্ব্বনামের বেলা বিভক্তির লোপ হইয়াছে †—

থিয়েটারে অভিনয় করিবার জন্য তিনি কি চান্—মানুষ না দেবতা? এ আমি কি দেখিতেছি—মানুষ না মানুষবেশে দেবতা? এই সংসারে কেহ পুত্র প্রার্থনা করে, কিন্তু

---

* এই চৈতন্যনাথ মহারাজের জালকরা মোকর্দ্দমায় তাঁহার পক্ষের একজন বিশিষ্ট সাক্ষী।

† ললিতবাবু লিখিয়াছেন, "ক্লীবলিঙ্গ ভিন্ন সর্ব্বনামে বিভক্তির প্রয়োগ হয়।"

সে তাহা পায় না; তুমি এ কাজের জন্ম স্ত্রীলোক পছন্দ কর, কিন্তু আমি উহা করি না; আমরা যাহা খুঁজিতেছিলাম, তাহা পাইলাম না;—(পাঠক দেখিবেন, এগুলির মধ্যে relative ও interrogative উভয়বিধ সর্ব্বনামই আছে।)

(২) ললিতবাবু লিখিয়াছেন, "সংজ্ঞাবাচক শব্দের (Proper Noun) উত্তর বিভক্তির প্রয়োগ হয়।" কথাটা ঠিক নহে। তিনি সংজ্ঞাবাচক শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ Proper Noun দিয়াছেন, অথচ ইংরেজী Proper Noun বলিতে মনুষ্যের নাম ব্যতীত অন্যান্য পদার্থের নামও বুঝায়। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে—আমি লণ্ডন দেখি নাই বটে, কিন্তু প্যারিস দেখিয়াছি। তিনি পায়োনিয়ার রাখেন। আমি মেঘদূত পড়্‌তে ভালবাসি। তুমি শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছ, অথচ জগন্নাথ দেখ নাই! ধরিয়া লওয়া যাক্ তিনি সংজ্ঞাবাচক শব্দদ্বারা মনুষ্যনাম লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও খট্‌কা আছে। নীচের উদাহরণগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে যে, তাঁহার সেই সিদ্ধান্তও সর্ব্বতঃপ্রেক্ষী হয় না। উদাহরণ—আমি সুরেন্দ্রনাথ, কালীচরণ বুঝি না, ইঁহাদের মধ্যে যাঁহার অবসর ও শ্রমপটুতা বেশী, তাঁহাকেই এই কার্য্যের নেতা করিতে হইবে। তিনি কালী দুর্গা মানেন না। আমি মধুসা, শিবুকুণ্ডু চিনি না।

এই ত গেল সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের কথা। তার পরে তিনি অ-সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, যখন এই বিশেষ্যগুলি মনুষ্যবাচী হয় এবং defined অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট হয়, তখন তাহাদের উত্তর বিভক্তির প্রয়োগ হয়, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট না হইলে হয় না। যথা ধোপাকে ডাক, ধোপা ডাক ইত্যাদি।

কিন্তু এই নিয়মের উল্লঙ্ঘন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে মনুষ্য-বাচী বিশেষ্য অনির্দ্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বিভক্তির বোঝা বহিতেছে—অপরাধীকে ক্ষমা করা পাপ। তিনি গরিবকে বড় অনুগ্রহ করেন। আমাদের মত গরিবকে ধ'রে কি হবে? কোন বড় লোককে ধরা উচিত। ছোট বোন্‌কে স্নেহ করা উচিত। কাণাকে কাণা বলিও না। কয়েকজন ভদ্রলোককে সাক্ষী রাখিও (বা সাক্ষী মানিও)। স্ত্রীজাতিকে বিশ্বাস করিতে নাই। দয়া গুণ মানুষকে দেবতা করে। তিনি দুদিনে চোরকে সাধু করিতে পারেন। গ্রামের পাঁচ জনকে ডাকৃতে হয়।*

পক্ষান্তরে নিম্নলিখিত উদাহরণ গুলিতে মনুষ্যবাচী বিশেষ্য নির্দ্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বিভক্তি উহ্য আছে—তিনি ছেলে পিলে বাড়ী পাঠাইয়াছেন। পরিবার বাড়ী পাঠাবে না কি? আর

---

* ললিতবাবু হয় ত বলিবেন, অপরাধীকে ক্ষমা করা, ছোট বোনকে স্নেহ করা ইত্যাদি স্থলে দ্বিকর্ম্মক ধাতুর যোগে বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু এ গুলি যে দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়া নহে, তাহা আমরা পরে দেখাইব।

বিলম্ব কেন ? চাকর ডাক (অর্থাৎ তোমার চাকরটিকে ডাক)। আমরা মেয়ে দেখ্‌তে এসেছি—মেয়ের বাপকে দেখ্‌তে চাই না।

তার পরে ললিতবাবু লিখিয়াছেন যে অ-সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য যখন ইতরজীববাচী বা অচেতনপদার্থবাচী হয়, তখন তাহাদের উত্তর বিভক্তি বসে না; এমন কি defined হইলেও বসে না. নীচের উদাহরণগুলিতে এই নিয়ম খাটে নাই :—

মরণকে ডরাই না। মুষিককে বিড়াল করা সেকালে সাজিত, এ কালে নহে। গাধাকে ঘোড়া করা। বরফকে তরল করা। পয়সাকে টাকার মত দেখা। কোন সরল রেখাকে বর্দ্ধিত করা। কোন সংখ্যাকে অপর সংখ্যাদ্বারা ভাগ করা। বিশেষ্যকে বিশেষণ করা। পাপকে ভয় করিও। তৃণকে সামান্য ভাবিও না। উজ্জ্বল পদার্থ-মাত্রকেই স্বর্ণ মনে করা অনুচিত। হনুমান্ সূর্য্যকে বগলে রাখিয়াছিলেন। ঋষিরাও এ সকল সত্যকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ সকল ঘটনাকে অলৌকিক বলিব না ত কি ? জলকে বরফে আনিতে হইবে। তিলকে তালে পরিণত করা। কোদালকে 'কোদাল' নামে ডাকা। অঙ্গারকে হীরকে আ না। কোন ঘটনাকে অতি রঞ্জিত করা।

এই নির্দ্দেশ অনির্দ্দেশ প্রসঙ্গে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, বাঙ্গালায় 'টা' ও 'টি' অনেক সময়ে definite articleএর কাজ করে; এই 'টা' ও 'টি' যোগে অ-প্রাণিবাচক শব্দের উত্তর বিভক্তি যোগ হয় না, যথা কলমটা দাও, বইটা পড়, লাঠিটা ঘুরাও।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তটিতেও একটু গোলযোগ আছে, নীচের উদাহরণগুলি তাহার প্রমাণ :— ক খ সরল রেখাটিকে গ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত কর। এই মৃৎপিণ্ডটিকে ভালরূপ পরীক্ষা কর। অত বড় সম্পত্তিটাকে নষ্ট কল্লে। এই দাঁতটাকে না ফেল্‌লে উপায় নাই। এই খুঁটিটাকে তুলে ফেল্‌তে হবে। এক আছাড়ে গ্লাসটাকে দশ খণ্ড কল্লে। দেশটাকে মাটী কল্লে। কথা-টাকে গল্প বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া।

ললিতবাবু লিখিয়াছেন যে দ্বিকর্ম্মক ধাতুর গৌণ কর্ম্মে বিভক্তির প্রয়োগ হয়। তাঁহার এই সিদ্ধান্তটি ঠিক। কিন্তু তিনি দ্বিকর্ম্মক ধাতুর যে কয়েকটি উদাহরণ দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ভ্রম আছে ঘটককে কনে দেখ্‌তে পাঠাও—এস্থলে তাঁ-ার মতে 'ঘটককে' ও 'কনে' একই ক্রিয়ার দুইটি কর্ম্ম। কিন্তু আমরা তাহা মনে করি না। আমাদের মতে 'পাঠাও' ক্রিয়ার কর্ম্ম 'ঘটককে', আর 'দেখ্‌তে' ক্রিয়ার কর্ম্ম 'কনে'। এইরূপ তিনি লিখিয়াছেন, স্বামীকে ভক্তি কর, এখানে 'কর' ক্রিয়ার দুইটি কর্ম্ম, 'স্বামীকে' ও 'ভক্তি'। এখানে প্রকৃত ক্রিয়াপদ 'ভক্তি কর', এবং 'স্বামীকে' পদটি তাহার কর্ম্ম; অর্থাৎ উক্ত বাক্যটি দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়ার উদাহরণ নহে। যদি এরূপ স্থলে ক্রিয়াকে দ্বিকর্ম্মক মনে করা হয়, তবে মদ স্পর্শ করিও না, প্রত্যহ দুগ্ধ পান করিবে, ইত্যাদি বাক্যও দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়ার উদাহরণ বলিতে হইবে। কিন্তু এ সব স্থলে তো গৌণকর্ম্মে বিভক্তির

প্রয়োগ হয় নাই। সেই জন্ত বিভক্তি হয় নাই।* ললিতবাবুর সিদ্ধান্তে ভুল নাই, উদাহরণে ভুল আছে। তাঁহার মতে মরণকে ভয় করি না বাক্য দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়ার উদাহরণ, কিন্তু মরণকে ডরাই না এক-কর্ম্মক ক্রিয়ার উদাহরণ। যদি স্বামীকে ভক্তি কর বাক্যের ক্রিয়া দ্বিকর্ম্মক হয়, তবে আমি তাহাকে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, আমি তাহাকে ইহার কারণ প্রদর্শন করিয়াছি, তিনি দুঃখকেও সুখ জ্ঞান করেন, আমি তোমাকে ব্যাকরণ শিক্ষা দিব ইত্যাদি বাক্যের ক্রিয়াকে ত্রি-কর্ম্মক বলিতে হয়।

ললিতবাবুর প্রবন্ধে আরো গুটি দুই অসাবধানতার পরিচয় আছে। তিনি কর্ম্মকারকে 'য়' বিভক্তির উদাহরণ দিয়াছেন—তোমায় আর সালিসী করিতে হবে না। এটা ভুল; এখানে 'তোমায়' কর্ম্মকারক নহে, কর্ত্তৃকারক।

কর্ম্মকারকে কে, রে, য় বিভক্তি বাদে আরো একটি বিভক্তি হয়, তাহা তিনি উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। সেটি হচ্ছে—ষষ্ঠী বিভক্তি; অর্থাৎ কর্ম্মকারকে সময়ে সময়ে (প্রধানতঃ কলিকাতা অঞ্চলের কথা-ভাষায়) ষষ্ঠী বিভক্তি হয়; উদাহরণ:—সে কথা তোমাদের বল্‌বো কেন? আমি এখনি তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছি। কি প্রকারে তাদের এখন প্রত্যাখ্যান করি? অনুগ্রহ ক'রে আমাদের স্থান দিন্। পাড়ার মেয়েদের নিমন্ত্রণ কত্তে হবে, ইত্যাদি।

এতক্ষণ আমরা কেবল সমালোচনা করিলাম। এবার নিজেদের মন্তব্য প্রকাশ করিতে একবার চেষ্টা করিব; কারণ ব্যাকরণঘটিত এই সকল বিষয় একজনের চেষ্টা বা অবসর দ্বারা নির্দ্দোষ হওয়া সম্ভবপর নহে; এই ক্ষেত্রে যত অধিক লোক পরিশ্রম করিবে, ততই সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

(১) সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রকৃতি ও বিকৃতির উল্লেখ আছে, ইহা ইংরাজী ব্যাকরণের incomplete verbএর complement বা factitive accusativeএর অনুরূপ। মুনিবর সেই মূষিককে মার্জ্জার করিয়াছিলেন; এখানে 'মূষিক' প্রকৃতি, আর 'মার্জ্জার' বিকৃতি। এইরূপ 'সোণাকে লোহা করা';—এখানে 'সোণা' প্রকৃতি, আর 'লোহা' বিকৃতি। যেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই প্রকৃতি-বিকৃতির ভাব বর্ত্তমান আছে, সেই খানেই কর্ম্মকারকীয় প্রকৃতিতে বিভক্তি ব্যক্ত থাকে; যথা;—কয়েকজন ভদ্র লোককে সাক্ষী রাখিও। দয়া গুণ মানুষকে দেবতা করে। তিনি দুদিনে চোরকে সাধু করিতে পারেন। এইরূপ—গাধাকে ঘোড়া করা, জলকে বরফ করা, কোন

---

* স্পর্শ করা, পান করা ইত্যাদিকে আমরা একটি ক্রিয়াপদ মনে করি; কিন্তু (মন) স্থির করা, (প্রজাকে) গৃহ শূন্ত করা ইত্যাদিকে আমরা একটি ক্রিয়াপদ মনে করি না; এখানে শুধু করা সেই ক্রিয়াপদ মনে করি। এখানে স্থির গৃহশূন্ত প্রভৃতি বিশেষণ আর স্পর্শ, পান ভাবার্থক বিশেষ্য। তাঁহাকে আমরা স্কুলের সেক্রেটারী করিয়াছি; এখানে সেক্রেটারী শব্দ ভাবার্থক বিশেষ্য (abstract noun) নহে বলিয়া এখানে শুধু 'করিয়াছি'কে ক্রিয়াপদ মনে করিয়া থাকি।

সরল রেখাকে বর্দ্ধিত করা, বিশেষ্যকে বিশেষণ করা, উজ্জ্বল পদার্থমাত্রকেই স্বর্ণ মনে করা, এক আছাড়ে গ্লাসটাকে দশখণ্ড করা, ঘটনাটিকে অতিরঞ্জিত করা, বড়কে ছোট করা।

পরোক্ষ ভাবে—পয়সাকে টাকার মত দেখা, জলকে বরফে আনা, তিলকে তালে পরিণত করা, কোদালকে কোদাল নামে ডাকা, অঙ্গারকে হীরকে আনা।

ব্যতিক্রম—সকলে মিলিয়া তাহার নাম 'ভজহরি' রাখিল, সে দীর্ঘকাল নামধাম লুক্কায়িত রাখিয়াছিল। *

অতঃপর আমরা ললিতবাবুরই সিদ্ধান্ত কয়টি লিপিবদ্ধ করিব। কিন্তু তাঁহার মত সাফ্ কোবালা লিখিয়া দিতে পারিব না। আমরা লিখিব :—

(২) ক্লীবলিঙ্গ ভিন্ন সর্ব্বনামে সাধারণতঃ বিভক্তির প্রয়োগ হয় ; যথা—আমি তাহাকে চাই না। আমি যাহাকে দেখিয়াছিলাম, সে এখানে নাই।

কিন্তু যেখানে এই সর্ব্বনাম মনুষ্যাদির শ্রেণী বিভাগকে লক্ষ্য করে, এবং antithesis বুঝায়, সেখানে বিভক্তির প্রয়োগ হয় না ; যথা :—তুমি কি চাও—হিন্দু না মুসলমান ? এ আমি কি দেখিতেছি—মানুষ না মানুষ বেশে দেবতা ?

(৩) ক্লীবলিঙ্গ সর্ব্বনামে সাধারণতঃ বিভক্তির যোগ হয় না ; যথা—যাহা করিতে হইবে, শীঘ্র করাই ভাল। তুমি কি মনে করেছ ? সেখানে কি দেখ্‌লে ?

(৪) প্রাণিবোধক সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের উত্তর সাধারণতঃ বিভক্তির প্রয়োগ হয়। হরিকে ডাক, উমেশকে দেখেছ ? তিনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুকে দেখাইবেন।

প্রাণিবোধক না হইলে বিভক্তি হয় না। যথা :—আমি লণ্ডন দেখি নাই। তিনি 'পায়োনিয়ার' রাখেন।

আমি লণ্ডনকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর মনে করি ;—এখানে প্রথম নিয়মানুসারে বিভক্তি হইয়াছে।

কিন্তু যেখানে একাধিক সংখ্যাবাচক শব্দ (প্রাণিবোধক) বিশেষ্য পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়, এবং antithesis বুঝায়, বা সেই সেই নির্দ্দিষ্ট বিশেষ্যকে না বুঝাইয়া তাহাদের জাতিকে লক্ষ্য করা হয়, সেখানে বিভক্তি হয় না। যথা antithesis—আমি সুরেন্দ্রনাথ কালীচরণ বুঝি না। জাতি—তিনি কালীদুর্গা মানেন না, অর্থাৎ তিনি দেবতা মানেন না।

(৫) অ-সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের মধ্যে যেগুলি মনুষ্যবাচী, তাহাদের উত্তর সাধারণতঃ বিভক্তি হয় না। যথা—আমি একজন চাকর খুঁজ্‌ছি। তুমি কি কয়েকজন বেহারা চাও নাকি ?

---

* কাণ ম'লে লাল করা—এটি ব্যতিক্রমের উদাহরণ নহে। কারণ এখানে 'কাণ' 'মলে' ক্রিয়ার কর্ম্ম, এবং 'লাল' করা ক্রিয়ার complement; এইরূপ 'গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা'।

নির্দ্দিষ্ট হইলে সাধারণতঃ বিভক্তি হয়। যথা:—আমি তোমার চাকরকে চাই; বামুনকে ডাক; ইত্যাদি। অপরাধীকে ক্ষমা করা পাপ; আমি চোরকে ডরাই না; ইত্যাদি স্থলে পরবর্ত্তী অষ্টম লক্ষণানুসারে বিভক্তি হইয়াছে।

ব্যতিক্রম—'আমরা মেয়ে দেখ্‌তে এসেছি' 'পরিবার বাড়ী পাঠাবে নাকি?' ইত্যাদি স্থলে নির্দ্দেশ থাকা সত্ত্বেও বিভক্তি হয় নাই।

(৬) অ-সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য যখন ইতরবাচী বা অচেতন পদার্থবাচী হয়, তখন তাহাদের উত্তর সাধারণতঃ বিভক্তি হয় না। যথা—বক দেখেছ? জল আন! মরণকে ডরাই না, পরনিন্দাকে ঘৃণা করি, ইত্যাদি স্থলে পরবর্ত্তী লক্ষণানুসারে বিভক্তি হইয়াছে।

সংস্কৃতে জলকে 'জীবন' বলে, গাধাকে ঘোড়া করে, ইত্যাদি স্থলে প্রথম লক্ষণানুসারে বিভক্তি হইয়াছে।

ব্যতিক্রম—সর্দ্দিকে ডাকিয়া আনা, ধ্রুবকে ছাড়িয়া অধ্রুবকে ডাকিয়া লওয়া, মনের শান্তিকে বিসর্জ্জন দেওয়া, গ্রামের পাঁচ জনকে ডাকা, গরিবকে ধ'রে কি হবে?

(৭) দ্বি-কর্ম্মক ক্রিয়ার যোগে গৌণ কর্ম্মে বিভক্তি হয়। যথা—আজ জগৎকে দেখাইব যে—। সে বোবাকেও কথা শিখাইতে পারে। সেই ছাত্রকে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। মনকে বল যে—। আমি তোমার হয়ে প্রতিফল দিব।

(৮) কতকগুলি বিশিষ্ট ক্রিয়ার যোগে বিশিষ্ট স্থলে বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যথা,—

অপরাধীকে ভয় করিও (ডরাইও)। ছুঁচকেও আদর করিও, (কিন্তু ছুঁচও ফেল্‌তে নাই)। পরনিন্দা করাকে আমি বড়ই ঘৃণা করি। সূর্য্যকে নমস্কার করা, অভ্যাগতকে সম্ভাষণ করা, আলস্যকে প্রশ্রয় দেওয়া, মনের শান্তিকে বিদায় দেওয়া, স্বাস্থ্যকে বলি দেওয়া, অদৃষ্টকে দুষে লাভ নাই। অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা, অপরাধীকে ক্ষমা করা। স্ত্রীজাতিকে বিশ্বাস করিতে নাই। ইতরপ্রাণীকে ভালবাসা উচিত। এইরূপ—সম্মান করা, স্নেহ করা, যত্ন করা, অনুগ্রহ করা, ইত্যাদি ক্রিয়াযোগে বিভক্তির প্রয়োগ হয়। এইরূপ, পৃথিবীকে সূর্য্য বেষ্টন করে বা ঘুরিয়া চলে।

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হেমচন্দ্রের ভেরী নীরব হইয়াছে; আশা করি বঙ্গসাহিত্যে উহার প্রতিধ্বনি নীরব হইবে না।

মধুসূদনের অপমৃত্যু নিবারণে তদানীন্তন বঙ্গসমাজ যত্ন করে নাই। স্মৃতিরক্ষা দূরের কথা। মধুসূদনের মৃত্যুতে বঙ্গসমাজ কবিমুখে রোদন করিয়াছিলমাত্র; তদানীন্তন বঙ্গসাহিত্যের পরিচালক বঙ্গদর্শন উহাই বঙ্গসমাজের পক্ষে শুভ লক্ষণ মনে করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র স্বয়ং সেই রোদনগীতি গাহিয়াছিলেন।

চক্রনেমির অনুকরণে হেমচন্দ্রেরও দশাবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। ইদানীন্তন বঙ্গসমাজ তাহার প্রতিকারে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছিল। হেমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষাবিষয়েও বঙ্গসমাজ একেবারে নিশ্চেষ্ট নাই। ইহাকেও শুভলক্ষণ মনে করা যাইতে পারে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজের মুখপাত্র স্বরূপে উভয় কার্য্যে যথাশক্তি যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা প্রয়োগ করিয়া অন্ততঃ কর্ত্তব্যবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। ইহাও শুভ লক্ষণ।

বঙ্গসাহিত্যে বা বঙ্গীয় কবিসমাজে হেমচন্দ্রের স্থান কোথায়, তাহার নিরূপণের সময় আসে নাই। হেমচন্দ্রের কবিতার সমালোচনার এ সময় নহে।

হেমচন্দ্রকে আমরা মুখ্যতঃ জাতীয় ভাব উদ্বোধনের কবি বলিয়া জানি। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ ভারতবিলাপ গায় নাই। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ 'ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়' বলিয়া করুণস্বরে ডাকে নাই। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ ভারতকে জননী-সম্বোধনে ডাকিয়াছিল কিনা জানি না। তিনি যে স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার পরে সেই স্রোত একটানে বহিয়াছে। তাহার পরে বঙ্গের পুণ্যকীর্ত্তি সন্তানের মুখে আমরা 'বন্দে

মাতরম্' গীতি শুনিয়াছি। তাহার পরে বঙ্গের অন্যতর মনীষী সন্তান ভগ্নকণ্ঠে 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' বলিয়া আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। আহ্বান করিয়াছেন, কিন্তু হায়, আমাদের নিদ্রা এখনও ভাঙে নাই। ভাঙিবে কি না তাহা জানি না।

আমাদের বর্ত্তমান অস্বাভাবিক নিদ্রাদশায় সামাজিক ব্যাধির প্রতীকারকল্পে জাতীয় ভাবের উদ্বোধনই একমাত্র মহৌষধ বলিয়া আমরা জানি। রাজনীতি, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, লোকশিক্ষা, এ সকলেরই সেই এক উদ্দেশ্যের অভিমুখে গতি হওয়া আবশ্যক বলিয়া বোধ করি। নতুবা সব মিছা অভিনয়,—ভূয়া বাজি। নতুবা বিশ্ববিদ্যালয়, মুদ্রাযন্ত্র, রেলওয়ে, কংগ্রেস, শিল্পমেলা, সাহিত্যপরিষৎ, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, সমস্তই জলের বুদ্বুদ—চিহ্ন না রাখিয়া জলে মিশাইবে।

বৃত্রসংহার দশমহাবিদ্যা বিস্মৃতির কুক্ষিতে মিশিয়া গেলেও ক্ষতি হইবে না। হেমচন্দ্রের ভেরীর প্রতিধ্বনি যেন থামিয়া না যায়। হেমচন্দ্র এখন নাই। 'হেমচন্দ্রের ভেরী অক্ষয় হউক'।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

(ত্রৈমাসিক)

দশম ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা।

সম্পাদক

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্. এ.

সূচী।

১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট্ ভারতমিহির যন্ত্রে,

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১০ সাল।

বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৸০ বার আনা।

১৩১০ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি

(১৩১০ সাল, ১৩ই জ্যৈষ্ঠের বার্ষিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত)

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সভাপতি

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্, এ, বি, এল—সহ-সভাপতি

ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডি, এসসি—সহ-সভাপতি

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ—সহ-সভাপতি

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল্—সম্পাদক

" মন্মথমোহন বসু, বি, এ—সহ-সম্পাদক

" ব্যোমকেশ মুস্তফী—সহ-সম্পাদক

" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ—পত্রিকা-সম্পাদক

" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ, বি, এল—ধনরক্ষক

" অমূল্যচরণ ঘোষ—গ্রন্থরক্ষক

সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়, এম্, এ

" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল্

" রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী

" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

" নিখিলনাথ রায়, বি, এল

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি, এ

" নগেন্দ্রনাথ বসু

" গোবিন্দলাল দত্ত

" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

" মৃণালকান্তি ঘোষ

সম্পাদকের নিবেদন।

বর্ত্তমান বর্ষের পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ৯ ফর্ম্মা ছিল; এই সংখ্যায় ৭ ফর্ম্মা মাত্র দেওয়া গেল।

পত্রিকা সম্পাদক।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

রাজপুতানায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষে কয়েকটি ধর্ম্মসংস্কারক মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হয়েন।

গুরু নানক	...	...	১৪৬৯
বল্লভাচার্য্য	...	..	১৪৭৯
কৃষ্ণচৈতন্য	...	...	১৪৮৫

ষোল বৎসরের মধ্যে এতগুলি ধর্ম্মসংস্কারকের উৎপত্তি একটু অসাধারণ ব্যাপার। প্রায় আড়াইশত বৎসর উত্তর ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানই পাঠানদিগের অধিকৃত ছিল। মুসলমানধর্ম্মের বিস্তার পাঠানরাজগণের বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় ছিল এবং বহুসংখ্যক হিন্দু মুসলমানদিগের বলে ও কৌশলে পরামৃষ্ট হইয়া মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। হিন্দুপ্রজার অযথা প্রমাণে মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বনের বিরুদ্ধে দুইটি উপায় অবলম্বিত হয়। সমাজকে সুশাসিত এবং স্বধর্ম্মে দৃঢ় রাখিবার জন্য পণ্ডিতগণ প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ব্যবস্থা সকল সঙ্কলন করিয়া নিঘণ্টু প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। একজন সুপ্রসিদ্ধ সঙ্কলনকার চৈতন্যের সমকালবর্ত্তী আমাদের বঙ্গের রঘুনন্দন। এই সঙ্কলনকারগণ কর্ত্তৃক হিন্দুগণের স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবিধান সৃষ্ট হইল। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকের উপর এই নিঘণ্টুকারগণ কর্ত্তৃক উপকার তাদৃশ বিস্তার পাইতে পারিল না। হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠভাব সকল তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবার কেহ ছিল না, অথচ তাহারা মুসলমানধর্ম্মের উন্নতভাব সকল কাজি মোল্লা ও মৌলবীদের নিকট শুনিতে পাইত; সুতরাং কয়েকজন মনীষি মহাত্মার মনে ধর্ম্ম বিষয়ের সংস্কারের আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইঁহাদের ধর্ম্মসংস্কার-প্রণালী ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল। গুরু নানক কিঞ্চিৎ মুসলমানীভাব গ্রহণ করিয়া পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এবং নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা প্রচারে যত্নবান্ হয়েন। বঙ্গে মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্য অন্যরূপে সংস্কার আরম্ভ করেন; যাহাতে অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর লোকে, এমন কি অন্ত্যজজাতি পর্য্যন্ত হরিকথা শুনিতে পায়, সে জন্য বদ্ধপরিকর হন। তিনি বাঙ্গালা উড়িষ্যা এবং

দক্ষিণাপথে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়া বৃন্দাবনে আগমন করেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন-কালে প্রয়াগে শ্রীরূপকে এবং তদনুজ অনুপম গোস্বামীকে বৃন্দাবনে গিয়া বৃন্দাবন মাহাত্ম্য বিস্তার এবং শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের প্রচারের আজ্ঞা দিলেন এবং ৺ কাশীধামে স্থিতিকালে সনাতনকেও ঐ আজ্ঞা দেন।

যে সময়ে মহাপ্রভুর শিষ্যগণ বৃন্দাবনধামে ধর্ম্ম বিস্তারে প্রবৃত্ত থাকেন, সেই সময়ে আরও কয়েকটি বৈষ্ণবসম্প্রদায় ব্রজখণ্ডে স্থানলাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণমূলক বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। আমরা এই সকল বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বিষয় পশ্চাৎ উল্লেখ করিব। ইহাদের মিলিত যত্নে অতি সত্বরই রাজপুতানায় এবং পশ্চিম ভারতে গৃহে গৃহে শ্রীকৃষ্ণনামামৃত স্রোত প্রসারিত হইয়াছিল। ভক্তমাল প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থপাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, অনেক শাক্ত, শৈব, জৈন এবং মুসলমান প্রেমভক্তিবিশিষ্ট বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করেন। চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে যে, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দক্ষিণদেশে বৌদ্ধাচার্য্যকে পরাস্ত করিয়া বৌদ্ধদিগকে বৈষ্ণব করেন। বঙ্গবিহার প্রভৃতি স্থানে এখনও সমাজের নিম্নস্তরে কিয়ৎপরিমাণে রূপান্তরিতভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে। ইহা দেখিয়া গৌরাঙ্গের সময় অপেক্ষাকৃত বিশিষ্টভাবের বৌদ্ধমত দক্ষিণাপথে ছিল না, এরূপ মনে করিতে পারা যায় না। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, বৌদ্ধ, মুসলমান, শৈব, শাক্ত, জৈন প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মমতাবলম্বীগণকে কৃষ্ণপ্রেমে দ্রবীভূত করিবার জন্য পঞ্চদশশতাব্দীর শেষভাগে এবং ষোড়শশতাব্দীর প্রারম্ভে এক তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল; এবং গৌরাঙ্গ এই আন্দোলনকারীগণের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে আর একটি কথাও বলা যাইতেছে। ঐ সময় হইতে উপাসক-দিগের নিকট বিষ্ণুমূর্ত্তিরও পরিবর্ত্তন দাঁড়াইয়াছে। চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিরও একান্ত অভাব এবং বংশীধারী কৃষ্ণমূর্ত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি উপলক্ষিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল বিষ্ণুমূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহার ভাস্করকার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনেকে অনুমান করেন সে সকল খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর বহুপূর্ব্বেই নির্ম্মিত হইয়াছে। বৌদ্ধশিল্পের সহিত ঐ সকলের শিল্পচাতুর্য্যে বিশেষ ঐক্য আছে। জয়পুররাজ্যের অন্তর্গত সম্বরনগরস্থিত দেবযানী-কুণ্ড হইতে কয়েকটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি উদ্ধৃত হইয়া রাজধানীর মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। মুখ, উদর এবং উত্তরীয় প্রভৃতির ঢং বাস্তবিকই বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত মিলে। ঐ মূর্ত্তিগুলি কোন্ সময় বর্ত্তমান ছিল তাহার স্থিরতা নাই। সম্ভবতঃ যে সময়ে সমসুদ্দিন আল্তামস আজমীরের দেবমন্দির সকল ভাঙ্গিয়া "আড়াই দিন্কা ঝোব্ড়া" প্রস্তুত করেন, সেই সময়ে তিনিই দেবযানীকুণ্ডের সমীপস্থ মন্দির এবং বিগ্রহ সকল ভাঙ্গিয়া থাকিবেন। এ সকল কথার অবতারণার উদ্দেশ্য এই যে, নব্যবৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণাবতারই প্রধান আরাধ্য। ব্রজখণ্ডে অনেকগুলি বৈষ্ণবসম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, শ্রীসম্প্রদায়, বল্লভীসম্প্রদায়, নিম্বার্কসম্প্রদায়, মাধ্বাচার্য্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়,

রাধাবল্লভি, হরিব্যাসি, মলুকদাসি, প্রাণনাথি, রামদাসি, হরিদাসি ইত্যাদি। এই সকল সম্প্রদায় মৌলিক চারি সম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন বা তাহাদেরই শাখা প্রশাখা।

আমরা এই চারি প্রধান সম্প্রদায় এবং ইহাদের অন্তর্নিবিষ্ট অপর কয়েকটি সম্প্রদায়ের বিষয় পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে লিখিলাম।

১। সনকাদি সম্প্রদায়। আচার্য্য—নিম্বার্ক স্বামী। দর্শনতত্ত্ব—দ্বৈতাদ্বৈত। প্রাচীন উপাসনা—শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্মতা জ্ঞান ও ধ্যান; নবীন উপাসনা যুগলস্বরূপ রাধাকৃষ্ণের ধ্যান ও সেবা। নিষ্ঠা—অনন্যতা। এই সম্প্রদায়ভুক্ত একজন ভক্ত এবং প্রকাশক ১৫১০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

২। শ্রীসম্প্রদায়। আচার্য্য—রামানুজ স্বামী। ইনি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। দর্শনমত—চিদচিৎ বিশিষ্টাদ্বৈত। একমাত্র বিষ্ণুই উপাস্য। বর্ত্তমান উপাসনা কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর ধ্যান। নিষ্ঠা—কৈঙ্কর্য্য। রামানন্দ রামানুজের শিষ্যান্বয়ের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হয়েন। ইঁহার প্রচলিত সম্প্রদায়কে রামানন্দী বলে। ইঁহাদের উপাস্য—রামসীতা। ইঁহাদের মতে সকল ভগবদ্ভক্ত একবর্ণ। সুতরাং এইমত অবলম্বন করার পরে সকলেই এক গোত্র হইয়া যায়—তাহা অচ্যুত গোত্র।

৩। শিব সম্প্রদায়। আচার্য্য—বিষ্ণুস্বামী। দর্শনমত—শুদ্ধ অদ্বৈত। নিষ্ঠা—আত্ম-নিবেদন। উপাস্য—বালগোপাল। বিষ্ণুস্বামীর পৌত্র বল্লভাচার্য্য কর্ত্তৃক উপাসনার প্রবর্ত্তন হয় এবং এই মতের বিশেষ আড়ম্বর ও বিস্তার হয়। বল্লভাচার্য্য এবং তাঁহার বংশধরগণ গোকুলস্থ মহাপ্রভু নামে বিখ্যাত। ইঁহারা তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ। বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিঠলনাথ একজন প্রচারক। শিবসম্প্রদায় বা বিষ্ণুসম্প্রদায় নামের পরিবর্ত্তে বল্লভীসম্প্রদায় নামই বিশেষ ব্যবহৃত হয়। কথিত আছে, এই সম্প্রদায়ের একজন ভক্ত বাবালালের উপর সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকোর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। সেই বাবালাল আবার কিঞ্চিৎ হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া এই মতের এক শাখা বিস্তার করিয়াছিলেন।

৪। ব্রহ্মসম্প্রদায়। আচার্য্য—মধ্বাচার্য্য। দর্শনমত—দ্বৈত। নিষ্ঠা—কীর্ত্তন। এই সম্প্রদায় অতি প্রাচীন। মধ্বাচার্য্য ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হয়েন। উপাস্য—পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। বর্ত্তমান উপাসনা রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় এই সম্প্রদায়ের অনুপ্রবিষ্ট। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্য। মহাপ্রভুর শিষ্যগণই সর্ব্বপ্রথমে বৃন্দাবনে মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এইজন্য বৃন্দাবনে সর্ব্বাপেক্ষা ইঁহাদের অধিক খ্যাতি। তাঁহার সময়ে এবং তাঁহার অব্যবহিত পরে যে সকল গৌড়ীয়ভক্তবৈষ্ণব বৃন্দাবনে ধর্ম্মপ্রচার করেন, তাঁহাদের নাম শ্রীরূপ, সনাতন, নারায়ণ ভট্ট, মধু গোস্বামী, প্রবোধানন্দ, রঘুনাথ গোস্বামী, নারায়ণ দাস, জীব গোস্বামী, গোপালভট্ট, লোকনাথ, গদাধর ভট্ট, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ইত্যাদি। ইঁহাদের প্রত্যেকের বিষয় বিস্তারিত লিখিতে গেলে, প্রবন্ধের আকার অত্যন্ত বাড়িয়া যায় বলিয়া কেবল শ্রীরূপ গোস্বামীর কথামাত্র লিখিয়া অন্য সকলের

বর্ণনা ত্যাগ করিব। বাঙ্গালীর ভক্তিভাব সম্বন্ধে ভক্তমালে এইরূপ উল্লেখ আছে—"যো ভাব ওঁর প্রেম উস্ দেশকে রহনে বালেঁ। কা শ্রীবৃন্দাবন মে দেখা লিখা নহী বা সক্তা। অবভী বৃন্দাবন মে আধে বেশী লোগ হৈঁ। ভগবৎভজন আর কীর্ত্তন মে রহতে হৈঁ।"

হিত হরিবংশ (১৫১০) প্রচলিত রাধাবল্লভীসম্প্রদায়ও মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট। ইঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধার প্রাধান্য।

শ্রীরূপ গোস্বামী ও তাঁহার ভ্রাতা সনাতন যেরূপে যবন সংসর্গ ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যপরায়ণ হয়েন, তাহা চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বিশেষরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু ভক্তমাল গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে তাঁহারা যে প্রকারে বিষয় তিতিক্ষু হন, আমরা তাহাই লিখিব। শ্রীরূপ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতন বঙ্গের যবনরাজ সংসর্গে ভ্রষ্টাচার হইয়া পড়েন। নিয়ত বিষয়কার্য্যে লিপ্ত থাকায় পরমার্থে একান্ত হতাদর হয়েন। একদা টাকা গণিতে গণিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। উভয় ভ্রাতার মনে তখন এরূপ নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল যে, উঁহারা চিন্তা করিতে লাগিলেন, "হায় হায় এইরূপ বৃথা কার্য্যে আমাদের সমস্ত জীবন অতিবাহিত হইয়া গেল, ভগবদ্ধ্যান তবে কবে হইবে।"

উভয় ভ্রাতা প্রভু নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উপদেশ গ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ তাঁহাদিগকে এই কথা বলেন যে, ব্রজভূমি শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল সকল লুপ্ত হইয়াছে, তোমরা যাইয়া সেই সকল উদ্ধার কর এবং গ্রন্থ চরিত্র ও লীলা মাধুর্য্য প্রচার কর। উঁহারা গুরুর আজ্ঞাক্রমে যখন ব্রজভূমে উপস্থিত হইলেন, তখন ঐ স্থান বড় রমণীয়ভাব ধারণ করিল—স্পর্শশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইয়া সাধুদ্বয়ের হৃদয় উল্লাসিত করিয়া দিল। বৃক্ষ সকল শ্যাম পত্রাবলীতে বিভূষিত হইয়া যেন উঁহাদের প্রত্যুদ্গমন করিতে লাগিল। নিবিড় নীল বনরাজি পুষ্প সৌরভের উপহার প্রদান করিয়া যেন তাঁহাদিগকে আপনাদিগের নিকুঞ্জসমূহ মধ্যে আসিবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিল। তাঁহারা ব্রজধামে প্রবেশ করিয়া স্বচ্ছসলিলা যমুনার তরঙ্গ হিল্লোল সকল দর্শন করিয়া যার পর নাই প্রমোদিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল যেন যমুনাতটবিহারী নন্দদুলাল প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহারা ব্রজগ্রামের লোক সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "ব্রজপুর কোথায়।" একজন গালি দিয়া বলিল, তোমরা কি অন্ধ? ইহা যদি ব্রজ না হয়, তবে ব্রজ আর কোথায়? শ্রীরূপ ব্রজের লোকের মুখে গালি শুনিয়া আনন্দে পরিপ্লুত হইলেন। তাঁহারা প্রথমে মথুরা দেখিয়া পরে বৃন্দাবন পৌছিলেন। অনেক অনুসন্ধানে দুই চারি ঘর বসতি দেখিতে পাইলেন। তথাকার বাসিন্দাগণ বৃন্দাদেবীর পূজার জন্য চলিয়া গিয়াছে। তখন বৃন্দাদেবীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; দেখিলেন, একস্থানে গ্রামবাসিগণ দুধ দধি চড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। তাঁহারা সেই স্থানেই অবস্থিতি করিলেন। রাত্রে বৃন্দাদেবী স্বপ্নে দর্শন দিয়া কহিলেন যে, আমার স্বরূপ এইখানে আছে। তোমরা বাহির করিয়া স্থাপিত কর। শ্রীরূপ তাহাই করিলেন। এখনও গৃহপালিত গাভী সকলের বৎস জন্মিলে প্রথমে

বৃন্দাদেবীকে দুগ্ধ চড়ান হয়। গোবিন্দদেব সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, একদিন শ্রীরূপ গোস্বামী দেখিলেন, একটি দুগ্ধবতী গাভীর চুচুক হইতে স্বতই স্তনধারা ক্ষরিতেছে এবং গাভীটি দাঁড়াইয়া আছে। তিনি বিস্মিত হইলেন, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। গোবিন্দদেব স্বপ্ন দিলেন যে, আমার বিগ্রহ এই স্থানে আছে এবং আমি দুগ্ধ পান করি, তুমি আমার বিগ্রহ উঠাইয়া স্থাপিত কর। শ্রীরূপ গোস্বামী তাহাই করিলেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্র জীবকে পূজার ভার দিয়া রাখিলেন। ঐ স্থানটি যোগপীঠ বলিয়া অদ্যাপি প্রসিদ্ধ। এইখানে শ্রীরূপ আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া ভজন সাধন করিতে লাগিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী আর এক প্রকারে মদনমোহন বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। উভয়েই বৃন্দাবনে বাস করিতে লাগিলেন। উভয়ের ভাবমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সন্নিহিত দেশবাসীরা তাঁহাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ভক্তমালে লিখিত আছে, চিতোরের রাণাকুম্ভের মহিষী বিখ্যাত মীরাবাই জীব গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। সন তারিখ মিলাইতে গেলে এ কথা ঠিক হয় না। কারণ মহাত্মা টডের মতে কুম্ভ ১৪২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন এবং মীরাবাই সধবা অবস্থায় বৃন্দাবনে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অথচ শ্রীরূপ গোস্বামীর সময় ১৫০০ খৃষ্টাব্দের পরে ভিন্ন পূর্ব্বে কখনই হইতে পারে না। তিনি যখন বঙ্গদেশে নবাব সরকারে কর্ম্ম করিতেন, তখন হুসেন শা নবাব। এই হুসেন শার রাজত্বকাল ১৪৯৩ হইতে ১৫২৩ পর্য্যন্ত। সেই শ্রীরূপের বল্লভনামা অনুজের পুত্র জীব কেমন করিয়া মীরাবাইয়ের সমকালবর্ত্তী হইবেন? হিন্দুদিগের ভক্তিগলিত মস্তিষ্কে সন তারিখের খেয়াল অতি অল্পই থাকিত। কথিত আছে, মীরাবাইয়ের গাথা ও গীত শুনিবার জন্য আকবর বাদশাহ ও তানসেন চিতোরে আসিয়াছিলেন। কোথায় আকবর (১৫৫৬-১৬০৫), আর কোথা মীরাবাই (১৪৭৫)? সুতরাং কোনটি ঠিক বুঝিতে হইবে? হিন্দুগল্প-রচয়িতারা আকবর, হুসেন শা, রূপ, জীব, মীরাবাই প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের লোককে ঘাড় ধরিয়া এক সময়ের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছেন। অথবা টড্ মীরাবাই সম্বন্ধে সময় নিরূপণ করিতে বিশেষ সাবধান হন নাই। যাহা হউক সন তারিখের প্রসঙ্গ পুনরায় করা যাইবে, আপাততঃ ৺ গোবিন্দজীর কমনীয় মূর্ত্তি কোন্ সময়ে কেন গঠিত হইয়াছিল, পাঠক তাহা শুনুন।

শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন, তৎপুত্র অনিরুদ্ধ, তৎপুত্র ব্রজ। যদুবংশ ধ্বংসের পর একমাত্র ব্রজই অবশিষ্ট ছিলেন। যুধিষ্ঠির ব্রজকে ইন্দ্রপ্রস্থ ও পরীক্ষিৎকে হস্তিনাপুর প্রদান করেন। কোন সময়ে ব্রজের মাতা উষা পুত্রকে শ্রীকৃষ্ণের একটি মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইতে অনুরোধ করেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশের গৌরব রবি। মাতৃ আদেশ অনুসারে ব্রজ ভাস্করগণ দ্বারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করান। প্রথম যে মূর্ত্তিটি প্রস্তুত হইল, তাহা উষাকে দেখানতে তিনি কহিলেন, ইহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ ব্যতীত আর কোনও অঙ্গের ঐক্য লক্ষিত হইতেছে না। সেই মূর্ত্তি মদনমোহন নামে অভিহিত হইয়া সংরক্ষিত হইল। পুনরায় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইল।

উষা দেখিয়া বলিলেন, বক্ষঃস্থল ব্যতীত আর কোন অঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের সহিত মিলিতেছে না। সেই বিগ্রহ গোপীনাথ নাম প্রাপ্ত হইল। পুনরায় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইল। এবার মূর্ত্তি দেখিবামাত্রই উষা আপনার মুখ অবগুণ্ঠনাবৃত্ত করিলেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইহার মুখবিষয়ে সম্পূর্ণ ঐক্য হইয়াছিল। দাদাশ্বশুরেরা নাত্‌বৌদিগের প্রতি যতই প্রাগলভ্য দেখান না কেন, ব্রীড়াক্লিষ্ট নাতবৌ বুড়া দাদাশ্বশুরকে দেখিয়া অবশ্যই ঘোমটা টানিবেন। উষা নিশ্চয়ই তাহা করিতেন, সুতরাং কৃষ্ণের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি দেখিয়াও সেই অভ্যাস অনুসারে ঘোমটা টানিয়াছিলেন, ইহা বিচিত্র নহে। এই শেষোক্ত মূর্ত্তিটিই আমাদের ৺ গোবিন্দজী। আবার সময় নিরূপণ করা-যাউক। কল্যব্দ বা যুধিষ্ঠিরাব্দ এখন ৫০০৪। কিন্তু ম্যাক্‌স্ মূলারের মতে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বেদ নির্ম্মাণকাল। সুতরাং যুধিষ্ঠিরাদি উহা হইতে অর্ব্বাচীন। কোন্‌টা মানিব? আচ্ছা, ৫০০০ ও ৩০০০ যদিই একাকার করিয়া ধরি, তাহা হইলেও ইহা জিজ্ঞাস্য যে সত্য সত্যই কি ব্রজ ঐরূপ কারণে কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ভক্তেরা আপনাদেরকৃত কার্য্যকলাপ অতি প্রাচীন কালের সহিত সংযোজিত করিয়া অনেক সময়ে গোলযোগ বাধাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের সে সকল সন্দেহের বিষয় উত্থাপন করিবার আবশ্যকতা দেখি না। আমাদের পূর্ব্বপক্ষ এই যে গোবিন্দমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র ঐতিহাসিক রাজা ব্রজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। যাঁহারা উত্তরপক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক ইহা খণ্ডন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সে চেষ্টা করুন!

৺ গোবিন্দজীর বর্ত্তমান গোস্বামী শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুজ শ্রীমান্ রাধাচন্দ্রের নিকট আমি একখানি পুরাতন গোস্বামীদিগের তালিকা প্রাপ্ত হই। ইহাতে সন তারিখ নাই, কিন্তু কোন্ গোস্বামী কতদিন গোস্বামীপদে আরূঢ় ছিলেন, ধারাবাহিক রূপে তাহা লিখিত আছে। এই তালিকাটির অবলম্বনে সহজেই সন তারিখ নির্দ্ধারণ হইতে পারে। পাঠকদিগের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য আমি তালিকাটির অবিকল অনুলিপি দিলাম এবং ইহার ভাষারও কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করিলাম না।

শ্রীরূপ গোস্বামী

শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীজীকে শিষ্য গদী বৈঠে

শ্রীঅনন্তাচার্য্য গোস্বামীজীকে শিষ্য গদী বৈঠে

শ্রীহরিদাস গোস্বামীজীকে শিষ্য গদী বৈঠে বরস ৫৫

শ্রীগোবিন্দদাস গোস্বামীজী বৈঠে বরস ২০

ভতীজে শ্রীনিত্যানন্দজী বৈঠে বরস ২২

শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামীজী বৈঠে বরস ৪

শ্রীশিবরাম গোস্বামীজী বৈঠে বরস ৩৭

শ্রীকৃষ্ণচরণ গোস্বামীজী বৈঠে বরস ২৪

শ্রীগোবিন্দচরণ গোস্বামীজী বৈঠে বরস ১৫

শ্রীজগন্নাথ গোস্বামীজী বৈঠে বরস	...	...	...	৩০
শ্রীহরেকৃষ্ণ গোস্বামীজী বৈঠে বরস	...	...	...	২৫
(বিবাহ আরম্ভ)				
শ্রীরামশরণ গোস্বামীজী বৈঠে বরস	...	...	...	৩৮
শ্রীনীলাম্বর গোস্বামীজী বৈঠে বরস	...	...	...	৭
শ্রীবলরাম গোস্বামীজী বৈঠে বরস	...	...	...	৩
শ্রীকৃষ্ণশরণ গোস্বামীজী বৈঠে বরস	...	...	...	২৮
শ্রীরামনারাণ গোস্বামীজী বৈঠে বরস	...	...	...	১৭
শ্রীগোবিন্দনারাণ গোস্বামীজী বৈঠে বরস		...	...	৩
শ্রীহরেকৃষ্ণ শরণ গোস্বামীজী বৈঠে বরস		...	...	১৮
শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামীজী বৈঠে বরস	...	...	...	১১
শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামীজী বৈঠে বরস	...	...	...	৩০

চৌদ্দ বৎসর গত হইল, ইনি বৈকুণ্ঠবাসী হইয়াছেন। বর্ত্তমান গোস্বামীর নাম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। এই তালিকা অনুসারে বর্ষগুলির সমষ্টি ৪০৩ বৎসর হইতেছে। সুতরাং হরিদাস গোস্বামীর গাদি বসিবার সময় ৪০৩ বৎসর পূর্ব্বে ধরিতে হয়। কিন্তু একটি কথা আছে। যে বৎসরে এক জনের গাদিকালের শেষ হয়, সেই বৎসরেই আর এক জনের গাদিকালের আরম্ভ; অথচ একটি বৎসর প্রথমোক্তের বর্ষের মধ্যেও ধরা হইয়াছে, দ্বিতীয়োক্তের বর্ষের মধ্যেও ধরা হইয়াছে। হরিদাসের পরে আঠার জন গোস্বামী গাদি শোভিত করিয়াছেন, সুতরাং আমরা সমষ্টি হইতে ১৭ বৎসর অনায়াসে বাদ দিতে পারি। এই হিসাবে হরিদাসের গোস্বামী পদের আরূঢ় হইবার কাল ৩৮৬ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে হইতেছে। এখন আর একটি বিচার আবশ্যক। হরিদাসের পূর্ব্বে অনন্তাচার্য্য, তাহার পূর্ব্বে গদাধর, তাহার পূর্ব্বে শ্রীরূপ। তাহা হইলে কি শ্রীরূপ গোস্বামী মহাশয় গৌরাঙ্গের জন্মের পূর্ব্বে অথবা তাঁহার শৈশবাবস্থায় বৃন্দাবনে আইসেন? বড় গোলের কথা। যদি চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের কথা প্রামাণ্য বলিয়া মানিতে হয় অর্থাৎ শ্রীরূপ চৈতন্যদেবের অনুমতিক্রমে বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন; ইহা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সে সময়ে গৌরাঙ্গের বয়ঃক্রম পঁচিশ বা ছাব্বিশ বৎসরের কম নহে। কারণ বিশ্বম্ভর চব্বিশ বৎসর বয়সে কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈরাগ্য আশ্রমসূচক কৃষ্ণচৈতন্যনাম প্রাপ্ত হয়েন। পরে কিয়ৎকাল নীলাচলে কাটাইয়া বৃন্দাবন দর্শন করেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনকালে প্রয়াগে শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত মিলিত হন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবকাল ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ; তাহাতে অন্ততঃ পঁচিশ যোগ করিলে ১৫১০ হয়। অতএব চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থকারের মতানুসারে শ্রীরূপ গোস্বামী মহাশয়ের বৃন্দাবনাগমন ১৫১০ খৃষ্টাব্দেরও পূর্ব্বে কখনই হইতে পারে না, বরং

আরও কিছু পরে হওয়াই সম্ভব। গোস্বামীদিগের বর্ষতালিকা এবং চৈতন্যচরিতামৃতের কথা মধ্যে রূপ গোস্বামীর বৃন্দাবন দর্শনের সময় বিষয়ে যে বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে; আমরা তাহার সমাধান নিম্নলিখিত প্রকারে করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

গদাধর পণ্ডিত, অনন্তাচার্য্য এবং হরিদাস ইঁহাদিগকে এক ব্রাকেটের মধ্যে রাখিয়া ৫৫ বৎসরকে সকলের ক্রমানুসারিক গাদিকালের সমষ্টি মনে করিতে হয়। গোস্বামীদিগের কর্ত্তৃক রক্ষিত ঐ তালিকাটি আমি ভ্রমযুক্ত মনে করিতে পারি না। সুতরাং শেষোক্ত মীমাংসা ব্যতীত উপায়ান্তর দেখিতেছি না। তালিকাটিতে দেখা যাইতেছে যে, গদাধর, অনন্তাচার্য্য এবং হরিদাস ইঁহারা যথাক্রমে একের শিষ্য অপরে ছিলেন। পরন্তু সকলেই "গোস্বামীজীকে শিষ্য" ছিলেন। ইহাতে বোধ হয়, সকলেই শ্রীরূপ মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন ও সমকালবর্ত্তী ছিলেন। সুতরাং ঐ চারিজনকে এক বন্ধনীতে রাখিয়া সামুদায়িক সময় ৫৫ বৎসর ধরা অসঙ্গত নহে। শ্রীরূপ হুসেন শার মন্ত্রী ছিলেন। হুসেন ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। অতএব শ্রীরূপের বৃন্দাবনাগমন ১৫০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নহে, সুতরাং চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্ব্বে নহে, ইহা নিঃসন্দেহ। বরং আমরা শ্রীরূপের বৃন্দাবন কীর্ত্তির প্রারম্ভ ১৫১৭ খৃষ্টাব্দকেই ধরিব। হরিদাস গোস্বামীর গাদি সমাপ্তিকাল ১৫৭২ খৃষ্টাব্দ তালিকা হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় মীমাংসিত হইতেছে। (১) গোবিন্দদাসজীর গাদি সমাপ্তিকাল ১৫৯২ সুতরাং বোধ হইতেছে হরিদাসের সময়ে বৃন্দাবনে গোবিন্দদেবের মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় এবং রাজা হিসাবে দেখিতে গেলে রাজা ভগবানদাসের সময়ে মন্দির আরম্ভ হয় এবং মানসিংহের সময় সমাপ্ত হয়। রাজা ভগবান দাস ঐ সময়টায় ঐ সকল স্থানে অনেক বার ঘুরিয়াছিলেন। কারণ তিনি ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে পিতার সহিত অনুমৃতা মাতার স্মরণার্থে সতী বুরুজ নামে এক উৎকৃষ্ট সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং নন্দগ্রামে হরিদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। আমরা ভক্তমালে তানসেনের সঙ্গীতগুরু এক হরিদাস সাধুর বৃত্তান্ত শুনিতে পাই। আকবর তানসেনকে সঙ্গে করিয়া উক্ত সাধুর গীত শুনিবার জন্য বৃন্দাবনে আসেন। হরিদাস বাদশাকে ভজনগীত শুনাইয়া এরূপ প্রীত করিয়াছিলেন যে, বাদশাহ কৃষ্ণলীলামাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া বৃন্দাবনের অনেক উপকার করেন। এই হরিদাস সাধুই কি শ্রীরূপের অন্তরঙ্গ হরিদাস? বিচিত্র নহে। (২) কৃষ্ণচরণ গোস্বামীর গাদি অধিকাল কাল ১৬৫৫ হইতে ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত; সুতরাং ইহারই সময়ে গোবিন্দমূর্ত্তি বৃন্দাবন হইতে কাম্যবনে রক্ষিত করা হয়। ইহার সময়ে অম্বররাজ মীর্জা রাজা জয়সিংহ ও তাঁহার পুত্র রামসিংহ। উভয়েরই সময়ে কৃষ্ণচরণ বিদ্যমান-ছিলেন। (৩) ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে হরেকৃষ্ণ গোস্বামী গাদি সমাসীন হন। ইঁহার গাদি সমাপ্তিকাল ১৭৩৮। ঐ সময়ে মহারাজা সেবায় জয়সিংহ অম্বরেশ্বর। এই সময়ে গোবিন্দজী জয়সিংহের নূতন নগর জয়পুরে আনীত হন। হরেকৃষ্ণের পরে রামশরণ গোস্বামী

রাজার নির্ব্বন্ধে বিবাহ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার পর হইতেই যথেচ্ছ শিষ্যানুক্রমিকতার পরিবর্ত্তে বংশানুক্রমিকতানুসারে উত্তরাধিকারিত্ব নির্ণীত হইতে লাগিল। তবে এইটুকু বিশেষ যে শিষ্যত্ব কথাটির লোপ হয় নাই, পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্রাদি শিষ্যরূপে গৃহীত হয়।

বৃন্দাবন কীর্ত্তি।

সর্ব্বপ্রথমে নিম্নলিখিত ছয়জন বাঙ্গালী বৈষ্ণব সাধু বৃন্দাবন কীর্ত্তির সূত্রপাত করেন।

শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥

ইঁহারা এবং ইঁহাদের শিষ্যেরা ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি বিগ্রহের সেবক হয়েন, যথা :—

শ্রীরূপ	...	...	৺ গোবিন্দজী
সনাতন	...	...	৺ মদনমোহনজী
জীব	...	...	৺ রাধাদামোদরজী
লোকনাথ	...	...	৺ রাধাবিনোদজী
মধুমঙ্গল	...	...	৺ গোপীনাথজী
রঘুনাথ	...	...	৺ শ্যামসুন্দরজী
গোপালভট্ট	...	...	৺ রাধারমণজী ইত্যাদি

নারায়ণ ভট্টকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অনেকগুলি লীলাস্থল আবিষ্কৃত হয়। তিনি বল্লভ নামক এক নর্ত্তককে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলার অভিনয় করিবার জন্য আদেশ দেন। বল্লভ একটি ব্রাহ্মণ বালককে কৃষ্ণ এবং আর একটিকে রাধিকা এবং আর আটটি বালককে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টসখী সাজাইয়া সম্পূর্ণ কৃষ্ণলীলার অভিনয় করেন। রঘুনাথদাস গোস্বামী অনেকগুলি কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়িনী-গাথা রচনা করেন, কিন্তু আমরা বাহুল্যভয়ে সে সকলের বর্ণনা এস্থলে করিলাম না। কথিত আছে রঘুনাথ দাস গোস্বামী এরূপ ভক্ত ছিলেন যে, তিনি সর্ব্বদা ভগবানের মানসী পূজা সাধন করিতেন। একবার তিনি মানসিভোগ উৎসর্গ করিয়া, তাহার দুধভাত ধ্যানযোগে প্রচুর পরিমাণে খান। ইহাতে উদরাধ্মান হইয়া পীড়িত হয়েন। বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিঠলনাথ বৈদ্য সঙ্গে করিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসেন। বৈদ্য নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, অতিরিক্ত দুধভাত খাওয়াতে অজীর্ণ দোষ জন্মিয়াছে; অতএব এই ঔষধ সেবন করাইলে আরোগ্যলাভ হইবে বলিয়া ঔষধ দিতে প্রস্তুত হইলেন। তখন রঘুনাথদাস গোস্বামী কহিলেন, যে ভোজন হইতে আমার এই উদররোগ হইয়াছে, উহা অজ্ঞান রোগের জন্য ঔষধস্বরূপ এবং অনন্তজীবনের জন্য অমৃতস্বরূপ, অতএব আপনি আপনার ঔষধ আপনার নিকট রাখুন, আমি যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থায় থাকিব। বাস্তবিক রাধাকুণ্ডের এই বিখ্যাত ভক্ত প্রকৃতপক্ষে দুধভাত খান নাই; কেবল মানসিক পূজনে অতিরিক্ত পরিমাণে মহাপ্রসাদ খাইয়াছিলেন এবং স্থূলদেহে তাহার ঐরূপ পরিণাম দৃষ্ট হইয়াছিল।

৺ গোবিন্দদেবের মূর্ত্তি।

৺ গোবিন্দদেবের মূর্ত্তিস্থাপন সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী চলিত আছে; সেটি এই:— বাদশাহ আকবর কর্ত্তৃক মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে জয় করিবার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং শ্রীরূপ গোস্বামীর যুক্তি ও আশীর্ব্বাদ বলে, তিনি প্রতাপাদিত্যকে জয় করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের তুষ্টির জন্য বৃন্দাবনে লাল পাথরের বিশাল মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। ইহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভ্রম আছে। প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মানসিংহ যখন প্রেরিত হয়েন, তখন বাদশাহ আকবর ছিলেন না, জাহাঙ্গীর ছিলেন। সুতরাং ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভের কথা। যদ্যপি মানসিংহ যথার্থই কোন বাঙ্গালী গোস্বামীর নিকটে যুক্তি এবং আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া কোন রাজাকে পরাজিত করিয়া থাকেন, এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে মন্দির সমাপ্তিকাল ১৫৯০ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বে কে গোস্বামী ছিলেন এবং সে সময়ে মানসিংহ কোন রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন কিনা, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার অন্বেষণ করিতে হয়। গোস্বামীদের নিকট প্রাপ্ত তালিকা আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, হরিদাস গোস্বামীর গাদি সমাপ্তি কাল ১৫৭২ খৃষ্টাব্দ এবং তাহার পর গোবিন্দদাস ২০ বৎসর গাদি অধিকার করিয়া থাকেন। মন্দির নির্ম্মাণে ২০ বৎসরের অধিক লাগিয়াছিল বই কম নহে। সুতরাং সম্ভবতঃ মানসিংহ যুবরাজ অবস্থায় হরিদাসের সময়ে মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। বৃদ্ধ শ্রীরূপের সে সময়ে বর্ত্তমান থাকা আশ্চর্য্য নহে। তিনি গদি শিষ্যগণকে ছাড়িয়া দিয়া হয়ত জপ তপে সময় কাটাইতেন। তবে তাঁহাকে শতায়ু মনে না করিলে তাঁহার সহিত মানসিংহের একত্রীকরণ সম্ভব হয় না।

৺ গোবিন্দজীর গোস্বামী অত্যন্ত সাধক ছিলেন। তাঁহার সাধনার যশ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। যে সময়ে বাদশাহ কর্ত্তৃক মানসিং প্রতাপাদিত্যকে পরাজয় করিবার জন্য অনুজ্ঞাত হন, তখন তিনি জয়পুর হইতে যাত্রা করিয়া বৃন্দাবনের নিকট ছাউনি করেন। সেই সময় বাবাজীর তপঃপ্রভাব তাঁহার কর্ণগোচর হয়। তিনি তখনি লোক পাঠাইয়া বাবাজীকে আপন শিবিরে আসিবার জন্য আহ্বান করেন। কিন্তু বাবাজীর নিকটে রাজদূতগণ পৌছিলে এবং রাজাজ্ঞা জানাইলে তিনি বলিলেন যে, আমি সন্ন্যাসী মানুষ; আমার রাজা রাজড়ার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই; অতএব তোমরা রাজাকে বুঝাইয়া বলিবে যে আমি বড়লোকের সহিত দেখা করিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না, সুতরাং আমার মনও এ বিষয়ে উদ্যোগী হইতেছে না। রাজ-দূতেরা রাজাকে এই সকল কথা জানাইলে রাজা পুনরায় আগ্রহপ্রকাশ করিয়া বাবাজীর নিকট লোক পাঠাইলেন এবং বিশেষ অনুনয় সহকারে যাহাতে একবার দর্শন দেন এই প্রার্থনা করিলেন। এবারেও বাবাজী অনেক করিয়া বুঝাইলেন যে, ফকির ব্যক্তি রাজ-দরবারে যাইবার উপযুক্ত নহে। তাহারা রাজার নিকট ঐ কথা যখন জানাইলেন তখন

মানসিংহ ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন, যখন তিনি সহজে আসিলেন না, তখন আমি জোর করিয়া আনাইব। এই কথা তোমরা গিয়া তাঁহাকে বল। বাবাজী দূতমুখে ঐ সকল কথা শুনিয়া কহিলেন যে, ইহা দেখিতেছি মহারাজার রাজহঠ। তিনি কেন এরূপ নির্ব্বন্ধ করিতেছেন বুঝিতে পারিতেছি না। আমি রাজদরবার কিম্বা রাজসংসর্গ প্রার্থনা করি না। ও সকল আমার পক্ষে ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়। আমি আপনার ছপ্পরে বসিয়া সাধনাদি করিয়া জীবনযাপন করিব জানি। মহারাজ আমাকে যেরূপ দণ্ড দিতে ইচ্ছা করেন, দিতে পারেন; আমি এমন ধন রাখি না, যাহার জন্য আমাকে শোক করিতে হইবে এবং শরীরের সম্বন্ধেও আমার আশঙ্কা নাই, কারণ আমার মৃত্যু হইলে পিছনে কাঁদিবার কেহ নাই। এই সমস্ত কথা যখন মানসিংহকে শোনান হইল, তখন তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন এবং নিজেই বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাজা যে সময়ে সাজসজ্জা করিয়া বাবাজীর কুটীরে আইসেন, তখন বাবাজী চক্ষু মুদিত করিয়া ইষ্টদেবের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। রাজা করপুটে দণ্ডায়মান থাকিলেও তিনি তাঁহাকে প্রথমতঃ দেখিতে পান নাই। পরে তিনি যখন চক্ষুরুন্মীলন করিলেন রাজা তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। বাবাজীও সসম্ভ্রমে রাজাকে উঠাইয়া সমুচিত সমাদর করিলেন। কিয়ৎকাল পরস্পরের মধ্যে আলাপ আপ্যায়নে অতীত হইয়া গেলে, মানসিংহ আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বঙ্গদেশে সমুদ্রকূলে প্রতাপাদিত্য নামে একজন প্রবলপ্রতাপ নরপতি আছেন। বাদশাহ যে কোন সেনাপতিকে তাঁহার বিপক্ষে প্রেরণ করিয়াছেন, সকলেই পরাজিত ও নিহত হইয়াছে। আপনাকে আমাকে এইরূপ উপদেশ দিতে হইবে, যাহাতে আমি প্রতাপাদিত্যকে হারাইতে পারিব। বাবাজী উত্তর করিলেন "প্রতাপাদিত্যের গৃহে শিলাময়ী দেবীমূর্ত্তি আছেন, ঐ দেবীই প্রতাপাদিত্যের জয়শ্রীর কারণ। যে প্রকারে ঐ দেবীমূর্ত্তি গঠিত হয়, তাহাও আপনার নিকটে নিবেদন করিতেছি শুনুন। প্রতাপাদিত্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আগ্রায় বাদশাকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসেন। ফিরিয়া যাইবার সময়ে তিনি মথুরায় আসিয়া যমুনা স্নান করেন। স্নান করিবার সময়ে একখানি পাথরের কোণ তাঁহার শরীর স্পর্শ করিতে লাগিল। তিনি পাথরখানি উঠাইলেন, দেখিলেন, একখানি সুন্দর শিলা-পট্ট। মথুরার পাণ্ডাগণকে যখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে এখানি কি এবং এখানে কেন পড়িয়া আছে, পাণ্ডারা তাঁহাকে বলে যে এই খানির উপরে রাজা কংস একে একে দেবকীর সাত সন্তানকে আছাড় মারিয়া মারেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা অধিকার করিলে পর আপনার ভ্রাতৃবিনাশস্মারক এই প্রস্তরখণ্ড যমুনায় ফেলিয়া দেন, তদবধি উহা এইখানে পড়িয়া আছে। প্রতাপাদিত্য মনে করিলেন যে এই খানিতে আমি সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর বসিয়া রাজত্ব করিব। কিন্তু দেশে ফিরিয়া গেলে দেবী তাঁহাকে স্বপ্ন দিলেন যে, তুমি ইহাতে সিংহাসন প্রস্তুত করিবার কল্পনা

পরিত্যাগ কর ; আমার অষ্টভুজা মূর্ত্তি খোদাইয়া বিগ্রহ প্রস্তুত কর এবং তাঁহার পূজা করিতে থাক। যতদিন তুমি আমাকে গৃহে রাখিবে, ততদিন তোমার বিজয়শ্রী অনিবার্য্য। প্রতাপাদিত্য এরূপ পরম কল্যাণকর স্বপ্নের প্রতি অবহেলা না করিয়া পরদিন হইতেই বিগ্রহ প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। উক্ত বিগ্রহ বলেই প্রতাপাদিত্য দিল্লীশ্বরেরও অপরাজেয় হইয়াছেন। আপনি যদপি সেই মূর্ত্তি কোন প্রকারে হরণ করিতে পারেন, তাহা হইলেই জয়লাভ করিতে পারিবেন, অন্যথা জয়লাভ অসাধ্য। মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি কি প্রকারে সেই বিগ্রহমূর্ত্তি হস্তগত করিতে পারিব, কারণ তাহা অতি যত্নে প্রতাপাদিত্যের ভবনে সংরক্ষিত। বাবাজী বলিলেন, সে বিষয় আমি বলিতে পারি না। আপনি রাজ-কৌশল বিস্তার করিয়া আপনার কার্য্য উদ্ধার করুন। মানসিংহ তাহাই হইবে, এই বলিয়া বাবাজীর পদযুগল বন্দনা করিয়া প্রস্থান করিলেন। কথিত আছে, মানসিংহ যে সময়ে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, তখন সুনিপুণ ভাস্করগণকে সঙ্গে লইয়া যান এবং তাহাদিগকে অতি গুপ্তভাবে শিলাদেবীর মন্দিরে প্রেরণ করেন। তাহারা তদ্দৃষ্টে হুবহু দ্বিতীয় শিলা-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে। পরে মহারাজ প্রচুর উৎকোচের দ্বারা শিলাদেবীর পুরোহিতগণকে বশীভূত করিয়া আসলমূর্ত্তিটী নিজ হস্তগত করেন এবং নকল মূর্ত্তিটি যথাস্থানে রাখিয়া দেন। ইহাতেই প্রতাপাদিত্যের পরাজয় হয়। যাহা হউক, মানসিংহ বাঙ্গালা হইতে প্রত্যাগত হইয়া বাদশাহের নিকট সমুচিত সম্মানিত হওয়ার পরে বৃন্দাবনের বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ৺গোবিন্দজীর রৌপ্যময় মন্দির করিয়া দিবেন বলিয়া প্রস্তাব করেন। ইহাতে বাবাজী বলেন যে, এ সকল স্থান সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত (এখনকার সহর বৃন্দাবনে তখনকার অরণ্য বৃন্দাবনে অনেক প্রভেদ)। আমি সামান্য ব্যক্তি, ঐ রূপার মন্দির কেমন করিয়া চৌকি দিব, উহা আমার পক্ষে একটি বিপৎস্বরূপ হইয়া পড়িবে। অতএব আপনি ওরূপ অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়া একটি মজবুত মন্দির নির্ম্মাণের কল্পনা করুন। আপনি রৌপ্য মন্দিরে যে টাকা ব্যয় করিবেন ইচ্ছা করিয়াছেন, দৃঢ়গঠিত প্রস্তরময় মন্দিরে যদি সেই টাকা ব্যয় করেন, তাহা হইলেই আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে। বাবাজীর অনুমতিক্রমে বৃন্দাবনের বিখ্যাত লাল পাথরের সাততল মন্দির নির্ম্মিত হয়। সেই মন্দিরে বহুকাল গোবিন্দজী অবস্থিতি করিতেন। পরে আওরঙ্গজেব বাদশাহের রাজত্বকালে ইহা জয়পুরে স্থানান্তরিত করা হয়। সে কথা পরে বিবৃত হইবে।

মানসিংহ এবং বাবাজীর পরস্পর যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে অসম্ভব কথাগুলি ত্যাগ করিলে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, যুবরাজ মানসিংহ বাবাজীর ব্রহ্মনিষ্ঠতা-গুণে মুগ্ধ হইয়া ঐ মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করেন। ভক্তমালে লিখিত আছে যে, সেই সময়ে আগরায় দুর্গ নির্ম্মিত হইতেছিল। ভরতপুর প্রভৃতি স্থানের লাল পাথরের পাহাড় সকল হইতে অন্য কোথাও পাথর না যাইতে পারে, বাদশাহের এইরূপ আদেশ ছিল। রাজা

মানসিংহ আকবরের নিকট আজ্ঞা লইয়া লালপ্রস্তরে গোবিন্দদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করান। তের লক্ষ টাকা কেবল মশলা মজুরিতে লাগিয়াছিল।

গ্রাউস সাহেব লিখিত মথুরার ইতিবৃত্তে এই মন্দিরের হিন্দী শিলালিপি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া আছে। আমরা তাহার বঙ্গানুবাদ লিখিয়া দিলাম। "বাদশাহ আকবরের রাজত্বের চতুস্ত্রিংশৎ বর্ষে মহারাজ পৃথ্বীরাজের * বংশসম্ভূত মহারাজ ভগবান্ দাসের পুত্র শ্রীমহারাজ মানসিংহ দেব কর্ত্তৃক বৃন্দাবনের পবিত্র ধামে গোবিন্দদেবের এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। কর্ম্ম-কর্ত্তার নাম কল্যাণদাস, সহকারী-পরিদর্শক মাণিকচাঁদ চোপার, স্থপতি শিল্পী দিল্লীর গোবিন্দ দাস এবং মিস্ত্রী গোরখদাস।" আকবর শাহ ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন; তাঁহার ৩৪ বৎসর রাজত্বকালে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে মন্দির স্থাপিত হয়।

কথিত আছে, বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ বৃন্দাবনে আসিয়া বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বৃন্দা-দেবীর জন্য সর্ব্বপ্রথম মন্দির নির্ম্মাণ করেন; এখন সে মন্দিরের চিহ্নমাত্রও নাই। কেহ কেহ বলেন যে বর্ত্তমান সেবাকুঞ্জের মধ্যে ইহা নির্ম্মিত ছিল। বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের খ্যাতি এত সত্বর চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, সম্রাট আকবর এই স্থান দেখিতে একবার আসিয়াছিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে বস্ত্রদ্বারা চক্ষু আবৃত করিয়া নিধুবনের ঘেরাওয়ের মধ্যে লইয়া যান। সেখানে তিনি এমন সকল মানসদৃশ্য দেখিতে লাগিলেন যে ঐ স্থানের মাহাত্ম্য এবং পবিত্রতা সম্বন্ধে তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না। তিনি বৃন্দাবনে মন্দির সকল নির্ম্মাণ বিষয়ে হিন্দুরাজগণের সহায়তা করিতে লাগিলেন। আকবরের বৃন্দাবন দর্শনের স্মারক চিহ্নস্বরূপ চারিটি বিখ্যাত মন্দির অতি সত্বরই নির্ম্মিত হইয়াছিল। গোবিন্দদেব, গোপীনাথ, যুগলকিশোর এবং মদনমোহন। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম এবং প্রধান গোবিন্দদেবের মন্দির। ইহার সৌন্দর্য্য সুখ্যাতি বিষয়ে গ্রাউস মহোদয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"The first named is not only the finest of the particular series, but is the most impressive religious edifice that Hindu Art has ever produced at least in Upper India" * * * * *

Mr Fergusson in his Indian Architecture speaks of this temple as "one of the most interesting and elegant in India and the only one perhaps from which an European Architect might borrow a few hints." I should myself have thought that 'solemn' or 'imposing' was a more appropriate term than elegant for so massive a building and that the suggestions that might be derived from its study were many rather than few."

---

* ইহাকে কেহ যেন দিল্লীর চোহান পৃথ্বীরাজ মনে না করেন; ইনি ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে অম্বরে রাজত্ব করিতেন। ইহার পরে বাহারমল, তৎপরে ভগবান দাস, তৎপরে মানসিংহ।

মদনমোহনের মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পটি কথিত হইয়া থাকে। মুলতান-বাসী রামদাস নামক জনৈক বণিক তাঁহার পণ্যদ্রব্য সকল লইয়া নৌকাযোগে যমুনার উপর দিয়া আগরা যাইতেছিলেন, কিন্তু কালীদহ ঘাটে তাঁহার নৌকা বালুকাচরে সংলগ্ন হইয়া গেল; তিন দিন চেষ্টা করিয়াও যখন তিনি নৌকাকে ভাসমান করিতে অসমর্থ হইলেন না, তখন তিনি স্থানীয় দেবতার আরাধনা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তীরে উত্তীর্ণ হইলেন এবং পাহাড়ে উঠিয়া সনাতনকে দেখিতে পাইলেন। তিনি মদনমোহনের নিকট প্রার্থনা করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। মদনমোহন সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নৌকা উদ্ধার করিয়া দিলে উক্ত বণিক সানন্দে আগরা যাত্রা করিলেন এবং আগরা হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় তাঁহার পণ্য বিক্রয় প্রাপ্ত সমস্ত সম্পত্তি দ্বারা মদনমোহনের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। এখানেও সনাতন না হইয়া তাঁহার শিষ্য পরম্পরার মধ্যে একজন গোস্বামী হইবেন এইরূপই মনে হয়। এই কারণে মদনমোহনের বাঙ্গালী গোস্বামীদিগের নাম মুল-তান পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং তাঁহাদিগের শিষ্যানুশিষ্য মুলতানে ও পঞ্জাবে বর্ত্তমান এবং তত্রত্য লোকেরা বিশেষ কাণ্ডে মদনমোহনের শপথ উচ্চারণ করিয়া থাকে।

গোপীনাথের মন্দির কুশাবৎ রাজপুতদিগের শেখাবৎ নামক শাখাতে উৎপন্ন রায়শিলজী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। তিনি একদল আফগান আক্রমণকারীকে এরূপ পর্য্যুদস্ত করিয়া দিয়া-ছিলেন যে আকবর শাহ তাঁহাকে দরবারী উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। কথিত আছে, রাজা মানসিংহ এবং রাণা প্রতাপসিংহের যখন ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন প্রথমোক্তের সহায়তার জন্য আকবর রায়শিলকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রায়শিল কাবুলের বিরুদ্ধেও অভিযান করিয়াছিলেন। এখন শেখাবৎ রাজপুতগণের রাজ্য জয়পুরের মহারাজের রাজ্যের অন্তর্গত। শেখাবতী প্রদেশের অধিকাংশ রাজপুতই গোপীনাথের বাঙ্গালী গোস্বামীদিগের শিষ্য এবং গোপীনাথজীর দিব্য দিলে তাহারা উন্মুক্ত তরবারিকেও কোষ মধ্যে পুনঃ প্রবিষ্ট করে।

বাঙ্গালী গোস্বামীরা প্রায় দেড় শত বৎসর বৃন্দাবনে আনন্দের সহিত আপনাদের ধর্ম্ম বিস্তার করিতেছিলেন। কিন্তু ১৬৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদিগের উপর একটি সুমহৎ বিপৎপাত হয়। সেটি আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বিগ্রহনিগ্রহ। এ সম্বন্ধে একটি উপন্যাস নিম্নলিখিতভাবে প্রচলিত আছে। কোন সময়ে বাদশাহ ও বেগম রাত্রের প্রথম যামে আপনাদের আগরাস্থ প্রাসাদে বারাণ্ডায় বেড়াইতেছিলেন। বেগম বলিলেন যে 'ঐ যে উত্তর দিকে একটি আলো দেখিতে পাই, উহা সততই স্থির। সুতরাং উহা চন্দ্র বা বিদ্যুৎ নহে। ওটি কি?' বাদশাহ বলিলেন, যে "কল্য আমি এ বিষয়ে তোমাকে কহিব।" বেগম কহিলেন, আশ্চর্য্য কথা; এই একটি সামান্য কথার উত্তরের জন্য আপনি এক দিন অপেক্ষা করিবেন। আপনি দীন দুনিয়ার মালিক হইয়া এই সংবাদটা রাখেন না। সুতরাং বাদশাহ তৎক্ষণাৎ এক সভা আহ্বান করিলেন এবং সভ্যগণের নিকট ঐ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। সভ্যেরা

কহিল, "জাঁহাপনা, আকবরাবাদ (আগরা) হইতে ১৫ ক্রোশ উত্তরে কাফেরদিগের ফকীরাবাদ (বৃন্দাবন) নামক তীর্থে এক অতি উচ্চ মন্দির আছে ; সেই মন্দিরের চূড়ায় প্রতিদিন একটি ঘৃতপূর্ণ কলসের উপর বাতি জ্বালান হইয়া থাকে, তাহারই কিরণ এখানে পৌঁছিয়াছে। কাফেরদিগের ঐ মন্দির সাততালা উচ্চ ; বোধ হয় হিন্দুস্থানে অত বড় উচ্চ চূড়া আর কোথাও নাই। সমবেত সদস্যগণের মুখে রাজধানীর এত নিকটে হিন্দুদিগের এত প্রাদুর্ভাব, ইহা আলোচনা করিতে করিতে হিন্দুধর্ম্মের শত্রু বাদশাহ কহিলেন, তবে ত দেখিতেছি আমার রাজত্বের সমস্ত মসৃজিদ অপেক্ষা কাফেরদিগের এই মন্দির উচ্চ। ইহা কখনই হইতে পারিবে না। তোমরা কল্য প্রাতেই উক্ত মন্দিরের উচ্চতা খর্ব্বীকৃত কর। আগরায় অনেকগুলি হিন্দু রাজা সে সময় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলে বাদশাহের আদেশ শুনিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, যখন ঐ উচ্চ মন্দির ধ্বংস হইবে, তখন অন্যান্য মন্দিরও যে অব্যাহতি পাইবে তাহা নহে ও সেই সঙ্গে বিগ্রহসকলও চূর্ণীকৃত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব তাঁহারা গুপ্তচরের দ্বারা বৃন্দাবনের মন্দিরাধিকারীদিগকে এই বলিয়া পাঠান যে যদি তোমরা আপনাপন বিগ্রহের পবিত্রতা বাঁচাইতে চাও, তাহা হইলে মন্দির ও জীবিকার ভরসা পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিগ্রহ লইয়া পলায়ন কর। আমাদিগের দ্বারা যথাসাধ্য সাহায্য হইবে। ৺গোবিন্দজীর মন্দির জয়পুররাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। পূর্ব্বপুরুষের স্থাপিত বিগ্রহ পাছে যবনহস্তে কলঙ্কিত হয়, এই জন্য অম্বররাজ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। হঠাৎ অম্বরে বিগ্রহ সরাইয়া আনা সুকঠিন বিবেচনা করিয়া উহা কাম্যবনে রাখা হয় ; পরে কাম্যবন হইতে অম্বরের নিকটবর্ত্তী গোবিন্দপুর নামক স্থানে রক্ষিত হয়। কিছুকাল সেখানে থাকার পর অম্বর সহরের সান্নিধ্যে ঘাটি নামক স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহাকে রাখা হয়। ওখানে কিছুকাল অবস্থিতি করার পরে জয়পুর সহরের নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলে রাজভবন সক্রান্ত রাজমন্দির নামক মন্দিরে ৺গোবিন্দজী স্থাপিত হয়েন। অদ্যাবধি তিনি সেই খানেই অবস্থিতি করিতেছেন। গোবিন্দদেবের সঙ্গে সঙ্গে আর কতকগুলি বিগ্রহ এবং তাঁহাদের গোস্বামীদিগকে স্থানান্তরিত করা হয়, যথা গোপীনাথ, মদনমোহন, রাধাদামোদর ও রাধাবিনোদ। মদনমোহনের বিগ্রহ সম্প্রতি করেলীতে বিদ্যমান। এ সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে বিবৃত করিব।

আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বৃন্দাবনের যে নিগ্রহ সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহার কারণ যে অতটা তুচ্ছ তাহা বোধ হয় না। ইতিহাসের পৃষ্ঠা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে আওরঙ্গজেবের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দারা হিন্দুদিগের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন এবং তাঁহার পিতার এবং শান্তিপ্রিয় মুসলমানদিগেরও প্রিয় ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া সিংহাসনের তিনি প্রকৃত অধিকারী ছিলেন সুতরাং আরঙ্গেবকে দারাকে পরাভূত করিবার জন্য কাবুল, সমরকন্দ প্রভৃতি পাশ্চাত্যমুসলমানগণের সৈন্যাপত্যের উপর অধিক নির্ভর করিতে হইয়াছিল। ঐ

সকল মুসলমান সেনানায়কের মধ্যে জুলফিকার একজন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে আরঞ্জেব পিতাকে কারারুদ্ধ এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে সমরে পরাস্ত ও বধ করিয়া পাশ্চাত্যমুসলমানগণের সন্তোষের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। হিন্দুস্থানে যে সকল মুসলমান বহুকাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছেন, হিন্দুজাতির উপর এবং হিন্দুধর্ম্মের উপর তাঁহারা তাদৃশ বিদ্বেষ রাখিতেন না। বৈদেশিক মুসলমানগণ বুৎশিকনী অর্থাৎ বিগ্রহনাশের নামে অত্যন্ত উল্লসিত হইত। দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করিয়া আরঞ্জেব তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু পিতা জীবিত থাকিতে সে বিষয়ে সাহস করিতে পারেন নাই; কারণ পাছে হিন্দু-রাজগণ পিতার সহায়তা করিয়া তাঁহাকেই সিংহাসনারূঢ় করিবার জন্য একটা বিভ্রাট বাধায় এই ভয় ছিল। দ্বিতীয়তঃ আরঞ্জেব মথুরার উপর পূর্ব্ব হইতেই চটা ছিলেন; কারণ বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের বাবালাল নামক ভক্তকে দারাসিকো অত্যন্ত মান্য করিতেন। সম্ভবতঃ এই কারণ হইতেই দারার হিন্দুদিগের সহিত অধিক প্রণয় এবং হিন্দুদিগের শাস্ত্রে অধিক প্রবেশ এবং হিন্দুদিগের সহানুভূতির সূত্রপাত। আরঞ্জেবের বহুপূর্ব্ব হইতেই মথুরার লোকেরা ধর্ম্মসাহস দেখাইয়া মুসলমান, বাদশাহ বা তাঁহাদিগের কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক পীড়ন প্রাপ্ত হইত ইতিহাসে তাহার অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। পিতার মৃত্যুর পরে ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে আরঞ্জেবের হিন্দুবিদ্বেষ ও মথুরাবিদ্বেষ প্রকটিত করিবার একটি বেশ সুযোগ উপস্থিত হইল। কোকিল নামে একজন জাঠ সাদাবাদ পরগণা লুঠ করিয়া ধনশালী এবং জনশালী হইয়া মহাবন পরগণার অধীন কোন গ্রামে রাজবিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করে। মহাবনের শাসক আবদুল নবী কোকিলকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়া নিজে মারা পড়েন। তাঁহার পরবর্ত্তী শাসক কোকিলকে গ্রেপ্তার করিতে অকৃতকার্য্য হয়েন। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে সেখ্ রজউদ্দীন কর্ত্তৃক কোকিল ধৃত হয় এবং আগরায় প্রেরিত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সেই বৎসরেই ফেব্রুয়ারী মাসে আরঞ্জেব স্বয়ং মথুরায় গমন করেন এবং সর্ব্বপ্রথমেই তথাকার কেশবদেবের বিখ্যাতমন্দির সমূলে নির্ম্মূল করিয়া তাহার উপর মসজিদ স্থাপন করেন। বৃন্দাবনের উপর আরঞ্জেবের এতটা ক্রোধ ছিল না কিন্তু তিনি অনেকগুলি মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া দেন। অধিকারী, পূজারী এবং গোস্বামীগণ ইতিপূর্ব্বেই অনেকে পলায়নপরায়ণ হইয়াছিলেন। এই পলায়ন সময় হইতেই রাজপুতনায় প্রবলতররূপে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের সূত্রপাত হইল।

কেশব দেব বল্লভাচার্য্যদিগের বিগ্রহ এবং ইহার এতদূর খ্যাতি যে বরাহপুরাণোক্ত বচন ইহারই সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইত। ন কেশবসমো দেবঃ ন মাথুরসমো দ্বিজঃ॥ উদয়পুরের বিখ্যাত রাণা রাজসিংহকর্ত্তৃক কেশবদেবের মূর্ত্তি তাঁহার রাজ্যান্তর্গত নাথদ্বার নামক স্থানে রক্ষিত হয়। মথুরা বৃন্দাবন গোকুল মহাবন প্রভৃতি ও উহাদের নিকটবর্ত্তী স্থানের অনেকগুলি প্রতিমা যেমন জয়পুরে রক্ষিত হইয়াছে, সেইরূপ অনেকগুলি প্রতিমা নাথদ্বার

কোটা, কন্‌করোলী, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানেও রক্ষিত হইয়াছে। আমরা আর একবার কেশব-দেবের উল্লেখ করিব। ইহার বর্ণনা বর্ণিয়ার, ট্যাবার্ণিয়ার প্রভৃতি পরিব্রাজকগণ প্রশংসার সহিত করিয়া গিয়াছেন। বুন্দেলজাতীয় বীরসিংহদেব কর্ত্তৃক তেত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। নাসিরি আলমগিরি নামক পুস্তকের রচয়িতা এই মন্দিরের ধ্বংসে কিরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রোতব্য।

"অল্পদিনের মধ্যেই অনেকগুলি রাজমিস্ত্রীর সাহায্যে এই ভ্রান্তির স্থান সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এই সুকঠিন কার্য্য অতি সুন্দররূপে বর্ত্তমান বাদশাহের অতিসুলক্ষণযুক্ত রাজত্বকালে সুচারুরূপে সম্পাদিত হইল। এ রাজত্বে পৌত্ত-লিকতা এবং অপধর্ম্মের অনেকগুলি পঙ্কিলগর্ত্ত সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করা হয়। ইস্‌লাম ধর্ম্মের ক্ষমতা এবং সত্যশাস্ত্রের সাফল্য দৃষ্টে গর্ব্বিত রাজগণ তাহাদিগের বিশ্বাস সকলকে কণ্ঠমধ্যে অত্যন্ত জ্বালাযুক্তভাবে অনুভব করিতে লাগিল এবং প্রাচীরে অঙ্কিত প্রতিকৃতির ন্যায় নীরব হইয়া থাকিল। বহুমূল্য রত্নরাজিতে ভূষিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত মূর্ত্তি কাফের-দিগের মন্দির হইতে আগরায় নীত হইল; সেখানে সেগুলা নবাব কুদসিয়া বেগমের মস-জিদের সিঁড়ির ধাপের নীচে পুতিয়া ফেলা হইল, যাহাতে লোকে উহাদিগকে মাড়াইয়া চিরদিন চলা ফেরা করিতে পায়। এই ঘটনার পর হইতেই মথুরার নাম ইস্‌লামাবাদ রাখা হইল।"

আরঙ্গেব কর্ত্তৃক বৈষ্ণব নির্য্যাতনের সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ আপনার আপনার ঠাকুর লইয়া রাজপুতানার রাজগণের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গোস্বামিগণ একমাত্র জয়পুররাজেরই শরণা-পন্ন হন। আমরা সর্ব্ব প্রথমে গোবিন্দদেবের বিষয় বর্ণনা করিব। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে আরঙ্গেব মন্দির ভগ্ন করিতে আরম্ভ করেন; তাহার পূর্ব্ব বৎসরেই অম্বররাজ প্রথম জয়সিংহের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র রামসিংহ সিংহাসনারোহণ করেন; অতএব গোবিন্দজীকে বৃন্দাবন হইতে আনয়নকারী এই রামসিংহই হইবেন। প্রথমে গোবিন্দজীর মূর্ত্তি কাম্যবনে কয়েক বৎসর রক্ষা করা হয়। অনুমান ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে ঐ মূর্ত্তি অম্বরনগর হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী বড় গোবিন্দপুরা নামক গ্রামে স্থাপিত করা হয়। কারণ গোবিন্দপুরার কর্জ্জের হিসাবের প্রাচীন খাতাতে উহার অপেক্ষা পুরাতন তারিখ নাই। কয়েক বৎসর সেখানে রাখা হইলে অম্বরনগরের তোরণদ্বারের নিকটেই ঘাটী নামক স্থানে এক বৃহৎ মন্দির প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তাঁহাকে রক্ষা করা হইল। ১৭০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় জয়সিংহ রাজত্ব করেন এবং তিনি জয়পুর নগর নির্ম্মাণ করিয়া আপনার প্রাসাদের সম্মুখে রাজমন্দির নামক মন্দির প্রস্তুত করান। সেই মন্দিরে গোবিন্দদেবকে স্থাপিত করা হয়, অদ্যাপি তিনি সেইখানেই বিরাজমান। গোবিন্দজীর ঘাটীতে আগমন এবং তৎপরে রাজমন্দিরে অবস্থানের ঠিক সময় নিশ্চয় করিতে পারা যায় নাই; তবে উভয়

ঘটনাই দ্বিতীয় জয়সিংহের সময়ের, ইহাই সম্ভব। রামশরণ গোস্বামী যখন গদ্দিতে বসেন, সে সময় বর্ত্তমান বৎসর হইতে ১৬৫ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দ। মহারাজ জয়সিংহ কর্ত্তৃক ইনিই প্রথমে বিবাহ করিতে বাধ্য হন। প্রায় চৌত্রিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি গোবিন্দজীর সেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। বর্ত্তমান গোস্বামিগণ জমীদারের মত সচ্ছল-ভাবে কালযাপন করেন। ইঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস বাঙ্গালা দেশের অন্তর্গত বর্দ্ধমান জেলার অধীন ওকড়সা গ্রামে। ইঁহারা পণ্ডিতবংশীয়। ইঁহাদের জ্ঞাতিগণ এখনও ওকড়সায় বাস করেন এবং ভট্টাচার্য্য উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পূর্ব্ববর্ণিত বৃত্তান্তের সহিত ইহাও বলা আবশ্যক যে রাজপুতানার মধ্যে জয়পুর, করোলী, আলওয়ার, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু পশ্চিম রাজপুতানার দিকেও পরম্পরাসম্বন্ধে বাঙ্গালী বৈষ্ণবের কৃতিত্ব পৌঁছিয়াছে। টড্‌প্রণীত রাজস্থানের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত নাথদ্বার নামক তীর্থে মথুরা হইতে পলায়িত গোস্বামিগণের অনেকেই আপনাপন বিগ্রহের সহিত অন্নকূট পর্ব্বোপলক্ষে মিলিত হইতেন। ধারাবাহিকরূপে অনেক বৎসর এই বৈষ্ণব সম্মিলন প্রচ-লিত ছিল। জয়দেবকৃত গীতগোবিন্দের সমাদর এই সূত্রে পশ্চিম রাজপুতানায় বিলক্ষণ হইয়াছিল।

বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত কথার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। জয়পুরে দেখিতে পাওয়া যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সম্মান থাকিলেও রামানুজ এবং বল্লভীসম্প্রদায়েরও যথেষ্ট প্রাবল্য আছে। শত শত কৃষ্ণমন্দিরে ক্রমাগতই ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণাদির কথা কথিত হইয়া থাকে। যে কথক যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, তিনিই সেই সম্প্রদায়ের অনুরূপ ভূমিকা কথা আরম্ভের সময় ব্যবহার করেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায় ব্যতীত আর কোন সম্প্রদায়ের কথকের কথাতে এই শ্লোকটি নাই—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

পাঠকবর্গ বোধ হয় অবগত আছেন যে, আমাদের দেশের কথক মহাশয়েরা এই শ্লোকটি না গাইয়া কথার ভূমিকা শেষ করেন না।

শ্রীমেঘনাথ ভট্টাচার্য্য।

আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব।

ভারতের সভ্যতা প্রাচীন অথবা আধুনিক এই দুই বিষয় সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিত সমাজে বহুদিন হইতে বাদানুবাদ হইতেছে। গ্রীকসভ্যতাভিমানী প্রতীচ্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেই বলিতেছেন, এমন কি বিবিধ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হইতেছেন যে, ভারতের সভ্যতা স্বদেশপ্রসূত নহে, বিশেষতঃ ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদের অনেক তত্ত্ব হিপক্রেটি-সের গ্রন্থ বা মত হইতে গৃহীত, সুতরাং ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণের মৌলিকতা কিছুই নাই। ইউরোপীয় মনীষীরা যাহা বলিতেছেন ও নানা উপায়ে যাহা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টাবান্ হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখার সময় উপস্থিত হইয়াছে। যদি বেদ-বেদাঙ্গাদি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে পারা যায় যে, সভ্যতার ফলস্বরূপ আমাদের আয়ুর্ব্বেদ আধুনিক নহে, তাহার মূলসূত্র ও উপকরণগুলি বেদ-বেদাঙ্গ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইলে ইহার প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন হইবে।

বেদশাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ।* মন্ত্রভাগ সংহিতা নামে অভিহিত, এবং অত্যন্ত প্রাচীন। ব্রাহ্মণভাগ বেদসংহিতার ভাষ্যস্বরূপ। ঋগ্বেদসংহিতা কত প্রাচীন, তাহা এপর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। বেদ পূর্ব্বে একই ছিল।† বোধ-সৌকর্য্যের জন্য পারাশর্য্য ব্যাস বেদবিভাগ করিয়া বেদব্যাস আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পৃথিবীর অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ পাণিনির সময় একরূপ নির্ণীত হইলেও তৎকর্ত্তৃক উল্লিখিত মহামুনি ব্যাস কোন্ সময়ে ভারতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সুতরাং বেদ, বিশেষতঃ ঋগ্বেদসংহিতা কতকালের, তাহা বলিতে কেহই পারেন নাই; ভবিষ্যতে পারিবেন কি না, সন্দেহস্থল। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ঋগ্বেদের যে সময় নির্ণীত করিয়াছেন, তাহার প্রতি কোনরূপেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায় না।

ভগবান্ শাক্যসিংহ খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, ইহা সর্ব্ববাদীর সম্মত। তাহার পূর্ব্বে পাণিনি ও বেদব্যাখ্যাকার যাস্ক এবং তাঁহাদের উভয়ের পূর্ব্বে মহা-বৈয়াকরণ শাকটায়ন ইহ সংসারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদের প্রাতিশাখ্যে, শাকলযজুর্ব্বেদে, যাস্কের নিরুক্তে, পাণিনির সূত্রে এবং পাতঞ্জল মহাভাষ্যে শাকটায়নের

---

* ব্রাহ্মণো মন্ত্রেতরবেদভাগঃ। সিদ্ধান্তকৌমুদী-টীকা।

† এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্‌ময়ঃ। দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ॥ ভাগবত।

নাম উল্লিখিত আছে। * সুতরাং এই মহাবৈয়াকরণ শাকটায়ন কত প্রাচীন, তাহা লিখিত দলিল দ্বারা সপ্রমাণ করিতে না পারিলেও নানা শাস্ত্রের পৌর্ব্বাপর্য্য আলোচনা করিলে সহজেই অনুমিত হইতে পারে। তিনি তাঁহার উণাদিসূত্রে পায়ু (anus), জায়ু (ঔষধ ও বৈদ্য), মায়ু (পিত্ত), আয়ু এবং ভিষক্ (বৈদ্য) প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদিক শব্দ ব্যুৎপাদিত করিয়াছেন। † শাকটায়নের পূর্ব্বে ঐ সমস্ত আয়ুর্ব্বেদিক শব্দ লোকসমাজে বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল এবং ঐ শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি দেখাইবার জন্য তিনি ঐ ঐ সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

বৈদিকমন্ত্র ও ব্রাহ্মণের অনেক পরে কল্পসূত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এই কল্পসূত্র শ্রৌত, গৃহ্য এবং ধর্ম্মসূত্র ভেদে ত্রিবিধ। বেদের অন্তিমভাগ উপনিষদে কল্পসূত্রের উল্লেখ আছে। ‡ আশ্বলায়নের শ্রৌতসূত্রে যজ্ঞিয় পশুর কোন্ অঙ্গ কে পাইবেন, তাহার নির্দ্দেশ উপলক্ষে শারীরস্থানের অনেক শব্দ পাওয়া যায়। § অবশ্য এস্থলে ইহা বলা নিতান্ত সঙ্গত যে, সমস্ত কল্পসূত্রের উপাদান বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। দাক্ষীতনয় পণিবংশোদ্ভব অষ্টাধ্যায়ীপ্রণেতা পাণিনি মহাত্মা শাক্যসিংহের অনেক পূর্ব্বে গান্ধারপ্রদেশস্থ শলাতুর নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ স্থান চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। ঐ অদ্বিতীয় বৈয়াকরণের অষ্টাধ্যায়ী সূত্রে কল্পসূত্রের উল্লেখ রহিয়াছে। ‖ অতএব কল্পসূত্র বৌদ্ধধর্ম্মাবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। সুতরাং কল্পসূত্রে উল্লিখিত আয়ুর্ব্বেদিক পারিভাষিক সংজ্ঞা খৃঃ পূঃ সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল, ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। ফলতঃ বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে কল্পসূত্রের উপাদান বেদে বর্ত্তমান ছিল, ইহা বলা অযৌক্তিক নহে। এই কল্পসূত্রগুলি রচিত হওয়ার সময়ে ভারতবর্ষে নানাবিধ বিষয়ে উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। এই সৌত্রিক কাল ভারতীয় শাস্ত্রে চিরবিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। এই সময়ে বিবিধ বিদ্যার সূত্রপাত ও যথাসম্ভব উন্নতি হইয়াছিল। যাঁহার যে যে বিষয়ে অভিরুচি ও পারদর্শিত্ব ছিল, তিনি সেই সেই বিষয় সম্বন্ধে শাস্ত্র প্রণয়ন দ্বারা তদানীন্তন লোকদিগের অতিদুর্গম জ্ঞান-পথ যথাসাধ্য সুগম করিয়াছেন এবং আমাদের ন্যায় হতভাগ্য পরপদ-দলিত লোকেরও ভারতীয় ইতিবৃত্ত আলোচনার পথ-প্রদর্শক হইয়াছেন।

এখন এই আপত্তি হইতে পারে যে, বুঝিলাম, আয়ুর্ব্বেদের মূল উপাদানগুলি বেদ-বেদাঙ্গে

---

* যাস্ক নিরুক্ত—নামান্যাখ্যাতজানীতি শাকটায়নো নৈরুক্তসময়শ্চ। পাণিনি সূত্র—লঙঃ শাকটায়নস্য ৩।৪।১১১ এবং ব্যোর্লঘুপ্রযত্নতরঃ শাকটায়নস্য ৮।৩।১৮। বৈয়াকরণানাং শাকটায়নো রথমার্গে আসীনঃ শকটসার্থং যান্তং নোপলেভে। পা ৩।২।১২৫ সূত্রভাষ্য।

† উণাদিসূত্র ১।১, ১।২, ১৩৭ দ্রষ্টব্য।

‡ তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পঃ * * *। মুণ্ডকোপনিষৎ ১।১।৫।

§ ৬।৯।২—১৪ আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র দ্রষ্টব্য।

‖ পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু।

থাকিতে পারে। তদ্দ্বারা আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইল কই? বেদ কোন্ কালে রচিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ কেহ দিতে পারেন নাই। সুতরাং প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের সময় নির্ণীত হইল না। বেদের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য যদি আর্য্যশাস্ত্রে কিছু থাকে, তাহা দেখান কর্ত্তব্য। উক্ত আপত্তির উত্তর দেওয়ার নিমিত্ত জ্যোতিষশাস্ত্রে যে কয়েকটি প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। দুঃখের কথা বলিব কি, ঐ জ্যোতিষিক গণনাও ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ বলিয়া বেণ্টলী, আর্কডেকন প্র্যাট প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকর্তৃক সভ্যসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে মহারাজ জয়সিংহ ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের গণনা সংশোধন করিয়া দিতেন, সেই মহারাজের ন্যায় খগোলবিৎ পণ্ডিত এখন ভারতে আর নাই। মহামতি ভাস্করাচার্য্যের পদানুবর্ত্তী হইয়া আশা করিতেছি, আবার ব্রহ্মগুপ্তাদির ন্যায় মনীষিগণ ভারতে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্বতন আর্য্য-জ্যোতিষশাস্ত্রের ভ্রম সংশোধন করিবেন। আদিত্য-দাস-তনয় আবন্তিক জ্যোতির্ব্বিৎ বরাহমিহির খৃষ্ট ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। তাঁহার গণনায় বর্ত্তমান সময় হইতে ৪৩৫৪ পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির রাজত্ব করিয়াছিলেন। বেদবিভাগকর্ত্তা বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরের পিতামহ। সুতরাং বরাহমিহিরের গণনানুসারে ৪৩৫৪ বৎসরেরও পূর্ব্বে বেদ বিদ্যমান ছিল। রাজতরঙ্গিণীকার কহ্লনের গণনার সহিত বরাহমিহিরের গণনার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। জ্যোতির্নিবন্ধ-মতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালীন গ্রহগণের বিশেষ বিশেষ রাশিতে স্থিতি অনুসারে গণনায় বর্ত্তমান সময়ে ৪৩৬০ বৎসর হয়। এই দুই গণনায় কেবল ৬ বৎসরের ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। এ ব্যতিক্রম অতি সামান্য।* বিষ্ণুপুরাণের গণনা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, পরীক্ষিতের জন্ম হইতে মগধরাজ নন্দের অভিষেককাল পর্য্যন্ত ১১১৫ বৎসর গত হইয়াছে এবং মহাপদ্ম ও তৎপুত্রগণ আরও ১০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন।† তৎপরে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যলাভ ৩১৫ খ্রীঃ পূঃ। সুতরাং এতদনুসারে ১২১৫ বৎসরের সহিত ৩১৫+১৯০৩ যোগ দিলে পরীক্ষিতের রাজত্বকাল ৩৪৩৩ বৎসর পূর্ব্বে হয়। বিবিধশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ প্রবীণ জ্যোতির্ব্বিৎ মহামতি কোল্‌ব্রুক্ বলেন, খ্রীষ্টের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে ব্যাসমুনি বেদ বিভাগ করিয়াছেন। এই উভয় গণনা মিলাইয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, ব্যাসমুনি অন্যূন ৩৩০০ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব বেদ ৩৩০০ বৎসর পূর্ব্বে যে বিদ্যমান ছিল তাহাতে সন্দেহ করিতে পারি না। ফলতঃ মহাত্মা শাক্যসিংহের পূর্ব্বে প্রায় ১০০০ বৎসর কাল ব্যাপিয়া ভারতে নানা শাস্ত্রের আলোচনা হইয়াছিল। এই সময়েই আত্রেয় পুনর্ব্বসুর প্রধান শিষ্য অগ্নিবেশ ঋষি, ভেল, জতূকর্ণ, পরাশর প্রভৃতি

---

* আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ। বৃহৎসংহিতা ১৩।৪।

† যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রং তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্।
মহাপদ্মস্তৎপুত্রাশ্চৈকবর্ষশতমবনীপতয়ো ভবিষ্যন্তি। বিষ্ণুপুরাণ ৪।২৪।৩২।

কায়চিকিৎসার মৌলিক গ্রন্থ এবং ধন্বন্তরির যোগ্যতম শিষ্য সুশ্রুত, গোপুর, পৌষ্কলাবতাদি ঋষিগণ শল্যতন্ত্রের আদিশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। চরক অগ্নিবেশতন্ত্রের এবং নাগার্জ্জুন সুশ্রুতগ্রন্থের প্রতিসংস্কর্ত্তা মাত্র, তাঁহারা ঐ ঐ গ্রন্থের প্রণেতা নহেন। *

মানিলাম, বরাহমিহির ও জ্যোতির্নিবন্ধের গণনায় ভ্রম রহিয়াছে। ৩৩০০ বৎসর পূর্ব্বে যে বেদব্যাস বর্ত্তমান ছিলেন, তাহাই স্বীকার করিলাম। সেই বেদব্যাসের পিতা, জ্যামিতি শাস্ত্রের উদ্ভাবক †, আত্রেয় পুনর্ব্বসুর ষট্‌শিষ্যের অন্যতম শিষ্য পরাশর যে আরও পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, এমন কি প্রায় ৩৪০০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি জন্মিয়াছিলেন, উক্ত গণনায় তাহা অবশ্যই সপ্রমাণ হইতেছে। এই পরাশরও অগ্নিবেশের ন্যায় কায়চিকিৎসার প্রণেতা। তাঁহার নাম আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অনেক স্থলে উল্লিখিত আছে। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদের মূল গ্রন্থ ৩৪০০ বৎসর পূর্ব্বে যে রচিত হইয়াছিল, এই সকল প্রমাণে তাহা যথাসম্ভব উপপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আয়ুর্ব্বেদের মৌলিক উপাদানগুলি বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সেই সকল উপাদান সংগ্রহ করিয়া অগ্নিবেশ পরাশর প্রভৃতির গুরু আত্রেয় পুনর্ব্বসু ও সুশ্রুতাদির উপদেষ্টা ধন্বন্তরি, স্বস্বশিষ্যগণকে লোকহিতকর আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন, আমাদের নগণ্য বিচারশক্তিতে ইহাই প্রতীয়মান হইয়া উঠে। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে ধন্বন্তরির নাম উল্লিখিত আছে। কৌশিকসূত্রে বায়ু পিত্ত ও কফ এই ত্রিধাতুর নাম পাওয়া যায়। ‡

এখন একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে আয়ুর্ব্বেদের কি কি উপাদান পাওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈদিক ব্রাহ্মণভাগও বেদেরই অন্তর্নিবিষ্ট ও তাহারই ভাষ্যস্বরূপ। এই ব্রাহ্মণভাগ নানা বিদ্যার, বিশেষতঃ শারীরতত্ত্বের সুবিস্তীর্ণ গভীর আকরস্বরূপ। মানবজন্মতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিবেশ ও সুশ্রুততন্ত্রের শারীর স্থানে যত বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার প্রায় সকল তত্ত্বই শতপথ, ঐতরেয়, গোপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। উল্লিখিত এই তিন ব্রাহ্মণ ভাগের মধ্যে শতপথ ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে নানাবিষয়ের আলোচনা দেখিতে পাই। ভারতীয় পুরাবৃত্ত আলোচনা করিতে হইলে এই ব্রাহ্মণ নিবিষ্টচিত্তে প্রত্যেক ভারতবাসীর পাঠ করা কর্ত্তব্য। আমাদের আলোচ্য বিষয় আয়ুর্ব্বেদ, সুতরাং তৎসম্বন্ধে ইহাতে কি কি আছে তাহা লিপিবদ্ধ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। শতপথ ব্রাহ্মণের উল্লিখিত শারীরতত্ত্বের সহিত অগ্নিবেশ ও সুশ্রুত গ্রন্থের শারীরস্থান তুলনা করিয়া দেখা যাক্।

* "History of Hindu Chemistry." *Intro. pp. VIII—XVI.*

† পরাশরাদধিগতং গর্গেণ বিশদীকৃতম্।
আর্য্যাচার্য্যেণ রচিতং মিতিশাস্ত্রং প্রচক্ষতে।
আর্য্যভটপ্রণীত দশগীতিকা-পরিশিষ্ট।

‡ আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ১২ কণ্ডিকা, ৭ম ঋক্ দেখ। শতপথ ব্রাহ্মণ ৪র্থ কাণ্ড, ৩য় অ০, ৪র্থ ব্রা০, ২১ ঋকে অত্রি ও অত্রিগোত্রোৎপন্ন আত্রেয়ের নাম উল্লিখিত আছে। কৌশিক সূত্র ২৬। ১।

শতপথ ব্রাহ্মণ	চরক ও সুশ্রুত
অথ যৎপত্নী অক্ষস্ত সংতাপমুপানক্তি প্রজননমেবৈতৎ ক্রিয়তে, যদা বৈ স্ত্রিয়ৈ চ পুংসশ্চ সংতপ্যতেঽথ রেতঃ সিচ্যতে, তৎ ততঃ প্রজায়তে, পরাগুপানক্তি পরাগ্-ধ্যেব রেতঃ সিচ্যতে। শতপথ ব্রাহ্মণ ৩।৫।৩।১৬	চরক প্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশ-তন্ত্র, শারীর স্থান ৩য় অধ্যায়, ২য় শ্লোক। সুশ্রুত-সংহিতা শারীর-স্থান ৩য় অ, ৩য় শ্লোক।
বৎসরে ৩৬০ রাত্রি, পুরুষেরও শরীরে ৩৬০ খানি অস্থি, বৎসরে ৩৬০ দিন, পুরুষেও ৩৬০ মজ্জা। হৃদয়ই প্রাণ বা প্রাণই হৃদয়; যখন প্রাণ যায়, তখনই প্রাণী দারুবৎ ভূমিতে শয়ন করে অর্থাৎ পতিত হয়।*	দন্ত, উলূখল ও নখ সহিত নরদেহে ৩৬০ খানি অস্থি।—সুশ্রুত ৬০ খানি অস্থি বাদ দিয়া বলিয়াছেন, শল্যতন্ত্রে অস্থির সংখ্যা ৩০০। † হে বৎস সুশ্রুত! দেহীদের হৃদয়ই চেতনা স্থান। ‡

স্তোমই ইহার মস্তক, সুতরাং মস্তক ত্রিবিধ উপাদানে—ত্বক, অস্থি ও মস্তিষ্কে গঠিত। § গ্রীবাঃ পঞ্চদশ। গ্রীবাঃ=seven cervical vertebrae and seven dorsal vertebrae. শতপথ—১২।২।৪।

জক্র, পশু´ (পশু´কা) প্রভৃতি শারীর স্থানের পারিভাষিক শব্দ শতপথ ব্রাহ্মণে আছে।

উল্ব (amnion), জরায়ু (uterus) প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দও ঐ ব্রাহ্মণে দেখা যায়।

শতপথ ও গোপথ ব্রাহ্মণে শারীরতত্ত্বের যে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ব্রাহ্মণ-যুগে—অতি প্রাচীনকালে—ঐরূপ অনুসন্ধিৎসা বিস্ময়ের বিষয়ই বটে। প্রশ্নগুলি এই—মনুষ্য কেন অদন্তকাবস্থায় জন্মে, ঐ দন্ত কেন বাল্যে পড়িয়া যায় এবং কিছুদিন স্থির থাকিয়া কেনই বা উহা আবার শেষাবস্থায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়? বাল্য ও বৃদ্ধকালে সন্তান হয় না কেন এবং মধ্য বয়সে সন্তান হয় কেন? ‖ বাহুল্যভয়ে সমস্ত অংশের অনুবাদ দেওয়া হইল না। পাঠক দেখিবেন

* ত্রীণি চ বৈ শতানি ষষ্টিশ্চ সংবৎসরস্য রাত্রয়স্ত্রীণি চ শতানি ষষ্টিশ্চ পুরুষস্যাস্থীনি ইত্যাদি। শতপথ ১২।৩।২।৩

প্রাণো বৈ হৃদয়ং যাবদ্ধ্যেব প্রাণেন প্রাণিতি তাবৎপশুরেব যদাস্মাৎ প্রাণোঽক্রামতি দার্ব্বেব তর্হি ভূতোঽনর্থ্যঃ শেতে। শতপথ ৩।৮।৩।১৫

† ত্রীণি ষষ্ট্যাধিকানি শতান্যস্থ্নাং সহ দন্তোলূখলনখৈঃ। চরক শারীরস্থান ৭।৫

ত্রীণি সষষ্টীন্যস্থিশতানি বেদবাদিনো ভাষন্তে, শল্যতন্ত্রে তু ত্রীণ্যেব শতানি। সুশ্রুত শারীর স্থান ৫ম অধ্যায়।

‡ হৃদয়ং চেতনাস্থানমুক্তং সুশ্রুত দেহিনাম্। সুশ্রুত শারীরস্থান ৪র্থ অ।

§ শিরএবাস্য ত্রিবৃৎ। তস্মাৎ ত্রিবিধং ভবতি ত্বগস্থি মস্তিষ্কঃ। ৯।

‖ শতপথব্রাহ্মণ ১১।৪।১।৫—৭।

গোপথ ব্রাহ্মণ ৩য় প্রপাঠক, ৭ম খক্।

চরক ও সুশ্রুত উল্লিখিত কোন কোন প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।* ফলতঃ ব্রাহ্মণযুগে আয়ুর্ব্বেদের তত্ত্বানুসন্ধান আরব্ধ হইয়া অগ্নিবেশ ও সুশ্রুতশাস্ত্রে যথাসম্ভব বিকাশ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ অতীব প্রাচীন তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না।

অথর্ব্ববেদে আয়ুর্ব্বেদীয় শারীর স্থানের অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে। ফলতঃ অথর্ব্ববেদে আয়ুর্ব্বেদ বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য চরক, সুশ্রুত ও চরণব্যূহের উক্তি অনুসারে আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ বা উপবেদ বলিয়া জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদীয় সমস্ত সূক্ত ও তাহার সায়ণ ভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল। † এই সূক্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলে বিদ্যমান আছে। পাঠ করিলে বোধ হয় যেন অথর্ব্ববেদের ঋষি ঋগ্বেদ হইতেই ঐ সূক্ত গ্রহণ করিয়া তাহার সুবিস্তীর্ণ আকার দিয়াছেন।

অথর্ব্ববেদে শত শত ধমনীর কথা আছে। ‡

বৃহদারণ্যক উপনিষদে কেশবৎ সূক্ষ্ম বহুসংখ্যক নাড়ী সহস্র প্রকারে ভিন্ন হইয়া শোণিত চালনা করিতেছে, এরূপ বর্ণনা আছে। §

সুশ্রুত মুদ্রিত ও অনূদিত হইয়াছে। সুতরাং প্রমাণস্বরূপ কতক অংশ উদ্ধৃত হইল, বাহুল্যভয়ে অনুবাদ প্রদত্ত হইল না।

* সুশ্রুত সূত্রস্থান ১৪শ অং, ৪৩ পৃষ্ঠ।
চরক চিকিৎসা স্থান, বাজীকরণাধ্যায়।

† অক্ষিভ্যাং তে নাসিকাভ্যাং কর্ণাভ্যাং ছুবুকাদধি[১]।
যক্ষ্মং শীর্ষণ্যং মস্তিষ্কাজ্জিহ্বায়া বিবৃহামি তে॥
গ্রীবাভ্যস্ত[২] উষ্ণিহাভ্যঃ[৩] কীকসাভ্যো[৪] অনূক্যাৎ[৫]।
যক্ষ্মং দোষণ্যমংসাভ্যাং বাহুভ্যাং বি বৃহামি তে॥
হৃদয়াৎ তে পরি ক্লোম্নো হলীক্ষ্ণাৎ পার্শ্বভ্যাম্।
যক্ষ্মং মতস্নাভ্যাং প্লীহ্নো যক্নস্তে বি বৃহামসি॥

অথর্ব্ববেদ দ্বিতীয় কাণ্ড, ৬।৩৩।১—৭ এবং ১০।৯।১৩—২৪।

১ চুবুকাৎ, ২ গ্রীবা শব্দেন তদবয়বভূতানি চতুর্দ্দশ সূক্ষ্মাণ্যস্থীনি উচ্যন্তে বহুবচননির্দ্দেশাৎ।

৩ উষ্ণিহা=nape, ৪ জক্রবক্ষোগতাস্থিভ্যঃ=from dorsal vertebrae, অনূক্য=spine, তথাচ বাজসনেয়কম্—অনূকং ত্রয়স্ত্রিংশঃ, দ্বাত্রিংশদ্ বা এতস্য করুকরাণি, অনূকং ত্রয়স্ত্রিংশম্ ইতি [শতপথ ১২।২।৪।১৪]

‡ শতং ধমন্যঃ—৬।৯০।২

§ তা বা অস্যৈতা হিতা নাম নাড্যো যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্নস্তাবদণিম্না তিষ্ঠন্তি, শুক্লস্য নীলস্য পিঙ্গলস্য হরিতস্য লোহিতস্য পূর্ণাঃ। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।—৪।৩।২০

যথাহি বর্ণানাং পঞ্চানামুৎকর্ষাপকর্ষকৃতেন সংযোগবিশেষেণ শবল-বভ্রু-কপিশ-কপোত-মেচকাদীনাং বর্ণানামনেকেষামুৎপত্তির্ভবতি। সুশ্রুত প্রমেহ নিদান।

তত্র কেচিদাহুঃ শিরাধমনী স্রোতসামবিভাগঃ শিরা বিকারা এব ধমন্যঃ স্রোতাংসি চেতি। তত্তু ন সম্যক্, অন্যা এব হি ধমন্যঃ স্রোতাংসি চ শিরাভ্যঃ। শারীর স্থান—৯ অঃ।

তির্য্যগ্ গতানাং তু চতসৃণাং ধমনীনামেকৈকা শতধা সহস্রধা চোত্তরোত্তরং বিভজ্যন্তে তাস্ত্বসংখ্যেয়াঃ তাভিরিদং শরীরং গবাক্ষিতং বিবদ্ধমাততং চ। তাসাং মুখানি রোমকূপ প্রতিবদ্ধানি।

যথা স্বভাবতঃ খানি মৃণালেষু বিসেষু চ। ধমনীনাং তথা খানি রসো যৈরুপচীয়তে। ঐ ঐ

অথর্ব্ববেদে জরায়ু শব্দ আছে। (১)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে, জরায়ুমধ্যে গর্ভ অধোমুখে অবস্থিত থাকে ও প্রসবের সময় মস্তক অগ্রে বহির্গত হয়। (২)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উদরী ও কামলা রোগ উল্লিখিত আছে।—৭।১৫

শিত্র (white leprosy)—ঐঃ ব্রাঃ ৬।৩৩

অথর্ব্ববেদে ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যাহা আছে, তৎসমস্তই চরক ও সুশ্রুতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। (৩)

অথর্ব্ববেদে রসায়ন শাস্ত্রের আভাস পাওয়া যায়। কারণ উহাতে লিখিত আছে যে রুদ্রের মূত্র (হরবীর্য্য পারদ) অমরত্বস্থাপক। (৪)

যজুর্ব্বেদে যজ্ঞার্থ নিহত পশুর হৃদয়, জিহ্বা, বক্ষ, যকৃৎ, বৃক্ক (বৃক্ক), দুই পার্শ্ব, শ্রোণি, বসা প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা বাহির করিয়া যজ্ঞে আহুতি দেওয়া বিধি দৃষ্ট হয়। (৫)

ঋগ্বেদে ত্রিধাতু (বায়ু, পিত্ত, কফ), যথাঋতু উৎপন্ন ওষধি ও ভিষক্ শব্দের উল্লেখ আছে।—১।৩৪।৬, ১০।৯৭।১, ২ ও ৬ ঋক্।

অথর্ব্ববেদে ক্ষতজনিত রক্তস্রাব রোধ করিবার জন্য লাক্ষা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইত। (৬)

অথর্ব্ববেদ পাঠে জানা যায় জ্বরের প্রথম আবির্ভাব বাহ্লীক দেশে হইয়াছিল, তদবধি জ্বর বাহ্লীক দেশেই প্রচলিত ছিল এবং মুঞ্জবান্ ও মহাবৃষ জ্বরের বাসস্থান। (৭)

---

(১) শং জরায়ু গৌরিব।—৬।৪৮।৪

(২) তস্মাৎ পরাংচো গর্ভা ধীয়ন্তে পরাংচঃ সংভবন্তি। তস্মান্ মধ্যে গর্ভা ধৃতাঃ।
তস্মাদমুতোঽর্বাংচো গর্ভাঃ প্রজায়ন্তে প্রজাত্যৈ।—ঐ. ব্রা. ৩।১০।

(৩) ত্র্যাবর্ত্তা সা প্রকীর্ত্তিতা। তস্যা তৃতীয়াবর্ত্তে গর্ভশয্যা প্রতিষ্ঠিতা॥
যথা রোহিতমৎস্যস্য মুখং ভবতি রূপতঃ। তৎ সংস্থানা তথা রূপা গর্ভশয্যাং বিদুর্বুধাঃ॥
আভুগ্নোঽভিমুখঃ শেতে গর্ভো গর্ভাশয়ে স্ত্রিয়াঃ। স যোনিং শিরসা যাতি স্বভাবাৎ প্রসবং প্রতি॥
শারীর স্থান—৫ম অঃ।

(৪) রুদ্রস্য মূত্রমমৃতস্য নাভিঃ।
ভাষ্য—অমৃতস্য অমরণস্য চিরকালজীবনস্য নাভিঃ বন্ধকং স্থাপকমসি। নহোভশ্চ (উঃ ৪।১২৫) ইতি ঞ। রসশাস্ত্রোক্তপ্রকারেণ ঈশ্বরবীর্য্যস্য রসস্য আসেবনেন হি সিদ্ধাঃ অজরামরত্বং লভন্তে ইতি তদভিপ্রায়েণ উক্তং রুদ্রস্য মূত্রমসি ইতি।—সায়ণ ভাষ্য।

(৫) যজুর্ব্বেদীয় আরণ্যক ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

(৬) "রোহিণ্যসি" ইতি সূক্তেন শস্ত্রাদ্যভিঘাতজনিতরুধিরপ্রবাহনিবৃত্তয়ে অস্থ্যাদিভঙ্গনিবৃত্তয়ে চ লাক্ষোদকং কথিতং অভিমন্ত্র্য উষঃকালে ক্ষতপ্রদেশং অবসিঞ্চেৎ।—৪।১২।১—৭।

(৭) ওকো অস্য মূজবন্তো ওকো অস্য মহাবৃষাঃ।
যাবজ্জাতস্তক্মংস্তাবানসি বাহ্লীকেষু ন্যোচরঃ॥
—৫।২২।৫।

আয়ুর্ব্বেদিক প্রাণিবিভাগ বেদবেদাঙ্গ হইতে গৃহীত হইয়াছে।* জৈন আচারাঙ্গ সূত্রে যে প্রাণিবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারও কিয়দংশ বেদবেদাঙ্গ এবং আয়ুর্ব্বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। †

চরক ও সুশ্রুতের শিষ্যোপনয়ন বিধিও বেদানুমোদিত। ‡

ঋগ্বেদে শ্রমবিভাগ স্থিরীকৃত দেখা যায়। তখন যে চিকিৎসক সম্প্রদায় সমাজে বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ‖ ফলতঃ শারীরতত্ত্ব, রোগতত্ত্ব, ভৈষজ্যতত্ত্ব প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদিক উপাদান বেদবেদাঙ্গে সর্ব্বত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। অনুসন্ধিৎসু আয়ুর্ব্বেদিক পণ্ডিতগণ স্ব স্ব প্রয়োজনানুসারে তাহার সংপ্রসারণ করিয়া লোকহিতকর আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র উদ্ভাবিত করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ বেদবেদাঙ্গেরই অঙ্গীভূত। সুতরাং বলিতে পারি বেদবেদাঙ্গ যত প্রাচীন, আয়ুর্ব্বেদও তত প্রাচীন। বৈদিক যুগের পরে আয়ুর্ব্বেদের সংপ্রসারণ হইয়াছে মাত্র। ভগবান্ শাক্যসিংহের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীরও পূর্ব্বে অগ্নিবেশ তন্ত্র ও সুশ্রুত কোন না কোন আকারে যে বিদ্যমান ছিল, বৌদ্ধশাস্ত্র আলোচনা করিলেই তাহা সহজে প্রতীত হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে আয়ুর্ব্বেদের কি কি উপাদান গৃহীত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

---

* তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ও সুশ্রুত সূত্রস্থান ১ম অং দ্রষ্টব্য।

† Thus I say: There are beings called the animate, *viz* those who are produced 1. from eggs (birds &c.), 2. from fœtus (as elephants, &c.), 3. from a fœtus with an enveloping membrane (as cows, buffaloes &c.), 4. from fluids (as worms, &c.), 5. from sweat (as bugs, lice, &c.), 6. by coagulation (as locusts, ants, &c.), 7. from sprouts (as butterflies, wagtails, &c.), by regeneration (men, gods, hell-beings)

আচারাঙ্গ সূত্র—Sixth Lesson. p. 11. Jain Sutras translated by Hermann Jacobi *Part I.*

‡ সাংখ্যায়ন গৃহ্য সূত্র	২।১
আশ্বলায়ন „ „	১।২০
পারস্কর „ „	২।৫
গোভিল „ „	২।১০
খাদির „ „	২।৪
হিরণ্যকেশী „	১।১
আপস্তম্ব „ „	পটল ৪।১০

সুশ্রুত সূত্র স্থান এবং চরক শারীর স্থান দ্রষ্টব্য।

‖ নানানং বা উনো ধিয়ো বি ব্রতানি জনানাম্।
তক্ষা রিষ্টং রুতং ভিষগ্ ব্রহ্মা সুন্বন্তমিচ্ছতীন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব।

হে সোম নোঽস্মাকং ধিয়ঃ কর্ম্মাণি নানানং নানা জাতীয়কানি বহূনি ভবন্তি। তথান্যেষামপি জনানাং ব্রতানি কর্ম্মাণি বিবিধানি ভবন্তি। তক্ষা ত্বষ্টা রিষ্টং দারুভক্ষণমিচ্ছতি। তথা ভিষক্ বৈদ্যশ্চিকিৎসকো রুতং রোগমিচ্ছতি। ব্রহ্মা ব্রাহ্মণঃ সুন্বন্তং সোমাভিষবং কুর্ব্বন্তং যজমানমিচ্ছতি। তথাহং ত্বৎপরিস্রবণমিচ্ছামি। তস্মাৎ হে ইন্দো সোম ইন্দ্রায় ইন্দ্রার্থং পরিস্রব পরিতঃ ক্ষর।—সায়ণ ভাষ্য।

ভগবান্ শাক্যসিংহ যে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান থাকিয়া ভারতের নানাস্থানে বিশ্বজনীন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদীর সম্মত। অমিতায়ু ও পালিভাষায় লিখিত মহাবগ্‌গনামক বৌদ্ধগ্রন্থের প্রমাণানুসারে জানা যাইতেছে যে, জীবক বুদ্ধের সমকালবর্ত্তী। বিশেষতঃ মহাবগ্‌গে স্পষ্টরূপে লিখিত রহিয়াছে যে বুদ্ধের শিষ্য ও মহারাজ বিম্বিসারের চিকিৎসক জীবক কৌমারভৃত্যক উক্ত মহাত্মার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। * সুশ্রুতের টীকাকার ডল্লন বলেন, জীবক ও অন্য আয়ুর্ব্বেদীয় পণ্ডিতের পুস্তক হইতে ঐ সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে। চরক ও সুশ্রুতে আয়ুর্ব্বেদ আট ভাগে বিভক্ত। মহামতি বাগ্‌ভট ঐ বিভাগ অনুসরণ করিয়াই অষ্টাঙ্গহৃদয় নামক তাঁহার প্রসিদ্ধ সংগ্রহপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। কৌমারভৃত্য বা কুমারভৃত্যা অষ্টাঙ্গায়ুর্ব্বেদের এক অতি প্রসিদ্ধ অঙ্গ। এই অঙ্গের বিবরণ চরক ও সুশ্রুত হইতে পাওয়া যায়। জীবকের সময়ে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে কৌমারভৃত্য নামক শাস্ত্র অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ঐ শাস্ত্রে যাঁহারা পারদর্শী হইতেন, তাঁহারা কৌমারভৃত্যক উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। জীবক কৌমারভৃত্যক তক্ষশিলা নগরস্থ কোন প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় পণ্ডিতের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া কৌমারভৃত্য শাস্ত্রে যে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা মহাবগ্‌গ পাঠে জানিতে পারিতেছি। চরক ও সুশ্রুত ভিন্ন অন্য কোন প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে ঐ কুমারভৃত্যা বা কৌমারভৃত্য শাস্ত্রের যথাযথ বিবরণ নাই। জীবক স্বয়ং যে উহা উদ্ভাবিত করিয়াছেন, তাহাও মহাবগ্‌গে বা অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে না। বিশেষতঃ বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক উদ্ভাবিত ও প্রকাশিত যে সকল শাস্ত্রদ্বারা জগতের হিত হইতে পারে, তাহা গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। এমন কি বহুশাস্ত্রদর্শী মোক্ষমূলার প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিত বৌদ্ধধর্ম্মকে আর্য্যধর্ম্মের মহীয়সী কন্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সুতরাং বৌদ্ধ জীবক আত্রেয় ঋষির শিষ্য অগ্নিবেশ প্রণীত সংহিতা এবং ধন্বন্তরির শিষ্য সুশ্রুত প্রণীত সুশ্রুত সংহিতা অধ্যয়ন করিয়া কৌমারভৃত্যশাস্ত্রে যে পারদর্শী হইয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। চরক ও সুশ্রুতের নাম মহাবগ্‌গে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত না থাকিলেও আয়ুর্ব্বেদের যে সমস্ত বিবরণ ও বস্তিকর্ম্মাদি যে সকল পারিভাষিক সংজ্ঞা তাহাতে লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পাঠে স্বতই প্রতীত হইয়া উঠে যে উক্ত দুই গ্রন্থের প্রাচীনতর অংশগুলি অবশ্যই জীবকের সময়ে প্রচলিত ছিল। "প্রাচীনতর" এই বিশেষণ দেওয়ার

---

* যে চ বিস্তরতো দৃষ্টাঃ কুমারাবাধহেতবঃ।
ষট্‌সু কায়চিকিৎসাসু যে প্রোক্তাঃ পরমর্ষিভিঃ॥
সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ১ম অঃ।

পার্ব্বতক-জীবক-বন্ধক প্রভৃতিভিঃ প্রণীতাঃ কুমারাবাধহেতবঃ স্কন্দগ্রহপ্রভৃতয়ঃ।—ডল্লন টীকা।

For the history of জীবক see মহাবগ্‌গ vii, 1, pp. 173-193 ; অমিতায়ুর্ধ্যানসূত্র I. pp. 163-164 ; অঙ্গুত্তর নিকায় I. xiv. 6. p. 26 and the Jataka, Book I, pp. 14, 16, 320.

তাৎপর্য্য এই যে বর্ত্তমান সুশ্রুতে বুদ্ধের সমকালবর্ত্তী গৌতম সুভূতির * নাম দৃষ্ট হয়। টীকাকার ডল্লনের লেখানুসারে উহা ন্যূনাধিক দ্বিসহস্রবর্ষীয় নাগার্জ্জুনকর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত এবং বর্ত্তমান চরক সংহিতার অন্তিম ৪১টী অধ্যায় পঞ্চনদে জাত দৃঢ়বল কর্ত্তৃক সংযোজিত।

বৌদ্ধ পালিগ্রন্থ সুত্তপিটকের পরিত্ত নামক অধ্যায়ে মানবদেহের যে বত্রিশটী উপাদানের কথা লিখিত হইয়াছে, সে সমস্তই প্রায় চরক সুশ্রুতে পাওয়া যায়। ফলতঃ হিন্দুর চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশেষ পক্ষপাতী বৌদ্ধগণ ঐ শাস্ত্রের যথেষ্ট অনুশীলন করিয়াছিলেন, নূতন তত্ত্ব অধিক কিছু উদ্ভাবিত করেন নাই। জীবক ও নাগার্জ্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধপণ্ডিতগণ আয়ুর্ব্বেদেরই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদ, এবং গজায়ুর্ব্বেদ ও অশ্বায়ুর্ব্বেদের তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া মনুষ্য-চিকিৎসা ও পশু চিকিৎসা দেশ বিদেশে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

বরাহমিহিরপ্রণীত বৃহজ্জাতকের টীকাকার ভট্টোৎপল ৮৮৮ শকে অর্থাৎ ৯৬৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি তাঁহার টীকায় চরকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং খৃষ্টের দশম শতাব্দীতে চরকসংহিতা প্রচলিত ছিল। মহাকবি কালিদাস পঞ্চম শতাব্দীর অধস্তন নহেন এবং আবস্তিক জ্যোতির্ব্বিৎ বরাহ মিহির ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে স্ব স্ব গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদোক্ত যে যে বিষয় বিবৃত করিয়াছেন, তাহা চরক ও সুশ্রুতের অনুবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব তাঁহারা উভয়ে চরক এবং সুশ্রুতের নাম উল্লেখ না করিলেও ঐ দুই গ্রন্থ যে ষষ্ঠ শতাব্দীতে পঠিত হইত, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। বুদ্ধচরিতপ্রণেতা অশ্বঘোষ কনিষ্কের সমকালবর্ত্তী। কনিষ্ক খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীতে বর্ত্তমান থাকিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সহায়তা করিয়াছিলেন। অশ্বঘোষ তৎপ্রণীত বুদ্ধচরিতে স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন যে, যে চিকিৎসাশাস্ত্র অত্রি প্রণয়ন করেন নাই, তাহা পরে তৎপুত্র কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। এই চিকিৎসা গ্রন্থ অত্রিপুত্র পুনর্ব্বসুপ্রোক্ত অগ্নিবেশ তন্ত্র ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। সুতরাং এই অগ্নিবেশ তন্ত্র যে খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। অশ্বঘোষ 'চকার' এই লিটের পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। পাণিনি কলাপ প্রভৃতি প্রাচীন বৈয়াকরণেরা পরোক্ষে অর্থাৎ যাহা নিজে দেখিতে পারেন না, এমন স্থলে লিট্ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অতএব অত্রিনন্দন পুনর্ব্বসু, অশ্বঘোষের অনেক পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, ইহা অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আমাদের আর্য্যশাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া আমাদের জ্ঞানরূপ বৃক্ষের পরিধি যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহাদের অসতর্কতা বশতঃ বা অন্যকারণে স্থানে স্থানে তাঁহাদের লেখনীপ্রসূত গ্রন্থাদিতে যে সকল ভ্রম প্রমাদ লক্ষিত হয়, তাহা বিনীতভাবে প্রদর্শন করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য, তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিলাম।

অত্রিনন্দন ভগবান্ পুনর্ব্বসুর অন্যতম শিষ্য ভেল তদীয় সংহিতার গান্ধারভূমি ও স্বর্গ-

* সুশ্রুত শারীর স্থানে, অঙ্গুত্তর নিকায় ১।১৪।২, এবং প্রজ্ঞা পারমিতায় সুভূতির নাম উল্লিখিত আছে।

মার্গদ রাজর্ষি নগ্নজিতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঞ্জোররাজপ্রাসাদের সংস্কৃতগ্রন্থের তালিকা লেখক প্রবীণ পণ্ডিত বার্ণেল লিখিয়াছেন, "The repeated mention of গান্ধার and the neighbouring countries suggests that it was composed thereabout, and therefore probably under Greek influences." p. 64. এরূপ উক্তি তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের পক্ষে উচিত হয় নাই। কারণ শতপথ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে গান্ধার এবং নগ্নজিতের নাম পাওয়া যায়। বিশেষতঃ ভেলসংহিতায় চন্দ্রভাগা তনয় পুনর্ব্বসু এই প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। মহামতি অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ পাণিনি যেন ঐ শব্দটি ও তদনুরূপ অন্যান্য শব্দ লক্ষ্য করিয়াই সূত্র লিখিলেন, অবৃদ্ধাভ্যো নদী মানুষেভ্যস্তন্নামিকাভ্যঃ। ৪। ১। ১১৩। এই সূত্রের প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয়, পুনর্ব্বসুর মাতার নাম চন্দ্রভাগা। চন্দ্রভাগা নামে নদীও সিন্ধু নদীর শাখা। রসসারগ্রন্থকর্ত্তা তদীয় পুস্তকের শেষে লিখিয়াছেন যে বৌদ্ধদিগের মত জানিয়া রসসার লিখিলাম এবং ভোটদেশী বৌদ্ধেরা এইরূপ জানেন। তদ্দৃষ্টে বার্ণেল্ লিখিলেন—"By Buddhas he probably meant the Mahommedans * * * though studies of this nature were much pursued by the later Buddhas" এরূপ উক্তিও তাঁহার পক্ষে শোভা পায় না। এস্থলে বৌদ্ধ মুসলমান নহেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস লেখক বেবর (Weber) পাণিনি সূত্রে শ্রমণ শব্দ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, এই শ্রমণ শব্দ বৌদ্ধসন্ন্যাসীবাচক,অথচ তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ও বৃহদারণ্যক উপনিষদেও শ্রমণ শব্দ উল্লিখিত আছে। তাঁহারা উভয়ে (বার্ণেল ও বেবার) পাতঞ্জল মহাভাষ্য খ্রীষ্টের সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর গ্রন্থ, এই মত প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এইরূপ আরও অনেক কথা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদের ভ্রম দেখাইতে পারা যায়।

হিন্দু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বায়ু পিত্ত কফ এই ত্রিধাতুর বৈষম্যই সমস্ত রোগের নিদান, এই তত্ত্ব সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে। এই নিদান তত্ত্বের সহিত পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের humoral patholgyর ন্যূনাধিক সাদৃশ্য আছে। এতটা সাদৃশ্য বিনা ঋণ গ্রহণে উৎপন্ন হইতে পারে না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই তত্ত্ব হিন্দুদিগের উদ্ভাবিত বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। গ্রীক চিকিৎসক হিপক্রেতিসের উদ্ভাবিত ঐ তত্ত্ব পরবর্ত্তীকালে ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল, এইরূপ তাঁহাদের অভিপ্রায়। ফরাসী পণ্ডিত লিএতার্দ হিন্দুজাতির আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এমন কথা বলিয়াছেন, যে যদি অবিসম্বাদিতরূপে প্রতিপন্ন হয় যে হিন্দুদের মধ্যে এই ত্রিধাতু তত্ত্ব হিপক্রেতিসের জন্মের পূর্ব্বতন কালে বিদ্যমান ছিল, তাহা হইলে হিন্দুদিগের চিকিৎসাশাস্ত্র গ্রীক শাস্ত্র হইতে প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; এমন কি গ্রীকরাই হিন্দুদের নিকট ঐ তত্ত্ব ঋণ করিয়াছেন, তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে। এখন আমরা প্রতিপন্ন করিতে চাহি যে হিপক্রেতিসের পূর্ব্বেও ঐ তত্ত্ব হিন্দুদের শাস্ত্রে বিদ্যমান ছিল। অথর্ব্ববেদে এক স্থলে

"বাতীকৃত নাশনং" * এই শব্দের প্রয়োগ আছে। ঐ শব্দের স্পষ্ট অর্থ বাত প্রকোপ বিনাশকারী। তদ্ভিন্ন অন্য কোনরূপ অর্থ ঐ স্থানে সঙ্গত হয় না। ব্লুমফিল্ড্ ও জলি সাহেব ঐ অর্থ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে অথর্ব্ববেদের সময়ে বাতের প্রকোপে পীড়া হয়, এই তত্ত্ব বিদ্যমান ছিল স্বীকার করিতে হইবে। অথর্ব্ববেদকে যাঁহারা নিতান্ত আধুনিক বলেন, তাঁহারাও উহাকে হিপক্রেতিসের পরবর্ত্তী বলিতে সাহস করিবেন না। †

আর একটি প্রমাণ দিব। বৌদ্ধদিগের বিনয় পিটকে বুদ্ধদেব আনন্দকে বলিতেছেন "দোষ জনিত পীড়া হইয়াছে তাহা আরোগ্য করিতে হইবে। ‡ এই দোষ শব্দের আয়ুর্ব্বেদসম্মত অর্থ ত্রিধাতুবৈষম্য। ইহার ইংরাজি অনুবাদ disturbance of the humours রিস ডেবিড্‌স এবং ওলদেনবার্গের মতে বিনয়পিটকের যে অংশে ঐ কথা আছে, সে অংশ বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের ১৫০ বৎসর পরে রচিত। তাহা হইলে বিনয় পিটকের ঐ অংশ খ্রীঃ পূঃ ৪০০—৩৫০ মধ্যে রচিত হয়। হিপক্রেতিসের জন্মকাল ৪৬০ পূঃ খ্রীঃ; তিনি প্রায় শত বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাহা হইলে হিপক্রেতিস জীবিত থাকিতেই বিনয়পিটকের ঐ অংশ রচিত হইয়াছিল স্বীকার করিতে হয়। তাঁহার জীবৎকালেই যে তাঁহার উদ্ভাবিত তত্ত্ব ভারতবর্ষে আনীত ও ভারতবর্ষের জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল ইহা স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ যখন আলেকজাণ্ডারের ভারত প্রবেশের পূর্ব্বে অর্থাৎ ৩২৭ পূঃ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গ্রীকগণের সহিত ভারতবাসীদের কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণ নাই, তখন বিনয়পিটকের উল্লিখিত ত্রিধাতু তত্ত্ব যে ভারতবাসীরা গ্রীকদিগের নিকট পাইয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না। কাজেই আয়ুর্ব্বেদের ত্রিধাতু তত্ত্ব যে গ্রীকদিগের নিকট গৃহীত নহে, উহা অন্ততঃ হিপক্রেতিসের সময়ে, সম্ভবতঃ তাঁহার অনেক পূর্ব্বেও, ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, ইহা না মানিলে চলে না।

ইউরোপীয় মনীষীরা গ্রীক্ সভ্যতার পক্ষপাতী এবং আশৈশব গ্রীক্ ভাবে ওতপ্রোতরূপে অনুপ্রাণিত। তাঁহারা গ্রীক্‌দিগের যে পক্ষপাতী হইবেন, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমরা কয়জন আমাদের দেশের শাস্ত্র পড়ি? কে আমাদের দেশের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান করেন? ইউরোপীয়গণই আমাদের পথপ্রদর্শক। তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়া যদি ভারতের ইতিহাসের উপকরণ সংগৃহীত করিতে পারি, তবেই মঙ্গল, নতুবা কেবল তাঁহাদের দোষ প্রদর্শন করিলেই আমাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইবে না।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

শ্রীনবকান্ত গুহ কবিভূষণ।

---

* অথর্ব্ব বেদ সংহিতা—VI, 44, 3.

† M. Liétard ; Bulletin de l' Academie de Médicin, Paris, mai 5, 1896, et mai 11, 1897.

‡ বিনয় পিটক—Intro. p. xxiii.

শরৎ-কালী।

(গ্রাম্য কবিতা)

শরৎকালে রাণী বলে বিনয় বচন,
আর শুনেছ গিরিরাজ নিশির স্বপন।
মায়া করি শুনায় গৌরী মোর আঙ্গিনায় আসি,
মা বলিয়া কাঁদছে কত মোর নিকটে বসি।
রাণী কেঁদে কন বিবাহ দেন পাগল পতির ঠাঁই,
রাত্রি দিনে শ্মশান বিনে আর না বুঝে তাই।
সে কথা বল্‌তে উষ্ণ করে মার্‌তে আসে ধেয়ে,
অন্ন বিনে প্রাণ বাঁচে না বঞ্চিব কি খেয়ে।
শূন্য পুরী রৈতে নারি তার করিব কি,
অশোক বনে ছিলেন যেমন জনকরাজার ঝি।
ব্যথিত কুলে মন্দ বলে কেউ না করে দেখা,
ভাং ঘুটিতে জন্ম গেল এও ললাটের লেখা।
বৎসর কত হ'ল গত করছে হরের ঘর,
চল গিরি আন্‌তে গৌরী কৈলাস শিখর।
হিমালয় বলে হায় শুন মেনকা রাণী,
নিদ্রায় দেখেছ কত নিদ্রার ভবানী।
নিশির ঘুমে মন ভ্রমে স্বর্গমর্ত্ত্য দেখে,
স্বপ্ন কালে রাজা হ'লে তাই কতক্ষণ থাকে।
সেই জামতা পাগল বেটা পরছে বাঘের ছাল,
বম্ বম্ বম্ ফিরছে সদা বাদ্য করে গাল।
বৃদ্ধ যেমন করছে গমন বলদ সঙ্গে চলে,
তাহার, কথার সঙ্গে কেউ না পারে পঞ্চমুখে বলে।
তা'র, নাহিক লাজ ফকির সাজ ফিরে সর্ব্বদেশ,

*　　*　　*　　*

পিতার নির্ণয় নাই জেরে বেটা শিব।
কন্যা হ'লে বিভা দিলে গোত্রত্যাগী হয়,
ধিক্ থাক্ তোর এমন প্রাণে নাইক লাজের ভয়।
ইচ্ছা যদি থাকে তোর মরছিস্ কেন দুখে,
যা কৈলাসে হরের কাছে থাক্‌বি গিয়ে সুখে।

বৃষে চড়ি দড়াদড়ি ফিরবি নানা দেশ,
দেখবি গৌরী ত্রিপুরারি থাকবি বড় বেশ।
গত বৎসর আমার সঙ্গে করেছে লড়ালড়ি,
ফিরে পুনঃ যেতে বল সেই জামতার বাড়ি।
রাণী কয় উচিত নয় দুষ্ট তোমার হিয়া,
কে হয়েছে এত কঠিন কন্যা বিভা দিয়া।
দুষ্ট লোকের নষ্ট কথা কুশল না হয় যাতে,
যাহার নিকটে প্রাণ সপেছে মান কর তার সাথে।
সে যে দেব দেব মহাদেব বসে সর্ব্ব ঘটে,
ত্রিভুবনের গঙ্গা ছিল কোন্ দেবতার জটে।
বিভার রাত্রে দেখতে জামাই মূর্ত্তি অনুপম,
গোকুলের গোবিন্দ কিবা অযোধ্যার রাম।
সেই জামতার নিন্দা কথা কখনও না বলো,
সেই পাতকে দক্ষরাজার যজ্ঞ নষ্ট হলো।
আমি শম্ভু নামে সেধেছিলাম কত,
দুর্গা সখা শিব জামতা মিলেছে মনোমত।
তবে চল রতি শীঘ্রগতি গৌণ কর কিসে,
তোমার কথায় প্রাণের ব্যথা জারলো যেন বিষে।
আমি হিয়ানলে শোকাজলে দুঃখে ডুবে আছি,
তোমার গৌরী ধন্বতরি তারে আন্‌লে বাঁচি।
গিরি বলে এবার গেলে আস্‌বো বিরূপ হয়ে,
যা হ'ক তা হ'ক যাব কোন্ দ্রব্য লয়ে।
তা শুনে মেনকা রাণী উঠ্‌লেন শীঘ্র করি,
চিনি মণ্ডা মনোহারা দিলেন ভাণ্ড ভরি।
মিছির শর মিছিরির নাড়ু স্বস্তি থরে থর,
এলাচদানা চিনিরপানা ক্ষীর তক্তিসর।
গুড় চিনি বাতাসা মধু কত লেখা যায়।
ভাঙের নাড়ু সিদ্ধি পেলে পঞ্চমুখে খায়।
তবে গিরি যত্ন করি নিলেন উপহার,
পঞ্চমীতে যাত্রা করেন শাস্ত্রের বিচার।
ভাবি মনে গজাননে করেন দণ্ডবৎ,
গঙ্গা আন্‌তে যেমন চল্‌লেন ভগীরথ।

কোথাকার, কৈলাসপুরী সভা করি বসেছে দেবগণ,
দেব সঙ্গে নারদমুনি আর পঞ্চানন।
বিপদ কালে নারদমুনি তুষ্ট হলেন যাতে,
ছাড়্‌লেন কোন্দলের ঝুলি মহাদেবের মাথে।
শ্বশুরে জামতায় যথন দরশন হ'ল,
হুতাশন মধ্যে যেন ঘৃত ঢেলে দিল।
বিষ নাল ভাঙ্গিলে যেমন ব্যথা পান ফণী,
অমনি, গর্জ্জিয়া উঠিলেন ঠাকুর দেব চূড়ামণি।
বল্‌ছে বাণী শূলপাণি উষ্ণ করে মনে,
অরে, দেবের মুখ দেখিতে পাষাণ আস্‌ছেন কেনে।
তখন বল্‌ছে গিরি কপট করি কি বলিব আর,
গত নিশি দেব দৃষ্টি হয়েছে মেনকার।
অন্নপানি না খায় রাণী ভাবছে সর্ব্বক্ষণ,
জান্‌তে এলাম কোন্ দেবতা কর্‌ছে বিড়ম্বন।
রোগ ঔষধের কর্ত্তা বটে রক্ষা করেন জীব,
মনে হাসেন কথা কন লজ্জা পেলেন শিব।
তখন, সম্ভাষ সম্ভাষ বলি বল্‌লেন মহাশয়,
দেব সভাতে প্রণাম লয়ে বস্‌লেন হিমালয়।
গুটি পাঁচ সাত সিদ্ধি বড়ি মহাদেবকে দিলেন,
ভক্তিভাবে মহাদেব তৎক্ষণাতে লইলেন।
নিজপুরী থেকে তাহা দুর্গা শুনিল,
যত্ন করিয়া পিতা ডাকিয়া আনিল।
নিঠুর কঠোর হয়েছ তুমি পাসরিয়াছ ঝি,
শিব নিন্দা কর্‌ছ কত তার বলিব কি।
কও গো বাবা কত কথা তা পাবনি পাছে,
সত্য করে বল বাবা মা কেমনে আছে।
তুমি বল নিঠুর কঠোর, শম্ভু বলে শিশে,
ছার মেনকার বাক্য শুনে তোমায় নিতে এলে।
তা শুনিয়া গৌরীমাতা কাঁদিয়া অস্থির,
পাহাড়ে মেঘের বৃষ্টি যেন পড়্‌ছে আঁখি নীর:
মেনকা দিয়াছিলেন সন্দেশ দিলেন দুর্গার হাতে,
ক্ষমা পেলেন নারায়ণী তুষ্ট হলেন তাতে।

যত্ন করি মহেশ্বরী রন্ধন করিলা,
শ্বশুরে জামতায় তাহে ভোজনে বসিলা।
বাপকে বসিতে দিলা রত্নসিংহাসন,
শিবকে বসিতে দিলা ভাঙ্গা কুশাসন।
শয়নকালে দুর্গা বলে আজ্ঞা দেহ স্বামী
ইচ্ছা করে পিতার বাড়ী কাল যাইব আমি।
কি দুঃখে যাবে দুর্গা কিছু কি আমার নাই,
দেখেছি তোমার কাঙ্গাল পিতার ঘর দরজা নাই।
দুর্গা বলে আমি ক'লে পাছে দ্বন্দ্ব হবে,
সেই যে আমার কাঙ্গাল পিতা ভিখ্ মেগেছে কবে।
তারা, নানা দান পুণ্যবান দেব কার্য্য করে,
এক দফাতে কাঙ্গাল বটে ভাং নাই তাদের ঘরে।
নানা রসে ভুলে শেষে বল্‌ছেন ত্রিলোচন,
মর্ত্ত্যে গিয়া কি আনিবে আমার কারণ।
গুটি পাঁচ সাত বিল্বপত্র এই আমি পাই,
দুর্গা বলে প্রভু ছাড়া কোন্ দ্রব্য খাই।
এইরূপে নানা কথায় পোহাল রজনী,
সকাল বেলা নায়ে চল্লেন জগৎ জননী।
উল্কি ফোঁটা সিন্দুর ছটা মুক্তা বান্ধা কেশে,
সোণার ঝাঁপা কনক চাঁপা শিব ভুলেছেন বেশে।
গলায় সুচন্দ্র হার নিশ্চন্দ্র তার উপরে,
চন্দ্র যদি অস্ত যান কি করে সে চন্দরে।
চল্‌লেন বাপের বাড়ী দেব ভগবতী,
সঙ্গে কার্ত্তিক গণেশ আর লক্ষ্মী সরস্বতী।
জয়া বিজয়া চল্‌লেন দিয়া দরশন,
গুপ্তবেশে চল্‌লো শেষে দেব পঞ্চানন।
সারি সারি শঙ্খ বাজে উলু ঝাঁকে ঝাঁক,

*　　*　　*

উমা এলে রাণী ভাগ্যবান

*　　*　　*

মর্ত্ত্যলোকে পূজে যাহা বড় ভাগ্যবান
পূজিয়া অভয়পদ পায় পরিত্রাণ।

ধুপ দীপ নৈবেদ্য আদি সমেত গঙ্গাজল,
দেবগণে সাবধানে গাইছে মঙ্গল।
উমা কোলে রাণী বলে চুম্ব দিয়া মুখে,
কহ তারিণী হরের ঘরে ছিলে কেমন সুখে।
পঞ্চ রাজার ধন যেমন অমূল্য রতন,
অযোধ্যায় রামকে পেলে হরষিত যেমন।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

শব্দ সমালোচনা।

আলিফ

[নিম্নলিখিত সাঙ্কেতিক অক্ষরগুলি পাঠকবর্গ স্মরণ করিয়া রাখিবেন। পা=পার্সী, আ=আরবী, তু=তুর্কী, সং=সংস্কৃত, হি=হিন্দী, উ=উর্দ্দু, বাং=বাঙ্গালা এবং ইং=ইংরাজি।

আমরা এই প্রবন্ধে যে সকল পার্সী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, সেইগুলির সমালোচনা করিব। পার্সী বর্ণমালা অনুসারে শব্দগুলি সাজান হইতেছে। আমাদের এই প্রবন্ধে এমনও অনেকগুলি পার্সী শব্দ মধ্যে মধ্যে সন্নিবেশিত হইবে, যে গুলি বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত নহে বটে, কিন্তু যেগুলি সমার্থবোধক সংস্কৃত শব্দের সহিত অভিন্ন, কেবল ভিন্ন ভাষার অক্ষরে বানান করা মাত্র, যথা—অস্প=অশ্ব, উশতর=উষ্ট্র, অঙ্গুশত্=অঙ্গুলি, অঙ্গুষ্ঠ, ইত্যাদি।

আব (পা)—ইহার প্রকৃত অর্থ জল—কিন্তু চমক্ প্রভৃতি অর্থেও ইহার ব্যবহার আছে, যথা—হীরক সম্বন্ধে আব বলিলে উজ্জ্বলতা বুঝায়। তরবারি সম্বন্ধে তীক্ষ্ণতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবহাওয়া=জল বায়ু; এখানে আব অর্থে জল=অপ্ (সং)।

আবদার এবং আবদারি (পা)=উজ্জ্বল অথবা উজ্জ্বলতা। "এই মুক্তাটির চমৎকার আবদারি।" বাঙ্গালী জহুরীরাও এইরূপ বলিয়া থাকে। ছেলেরা যে আবদার করিয়া থাকে, সে আবদার কথার সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। বাঙ্গালার এই আবদার কথাটী হিন্দী আবদা=তীব্র ইচ্ছা, হইতে উৎপন্ন।

আব, আবু (আ)=পিতা। আবু হোসেন, আবু বকর প্রভৃতি শব্দের মধ্যে আবু=পিতা বা পিতৃস্থানীয় বা সম্মানার্হ।

আবাদ (পা)=যেখানে লোকজন বসবাস করিতেছে। আমাদের দেশে যে জমিতে চাষ বাস হইতেছে সেই জমিকে আবাদ জমি বলে। কিন্তু উর্দ্দুতে আবাদ অর্থে বসতিযুক্ত। অমুক বাদশাহ অমুক সহর আবাদ করিলেন অনেক সহরের সঙ্গে আবাদ শব্দ সংযুক্তও

থাকে যথা—সাজেহানাবাদ, আওরাঙ্গাবাদ, ফৈজাবাদ, শিকোহাবাদ (যাহা দারাশিকোহ কর্তৃক স্থাপিত)। "এমন মানব জনম রৈল পতিত, আবাদ করলে ফল্‌তো সোণা।"

রামপ্রসাদ।

আবখোরা (পা)=জলপান করিবার বাসন।

অব্‌র্ (পা)=অভ্রক (সং)=অভ্র (বাং)।

আবরূ (পা)=ইজ্জত, সম্মান, সুনাম। বাঙ্গালাতেও প্রায় এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়, তবে স্ত্রীলোকঘটিত সম্মান সম্বন্ধে ইহার প্রয়োগ অধিক।

অব্রূ (পা)=ভ্রূ (সং)।

আবকার (পা)=যাহারা মদিরা বিক্রয় করে। আমাদের দেশে আবকারী শব্দে মাদক দ্রব্যের ব্যবসায়কে বুঝায়।

আবনুস (আ), (ইহা এবনিয়স্ শব্দ হইতে উৎপন্ন—ইংরাজীতে এবনি কহে)=কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠবিশেষ=আবলুস (বাং)।

আতালিক (তু)=রীতিনীতি শিক্ষাদাতা।

আতস (পা)=অগ্নি। আতসবাজী শব্দে অগ্নিসংশ্লিষ্ট ক্রীড়াকে বুঝায়।

আসার (অ)=চিহ্ন, পুরাতন নিশানা। আমাদের দেশে প্রাচীরের গাঁথনি যদি ভবিষ্যতে বাড়াইতে হয়, এজন্য 'আসার' রাখিয়া দেয়।

ইজারা (আ)=ঠেকা। বাঙ্গালাতেও ঐ অর্থ।

ইজারা (আ)=জেরা (বাং) জারি করা।

ইজলাস (আ)=বৈঠক=এজলাস (বাং)=কাছারির বৈঠক।

ইজমাল (আ)=একত্রিত করা। বাঙ্গালায় এজমালি সম্পত্তি=সে সম্পত্তি পাঁচজনে একত্রে ভোগ করে।

অচি (তু)=বড় ভাই। বাঙ্গালায় "অলি অচি"=অভিভাবক।

আজনবী (আ)=বিদেশী মনুষ্য। এজন্য বাঙ্গালা ভাষায় যাহা কিছু অদ্ভুত তাহাকেই আজনবী বলে।

ইজহার (আ)=প্রকাশ করিয়া বলা=এজেহার (বাং)।

আচার (পা)=অম্লরসাত্মক চর্ব্বচোষ্য খাদ্য=আচার (বাং)।

আহ্‌মক্ (আ)=নেহায়ৎ বেওকুফ=আহাম্মুক (বাং)=বুদ্ধিহীন।

অহ্‌মাল (আ)=বোঝ সমূহ। (হমল্=বোঝ=গর্ভ, যেহেতু গর্ভও একটা বোঝ) বাঙ্গালায় এই কথা মোকর্দ্দমা সম্বন্ধীয় ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়।

আহো আল (আ)=বর্ত্তমান অবস্থাসমূহ। হাল শব্দের বহুবচন। বাঙ্গালায়ও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। "লোকটার আহো আল কেমন বল ত?"

আখ্‌বার (আ)=খবর সমূহ, সুতরাং খবরের কাগজ।

ইখ্‌তিয়ার (আ)=স্বীকার করিয়া লওয়া, মানিয়া লওয়া। অধিকার অর্থে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়=এক্তার।

আখির (আ)=দুসরা, যাহা পরে আছে। বাঙ্গালাতে আখির মানে শেষ। "আমার আখেরের কি উপায় করে?" "লোকটা আখের খোয়ালে।"

আদব্‌ (আ)=উত্তম রীতিনীতি। আদব যাহার নাই সে বেআদব (বাং)।

আদমী (আ)=মনুষ্য; কারণ সকল মনুষ্যই প্রথম পেগম্বর আদম্‌ হইতে উৎপন্ন।

আদম শুমারী (পা)=মনুষ্য গণনা=Census.

আজান (আ)=নমাজ করিবার সময়কার শব্দ।

আরাম (পা)=চায়েন, সুখ।

আরায়েশ (পা)=সৌন্দর্য্য। আমাদের দেশে আরাশের কাজ মানে যে কাজে চুণকামের উপর মাজিয়া ঘসিয়া অধিক সৌন্দর্য্য বিধান করা হইয়াছে।

উর্দ্দু (পা)=বাদশাহী লস্কর বা যেখানে লস্কর থাকে। আকবর বাদশাহের সময়ে লস্কর সম্পৃক্ত বাজারে যে কথাবার্ত্তা প্রচলিত ছিল, তাহাতে হিন্দুস্থানের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভাষা মিশ্রিত থাকাতে আকবর শাহ এ মিশ্রিত ভাষা সর্ব্বত্র প্রচলিত করিতে ইচ্ছুক হয়েন এবং সভাসদগণকে এ ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করিতে আদেশ দেন। এইরূপে একটি নূতন ভাষার সৃষ্টি হইল এবং উর্দ্দুঈ বাজার হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার নাম উর্দ্দু হইল।

আসামী (আ)=নাম সমূহ। বাঙ্গালায় যাহার বিরুদ্ধে নালিশ করা হয়, সেই আসামী। কি প্রকারে হইল বুঝা যায় না।

আস্‌বাব (আ)=কারণ সমূহ, বস্তু সমূহ। (এ দেশে ও বাঙ্গালাতে ক্রমে ক্রমে) =জিনিষপত্র।

অস্‌প্‌ (পা)=অশ্ব (সং)।

উস্তাদ (পা)=শিক্ষক।

উস্তাকার (পা)=শিক্ষক। বাঙ্গালায় ওস্তাদ=যাহার চালাকি বেশী। বাঙ্গালায় ওস্তাগর কথা আছে, অর্থ উচ্চদরের কারিকর।

অস্তর (পা)=যে কাপড় জামা প্রভৃতির ভিতরের দিকে লাগান হয়।

আস্তীন (পা)=কোর্‌তা জামা প্রভৃতির হাত।

ইস্‌লাম (আ)=মুসলমান হওয়া।

আসোয়ার (আ)=সওয়ার সমূহ। বাঙ্গালা দেশে খালি সওয়ার।

আস্‌মানী (পা)=নীলরঙ। যেহেতু আস্‌মান বা আকাশের রঙ নীল।

ইসারা (আ)=ইঙ্গিত।

আসাম (পা)=স্বনাম প্রসিদ্ধ দেশ।

উস্তর্‌ (পা)=উট।

ইস্তহার (আ) (সোহরত=প্রচার শব্দ হইতে উৎপন্ন)=বিজ্ঞাপন। বাঙ্গালায় এস্তেহার।

আশ্‌রফী (পা)=স্বর্ণমুদ্রা। আশরফ্‌ নামক বাদশাহ কর্ত্তৃক প্রথম প্রচলিত হয়, ওজন দশমাসা। এইজন্য ইহার নাম আশ্‌রফি।

আশনা (পা)=দোস্ত, বেলাগি, বন্ধু। বাঙ্গালায় আসনা=বন্ধু। কোন স্ত্রীপুরুষে অসামাজিক প্রণয় ঘটিলে আমরা বলিয়া থাকি, অমুকের সহিত অমুকের আস্‌নাই হইয়াছে।

ইস্তবল্‌ (আ)=ঘোড়া রাখিবার স্থান=আস্তাবল (বাং)।

আসল্‌ (আ)=মূল। বাঙ্গালাতেও ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয়, যাহা নকল নয় ঠিক তাহাকে বলে।

ইত্তিলা (আ)=খবর দেওয়া=এতেলা (বাং)।

আলী (আ)=বহু উচ্চ। বাঙ্গালায় অমুকের ভারি আলী মেজাজ=উঁচু মেজাজ।

আলিম্‌ (আ)=বিদ্বান্‌।

উলমা (আ)=বিদ্বান্‌। উভয় শব্দই ইল্‌ম্‌ শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইল্‌ম্‌ (আ)=বিদ্যা সমস্‌-উল-উলমা

আয়মাল (আ)=গ্রাম ও পরগণা।

আফৎ (আ)=আপদ।

আফ্‌তাব (পা)=সূর্য্য। "আফ্‌তাব চাঁদ বাহাদুর।"

আফ্‌শোষ্‌ (পা)=দুঃখ প্রকাশক আহা বলা=আপশোস (বাং)।

আপস্‌ (উ)=পরস্পর=আপোস (বাং)। "আপোসে মিটাইয়া ফেল।"

ইব্‌ন্‌, বিন্‌ (আ)=পুত্র। "জাহাঙ্গীর ইব্‌ন্‌ আকবর।" "মহম্মদ বিন্‌ কাসিম।" "ইব্‌ন্‌ বতোতা।"

আফিউন্‌ (আ)=আফিম্‌ (উ)=অহিফেন (সং)=আপিং (বাং)।

আসান (উ)=সহজ।

আশা (আ)=দন্ড। "আশা শোঁটা।"

অক্‌সর্‌ (আ)=বহুত জেয়াদা=সচরাচর। বাঙ্গালা আকসার মানেও সচরাচর।

আল্লা (আ)=খোদাতালা=ঈশ্বর।

আলবত্তা (আ)=বেহ্‌শকী (উ)=নিঃসন্দেহ (বাং)।

আলাহিদা (উ)=জুদা=ভিন্ন।

আম্‌ (আ)=অম্বা (সং)=মা (বাং)।

আমানৎ (আ)=কাহারও নিকট কোন বস্তু রাখিয়া দেওয়া।

আমীর (আ)=বড়লোক।

আমেজ (পা)=মিলিত। "হাওয়াটাতে আতরের গন্ধের আমেজ আসছে" অর্থাৎ আতরের গন্ধে মিলিত।

আমিন্ (আ)=ঈশ্বর এইরূপই যেন করেন=স্বস্তি (সং)=Amen (ইং)। আমাদের দেশে সত্যনারায়ণের কথা সমাপ্তির পর আমিন আমিন শব্দ উচ্চারণ করা হয়; উহা স্বস্তিবচন মাত্র।

আমীন (আ)—যাহার নিকট কোন বস্তু আমানত রাখা হয়। আমাদের দেশে যে ব্যক্তি জরিপ করে, তাহাকে আমীন বলে।

আনার (পা)=দাড়িম্ব।

আলোয়ান (আ)—রঙসমূহ। অতএব যাহাতে রঙসমূহ ফলান আছে, তাহাই আলোয়ান।

আম্ব (পা)—আম্র (সং)।

আন্দাজ (পা)=অনুমান; ডৌল।

অন্দর (পা)—ভিতর। অন্দর মহল—ভিতরের মহল।

আঙ্গুশত (পা)=অঙ্গুলী (বাং)

"নহর্ জন্ জন্ হর্ মরদ্ মরদ্
খোদা পঞ্চ অঙ্গুশত্না একসাঁ করদ্।

প্রত্যেক স্ত্রী স্ত্রীলোকের মত হয় না এবং প্রত্যেক পুরুষ পুরুষের মত হয় না; ঈশ্বর পাঁচ অঙ্গুলি একপ্রকার করেন নাই।

আঙ্গুর (পা)=স্বনাম প্রসিদ্ধ ফল।

আওয়াজ (পা)=মুখের শব্দ সুতরাং শব্দ।

আঃ (আ)=হায়। আহা (পা)=কোন জিনিষ উত্তম বোধ হইলে আহা শব্দ প্রয়োগ করা যায়। "আহা মরি সুন্দরী"। দুঃখ প্রকাশ করিতে হইলেও বাঙ্গালায় আহা শব্দের প্রয়োগ হয়।

আহিস্তা (পা)=ধীরে=আস্তে (বাং)।

আয়েন্দা (পা)=আগামী।

আইন (পা)=রাজব্যবস্থা, কায়দা, নিয়ম।

আওলাদ (আ)—পুত্র, বংশ।

উমরা (আ)=আমীর সমূহ=ধনী সকল। আমরা সচরাচর 'আমীর ওমরা' কথা ব্যবহার করিয়া থাকি।

আসান (পা)=সহজ। "মুসকিলে আসান পীর গোরাচাঁদ।"

আসালতন্ (আ)=আছালতন, (বাং)=আসল হওয়া, আপনি উপস্থিত হওয়া,—personally—যথা বাদীকে আছালতন জবাব দেওয়া চাহি, উকিলের মারফৎ দিলে চলিবে না।

ইকরার (আ)=(আ)=হাঁ বলা, স্বীকার করা=একরার (বাং)।

আরব আ)=স্বনাম প্রসিদ্ধ দেশ।

আফ্গান (পা)=স্বনাম প্রসিদ্ধ জাতি।

আকবর (আ)=বহুত বড়া অর্থাৎ খুব উচ্চ। "আকবর বাদশাহ।"

আতলাস্ (আ)=Atlas (ইং)=রেশমী শাদা কাপড়। আরবদিগের অভ্যুদয়কালে শাদা রেশমী কাপড়ের উপর পৃথিবীর মানচিত্র বুনিয়া রাখা হইত।

আমদনী (পা)=আমদানী (বাং)=আয়।

ইমাম্ (আ)=পেশওয়া অর্থাৎ যিনি অগ্রে অগ্রে গমন করেন। ঈশ্বরের ইমাম্ হজরত আলী প্রভৃতি।

ইমান (আ =অন্তরের সহিত ঈশ্বরে বিশ্বাস করা। ইমানদার অর্থে ধার্ম্মিক। মুসলমান শব্দ ইমান হইতে উৎপন্ন। বেইমান=যাহার ইমান নাই=অধার্ম্মিক, অকৃতজ্ঞ ইত্যাদি।

ইনাম (আ)=পুরস্কার।

ইনসাফ্ (আ)=বিচার। মুন্সেফ=যিনি সুবিচার করেন।

আয়িনা (পা)=মুখ দেখিবার কাচ=দর্পণ (সং)=আয়না (বাং)।

ইন্তজার (আ)=প্রতীক্ষা করা। বাঙ্গালায় এন্তেজারি।

ইন্তজাম (আ)=বন্দোবস্ত।

উমিদ (পা)=আশা। উমিদওয়ারী=(পা)=কর্ম্মপ্রার্থী=উমেদার (বাং)।

উপসংহারে বক্তব্য এই, এক আলিফ্ এতে অ, আ, ই, উ এই কয়েকটি উচ্চারণ হইয়া থাকে। রেফ্ এর মত একটি চিহ্ন আছে, সেইটি মাথায় থাকিলে 'আ' হইবে; ঐ চিহ্নের নাম জবর্। ঐরূপ একটি চিহ্ন নীচে থাকিলে 'ই' হইবে; উহার নাম 'জের'। ইংরাজী 'কমা'র মত একটি চিহ্ন মাথায় থাকিলে 'উ' হইবে; এই চিহ্নটির নাম 'পেশ'।

শ্রীমেঘনাথ ভট্টাচার্য্য।

চট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর *)

অদ্য 'পত্রিকার' পাঠকবৃন্দকে আরো কতকগুলি ছড়া উপহার দিতেছি। আর কিছু লাভ না হউক, এরূপ ছড়ার প্রকাশের দ্বারা অনেকগুলি প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহের সুবিধা ত হইতেছে।

চট্টলী ভাষার অপূর্ব্বত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রায় সব কথাই বলা গিয়াছে। ছড়াগুলিতে তাহার পূর্ণ নিদর্শন বজায় রাখিতে গেলে, ছড়াগুলি দেশীয়দের পক্ষে সম্পূর্ণ অনধিগম্যই হইবে। এই কারণে, আমরা স্থানে স্থানে কিছু কিছু রূপান্তর করিলাম। নিম্নে চট্টলী ভাষার আরো কয়েকটি নিয়ম লিখিত হইল।

১। অসমাপিকা ক্রিয়ার অন্তস্থিত 'আ' (বা 'য়া') প্রায়ই উহ্য থাকে। যথা,—'ভিজি যাওর্' = 'ভিজিআ যাওর্'; 'তোয়াই মরিম' = 'তোয়াইআ মরিম।'

২। প্রাচীন সাহিত্যের মত নাম পুরুষে উত্তম পুরুষের ক্রিয়া হয়। যথা,—'(বাছা) লক্ষ বছর জীবো (জীয়িবে)।'

৩। তদ্রূপ, কর্ত্তৃকারকে প্রায়ই সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা,—'দেয়াএ আস্সে ঝড়'; 'জামাইএ ন খায়।'

৪। সম্বোধনে প্রায়ই 'ও' হয়। যথা—ও বুড়ি ও বুড়ি কুটনী। এই 'ও'র উচ্চারণ আবার অনেকস্থলে 'অ' র মত হয়। যেমন, অডি বেডি = ও বেটি বেটি। (অডি = অ বেডির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)।

৫। আমরা, তোমরা, তাহারা,—ইহাদের ষষ্ঠীর বহুবচনে যথাক্রমে আমরার, তোমরার এবং তাহারার হয়। সেইরূপ, তোদের = তোরার, তাদের = তারার, যাদের = যারার ইত্যাদি।

৬। অনুরোধ বা আদেশ-বাচক ক্রিয়ার সঙ্গে প্রায়ই 'না' ব্যবহৃত হয়। যেমন,—কুট না = কুট, আইওনা = আইও। ইত্যাদি। পুনরুক্তি স্থলেই ইহার প্রয়োগ বেশী হয়।

৭। মধ্যম পুরুষে তুমর্থক 'তে'র পরিবর্ত্তে 'তা' হয়। যথা—'মাউ কহিএ দা দিতা' = 'মাউ দা দিতে কহিএ'।

নিম্নে এই প্রবন্ধান্তর্গত নূতন শব্দগুলির অর্থ প্রদত্ত হইল। কোন কোন শব্দের অর্থ পূর্ব্ব প্রবন্ধে পরিদৃষ্ট হইবে।

আহল্যা—অগ্ন্যাধার।

কাউআ—('কাকাতুয়া' শব্দ জাত ?) কাক; কানি—ছিন্ন বস্ত্র-খণ্ড; কিলাই = কি লাগি—কি জন্য; কুঙুরী—('কুমারী' শব্দ জাত ?) মোরগী; বড় মোরগ = 'রাতা' কুড়া; কড়ই = যে মোরগীর ডিম পাড়িবার সময় হইয়াছে, কিন্তু এখনো পাড়ে নাই; কৈতর = কবুতর; কোড়ে বা কোরে—দিকে বা নিকটে।

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৯ম ভাগ ২য় সংখ্যা।

খর—টক।

ঘরলম্—প্রবেশ করম্ (করি)।

চইল-চালনী—যে স্ত্রীলোক চাউল চালে। ‘চালনী’র অপরার্থ,—যদ্বারা চাউল চালা যায়; বংশনির্ম্মিত এক প্রকার জিনিষ।

চেরাগ—প্রদীপ।

ছাউআ=ছাগোটা=ছাগোআ=ছাগুআ =ছাউআ—ছানাটি।

টুগুর বা টুউর—মাছ বিশেষ।

ডাউর=ডাবুর (?)—মৃত্তিকা নির্ম্মিত ক্ষুদ্র বোতল।

তও=তবুও; তৈক্যা=তকিআ—টুপি।

থির—স্থির।

দুপুরুগ্যা=দুপুরিআ; দুপুর—দ্বিপ্রহর। দেয়া=দেবা—মেঘ।

পাঙ্গলে=পাকিলে; পাডা – মরিচ পিসিবার শিলা; পাহালা=পাখালা—প্রক্ষালন করা; পিরা—গৃহের অংশ বিশেষ।

পেয়লা—এক প্রকার টক ফল বিশেষ; পোঅরি=পোখরি—পুকুর।

ফৈলে—মাছ বিশেষ।

বইট্যা—পাকানো সূতা, যদ্বারা কাঁথা প্রভৃতি সিলা যায়। বাইঅন—বেগুন; বাটা—ভাগ; বোচ্‌কা—গাঁটুরি।

ভুড়ি—বোচ্‌কা বা গাঁটুরি।

মেহেতারা—মৎস্যাশী পক্ষী বিশেষ।

লৈল্যা ইঁচা—এক প্রকার ইঁচা মাছ বিশেষ।

সুর্কা—ঝোল।

হাম্বুরি—হামাগুরি; হাঁরি কুড়ুরী—পক্ষী বিশেষ।

(৭৯)

নাচনি গিয়ে কাচনি পাড়া।
দেয়াএ আস্তে ঝড়।
কেয়া রে নাচনি, ভিজি যাওর্,
ফুলর ছাতি ধর্।
ফুলর ছাতি, বেতর বান (বাঁধ,)
নাচনিয়ে ঘরত্ আন্।

(৮০)

মণি, পুকুরত্ ন যাইস্ তুই।
ঝুঁট্যা ময়নাএ ধরি নিব তোয়াই মরিম্ মুই।

(৮১)

আস্তক্ লক্ষ্মী বস্তক্ ঘরে।
খাট বিছাই দিম্ থরে থরে।
খাটর নীচে বাঘর ছা।
যে ন মাতে তারে খা।

(৮২)

সুধা ন খায় হুধা (শুধু) ভাত,
গোয়াল্যা ন দে দই।
পিছ পিরা দি’ হরিণ ধাইল,
সুধার মারে লই।

(৮৩)

চুলো চুলো চুলো মালা।
রাম জীবনার হালা (শালা)।
চুরা চুকে বালা।
চুরাত্ কেয়া ধান?
চুলত্ ধরি আন্।
চুল কেয়া কালা?
নাক কাটি পেলা।
নাকত্ কেয়া লো?
বাবা মণির বৌ।

(৮৪)

হাম্বুরি আইএ হাম্বুরি যায়,
কালা তুলসীর তলে।
ঠাকুর বৌএ নিকলি চায়,
কপালে রতন জ্বলে।

(৮৫)

হাড়ি চুন্ চুন্ পাতিলা চুন্ চুন্,
ডেয়া ফেলে চোরে।
কৈলকাতাৰ্ত্তুন্ কি বৌ আন্‌লুম্,
সদা পরাণ পুড়ে॥

(৮৬)

ঠাকুর পোঅরির টুগুর মাছ উ্আ,
মোচরি ভাঙ্গম্ কেঁটা।
তেলৰ্ত্তুন্ তুলি ঝোলত্ দিলুম,
বাছা মণির বাটা।
বাছার বাটা কৈ?
ছিক্কা ছিঁড়ি বিলাইএ খাইয়ে,
বাছার বলাই লই॥

(৮৭)

বড়্ পোঅরির চাক্কা ইঁচা,
ডাউর ভরণ তেল।
সোণা বাবু বিহা করি,
চাকরীতে গেল॥
আইস আইস সোণা বাবু,
রৌদে পুড়ের পা।
কাপড় চোপড় ছাড়ি দেও,
চাকরে বিচৌক্ পা॥

(৮৮)

হাতত্ চুম্ব ন দিও,
কড়ি ছাড়া হইবো।
পা অত্ চুম্ব ন দিও,
বিদেশেত যাইবো॥
ললাটেত দিও চুম্ব,
লক্ষ বছর জীবো॥

(৮৯)

নিত্রালী মা বাপ রে, আওয়ো বাড়ীত্ আইও।
উঠানেত শঙ্খনদী, পা পাহালিয়া যাইও॥
হাতিনাতে কানির বোচ্কা পা মুছিয়া যাইও।
বাড়ীর পিছে মানকচু পাতা, মাথাত্ত তৈক্যা দিও।
সোণার চুলন পাড়ি দিয়ম্ পড়িয়া ঘুম যাইও॥

(৯০)

অরঙ্গ ডরঙ্গ শোলকর পাতা।
বক্কর বউঅরে ন কৈও কথা॥
আক্কা গরুঅা বাক্কা দিম্।
যবুনারে বিভা দিম্॥
উঠ উঠ যবুনা।
ছ কুড়ি বাইঅন কুট না॥
জামাইএ ন খায় কলৈ মাছ,
আঁশে আঁশে কেঁটা।
কন্ন্যার মারে কহ গৈ,
কাটৌক্ কৈতর বাছা॥

(৯১)

মাউ কহিএ দা দিতা।
দা কি লাই।
খুঁট্যা কাট্তাম্।
খুঁট্যা কি লাই?
ঘর বাইন্তাম্।
ঘর কি লাই?
বৌ আন্তাম্।
বৌঅর নাম নক্কুনি।
পোঅা হইএ এক্কুনি॥

(৯২)

অডি বেডি তৈন ঝি বেডি।
তোর লাই বুলি তিন দিন হাঁটি॥
ঘোড়ার ঠেঙ্গে বাড়া বাজি।
হাতির ঠেঙ্গে চইল চালি॥
চইল-চালনী ঘরত্ নাই।
খাজানা দিতাম মনত্ নাই॥

(৯৩)

ও বুড়ি ও বুড়ি ফুতা কাট।
কাইল বেহানে অলি হাট॥
অলি হাটত্ যাবি নী।
চড়্কা বাক্কা দিবি নি॥
চড়্কা! কিল হিয়ালে।
বুড়ী কান্দের্ বিয়ালে॥

(৯৪)

মর্দ্দিনী রে মর্দ্দিনী।
খই ভাঙ্গি দে খাম্।
খইঅত কোয়া ধান্।
চুলত্ ধরি আন্।
চুল কেয়া কালা।
নাক কাটি পেলা।
নাকত্ কোয়া লো।
ফুলমণির বৌ।

(৯৫)

অলি আয় রে আয়্।
বার্গ্যা বাঁশর চুলন রে বাছা,
কেয়াক্ বেতর বান (বাঁধ)।
গুরা বাছা চুলের্ রে মোর পূর্ণমাসীর চান।

(৯৬)

ঘুম যারে ঘুমর বাছা ঘুম যারে তুই
তোর মা গেইয়ে পইরত্ পড়ি ঘুম যা।
সোনার দিয়ম্ চুলন রে বাছা রূপার দিয়ম্ দড়ি।
চাইর কোড়ে দিয়ম্ বাছার চাইর বান্দী দাসী।
আরো একজন দিয়ম্ বাছার পাঙখা-করণী।

(৯৭)

তা থৈয়া থৈয়া নাচে বলে নন্দরাণী।
হাতত্ তালি দিয়া নাচের্ আডার যাদু বাছামণি।

(৯৮)

টাওনি ভাইঅর টুউনি।*
হারগউজা গাছর বুউনি।
সাত কাউআ আইএ যায়।
পাড়ার মাঝে খুং খায়।
কহ রে কাউআ ভাঙ্গি চুরি।
কারুতে আছে কারুতে নাই।

(৯৯)

দুধা রে দুধা, কিয়ে ভাই দুধা। †
দুধ কেয়া ন দেয়র্?
বাঘর ডরে।
বাঘে কি করে?
মারে ধরে।
বাঘর নাম কি নাম?
চোঙরা।
গাছে গাছে ভোঙরা।
হাত (সাত) গাছ বইট্যা।
গাছ বাহি উট্‌ঠে।

(১০০)

শীত করের্ বান করের্ করই ভাঙ্গি দে।
তোর করইএ মোর করইএ ভুড়ি বান্ধি দে।
ভুড়ির ভিতর চেরাক জ্বলের থালত্ পেলাই দে।
থালর মাঝে নৈল্যা ই'চা সুর্কা রান্ধি দে।
সুর্কা খাইয়ে বিলাইএ।
বউঅরে ধরি কিলাইএ।
কোড়ে পলাইম্ কোড়ে পলাইম্,
সিন্দুর গাছের তলে।
সিন্দুর গাছে দোহাই দিএ আইআ বাড়ির তলে।
আইআ বাড়িত লতা পাতা বন্ধর বাড়িত্ তেল।
তেল পড়াইতাম্ গেলুম্ রে উন্দুর শুয়া গেল্।
বাঘ মারম্ ধুম্ ধাম্ উন্দুর মারম্ শুয়া।
এই পথ দি হাঁটি যাইব মেহেতারার ছাউআ।
মেহেতারার ছাউআ নয় ভালুকর কেশ।
আর কত দূর গেলে দেইখি (দেখিবি) তোমার মা
বাপর দেশ।

(১০১)

ঝি ঁ ঝিঁ ঝিয়লা।
বুড়ীর বাড়ীত পেয়লা।
পেয়লা খাইতাম্ গেলাম্ রে।
কেঁটা ফুটি মৈলাম্ রে।
দুআ বউএ সুতা কাটে।

শ্রীআব্দুল করিম।

---

* "টাওনি ভাইঅর টুউনি" নামক খেলাতেই ইহা ব্যবহৃত হয়।

† "দুধা খেলা" নামক খেলাতেই একটু বয়স্ক ছেলেরা ইহার আবৃত্তি করে।

বাঙ্গালা পুঁথির তালিকা।

১। অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র।

আরম্ভ—

গণেশায় নমোনম আদি ব্রহ্ম নিরুপম
পরম পুরুষ পরাৎপর।
খর্ব্বস্থূল কলেবর, গজমুখ লম্বোদর,
মহাযুগী পরম সুন্দর॥

শেষ—৫৭ পৃঃ খণ্ডিত—

কেবল যমের দূত সঙ্গে জত রজপুত
নানা জাতি মোগল পাঠান।
নদী বোন এড়াইয়া নানা দেশ ছাড়াইয়া
উপনীত হইল বর্দ্ধমান॥

মন্তব্য—তারিখ লেখকের নাম ইত্যাদি নাই। অন্নদামঙ্গল সমস্ত আছে। বিদ্যা-সুন্দরের আরম্ভ মাত্র আছে॥

ঠিকানা—শ্রীঈশানচন্দ্র পাল মোক্তার, জামালপুর ময়মনসিংহ।

২। আশ্রয়নির্ণয়—কৃষ্ণদাস।

আরম্ভ—

১ম পৃষ্ঠা নাই। ২য় পৃষ্ঠায় আরম্ভ—
সিদ্ধের প্রেমাশ্রয় রসাশ্রয় আর।
আশ্রয় নির্ণয় এহি পঞ্চ প্রকার॥
এহিত কহিল সর্ব্ব আশ্রয় লক্ষণ।
প্রবর্ত্তক সাধক সিদ্ধি করি নিবেদন॥

অন্যত্র—ভক্তি বলি কারে। শ্রীগুরুচরণ। ভক্তির অন্ত কি। সদা সেবা। সেবা দুই প্রকার। কি কি দুই প্রকার। সাধকরূপে সেবা। আর সিদ্ধিরূপে সেবা। তথাহি রসামৃত সিন্ধু।

সেবা সাধক রূপেন সিদ্ধিরূপেন চাএহি
তদ্ভাব নিপ্পুণা কার্য্য ব্রজলোকানু
সারত॥

প্রেম বলি কারে। শ্রীমতি রাধিকারে। প্রেমের অন্ত কি। আসক্তি॥ ইত্যাদি॥

বিষয়—সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্ব॥

শেষ—

গুরু আজ্ঞা দিড় করি কর সাধু সঙ্গ।
তবে সে উদিত হবে প্রেমের তরঙ্গ॥
সাধু সঙ্গক বিনে হয় দিড় মতি।
রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় কুঞ্জে হয় স্থিতি॥
শ্রীগুরুকৃষ্ণ বৈষ্ণবপদে করিআ বিশ্বাষে।
আশ্রয় নির্ণয় কথা কহে কৃষ্ণদাসে।

আশ্রয় আনক্ষর (?) উদ্দিপন ভজন তর্থ-নিরোপন সমাপ্ত। ইতি শন ১২৩৭ বাঙ্গালা সনের অত্রেষ (আদর্শ ?) লিখা গ্রন্থ দেখিয়া লিখা গেল। সন ১২৪৩ বাঙ্গালা তারিখ ৮ই চৈত্র রোজ সমবার বেলা ১ প্রহর থাকিতে লিখা সম্পুর্ণ। শ্রীনবকিশোর শর্ম্মণঃ সাকিম জালালপুর পরগণে রায়দম॥

৩। গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী।

আরম্ভ—

শ্রীনাথ গণেশ গঙ্গা সর্ব্বদেবগণ।
বন্দনা করিয়া বলি শুন সর্ব্বজন॥

ভণিতা—

নবদ্বীপ বসতি, নরেন্দ্র ভূপতিপতি
গোষ্ঠীপতি পতি যার বলে।

তাঁর অধিকারে ধাম দেবীপুত্র আত্মারাম
মুখটী বিখ্যাত মহীতলে ॥

৩। গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী—

খড়দ কুলের সার বশিষ্ঠ তুলনা যার
জায়া অরুন্ধতী ঠাকুরাণী।
কি দিব উপমা তাঁর শিব শিবা অবতার—
ব্যবহারে হেন অনুমানী ॥
তাঁহার তনয় দীন শ্রীদুর্গা প্রসাদ হীন
দারা যার হরিপ্রিয়া সতী।
প্রত্যাদেশ হয় তারে ভাষা গান রচিবারে
স্বপনে কহিলা ভগবতী ॥
* * * *
নিবাস উলায় যার শ্রীদুর্গা প্রসাদ তার
কথাগুলি ভাবিতে লাগিল ॥

শেষ—

সমাপ্ত হইল এই গঙ্গা গুণ গান।
অথাষ্ট মঙ্গলা গীত অমৃত সমান ॥

তাঃ ১২৩৯ সাল। গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী পুস্তক অর্থাৎ শ্রীভগীরথ গঙ্গা আরাধনা এবং গঙ্গার আগমন ও সগর সন্তানের উদ্ধার। দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্তৃক রচিত। ইদানীং শ্রীশম্ভুচন্দ্র দত্তের দ্বারায় প্রকাশিত হইল। শ্রীযুক্ত পীতাম্বর সেন দাঃ সিন্ধুযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সন ১২৩৭ সাল ॥

মন্তব্য। বসুমতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তক হইতে মাঝে মাঝে অনেক অধিক আছে। দুঃখের বিষয় আধুনিক প্রকাশকেরা প্রাচীন কবির আদর্শ পুস্তকের সন তারিখ দেন না। সুতরাং আলোচনা কঠিন হইয়া উঠে। বোধ হয় এ পুঁথিখানি কোন ছাপান পুস্তক হইতে নকল করা।

৪। গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী—দুর্গা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

মন্তব্য—পূর্ব্ব পুঁথির সঙ্গে মিল আছে। "১২৫৭ সালে জয়মণি দেব্যার ছাপান পুঁথির দৃষ্টে লিখিত"।

৫। গঙ্গার মাহাত্ম্য—
কৃত্তিবাস পণ্ডিত।

আরম্ভ—

গঙ্গার মাহিত্য কথা শুন সর্ব্বজন।
যে কথা শুনিলে পাপ হয় বিমোচন ॥
অপূর্ব্ব গঙ্গার কথা শুন সাধু ভাই।
শুনিলে সে সব কথা আর জন্ম নাঞী ॥

ভণিতা ও শেষ—

বিশ্বামিত্র মুনি গেল রাম লক্ষণ লইয়া।
তপবন মহামুনি গেলেন চলিয়া ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতে রচে হইয়া সাবহিত।
গঙ্গার কথা কহিলাম ভগীরথের কীর্ত্তিত ॥
ইতি গঙ্গার মাহিত্য সমাপ্ত। * * *

শ্রীজয়শঙ্কর পাল সাকীন কুরূশা পরগণে পুখরিয়া। এহি পোস্তক সন ১২৫৭ সাল ভাদ্র মাসের ৭ তারিখ বেলা আন্দাজ এক প্রহরের সময়ে সমাপ্ত হইল ইতি।

শ্লোক সংখ্যা। প্রায় ৪০০ শ্লোক।

মন্তব্য—প্রাচীনত্বের লক্ষণ আছে, যথা—"গায়ত্তি গীত" "পৃথিবীত" "ভুমিত" ইত্যাদি। কৃত্তিবাসের প্রায় ৫।৬ ভণিতা আছে।

৬। গোবিন্দলীলামৃত নিগূঢ় রস নির্ণয়—নাম নাই।

আরম্ভ—৩য় পৃষ্ঠা—

গোপিকার অঙ্গে দিলা আপনার বেশ।
নন্দের নন্দন সঙ্গে নাহি ভাব লেশ॥
যাহার স্বরূপ কৃষ্ণ আপনে বিহরে।
লইয়া গোপের কন্যা কৃষ্ণত বিহরে।

শেষ—

পুত্র কন্যার বাসনা দেহ সমাধান।
নন্দের গোবিন্দ সঙ্গে হইবা বিদ্যমান॥
কুটীনাটী দুর কর সেবার কারণ।
ব্রজেন্দ্র নন্দের সঙ্গে পাইবা দরশন॥

ইতি গোবিন্দলীলামৃত নিগূঢ় রস নির্ণয় গ্রন্থ সমাপ্ত॥

মন্তব্য—৩য় হইতে ৬ষ্ঠ পত্রমাত্র পাওয়া গিয়াছে। ভণিতা, তারিখ, লেখকের নাম ধাম কিছুই নাই। গোবিন্দ শব্দের উৎপত্তির কারণ, "চৈতন্য নামের উৎপত্তি বৃথভানুসুতা যেহি সেহি গদাধর" ইত্যাদি বিষয় লইয়া পুস্তক রচিত হইয়াছে। ভাষা অতিশয় গ্রাম্য।

৭। গানের খাতা—নাম নাই।

মন্তব্য—ইহাতে কতকগুলি প্রাচীন গান আছে। লেখা বড় অস্পষ্ট "ত্রিলোচন"—"দ্বিজগোপাল"—"রামপ্রসাদ"— "দ্বিজ মৃত্যুঞ্জয়"— "নরচন্দ্র" — শ্রীগোপাল—গৌরমোহন—দ্বিজ মোহন—শ্রীদুর্গাপ্রসাদ—গোসাই শুকময়— ইত্যাদি ভণিতা যুক্ত গান আছে। ৫০ বৎসরের প্রাচীন অনুমান।

৮। চণ্ডী—কবিকঙ্কণ।

আরম্ভ—

বেদান্ত দরশনে ব্রহ্মা জারে বাখানে
অন্যে বলে পুরুষ প্রধান।
বিশ্বের পরম গতি, হেতু অন্তরায় পতি,
তার পদে লক্ষ প্রণাম॥

শেষ ৪৯ পৃঃ খণ্ডিত—

নিশিদিশি তুয়া সেবি, রচিল মুকুন্দ কবি,
নৌতুন মঙ্গল অভিলাষে॥

মন্তব্য—

প্রায় ৯০০ শ্লোক আছে মাত্র। তারিখ নাই।

৯। দাতাকর্ণের সংবাদ—কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

বৈশম্পায়ন মুনি তবে পূর্ব্ব কথা কয়।
শ্রীমহাভারত কথা শুন জন্মেজয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
পাপ তাপ দূরে যায় শুনে পুণ্যবান॥

ভণিতা—

অনুমতি পায়া কর্ণ হাসে খল খল।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় গোবিন্দ মঙ্গল।

শেষ—

কর্ণের সমান দাতা কেহ নাহি হয়।
এত দূরে পালা সাঙ্গ কবিচন্দ্র কয়॥
হরি হরি মুখ ভরি বল সর্ব্বজন।
এহি খানে রহিলেক গোবিন্দ কীর্ত্তন॥

তাঃ শকাব্দ ১১৪০ শক। সাকিন জালালপুর।

১০। নৈষধ পুস্তক—রামনারায়ণ ঘোষ।

আরম্ভ—

মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
ইহলোকে সোখ ভোগ পরলোকে তরি॥

এক দিনে বোনবাসে রাজা যুধিষ্ঠির।
মহাদুঃখ ভাবে রাজা চিত্ত নাহি স্থির ॥
ভণিতা—
(১) জয়মণি কহন্তি কথা শোন জন্মঞ্জয়।
বনপর্ব্ব ইতিহাস কৈল উপচয় ॥
রামনারায়ণ কহে সেহি অনুসারী।
বলিব নাচাড়ী এক দীর্ঘ ছন্দ করি ॥
(২) শ্রীকৃষ্ণ চরণে মন কহে কবি নারায়ণ
শেষ তাঃ—
সহিত মৃত্তিকা দেহ করি নিজ জ্ঞান।
নানা যোনি ভ্রমি পায় নানা অপমান ॥
মৃত্যু আসি উপস্থিত হইব যখন।
সকল অসার সার ব্রহ্ম সোনাতন ॥

১১। পদ্মাপুরাণ—নারায়ণ দেব।

আরম্ভ—
গন্ধাধিবাস—
সত্বরে পবন করয়ে গমন
যথা আছে দেবগণ,
বাট্টা ভরি গুয়া পান সমঞ্জীর বিদ্যমান
নিমন্ত্রিয়া আইল দেবগণ ॥
ভণিতা—
(১) নরসিংহ নন্দন পণ্ডিত নারায়ণ।
জ্ঞান না ধরে সে যে জাতিতে ব্রাহ্মণ ॥
পদ্মা পুরাণের কথা শ্লোক করা আছে।
নারায়ণ দেবে তাকে পাঁচালী রচিছে ॥
শেষ—
১৮৯ পৃঃ খণ্ডিত—
অষ্টাকুটী নাগ লইয়া উজানী চলিল ধাইয়া
লঘু কবি নারায়ণ দেবে বলে ॥

১২। পদ্মাপুরাণ—নারায়ণ দেব।

আরম্ভ— ঐ
ভণিতা— ঐ ও অন্যান্য যথা—
(২) সুকবি নারায়ণ দেবের অমর পাঁচালী।
দেবের আনন্দে এক বলিব নাচাড়ী ॥
(৩) দেখিয়া সাগর মুখ বিদরিয়া যায় বুক
নারায়ণ দেবের সুবচন ॥
অন্যান্য লোকের ভণিতাও আছে, যথা—
(১) বিপ্র জানকীনাথ পদ্মার দাশ।
বিশ হরি অবতার করিলা প্রকাশ।
(২) পদ্মাবতীর সনে বাদ কর অকারণে
নাচাড়ী জগন্নাথে গায়।
(৩) শৌত্র হয়া পিতৃবধে সদা থাকে বিশমদে
নাচাড়ী রচিল চন্দ্রপতি।
শেষ—
কার নাম জানী কার নাম না জানী।
সমাকে কল্যাণ করুণ জয় ব্রহ্মাণী।
নারায়ণ দেবে কহে নরসিংহ সুতে।
পদ্মপুরাণ গীত সম্পূর্ণ এহি হৈতে ॥
* * * * *
সম্পূর্ণ হইল গীত চল ঘরে যাই।
হরি হরি বল ভাই ভাঙ্গিল দোহাই ॥
সন ১১৮৩ মাহে শ্রাবণ ৬ রোজ বৃহস্পতিবার পৌণে দুই প্রহর কালে শুক্লা ত্রিতিয়া কর্কট রাশৌ চন্দ্রে সমাপ্ত ॥
মন্তব্য—

পুস্তক বৃহৎ। শ্লোক সংখ্যা প্রায় ৬০০০। ভণিতায় জানা যায় নারায়ণদেবের পিতার নাম নরসিংহ ও তাঁহারা ব্রাহ্মণ। দুই খানা পুঁথিতেই একরূপ ভণিতা। দীনেশ বাবু "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" কিন্তু ইঁহাকে কায়স্থ বংশোদ্ভব বলিয়াছেন। কোন কারণ প্রদর্শিত হয় নাই। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পাইয়াছি, কিন্তু সময়াভাব বশতঃ উদ্ধার করিতে পারি নাই। গায়েন

ইহাতে অন্যান্য কবিদিগের পদ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা ভণিতা দৃষ্টেই বুঝা যায়। ভাষা ময়মনসিংহের তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ঠিকানা—শ্রীদুর্গাচরণ নিয়োগী, মোক্তার, জামালপুর।

১৩। পদ্মাপুরাণ—বৈদ্য জগন্নাথ।

আরম্ভ—

জয় গণপতি বন্দোরে অয় আরে শিবের নন্দন।
স্মরণে না রহে পাপ অয় আরে দুঃখ বিমোচন॥
গজরাজ দশনে বদনে শশধর।
জমুনার অমলগ্নে অ আরে বহে চন্দ্রধার॥
কহে শ্রীদেবীদাস সুচরিত গান।
ভজ নরেকে পদ্মা করুকা কল্যাণ॥

ভণিতা—

(১) বৈদ্য জগন্নাথ মনসার দাস।
মধুর কোমল বাণী করিল প্রকাশ॥
(২) বোলে বৈদ্য জগন্নাথ সরস শুদ্ধমতি।
রচিল নাচাড়ী জেন পয়ারের গতি॥

শেষ—

হংস বাহনে চলে নবগ্রহগণ।
কিন্নরাকিন্নরী যায় আর ভূতগণ॥
একে একে চলিল সব দেবগণ।
পদ্মার চরণ শিরে বন্দি করিল রচন॥
বোলে বৈদ্য জগন্নাথ মনসার দাস।
মধুর কমল বাণী করিল প্রকাশ॥

ইতি পদ্মাপুরাণে গাথা সম্পূর্ণ। সকাব্দা ১৬৯৪ সক পরগণাতি সন ১৬৭৯ সাল মাহে ১২ শ্রাবণ সমবারে তিথি শুক্লা পঞ্চমী স্বাক্ষর শ্রীসহদেব পালদাসস্য কুরুষা পরগণে পুখরিয়া।

মন্তব্য—ইহার প্রথম কয়েক পৃষ্ঠায় নারায়ণ দেবের ভণিতা, তাহার পর দ্বিজ মনোহর শিবের বিবাহ পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন। তাহার পর হইতে বৈদ্য জগন্নাথের ভণিতা পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া স্থানে স্থানে নারায়ণ দেব মনোহর জানকীনাথ ইত্যাদি ভণিতা আছে। যথা,—

(১) কহে গায়েন চন্দ্রবতি বিষহরির বর।
লোহার ঘরে উর্ষা বিলাপ করিলা বিস্তর॥
(২) কহে দ্বিজ মনোহরে চণ্ডীর চরণে।
চণ্ডী বিনে শিবের আর না লয় মনে॥
(৩) পণ্ডিত জানকীনাথ মনসার দাশ।
মধুর কমল বাণী করিল প্রকাশ॥

গ্রন্থ বৃহৎ। প্রায়, ৮০০০ শ্লোক আছে।

ঠিকানা—শ্রীঈশানচন্দ্র পাল, মোক্তার, জামালপুর।

১৪—১৫। প্রহ্লাদচরিত্র—দ্বিজ কংসারি।

আরম্ভ—

প্রণোমোহ নারায়ণ গোবিন্দ চরণ।
জার নাম লইলে পাপ খণ্ডে ততক্ষণ।
পুরাণ ভাগবতে সেহি প্রভু কৃপাময়।
যাহার প্রসাদে মহা সর্ব্ব তীর্থ হয়।

ভণিতা—

(১) দ্বিজ কংসারি বোলে স্বকৃত পদ বন্দে।
প্রহ্লাদ চরিত্র কৈলো পাঁচালী প্রবন্ধে।
(২) দ্বিজ কংসারি ভণে ভজ হরির চরণে
অনাসে তরিবা আপদ॥

১৪। শেষ—

এহি মতে প্রহ্লাদকে রাজ্য দিলা হরি।
অন্তর্ধ্যান হৈয়া প্রভু গেলা নিজ পুরী॥
দ্বিজ কংসারী বলে স্বকৃত—

* ইহার পর খণ্ডিত। শেষ পাতা নাই। সন তারিখ নাই। মধ্যে এক পৃষ্ঠায় ১১৮৯ সাল পাওয়া গেল।

১৫। দ্বিজ কংসারির প্রহ্লাদ চরিত্রের আধুনিক পুঁথি। বোধ হয় উক্ত পুঁথি কীটদষ্ট হওয়াতে এই খানি নকল করা হইয়াছে। ইহাতে শেষ ভণিতা ও সন তারিখ আছে, যথা—

দ্বিজ কংসারী বোলে সকৃত পদ বন্দে।
প্রহ্লাদ চরিত্র কৈলে পাচালী প্রবন্ধে॥
* * * *
যেবা পড়ে যেবা শুনে এসব কথন।
অন্তকালে চলি যায় বৈকণ্ঠ ভুবন॥
রাজা হইয়া প্রহ্লাদ বসিলা সিংহাসনে।
তবে নারায়ণ গেলা বৈকণ্ঠ ভুবনে॥

ইতি প্রহ্লাদ চরিত্র সমাপ্ত। সন ১২৫৭ সাল। শ্লোক সংখ্যা— ৫০০ শ্লোক।

ঠিকানা—শ্রীঈশান চন্দ্র পাল, মোক্তার, জামালপুর।

১৬। ব্রহ্মপুত্র মাহাত্ম্য—নাম নাই।

আরম্ভ—

নম ব্রহ্মপুত্র নম ব্রহ্ম অবতার।
নমো শব্দ পঞ্চরায় করো নমস্কার॥

শেষ—

কামনা করিয়া যেবা (?) স্নান করে।
অন্তকালে চলে যায় বৈকুণ্ঠ নগরে॥

মন্তব্য—তা ১২৫৭ শ্লোক সংখ্যা ২০০। শেষ পত্রে স্থানে স্থানে ফাঁক আছে। লিপিকার পাঠ উদ্ধার করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য ভণিতা পাওয়া যায় নাই। ভাষা অমার্জ্জিত।

১৭। বাণযুদ্ধ—বিপ্র পরশুরাম।

আরম্ভ—

পৃথিবীতে বলিরাজা ধর্ম্মশীল মহাতেজা
তাহাকে ছলিল ভগবান।
একশত পুত্র থুইয়া গোবিন্দ চরণ পাইয়া
গেলা বলি পাতাল ভুবন॥

ভণিতা—

বন্দী করি অনিরুদ্ধ থুইল কারাগারে।
বিপ্র পরশুরাম গায় গোপালের বরে॥

শেষ—

ধ্যানে না পায় যারে ব্রহ্মাদি দেবতা।
আমি মূঢ় কি জানি কৃষ্ণের গুণ কথা॥
শুনিয়া প্রণাম করে উষা রূপবতী।
আনন্দ রহিলা দুহে আপন বসতি॥
ইতি শ্রীভাগবতে।

দশমস্কন্ধে বাণযুদ্ধ উষা-অনিরুদ্ধ হরণ পুস্তক সমাপ্ত। ইতি শকাব্দা ১৭৩৯ শক। শ্লোক সংখ্যা—২০০।

১৮। মন্তব্য ঃ—

আজ পর্য্যন্ত পরশুরামের কোন জীবনী দেখি নাই। কিন্তু সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রাচীন পুঁথির তালিকা দেখিলে দেখা যায়, পরশুরামকৃত অনেকগুলি পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। যথা—

১। কালীয় দমন—দ্বিজ পরশুরাম ১২৪৬
"শ্রীকৃষ্ণচরণে দ্বিজ পরশুরাম ভণে"

২। সুদামচরিত্র—বিপ্র পরশুরাম ১২৩১
"দ্বিজ পরশুরাম গান কৃষ্ণ সখা যার"
১৩০৪—৩০৬ পৃষ্ঠা

৩। প্রহ্লাদ চরিত্র—বিপ্র পরশুরাম ১১৫৯
"গোপালের কৃপায় বিপ্র পরশুরামের গান"
১৩০৬—৩য় সংখ্যা

৪। গুরুদক্ষিণা—কবি পরশুরাম—১০৫৬ সাল। এই কয়েকটী পুঁথির দৃষ্টে বুঝা যায় কবি কৃষ্ণভক্ত ছিলেন ও সম্ভবতঃ গোপাল-বিগ্রহ তাঁহার গৃহে দেবতা ছিলেন, এবং তিনি প্রায় ৩০০ শত বৎসরের লোক। কোন বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

১৮। বিবেকের যুদ্ধ—গঙ্গাদাস সেন।

আরম্ভ—

জয়মণি কহিল কথা শুনহ রাজন।
বিবেকের যুদ্ধ কহি অপূর্ব্ব কথন॥

বিষয়—

সুধন্বানন্দন বিবেকের সঙ্গে অর্জ্জুনের যুদ্ধ বৃত্তান্ত।

ভণিতা ও শেষ—

ষষ্ঠীবর সেন সুত গঙ্গাদাসে কয়।
বিবেকের যুদ্ধ কথা বিংশতি অধ্যায়॥

মন্তব্য—তারিখ নাই। শ্লোক সংখ্যা ৫০০।

১৯। ভারত সাবিত্র।

আরম্ভ—

শ্রীগুরুর চরণে অখণ্ড দণ্ডবত।
মহত বিনে কেবা প্রভু জানে তোমার তত্ব॥

শেষ—

কৃষ্ণব্যাসে কহিয়াছে জানিয়া আনন্দ।
ভারত সাবিত্র রচে পয়ার প্রবন্ধে॥

মন্তব্য—সংক্ষেপে দুর্য্যোধন নিধন পর্য্যন্ত অষ্টাদশ দিবসের যুদ্ধ বর্ণনা। তাঃ ১২৫৭। শ্লোক সংখ্যা ২০০।

২০। মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী—দ্বিজ কালীপ্রসাদ।

আরম্ভ—

শুন এক ইতিহাস কলুষ হইবে নাশ
মঙ্গল চণ্ডীর বিবরণ।

ভণিতা ও শেষ—

কালীর চরণে মোন সদা করি নিজোজন
বিরচিল দ্বিজ কালীপ্রসাদে।

তারিখ ১২৬৭ সাল।

২১। মনসামঙ্গল—গোপালচন্দ্র মজুমদার।

আরম্ভ—

প্রণমামি গণাধীশ গিরিজা নন্দন।
গ্রন্থারম্ভে বিঘ্ন দুর কর গজানন॥

* * *

ভণিতা—

পুখরিয়া দেশ ধাম দ্বিজ আত্মারাম (নাম ?)
মজুমদার খ্যাত সর্ব্বস্থান।
গোপাল তনয় তাঁর অভিমত মনসার
রচন করিল নবগান॥

মন্তব্য—

৯৫ পৃঃ খণ্ডিত—

সিংহল গমন কথা শুনি লাগে ত্রাস।
পক্ষীরে কুঞ্জর ধরি করয়ে গরাস॥

ছন্দ নানাপ্রকার আছে। ভাষা মার্জ্জিত ও আধুনিক। কবি ৬০।৭০ বৎসরের বেশী প্রাচীন নয়।

মানবীর রূপ যুতা চলিলা শিবসুতা
মোহিতে সারদার মন।
সঙ্গেতে সুসঙ্গিনি নবীন নিতম্বিনি
চলিল সব সখিগণ॥
করিয়া শুভক্ষণে দোলায় আরোহণে
আপনি জান বিষহরি।
সঙ্গেতে ভারিগণ লইয়া নানাধন
চলিল সভে সুর নারি॥ ইত্যাদি

এই জামালপুরেই ৪।৫ খানা সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যাইবে। জামালপুরে ব্রজপুরে তাঁহার বাস। সন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে।

২২। মণিহরণ।

আরম্ভ—

সত্রাজিত অপরাধ করিতে খণ্ডন।
আপনে আনিয়া কৈল কন্যা সমর্পণ॥

শেষ—

এড়াইল সে সব দুঃখ দেব চক্রপাণি।
পাপীষ্ঠ সত্রাজিতে দোষিল পুত্রেরে।

মন্তব্য—

১৫ পৃষ্ঠা খণ্ডিত। সন তারিখ নাই। শ্লোক সংখ্যা ২৫০।

২৩। মহামুগদ পাঁচালী— পুরুষোত্তম দাস।

আরম্ভ—

আদিপর্ব্বে সমার জন্ম দ্রৌপদির বিহা।
সভাতে পাণ্ডব গেল রাজ্য হারাইয়া॥

* * *

ভারতের অষ্টম পোথা দ্রোণ পর্ব্বয়।
ইতিহাস ক্রমে কথা পুরুষোমে কয়॥

ভণিতা ও শেষ—

অর্জ্জুনের মায়ামোহ সব হইল পাত।
আপনে দ্বারিকা কৃষ্ণ পার্থ হস্তিনাত॥
গোবিন্দ চরণে কহে পরুষোত্তম দাসে।
এহিরূপে পার্থকে সান্ত্বিলা হৃষীকেশে॥
এহিরূপে সাঙ্গ হৈল পাণ্ডব পাঁচালী।
মায়ামুহ বের্থা ভাই বল হরি হরি॥

মন্তব্য—

অভিমন্যু শোকে অভিভূত অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ সান্ত্বনা করিবার জন্য মহামুগদের প্রকৃত ভক্তি দেখান। ঘটনাটি দাতাকর্ণের অবিকল অনুকরণ। তবে তাহা হইতে অনেক বাহুল্য কথা আছে। তারিখ ১৬৮৭ শক।

২৪। মহাভারত সভাপর্ব্ব— সঞ্জয় কবি।

আরম্ভ—

প্রণমোহ নারায়ণ দেবের দেবতা।
প্রণমোহ ব্যাসদেব জাহার কবিতা॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
ইহকালে সুখলাভ পরকালে তরি।

শেষ—

পাণ্ডব বিজয় কথা অমৃত সমান।
জেবা পড়ে জেবা শুনে সর্ব্বত্র কল্যাণ॥

ভণিতা—

জরাসন্ধের বধ হৈল ব্রত ঘরে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা মধুর পয়ারে॥

তারিখ ১২:৮ সাল—৩৫০ শ্লোক।

২৫। মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্ব— সঞ্জয় কবি।

আরম্ভ—

বিরাটপর্ব্ব জদি হৈল সমাধান।
জন্মজয় জিজ্ঞাসিল জয়মুনির স্থান॥

ভণিতা—

মহাভারতের কথা শুনিলে পাপ ক্ষয়।
সঞ্জয় কহিল কথা কহিল সঞ্জয়॥

শেষ—

এতেকে উদ্যোগ পর্ব্ব হইল সমাপয়।
সঞ্জয় কহিল কথা বাখানে সঞ্জয়।

তারিখ ১২৫৬। ৯০০ শ্লোক।

২৬। মহাভারত বনপর্ব্ব— কাশীরাম দাস।

ছাপান পুস্তক। কীট দষ্ট। ছাপা অনেক দিনের। কত দিনের তাহা জানিবার উপায় নাই। শেষের দু পৃষ্ঠা নাই। ৩৭৮ পৃষ্ঠা সুচীপত্র সমেত।

২৭। মহাভারত দ্রোণপর্ব্ব— সঞ্জয় কবি।

আরম্ভ—

প্রণমোহ নারায়ণ সংসারের সার।
জাহা বিনে ত্রিভুবনে গতি নাহি আর॥

আদি নিরঞ্জনে বন্দো ধর্ম্মাধর্ম্ম সার।
শব্দব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় নাহিক আকার॥

ভণিতা—

পণ্ডিতে বুঝিতে পারে না বুঝে বর্ব্বরে।
সঞ্জয় কহিল কথা লোক বুঝাবারে॥

শেষ—

পঞ্চম দিনের কথা দ্রোণাচার্য্য বধে।
সঞ্জয় কহিল কথা পয়ার প্রবন্ধে॥
সঞ্জয় কহিল কথা অন্ধরাজা স্থানে।
দ্রোণপর্ব্ব মহাপোথা সাঙ্গ এহি থানে॥

তারিখ—১১৮৮ সাল।

ঠিকানা—শ্রীকেশবচন্দ্র দত্ত আদিপৎ গ্রাম, জামালপুর ডাকঘর, ময়মনসিংহ।

২৮। মহাভারত দ্রোণপর্ব্ব—সঞ্জয় কবি।

আরম্ভ—

ভীষ্মপর্ব্ব কথা শুনি মুনি জন্মজয়।
কৌথুকে পুছয়ে মুনি বৈশম্পায়নয়॥

শেষ—

দ্রোণপর্ব্ব মহাপোথা নানা রসময়।
দ্বিতীয় দিবার যুদ্ধ কহিল সঞ্জয়॥

মন্তব্য—এইখানে ৩০ পৃষ্ঠা খণ্ডিত। ৭০০ শ্লোক। ঠিকানা—শ্রীঈশানচন্দ্র পাল, মোক্তার, জামালপুর।

২৯। মহাভারত স্বর্গারোহণ পর্ব্ব—সঞ্জয় কবি।

আরম্ভ ২য় পৃষ্ঠা হইতে—

অশ্বমেধ যজ্ঞ করে অর্জ্জুন সংহতি॥
শ্রীকৃষ্ণের সখা অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
নকুল সহদেব আর কর্ণ মহাবল॥

ভণিতা—

সঞ্জয় কহে পদবন্দে শুনিলে হরে শোক।

মন্তব্য—৩০ পৃষ্ঠা খণ্ডিত। তারিখ নাই।

৩০। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ পুস্তক—গঙ্গাদাস সেন।

আরম্ভ—

বাসুদেব এথা নাহি সহায় আমার।
জ্ঞাতিবধ পাপে মোর নাহিক নিস্তার॥

ভণিতা—

পিতামহ নৃপতি পিতা ষষ্ঠীবর।
জাহার কীর্ত্তি ঘোষে দেশ দেশান্তর॥
জ্যেষ্ঠ ভাই সত্যবান নানা বুদ্ধিমন্ত।
নানাশাস্ত্র বিশারদ গুণে নাহি অন্ত।
গঙ্গাদাস সেনে কহে অনুজ তাহার।
অশ্বমেধ পুণ্য কথা রচিল পয়ার॥

শেষ—

পৃষ্ঠা ১৮৬ ছিন্ন কীটদষ্ট। পাঠ উদ্ধার করা যায় না। পুস্তক ভাল অবস্থায় আছে। হয় ত ষষ্ঠীদাসের অন্য ভণিতা পাওয়া যাইবে। প্রায় ৪০০০ শ্লোক। তারিখ ১১৩৭ সাল।

মন্তব্য—

গঙ্গাদাস অনেক পুঁথি লিখিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কোন প্রবন্ধ পাই নাই।

শ্রীচিত্তসুখ সান্যাল।

প্রাচীন পুঁথির বিবরণ।

১। শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গল—
হরিচরণ দাস।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীসীতা অদ্বৈত চন্দ্রায় নমঃ॥
বন্দে রাধাং প্রেমমূর্ত্তির্যস্যা কৃষ্ণেণ চেতনা।
বুদ্ধ্যাচ বচসা তস্মৈ রাধিকায়ৈ নমো নমঃ॥
শ্রীগুরু চরণপদ্ম, মনেত করিয়া সদা
যে লেখায় পরশমণি মোকে।
কৃষ্ণের জীবন প্রাণ, প্রেম মুক্তি যার নাম,
আজ্ঞা মাগি তাহার শ্রীমুখে॥

শেষ—

মনের মানসে মনঃ হরি হরি বল।
একমাত্র হরিনাম পথের সম্বল॥
না কর অলস কেহ লতে হরিনাম।
জানিহ নিতান্ত এই সুখ মোক্ষধাম্॥
অতএব ভাই সবে হরি হরি বল।
এত দুরে সমাপ্তি শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল॥ ইতি।

পুস্তকমিদং শ্রীশ্রীগোপাল গোস্বামিণঃ স্বাক্ষরঞ্চ শকাব্দা ১৭১৬ সন ১২০১ সাল তারিখ ৯ বৈশাখ॥*॥*॥*॥

লেখকের পরিচয়—

শান্তিপুর অদ্বৈতপাঠ যে বিখ্যাত।
সেই প্রভুর কুলেতে হইয়াছি জাত॥
বলরাম মিশ্রের হয় দুই পরিবার।
দশ পুত্র তাহাতে হইলা অবতার॥
মথুরেশ চক্রবর্ত্তী প্রভুর ঔরসে।
তিন পুত্র জনমিলা সময় বিশেষে॥
রাঘবেন্দ্র ঘনেশ্যাম রামেশ্বর নাম।
তিন পুত্র হয়েন প্রভুর অতি গুণধাম॥
কনিষ্ঠ পুত্র রামেশ্বর প্রভুর ঔরসে।
জন্মিলেন কেশব নামেতে পুত্র শেষে॥
তাঁহার তনয় হন প্রভু পীতাম্বর।
তৎপুত্র নয়নচন্দ্র বিখ্যাত সংসার॥
তৎপুত্র উদয়চাঁদ প্রভু যাঁর নাম।
মম পিতামহ হন সর্ব্ব গুণধাম॥
তৎপুত্র মম পিতা নামে রঘুনাথ।
গুণগ্রামে নামেতে প্রকাশ সাক্ষাৎ॥
তৎপুত্র হই আমি নাম শ্রীগোপাল।
এই মম পরিচয় দিলাম সকল॥

গ্রন্থের পত্র সংখ্যা ৪১, দুই পৃষ্ঠা লেখা, তন্মধ্যে একখানি পাতা নাই।

হরিচরণ দাস অদ্বৈত প্রভুর পুত্র অচ্যুতের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। তিনি অধিকাংশ সময় শান্তিপুরেই বাস করিতেন। আলোচ্যগ্রন্থের কুত্রাপি তাঁহার বংশের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আমি শুনিয়াছি, হরিচরণের স্বহস্ত লিখিত অদ্বৈত মঙ্গল শান্তিপুরের বড় গোস্বামিদিগের ভবনে আছে। শান্তিপুরের বড় গোস্বামী মহাশয়দিগের বাড়ীর একজন প্রভুর নিকট হইতে আমি এই পুঁথিখানি সংগ্রহ করিয়াছি।

২। উপাসনা রহস্য।

পত্র সংখ্যা ২০, দুই পৃষ্ঠায় লিখিত।

পুঁথিখানি জরাজীর্ণ, লেখকের কিম্বা রচয়িতার নাম নাই, কেবল মলাটের উপর লিখিত আছে,—"সেবকঞ্চ শ্রীকালীপ্রসাদ শর্ম্মণঃ প্রণামা নিবেদঞ্চ—" এবং চতুর্থ পৃষ্ঠার কোণে সন '১১৮৫' সাল দেখিতে পাওয়া যায়।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ।
(১) আশ্রয় নির্ণয় লিখ্যতে॥
আশ্রয় পঞ্চমত প্রকারঃ।
নামাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয়, রসাশ্রয়,
প্রেমাশ্রয় এই পঞ্চমত॥ ৫॥
তথাহি রসভক্তি চন্দ্রিকায়াং॥
আশ্রয়ের কথা কিছু করি নিবেদন।
যেমত আশ্রয় তাহা শুন শ্রোতাগণ॥
এহিত আশ্রয় হয় পঞ্চ প্রকার।
এবে তাহা কহি শুন করিয়া বিস্তার॥

শেষ—

সাধ্য বস্তু সাধন বিনে অন্য নাহি পায়।
সাধ্য সাধনের অবধি এইত নির্ণয়।

সাধ্য বস্তু সাধন এই কহিল তোমারে।
ইহার অধিক নাহি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥
* * * মুঞ্জুরি পরিচয়।
উপাসনা রহস্য এই কহিল নিশ্চয়॥
'ইতি শ্রীরূপ সনাতন মুখাশ্রুত উপাস্য উপাসনা সমাপ্ত॥

অথ শ্রীজিব গোস্বামিনাং স্মরনি টিকা অথ সার বর্ণনং শ্রীগুরুচরণে মোন তিষ্ঠতি॥''

পুঁথিতে বৈষ্ণবধর্ম্মের নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে, ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল।

৩। নিগম গ্রন্থ—গোবিন্দদাস।

আরম্ভ—
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নম নম॥
অথ নিগম লিখিতে॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ অবতারে।
আপনার গুণে সব জীব কৈল পারে॥
বন্দিয়া শ্রীচৈতন্য চূড়ামণি।
বন্দো পদ্মাবতিসুত নিত্যানন্দ মুনি।
শেষ—
কহে গোবিন্দ দাস হৃদয়ে আনন্দ।
বৈষ্ণব ঠাকুর হন চারিযুগের মূল॥
* * *
বৈষ্ণবের পদরেণু যেবা করে আসা।
কেবল গোবিন্দ দাস তার ধূলির প্রত্যাসা॥
ইতি নিগম গ্রন্থ সমাপ্ত হইল।

'ইতি তারিখ ৫ জ্যৈষ্ঠী রোজ মঙ্গলবার সন ১২১৪ সাল লিখিতং শ্রীরামচন্দ্র দাস মোকাম কোঙরগঞ্জ সাকিন কিশোরপুর পরগণে লস্করপুর।'

তুলট কাগজে দুই পৃষ্ঠায় লেখা পত্র সংখ্যা ৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ২২টী করিয়া শ্লোক আছে।

৪। নিগমগ্রন্থ—গোবিন্দদাস।

এ পুঁথিখানিতে লেখকের নাম কিম্বা সন তারিখ কিছু নাই।
আরম্ভ—
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতার।
আপনারগণের সব জীবে কহেন সার॥
* * *
বন্দিব সে দয়ার শ্রীগুরু চরণ।
যাহা হইতে পাইয়াছি জ্ঞান অর্জ্জন॥
শেষ—
কহএ গোবিন্দ দাস ভজ আরে ভাই।
কেবল দয়ার নিধি বৈষ্ণব গোসাই॥
* * *
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ অবতারে॥
কলিযুগে প্রেমধন দিলা সভাকারে।

পুঁথির পত্র সংখ্যা ৮, শ্লোক সংখ্যা ২১৭।

৫। রাগমালা—নরোত্তম দাস।

এ পুঁথিখানির প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা স্থানে বিলুপ্ত হইয়াছে, সমস্ত পাঠোদ্ধার করা যায় না।
আরম্ভ—
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ।
অথ বর্ণ নির্ণয়॥

প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ গুণ নির্ণয়। শব্দ গুণ ১ * * * ২ * * গুণ ৩ রসগুণ ৪ স্পর্শগুণ ৫। এই পঞ্চগুণ শ্রীমতিতে বৈসে।

শব্দগুণ কর্ণে গন্ধগুণ নাসায় রূপগুণ নেত্রে রসগুণ অধরে স্পর্শগুণ অঙ্গে। এই পঞ্চগুণ পূর্ব্ব রাগের উদয়। * * * দুই। হঠাৎ শ্রবণ ১ অকস্মাৎ দর্শন ১ দুই দুই পূর্ব্ব রাগমূল।
শেষ—
শ্রীগুরুর পাদপদ্ম করিঞা ধিয়ান।
সঙ্খেপে কহিল কিছু এ সব আক্ষান॥
প্রভুর সম্মত কৈল রাগমালার প্রকাশ।
এসব আক্ষান কহে নরোত্তম দাস॥ ৪৪॥

"ইতি শ্রীব্রজপুর কারিকায়াং রাগমালা সমাপ্ত॥ ৪॥ তারিখ ১৯ শ্রাবণ রোজ বৃহস্পতিবারে মোকাম হয়রতগঞ্জ বেলা ছয়দণ্ড কালে লেখা সমাপ্ত হইল। স্বাক্ষরমিদং শ্রীজগমোহন দাস॥ শ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ।''

পুঁথিতে সনের উল্লেখ নাই। হস্তাক্ষর ও পুঁথির কাগজ দেখিয়া ইহাকে ১০০ বৎসরেরও প্রাচীন বলিয়া আমার অনুমান হয়। পুঁথিখানি গদ্যে পদ্যে মিশ্রিত। পত্র সংখ্যা ৯, শ্লোক সংখ্যা ৪৪৪।

৬। রসভক্তি চন্দ্রিকা নরোত্তম দাস।

আরম্ভ—

রসের বর্ণন করি পঞ্চ পরকার।
নামরস মন্ত্ররস ভাবরস আর॥
প্রেমরস * * * পঞ্চ যে কহিল।
এই ক্রমে রসভক্তি চন্দ্রিকা রচিল॥

শেষ—

রসভক্তি চন্দ্রিকা গ্রন্থ করিলা প্রকাশ।
দীন হীন জন এই নরোত্তম দাস॥

'ইতি রসভক্তি চন্দ্রিকা সম্পূর্ণ। হরি-বোল হরিঃ॥ রোজ সোমবার সন ১১৭৫ দ্বিপ্রহর বেলা। যদ্দৃষ্টং তৎলিখিতং শ্রীরাই-মোহন সরকার সাকীন বসন্তপুর পরগনে লস্করপুর।' বসন্তপুর রাজসাহী জেলায়। পত্র সংখ্যা ১০, শ্লোক সংখ্যা ১৫০।

৭। সত্যপীর—ফকিরদাস।

আরম্ভ—

করজোড়ে বোন্দিব মুক্তি সিদ্ধ গণপতি।
জগতে হরশিত হন পঞ্চানন পার্ব্বতী॥
প্রণমিহ শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর সীতা।
সপ্তমাতা বোন্দিয়া বোন্দিব পঞ্চপিতা॥

শেষ—

সিদ্ধিদাতা নাম তাঁর সিদ্ধির ঠাকুর।
সভাকার বাসনা সিদ্ধ করেন ঠাকুর॥
পীর পদকমলে ফকিরদাস ভনে।
শ্রীগুরু প্রেমেতে হরি বল সভাজনে॥

ইতি সত্যপীর গ্রন্থ সমাপ্তমিদং। আশ্বিন মাসের ২২ তারিখ গুরুবারে সম্পূর্ণ। জিউ-পাড়া নিবাসি শ্রীআনন্দমোহন কবিরাজ স্বাক্ষর মিদং।'

পুঁথিতে সনের উল্লেখ নাই, পত্র সংখ্যা ২২, শ্লোক সংখ্যা প্রায় ৭৫০। এই জিউ-পাড়া রাজসাহী জেলায়।

৮। শিবরহস্য—জ্ঞানদাস।

আরম্ভ—

অজ্ঞানেত্যাদি।
জয় জয় শ্রীগুরু পতিতের বন্ধু।
জয় জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্র প্রেমরস সিন্ধু॥

শেষ—

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ জুগে করি আস।
ভগবত্তত্ত্বে কিছু কহে জ্ঞানদাস॥

'ইতি শ্রীশিব রহস্যাগমে হরগৌরি সম্বাদে আগম প্রসঙ্গে ভগবততত্ত্ব লিলা সমাপ্তঃ।'

পত্র সংখ্যা ১২, শ্লোক সংখ্যা প্রায় ৮০০ শত। লেখকের নাম কিম্বা সন তারিখ কিছুই নাই। আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলী শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন কার্য্যাদি পাঠ করি নাই। শিব-রহস্য প্রণেতা জ্ঞানদাস ও পদকর্ত্তা জ্ঞানদাস একই ব্যক্তি কিনা তাহা বলা সুকঠিন। শঙ্করের মুখ দিয়া জ্ঞানদাস রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন।

৯। স্বরূপ বর্ণন—কৃষ্ণদাস।

আরম্ভ—

জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দঃ॥
জয় শ্রোতাগণ শুন হৈঞা মন।
গৌরচন্দ্র অবতারে কৈল যে কারণ॥

শেষ—

শ্রীরূপের আজ্ঞা তাহে রাধাকৃষ্ণ লীলা।
সুখে গৌরভক্ত সব তাহা আচরিলা॥

১০। বৈষ্ণববন্দনা, দৈবকীনন্দন দাস।

আরম্ভ—

বৃন্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দো ইত্যাদি।
প্রাণ গোরা চান্দ মোর ধন গোরা চাঁন্দ।
সচির দুলাল গোরা অখিলের প্রাণ॥
মিনতি করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে।
নিবেদন করোঁ গুরু বৈষ্ণব চরণে॥

শেষ—

জ্ঞানে ভাবি হাড়াই বৈষ্ণব গোসাঞী।
বিনে তব তরাইতে আর কেহু নাই॥
দেবেব দুর্ল্লভ এই প্রেমভক্তি লভে।
দেবকি নন্দন বলে সব লোভে॥

'ইতি শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা সমাপ্ত বাঞ্ছাকল্প-তরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্যো এবচ পতিতানাং পাবর্ণোভ্য বৈষ্ণবেভ্যনমনমঃ॥ এতৎ গ্রন্থ শ্রীযুক্ত সদাসিব সান্ন্যাল মহাশয়। স্বাক্ষ্যরমিদং শ্রীঅনাথবন্ধু শর্ম্মা জোয়ারদার নিঃ আরবপুর জেলা নদিয়া॥' সদাশিব আমার জ্যেষ্ঠতাত। পুঁথিতে সন তারিখ নাই, লেখা দেখিয়া ৭০।৮০ বৎসরের অনুমান হয়। পত্র সংখ্যা ৬।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

১৩১০ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি

(১৩১০ সাল, ১৩ই জ্যৈষ্ঠের বার্ষিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত)

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সভাপতি

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্, এ, বি, এল—সহ-সভাপতি

ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডি, এসসি—সহ-সভাপতি

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ—সহ-সভাপতি

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল্—সম্পাদক

„ মন্মথমোহন বসু, বি, এ—সহ-সম্পাদক

„ ব্যোমকেশ মুস্তফী—সহ-সম্পাদক

„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ—পত্রিকা-সম্পাদক

„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ, বি, এল—ধনরক্ষক

„ অমূল্যচরণ ঘোষ—গ্রন্থরক্ষক

সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়, এম্, এ

„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল্

„ রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী

„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

„ নিখিলনাথ রায়, বি, এল

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি, এ

„ নগেন্দ্রনাথ বসু

„ গোবিন্দলাল দত্ত

„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

„ মৃণালকান্তি ঘোষ

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১। কুমার শ্রীযুক্ত দৌলতচন্দ্র রায় কাশীপুর।
"	"	২। রায় শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায় বাহাদুর শোভাবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু	"	৩। শ্রীযুক্ত কালীধন চন্দ্র ১৪ মহেন্দ্র বসুর লেন।
"	"	৪। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সুর ১৪ ডফস্ লেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। নিম্নে প্রবন্ধের সারাংশ প্রদত্ত হইল,—*

"নাট্য প্রয়োগ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে, সূত মাগধেরা পৌরাণিক আখ্যান সকল পাঠ করিত; কুশীলবেরা বীণা বাদ্যাদি সহকারে সেই সকল আখ্যান গান করিত, এবং নটেরা নৃত্য করিত। পরে নৃত্যের সহিত যখন গীতের যোগ হইল, তখন উহারা ভাব প্রকাশ করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। নটের এই ভাব প্রকাশ হইতেই নাট্যের প্রথম সূত্রপাত হয়। আমাদের শাস্ত্রে নৃত্যের লক্ষণ এইরূপ—"অঙ্গ বিক্ষেপের দ্বারা চিত্তরঞ্জন নিমিত্ত যে বিশেষ ব্যাপার নটের দ্বারা প্রদর্শিত হয়, তাহাকে নর্ত্তন বলে।" নটের লক্ষণ—"রসভাবযুক্ত লোক বৃত্তান্ত যে অভিনয় করে সেই নট।" যে নট পূর্ব্বে কোন নর্ত্তক ছিল, পরে সেই নটই ক্রমে অভিনেতা হইয়া দাঁড়ায়। সংস্কৃত "নর্ত্ত" শব্দ প্রাকৃত ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া "নট" এই আকার ধারণ করিয়াছে। অতএব ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয়, প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে ভারতে নাট্যের উদ্ভব হয় নাই। সমস্ত বেদের মধ্যে নৃত্যের পুনঃপুনঃ উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু "নট" শব্দ সর্ব্ব প্রথমে পাণিনির গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে নাট্য প্রয়োগের সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, গোল্ডষ্টুকার ও ভাণ্ডারকার বলেন, খৃষ্ট পূর্ব্ব সার্দ্ধ দুই শত বৎসর হইতে খৃষ্ট পূর্ব্ব ন্যূনাধিক সাতাশ বৎসরের মধ্যে পতঞ্জলি বর্ত্তমান ছিলেন।

রামায়ণ মহাভারতে সূত্রধর, বিদূষক প্রভৃতি নাটকীয় পারিভাষিক নামের প্রকাশ ও উল্লেখ পাওয়া যায় না, কেবল পাওয়া যায় এক হরিবংশে। হরিবংশ উত্তরকালে মহাভারত সংযোজিত এবং ইহাতে রোমক মুদ্রা "দিনার" শব্দের উল্লেখ আছে বলিয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রথম দ্বিতীয় শতাব্দীর কোন সময়ে হরিবংশের রচনাকাল অনুমান করেন। যদি খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে নাট্য প্রয়োগ প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে হরিবংশের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারতের আর কোন অংশে নাট্য প্রয়োগের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না কেন? আমার বিশ্বাস মহাভারতের ও রামায়ণের সংযোজন কার্য্য বরাবর সমানভাবে চলে নাই,

* এই প্রবন্ধ ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

এবং পতঞ্জলির উত্তরকাল হইতে সংযোজন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, সেইজন্যই হরিবংশে বিশেষরূপে নাট্য প্রয়োগের বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

সার্ব্ববর্ণিক লোক শিক্ষার উদ্দেশ্যে যে ভারতে নাট্যবিদ্যার প্রথম সৃষ্টি হয়, তাহা ভরত নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে। নাট্যশাস্ত্রে আছে, "ব্রহ্মা যোগস্থ হইলেন এবং যাহাতে শূদ্রজাতিরও শ্রাব্য হয় এই অভিপ্রায়ে এই নূতন পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করিলেন।" অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—বৌদ্ধদিগের প্রভাব প্রতিরোধ করিবার জন্যই ব্রাহ্মণেরা বর্ণভেদনিরপেক্ষ লোকশিক্ষার উপায় স্বরূপ নাট্য প্রয়োগের সৃষ্টি করেন।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ভাবিয়া পান না কি করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণগঠিত নাট্যসাহিত্য ভারতে উৎপন্ন হইল। ইহা যে স্বাভাবিক নিয়মে ভারত ভূমিতেই উৎপন্ন, তাহা তাঁহারা সহসা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। ওয়েবার প্রমুখ কতকগুলি য়ুরোপীয় পণ্ডিত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন আমাদের নাট্যকলা বিদেশীয় গ্রীকদিগের সংশ্রব প্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ওয়েবার একথাও বলেন যে গ্রীসীয় ও হিন্দুনাট্য-সাহিত্যের মধ্যে কোন আভ্যন্তরিক যোগ দৃষ্ট হয় না। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে তাঁহার অনুমান কতকটা অসার ও ভিত্তিহীন। ৮০।৮৯ খৃষ্টাব্দে বরোচ ও উজ্জয়িনীর মধ্যে বাণিজ্য চলিত—সেই সময়ে গ্রীকদিগের উক্ত স্থানগুলিতে যাতায়াত ছিল। এই হেতু কেহ কেহ মনে করেন, ভারতীয় নাট্যকলা রোমকদিগের অনুকরণে উজ্জয়িনীতেই পরিপুষ্ট হয়। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নাটকের দৃশ্যস্থলও উজ্জয়িনী।

সংস্কৃত নাটকের রচনা পদ্ধতি অনেকটা রোমক নাটককার প্লোটাস্ ও টেরেন্সের রচনা পদ্ধতির ন্যায়। মানিলাম হিন্দু ও রোমকদিগের মধ্যে গতিবিধি ছিল; মানিলাম হিন্দু ও রোমক নাটকের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ইহা হইতে কি করিয়া প্রমাণ হইল যে হিন্দুরাই অনুকরণ করিয়াছেন। বরং ইহার বিপরীতটাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

হরিবংশে আমরা নাট্য প্রয়োগের যেরূপ বর্ণনা পাই তাহাতে মনে হয়, সূত্রধর বিদূষক প্রভৃতি নাটকীয় পাত্রগণ কোন বিদেশীয় জাতি হইতে গৃহীত হয় নাই, উহা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। হরিবংশে প্রভাবতী এবং ব্রজনাভ বিনাশ প্রসঙ্গে নাট্যাভিনয়ের বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয় নাট্যকলা তখনও অপেক্ষাকৃত অমার্জ্জিত অবস্থায় ছিল। ইহার নৃত্য ভঙ্গী ও ধরণ ধারণে যেরূপ গ্রাম্য সরলতা লক্ষিত হয়, তাহাতে ইহা মৃচ্ছকটিকেরও পূর্ব্বে রচিত বলিয়া মনে হয়। ভারতে নাট্যকলার কিরূপ ক্রমবিকাশ হইয়াছে, ইহার মধ্যে তাহার যেন একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া যায়।

আমার আন্তরিক বিশ্বাস কি গ্রীক্, কি ভারত, কি রোম দেশের নাট্যকলা, স্বাভাবিক প্রয়োজনের উত্তেজনায় সকল দেশে স্বতই উৎপন্ন হইয়াছে। মানবচরিত্র সর্ব্বত্রই সমান। সেই জন্য রোমীয় নাটকে ভারতীয় নাটকের অনুরূপ কোন পাত্র দেখিতে পাইলে তাহাকে

বিস্ময়ের কোন কারণ দেখা যায় না। আসল কথা ধরিতে গেলে; প্লৌটাস্ টেরেন্সের রচনার সহিত মৃচ্ছকটিকের অবান্তর বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত আকাশ পাতাল প্রভেদ।

অলঙ্কারসম্বন্ধীয় গ্রন্থের মধ্যে ভরতকৃত নাট্যশাস্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই নাট্যশাস্ত্র কোন্ সময়ে রচিত হয়, তাহার কতকটা আভাস পাইলে জানিতে পারা যায়, তাহারও কতটা পূর্ব্বে ভারতে নাট্য-সাহিত্য ও নাট্য প্রয়োগের আরম্ভ হইয়াছে। নাট্যবিদ্যার প্রবর্ত্তক ও গন্ধর্ব্ববেদের প্রণেতা ভরতমুনির কোন উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায় না। ভরত-মুনির নাট্যশাস্ত্রের প্রাচীনত্বের একটা নিদর্শন এই যে উহার গীতাধ্যায়ে কোন রাগরাগিণীর উল্লেখ নাই। এই গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য ছিল, ইহার কতক কতক অংশ ওয়েবার ও হল সাহেব দেখিয়াছিলেন মাত্র। সাঁইত্রিশ অধ্যায়যুক্ত এই গ্রন্থ বোম্বাই নগরীর নির্ণয়-সাগর যন্ত্রের প্রসাদে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহার এক স্থলে উক্ত হইয়াছে, "অনিষ্টসমূহ এবং কাষায় বসন পাষণ্ডাশ্রমী ও বিকল মনুষ্যদিগকে নাট্যমণ্ডপ হইতে বহিষ্কৃত করিবে"। আর একস্থলে আছে, "যাবৎ কোন দেশ, নাট্য সমাশ্রিতধ্বনির দ্বারা পূরিত হইবে, তাবৎ সে দেশে রাক্ষসেরাও থাকিবে না, বিনায়কেরা অর্থাৎ বৌদ্ধেরাও থাকিবে না"। যে সময়ে কোন বৌদ্ধ বিদ্বেষী রাজার রাজত্ব ছিল, ইহা সেই সময়কার গ্রন্থ।

পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, মৃচ্ছকটিক দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত। সে সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে বিদ্বেষভাব বড় একটা ছিল না। তাই মনে হয় "নাট্যশাস্ত্র" গ্রন্থখানি মৃচ্ছকটিকের কিছু পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল অর্থাৎ ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম যুগের গ্রন্থ। এই গ্রন্থে শক যবনের উল্লেখ আছে, ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হয়, এই গ্রন্থখানি খৃষ্ট পূর্ব্ব দুই শতাব্দীরও উত্তরকালে বিরচিত। তা ছাড়া এই গ্রন্থে ব্যবহৃত "সুরঙ্গ" শব্দ গ্রীক শব্দ Syrinx হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শব্দতত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিলেও প্রতিপন্ন হয় এই গ্রন্থখানি খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের শেষ ভাগে কিম্বা খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে রচিত হইয়াছিল। নাট্যশাস্ত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্রধ্বজের পূজার কথা আছে। এই পূজা ভারতের পশ্চিমদেশেই প্রচলিত ছিল। কনিষ্ক যিনি কাশ্মীরের প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজত্ব করেন, তাঁহার সভাকবি অশ্বঘোষের প্রণীত বুদ্ধচরিতনামক কাব্যেও এই ইন্দ্রধ্বজের উল্লেখ আছে। ইহা হইতেও কতকটা প্রমাণ হয়, এই গ্রন্থ খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, নাট্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্র হইতে এইটুকু সারসংগ্রহ করা যাইতে পারে, যে সার্ব্ববর্ণিক লোকশিক্ষার উদ্দেশেই ভরতমুনি সম্ভবতঃ বৌদ্ধযুগে নাট্যবিদ্যার প্রয়োগ ভারতে প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন এবং ইন্দ্রধ্বজ উৎসবের সময় ভারতের পশ্চিম প্রদেশেই নাট্য প্রয়োগের প্রথম আরম্ভ হয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্, এ, মহাশয় বলিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ মনোরম হইয়াছে। অতি পুরাকালে লিখিত নাট্যশাস্ত্র পাওয়া যায় না। ভরতের

নাট্যশাস্ত্র বড় বেশী পুরাতন নহে। কাব্যাদর্শ, দশরূপক প্রভৃতিতে নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধীয় এমন সব শ্লোক পাওয়া যায়, তাহা অনেক পরবর্ত্তীকালে লিখিত। সে সমস্ত ভরতের নামে চলিয়া যাইতেছে। গ্রীক নাটকের অনুকরণে যে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য গঠিত হইয়াছিল, এ কথা স্বীকার্য্য নহে। কারণ গ্রীক নাটকে স্থানের ও কালের একতা সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়, সংস্কৃত নাটকে ঠিক তাহার বিপরীত। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকার প্রভেদ আছে। ব্যাক্‌ট্রিয়ার সহিত গ্রীক ও ভারতের ঘনিষ্ঠতা ছিল, উভয়ের সাহিত্যের পরিচয় ব্যাক্‌ট্রিয়ার মধ্যস্থতায় যে হয় নাই এমন নহে; কিন্তু তাই বলিয়া যে গ্রীকের অনুকরণে ভারতে নাট্যশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা বলা যায় না। কালিদাসের নাটক ও মৃচ্ছকটিক ব্যতীত প্রায় সমস্ত নাটকই হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক। উহা অভিনীতও হইত। ষষ্ঠশতাব্দীর পরিব্রাজক ইচিং বলেন, নাগানন্দ ও রত্নাবলীর উপাখ্যান জাতকগ্রন্থে আছে। কথাসরিৎসাগরের উপাখ্যান দিব্যাবদান ও জাতকের উপাখ্যান হইতে পৃথক্। হর্ষবর্দ্ধন নিজে জীমূতবাহন সাজিতেন। ইচিং বলেন, জীমূতবাহন বোধিসত্ত্ব। দশরূপক দশম শতাব্দীর গ্রন্থ, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ একাদশ শতাব্দীর গ্রন্থ, কাব্যাদর্শ দ্বাদশ শতাব্দীর গ্রন্থ। এই সকলে নাট্যশাস্ত্রের উল্লেখ আছে, অতএব নাট্যশাস্ত্রকে সপ্তম শতাব্দীতে রচিত বলিলে ক্ষতি হয় না। বৌদ্ধ দিঙ্‌নাগাচার্য্য কালিদাসের নাটকাদি অশ্লীল বলিতেন। নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তি ছাড়িয়া দিয়া নাট্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে মনে হয়, আর্য্যজাতি যখন ভারতে নবাগত,আদিম অধিবাসী যখন নূতন বশীভূত, তখন আর্য্যের মধ্যে নাট্যের স্ফুরণ হইয়াছিল। নাটকে যে সকল প্রাকৃত চরিত্র দেখা যায়, অধ্যাপক জ্যাকসনের মতে তাহার কতকগুলি বিজিত আদিম অধিবাসীদের বিদ্রূপাত্মক ছবি। বিদূষক ব্রাহ্মণ তাহার একটি। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের বিধি ব্রাহ্মণে সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিবে, কিন্তু সর্ব্বত্র বিদূষকের ভাষা প্রাকৃত। ইহার কারণ বিদূষক অংশের স্বাভাবিক অভিনয়ের জন্য হয়ত প্রথম প্রথম কোন আদিম অধিবাসীকে অভিনেতা করিতেন। সে ব্যক্তি ভাববিকাশেরও রসবিস্তারের জন্য নিজের দেশের ভাষা ও ভাব সহকারে অভিনয় করিত। আর্য্যেরা অবশেষে ইহার রসপ্রকাশক ভাব বুঝিয়া উহা আর ত্যাগ করিলেন না। আর একটি আদিম জাতির ছবি বেত্রধারিণী স্ত্রী-প্রহরী; যেমন বসুন্ধরা অথবা শরীর রক্ষাকারিণী স্ত্রী-সেনা। শৈলূষ, প্রভৃতি শব্দ দ্বারাও উক্ত আদিম অধিবাসীদের প্রভাব বুঝা যায়। নৃৎ ধাতু হইতে "নট" শব্দ নহে। "নট" স্বতন্ত্র ধাতু আছে। মনুতে নট নামে জাতির উল্লেখ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে নট শব্দ আছে। দুঃখের বিষয় খৃষ্টের পূর্ব্বে নাট্য গ্রন্থ নাই। হয় ত লিখিত হইত না বা রচিত হয় নাই।

তৎপরে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, মহাশয় বলিলেন, হরিবংশে নাটকাভিনয়ের এবং মহাভারতে নাট্যশালার যেমন উল্লেখ পাওয়া যায়, রামায়ণে সেইরূপ নাটক ও প্রহসনের উল্লেখ আছে। ভরত মাতুলালয়ে অবস্থানকালীন দুঃস্বপ্ন দেখিয়া মনে কষ্ট অনুভব করিলে,

তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে নাটক ও প্রহসন পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। ইহা হইতে রামায়ণের সময়ে একবিধ নাট্যগ্রন্থের অস্তিত্ব জানা যাইতেছে। তবে সে সকল গ্রন্থ কি তাহা কে বলিবে ?

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি, এ, মহাশয় বলিলেন, হরিদ্বার, গোমুখী প্রভৃতি তীর্থ দর্শনে যে ফল, অদ্যকার প্রবন্ধের মত প্রবন্ধ শ্রবণে অনেকটা সেই ফল পাওয়া যায়। ইহার জন্য আমরা শ্রদ্ধাস্পদ প্রবন্ধলেখক মহাশয়ের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। যাঁহারা বলেন, ভারতে নাট্যের উৎপত্তির জন্য আমরা গ্রীকদিগের নিকট ঋণী, তাঁহাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করি, আমাদের হিমালয়ের শিখরস্থিত তুষারও কি আল্পস্ পর্ব্বতের শিখর হইতে আনীত হইয়াছে ? পর্ব্বত উচ্চ হইলেই তাহাতে তুষারপাত হইয়া থাকে, সেইরূপ সমাজের উন্নতির সহিত নাট্যের ক্রমবিকাশ অবশ্যম্ভাবী। অসভ্য জাতিদের মধ্যেও কিয়ৎপরিমাণে নাট্যচর্চ্চা দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও কর্ত্তা গৃহিণী সাজিয়া কত অভিনয় করে, সুতরাং মানবসমাজে নাট্যের স্ফুরণ স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। ইহার জন্য আমাদের মত একটি পুরাতন সভ্যজাতির অপরের নিকট যাইবার প্রয়োজন কি ? অতি প্রাচীনকালে গ্রীকদিগের বহুপূর্ব্বে যে ভারতে নাট্যের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈদিকগ্রন্থেও নটের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভরতমুনিকে নাট্যশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক বলিয়া ধরা হয় কেন ? আমার বোধ হয় গ্রীস দেশে যেরূপ Æschylus ট্র্যাজেডির সমধিক উন্নতি সাধন করিয়া Father of Greek Tragedy আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভরতমুনিও সেইরূপ ভারতে নাট্যশাস্ত্রের কোন বিশেষ উন্নতি সম্পাদন করিয়া এরূপ খ্যাতিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে কেহই আদি প্রবর্ত্তক নহেন। গ্রীসদেশে দিওনিশাস দেবের উদ্দেশে সমবেত সঙ্গীত হইতে ক্রমে নাট্যের উৎপত্তি হয়। ভারতীয় নাট্যের ইতিহাসও কতকটা এইরূপ ধরণের বলিয়া বোধ হয়। প্রথমে কোন পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে বা কোন দেবোদ্দেশে নিরবচ্ছিন্ন কীর্ত্তন ও গান হইত, পরে গায়কদিগের কণ্ঠ ও শ্রোতৃবর্গের কর্ণকুহরের কথঞ্চিৎ বিশ্রামের সুবিধার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে কথোপকথনের সৃষ্টি হয়। 'কুশীলব' শব্দটি বোধ হয় একথার প্রমাণ। রামপুত্র কুশীলব পথেঘাটে রামায়ণ গান করিয়া বেড়াইতেন। "নট" অর্থবোধক কুশীলবের সহিত রাজকুমারদ্বয়ের নামের যেরূপ সৌসাদৃশ্য আছে, সেইরূপ সম্বন্ধ থাকাও সম্ভব এবং সেই সম্বন্ধ হইতে ভারতীয় নাট্যের অতীত ইতিহাসের কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আমি ইতিপূর্ব্বে অনেকবার ঐতিহাসিক সময় নিরূপণ সম্বন্ধে আমার মতামত বলিয়াছি। আনুমানিক মীমাংসা ও আনুমানিক তথ্য দ্বারা যতটা নিরূপণ করা সম্ভব, শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবন্ধে তাহা হইয়াছে। প্রবন্ধ বেশ মৌলিক ও গবেষণাপূর্ণ হইয়াছে। নাট্যশাস্ত্র নাট্যগ্রন্থ কতদিন পূর্ব্ব হইতে ছিল, তাহা

একবারে স্থির করিতে না পারি, খুব প্রাচীনকালেও যে উহার কিছু না কিছু ছিল, তাহা জানা যাইতেছে। খুঁজিলে ইহার পূর্ব্বাভাস হয়ত বেদ পর্য্যন্ত যাইবে। নাটকের ভাব কিরূপে প্রথমে সমাজে আসিল, কিরূপে অভিনয়ে পরিণত হইল, তাহা সংগ্রহ করিয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত করা সকলের পক্ষে সাধ্য নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাহস করিয়া যতটা করিয়াছেন, তাহা সুন্দর গবেষণাপূর্ণ ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। এইরূপ মৌলিক বিষয়ে আপনারা কিছু কিছু লিখিয়া পরিষদে মধ্যে মধ্যে যদি উপস্থিত করেন, তবে বড় ভালই হয়।

অতঃপর গ্রন্থোপহারদাতৃদিগকে এবং সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,
সম্পাদক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন।

গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১০, ১৪ই জুন ১৯০৩, রবিবার অপরাহ্ণ সাড়ে ছয়টার সময় ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে অনূন ছয় শত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তির এবং পরিষদের সভ্যের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)।
ডাক্তার „ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস্ সি, (সহ-সভাপতি)।
„ রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর।
„ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
„ রায় প্রমথনাথ চৌধুরী।
পণ্ডিত „ মৃত্যুঞ্জয় ন্যায়রত্ন।
কবিরাজ „ বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন।
ডাক্তার „ জে, এন্, ঘোষ, এম্, ডি।
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল।
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল।
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু।
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
„ নলিনীভূষণ গুহ।
„ জলধর সেন বি, এ।
„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।
„ পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়।
„ প্রাণকৃষ্ণ দত্ত।
„ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।
„ দুর্গাদাস লাহিড়ী।
„ সতীশচন্দ্র বসু।
„ মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।
পণ্ডিত „ সখারাম গণেশ দেউস্কর।
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ।
ডাক্তার „ মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।
„ আর, কে, দাস, স্কোয়ার বি, এ, (ব্যারিষ্টার)।
পণ্ডিত „ মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন।
„ হরিচরণ মুখোপাধ্যায় বি, এল।
কবিরাজ „ যোগীন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ এম, এ।
„ „ করুণাকুমার সেনগুপ্ত।
„ „ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত রায় চুণিলাল বসু বাহাদুর।
„ গৌরহরি সেন।
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।
„ বাণীনাথ নন্দী।
„ নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
„ রমেশচন্দ্র বসু।
„ রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী।
„ দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ।
„ সুমেরচাঁদ মেহেরা।
„ সুবোধচন্দ্র মজুমদার বি, এ।
„ মন্মথনাথ সেন বি, এ।
„ নিখিলনাথ রায় বি, এল।

শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন।
„ বোধিসত্ত্ব সেন এম, এ।
„ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ।
„ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি, এল।
পণ্ডিত „ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
„ অবিনাশচন্দ্র বসু এম, এ।
„ বসন্তকুমার মিত্র বি, এ।
পণ্ডিত „ ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ।
„ শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী।
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, সম্পাদক।
„ মন্মথমোহন বসু }
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহকারী সম্পাদক।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল,—(১) গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। (২) সভ্যনির্ব্বাচন। (৩) শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর কর্ত্তৃক "বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতি" বিষয়ে বক্তৃতা, ও (৪) বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে কার্য্যারম্ভ হইলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি, এ, মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে তাহা অনুমোদিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক		সভ্য
শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী।		শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ হালদার।
„ „	„	২।	„ পান্নালাল দে।
„ „	„	৩।	„ শরৎচন্দ্র ভড়।
„ „	„	৪।	„ সুরেন্দ্রনাথ পাল।
„ মৃণালকান্তি ঘোষ	„	৫।	„ মনোরঞ্জন গুহ।
„ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	„	৬।	„ মন্মথনাথ ঘোষ এম, এ।
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	„	৭।	„ চারুচন্দ্র ঘোষ।
„ মুন্সী আবদুল করিম	„	৮।	„ কৃষ্ণকুমার মজুমদার বি,এ। সায়েরাতলী হাইস্কুল।

অতঃপর ভারতীয় সঙ্গীত সমাজের গায়কগণকর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত রায় প্রমথনাথ চৌধুরী বিরচিত দুইটি আবাহন সঙ্গীত গীত হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর "বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। নিম্নে তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ প্রদত্ত হইল।

"অদ্য যে বিষয়ে বক্তৃতা করিতে উঠিয়াছি, সে প্রসঙ্গে এক সুদীর্ঘ গ্রন্থ হইতে পারে। দীনেশবাবু প্রভৃতি এ সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনা। আমার বক্তৃতার উদ্দেশ্য অন্যরূপ। যে কথা সর্ব্ব সাধারণের মনে জাগে, যাহাতে সাহিত্যের উন্নতি হয়, আমি সেই কথা লইয়াই প্রধানতঃ আলোচনা করিব। যাহা হউক বক্তৃতা করিবার পূর্ব্বে আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। পূর্ব্বে বাঙ্গালাভাষা শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট হেয় ছিল। এক্ষণে পরিষদের চেষ্টায় ইহা মাতৃভাষার উপযুক্ত সিংহাসন পাইয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষা কত কালের? সে সময় নির্দ্দেশ করা কঠিন। সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা ভাষা শত সম্বন্ধে জড়িত, কিন্তু প্রাচীনকালের সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার সেরূপ সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের সময় পর্য্যন্ত সংস্কৃত দৃঢ় গঠিত পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়-মান। তাহার পর যখন সেই সংস্কৃত এদেশে আসিয়া পৌছিল, সেই সময় বাঙ্গালার সূত্রপাত হইল। দৃঢ় গঠিত পর্ব্বত দেশের ভাল বায়ুর গুণে কোমল হইল, বঙ্গদেশের সংস্কৃত বাঙ্গালার গর্ভধারিণী মাতার ন্যায় মধুর আকৃতি ধারণ করিল। জয়দেবের লেখায় বাঙ্গালার উৎপত্তির পূর্ব্বাভাস স্পষ্ট দেখায় যে জয়দেবের সময়ই বাঙ্গালার উৎপত্তিকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ইহার প্রমাণ, জয়দেবের পরেই বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বাঙ্গালা কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে বাঙ্গালা ভাষার স্রোত ধীর গতিতে প্রবাহিত। সহসা তাহাতে বন্যা দেখা দিল।—চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইলেন, বঙ্গভূমি বিপ্লবে প্লাবিত হইয়া গেল। পল্লীভাষা যেমন পালিভাষায় পরিণত হইয়াছিল, বাঙ্গালা ভাষা সেইরূপ চৈতন্যদেবের প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া এক স্বতন্ত্র ভাব অবলম্বন করিল। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন গীতে দেশ উদ্ধার পায় না। ভক্তি আমাদের একমাত্র বৃত্তি নয়। নূতন এক সাহিত্য (পদাবলী ইত্যাদি) সৃষ্ট হইল বটে, কিন্তু তাহাতে অভাব পূর্ণ হইল না। সাধারণ বাঙ্গালা ভাষা—বিশেষতঃ বাঙ্গালা গদ্য তখন বড়ই কদর্য্য ছিল। মুসলমানের রাজত্ব, অধিকাংশ লেখাপড়া তখন যাবনিক ভাষাতেই সম্পন্ন হইত। এমন কি, এই ইংরাজ রাজত্বে আমরাও শৈশবে ফারসী শিখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। বাঙ্গালার মধ্যে ছিল কৃত্তিবাস, কাশীদাস গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী প্রভৃতি দুই চারিখানি পুস্তক। তখন গ্রামে গ্রামে দুই চারিখানি পুস্তকের লড়াই হইত। বড় বড় পত্র লেখা হইত। তাহাতে আবার কবিতা থাকিত। সে পত্রের ভাষা যদি সাধারণের বোধগম্য হইত, তবে পত্র বলিয়া গণ্য হইত না। ভাষার যখন এইরূপ অবস্থা তখন অকস্মাৎ তাহার মধ্যে এক প্রবাহ সঞ্চারিত হইল। সমগ্র পাশ্চাত্যদেশের জ্ঞানের ভাবপ্রবাহ আসিয়া এক নূতন নদী সৃষ্টি করিল। একদিকে পুরাতন বাঙ্গালার ভাগীরথী, অপরদিকে পাশ্চাত্য জ্ঞানের যমুনা,—ইহাই বাঙ্গালা ভাষার প্রয়াগ। এখনকার বড় বড় কবি সান্দর্ভিক ইত্যাদি সমস্তই ইহার ফল। আজ বাঙ্গালার যে মূর্ত্তি দেখিতেছি, পাশ্চাত্য যমুনার সহিত সম্মিলন ব্যতীত কখনই তাহা হইত না। সবে

৬০ বৎসর মাত্র এই শুভ সম্মিলন ঘটিয়াছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই নাম করিতে হয়, স্মরণীয়-নামা ৺ রামমোহন রায়ের। তাঁহার নিকট বঙ্গভাষা অশেষ ঋণী। সে সময়ে বাঙ্গালার বিপন্নাবস্থা,—সকল ভাব প্রকাশ করা যায় না। প্রতিকূল বাতাসে হাবুডুবু খাইয়া তাঁহাকে ভাষার উন্নতির জন্ম চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। ৺ রামমোহন রায়ের পর ৺ দ্বারকানাথ ঠাকুর ৺ কালীনাথ মুন্সী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিতে হয়। তাহার পর বিদ্যাসাগর। ভাষার বিকা-শের তিন পথ—অনুবাদ, অনুকরণ ও উদ্ভাবনা। আমরা অনুবাদ করিতে লজ্জিত, কিন্তু ইংরাজী ভাষায় আজও অনুবাদ চলিতেছে। Max Muller প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতগণ অনুবাদ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে অধিকাংশ সংস্কৃত ও হিন্দিভাষা হইতে অনুবাদ। শীঘ্রই তাঁহার সাথী জুটিল। ৺ অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার ন্যায় অনুবাদকার্য্যে ব্রতী হইলেন। দত্ত মহাশয়ের কার্য্য অধিকতর কঠিন ছিল, ইংরাজী হইতে অনুবাদ—কিন্তু তথাপি তিনি সেই শব্দ দারিদ্র্যের দিনে আমাদিগকে পঞ্চ ব্যঞ্জন দিয়া আহার করাইয়াছেন। তাঁহার পর তারাশঙ্কর তর্করত্ন কাদম্বরী রাসেলাস্ প্রভৃতি অনুবাদ করেন। এ প্রসঙ্গে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক দিকে যখন এইরূপ চেষ্টা হইতেছিল, আর একদিকে তখন কবিওয়ালা, যাত্রাওয়ালা কথক প্রভৃতির মুখে বাঙ্গালা অন্য এক পথে প্রবর্ত্তিত হইতেছিল। সে বাঙ্গালা উপেক্ষার নহে, তাহার অনেক স্থলে যথার্থ কাব্য নিহিত আছে। যাহা হউক তখনও দেশের বড় লোকেরা ফারসীভক্ত, ইংরাজীওয়ালারা ইংরাজী ভক্ত, তখনও বাঙ্গালা ভাষা বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষার এই দুঃখের দিনে তিলোত্তমাসম্ভব প্রকাশিত হইল। রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্রকাশক রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র। শীঘ্রই শিক্ষিত বঙ্গসমাজে এক আনন্দকোলাহল উঠিল। তাহার কিছু পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশ নন্দিনী" বাহির হইল। আর ভাবিতে হইল না। ইংরাজীওয়ালা বাঙ্গালী বাবু বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালা ভাষা ছুঁইব না। কিন্তু বঙ্কিমের কাছে সকলে নত হইলেন, বঙ্কিমের গ্রন্থ পঠিত, সমালোচিত হইল। বঙ্কি-মের লেখায় যে মাধুর্য্যের উৎস খুলিয়া দিল, তাহার বেগ আর থামিল না। অতঃপর দীনবন্ধুর নাটকসকল লিখিত হইতে লাগিল। দীনবন্ধুবাবুর রসিকতায় সকলে মুগ্ধ হইলেন। এই সকলের মধ্যে আর এক ঘটনা প্রথম শ্রেণীর বাঙ্গালা মাসিক পত্রের সৃষ্টি। প্রথমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ৺ অক্ষয়কুমার দত্ত কর্ত্তৃক পরিচালিত "তত্ত্ববোধিনী" পত্রি-কার নাম করিতে হয়। তার পর "বঙ্গদর্শন"। বঙ্গদর্শন এক বিপ্লব ঘটাইয়াছিল। ইংরাজীওয়ালারা মাসিক সন্দর্ভের অভাব অনুভব করিতেন। আর কোন পত্রে সে অভাব পূরণ হইত না। বঙ্কিম সময়ের ইঙ্গিত বুঝিয়াই বঙ্গদর্শন প্রকাশ করিলেন। নবযুগ এই ভাবে চলিল। কাব্যের স্ফূর্ত্তিও কম হয় নাই। মধুসূদনের "মেঘনাদ বধ" সাধারণের মধ্যে পঠিত আদৃত হইয়াছে। হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার বেশী লোকে না পড়িলেও ইহা এক-খানি বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার দুইজন প্রধান কবি এখনও জীবিত।

অনেক কবি ইঁহাদের অনুকরণে রাশি রাশি কাব্য লিখিতেছেন। কিন্তু ইহাকে উন্নতি বলা যায় না। মানুষ শুদ্ধ আতর গোলাব লইয়া চলে না। শুদ্ধ কাব্য উপন্যাসাদির দ্বারা জাতীয় ভাষা গঠিত হইবে না। লেখা তিন প্রকার। কথাত্মক, বিষয়াত্মক, ভাবাত্মক। প্রথমাবস্থার কথাত্মক লেখায় (উপন্যাসাদির) আদর হয়। কিন্তু কথাত্মক লেখার প্রতি অত্যধিক অনুরাগ ভাল নয়। মানুষের প্রকৃতি যতগুলি বৃত্তিদ্বারা গঠিত ততগুলি গ্রন্থ চাই। প্রেমভক্তির জন্য ভোজ্য চাই। আবার অপরদিকে জ্ঞানবৃত্তি ও ভোজ্য চাহিতেছে। সকল বৃত্তির জন্য ভোজ্য যোগাইতে হইবে। নতুবা সাহিত্যে উন্নতি হইবে না। এখনও বাঙ্গালার হীনাবস্থা ; রাজদ্বারে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোথাও ইহার স্থান নাই। যদি উন্নতি চাও, তবে মাতৃভাষাকে এই হীনতা হইতে মুক্ত করিতে হইবে। ইহার জন্য দেশের চালকদিগের মধ্যে একপ্রাণতা চাই। দুঃখের বিষয়, এখন তাহা নাই। আমাদের অভাব বোঝা চাই। প্রথম অভাব রাজার সহানুভূতি। রাজার সহানুভূতি পাইলে আমরা আসামীকে বাঙ্গালাভুক্ত করিতে পারিতাম, উড়িষ্যাকেও পারি। তাহার উপর আবার আমাদের দেশের সমৃদ্ধ লোকেরা মাতৃভাষার প্রতি কেহ দৃষ্টি রাখেন না। মধুসূদন, হেমচন্দ্র এবং আরও বহুসংখ্যক গ্রন্থকারের দুর্দ্দশাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আমাদিগকে সন্তানব্রত গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে, নতুবা উপায় নাই। আমাদের সবে ১২০০ বার শত বৎসরের দাসত্ব, কিন্তু গ্রীস ১৭০০ সতর শত বৎসর অধীন ছিল। সেই গ্রীসদেশ আবার শক্তিমান—কারণ কি ? গ্রীক বিপ্লবের ইতিহাসলেখকেরা বলেন, গ্রীকেরা বরাবর তিনটী জিনিষ রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। জাতীয় পরিচ্ছদ, জাতীয় ধর্ম্ম, জাতীয় ভাষা। তাঁহারা যদি সমুদ্রতলে ডুবিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও কেহ তাঁহাদিগকে ভুলিতে পারিত না। তাঁহাদের ভাষাই মৃত সঞ্জীবনীর কার্য্য করিয়াছিল। অষ্ট্রিয়ার পাশ হইতে মুক্ত হইবার প্রধান কারণ, ইতালি যজ্ঞীয় বহ্নির ন্যায় জাতীয় ভাষা রক্ষা করিয়াছিল। আমাদের ভাষাও যদি জাগিয়া উঠে, তবে আমাদের মৃতকল্পভাব আর থাকিবে না।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন :—কালীপ্রসন্ন বাবু যেরূপ মনোহর সুললিত সাধুভাষা প্রয়োগে সিদ্ধ, তাহাতে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে হইলে সেইরূপ ভাষাতে দেওয়া উচিত। আমার সে ভাষার সম্বল নাই। যাহা হউক, আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। কালীপ্রসন্ন বাবুর উপদেশগুলি হৃদয়গ্রাহী। আমাদের সকলেরই মাতৃভাষার সেবায় প্রাণপণ করা উচিত। কিন্তু আমাদের লেখকদিগের পক্ষে বিস্তর বাধা বিঘ্ন। দেশের লোকের সহানুভূতির অভাবে তাঁহাদের সে উদ্যমের স্ফূর্ত্তি নাই! তথাপি আশা আছে, ইতিমধ্যে বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। এই উন্নতির প্রধান কারণ সহবাস। পাশ্চাত্য সম্মিলনে বঙ্গভাষা বাল্যের পর যৌবনে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ইহা আমাদের পক্ষে কম সুবিধার কথা নয়। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি লইয়া শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়

বঙ্গভাষার উন্নতির পক্ষে শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর দ্বারা যেরূপ সাহায্য হইয়াছে, তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিলেন। অবশেষে গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সম্পাদক।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, সভাপতি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

গত ১০ই শ্রাবণ ১৩১০, ২৬ জুলাই ১৯০৩, রবিবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন,—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম. এ.—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ।
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।
„ নিখিলনাথ রায় বি. এল।
„ দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ।
„ সত্যকৃষ্ণ রায়।
„ যতীশচন্দ্র সমাজপতি।
„ যোগেশচন্দ্র ঘোষ।
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী।

কুমার শ্রীযুক্ত সত্যবাদী ঘোষাল বাহাদুর।
রায় „ প্রাণশঙ্কর চৌধুরী।
„ জগবন্ধু মোদক।
ডাক্তার „ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী এল, এম্, এস্।
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ।
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল, (সম্পাদক)।
„ মন্মথমোহন বসু বি,এ } (সহ-সম্পাদক)।
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী }

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল,—(১) গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্ব্বাচন, (৩) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত "ভারতে লিপির উৎপত্তি" নামক প্রবন্ধ, (৪) মৃত সভ্যগণের জন্য শোকপ্রকাশ এবং বিবিধ।

সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণের অনুপস্থিতিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্, এ, (ভূতপূর্ব্ব আর্য্যদর্শন সম্পাদক) মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্য্যারম্ভ হইলে গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্যশ্রেণিভুক্ত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১। কুমার শ্রীযুক্ত সত্যহর্ষ ঘোষাল বাহাদুর, ভূকৈলাস।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	২। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ ঘোষ, খিদিরপুর।
„	„	৩। „ সৈয়দ ওয়াহেদ আলি, ২৮নং হ্যারিসন রোড।
„	„	৪। „ আনন্দনাথ সেন, শাখরাইল, ময়মনসিংহ।
মুন্সী আবদুল করিম।	„	৫। „ সারদাচরণ পাল বি, এ, ৫১ নং রুম ইডেন হিন্দু হোষ্টেল।
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।	৬। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রসুন্দর ঠাকুর।
„	„	৭। „ হরিনারায়ণ মিশ্র।
„	„	৮। „ সতীশচন্দ্র সিংহ বি, এল, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
„	„	৯। „ মধুসূদন সিংহ, বি, এ, কান্দি।
„	„	„ হরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, বাঘডাঙ্গা, কান্দি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। *

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্, এ, মহাশয় বলিলেন,—আমার পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, উহা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইউরোপীয় মতে ভারতীয় লিপির উৎপত্তি বিদেশে। অমূল্যবাবু এই মতের বিরোধী,—সুতরাং তাঁহার প্রবন্ধ বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। তাঁহার বিদ্যাবত্তা, গবেষণা, চিন্তাশীলতা বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি বহুভাষায় লিখিত নানা দেশের ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মত উদ্ধৃত ও যথাসম্ভব খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে ভারতের বর্ণ Serio-Arabic হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা নহে। ধরিতে গেলে অক্ষরটা কি? কিছুই নহে, বিনা দুধে ঘোল—কল্পনার সাহায্যে শব্দের জ্ঞাপক কতকগুলি চিহ্নমাত্র। তবে এ কল্পনাদ্বারা জগৎ উপকৃত। কোন্ জাতি প্রথমে অক্ষরের কল্পনা করেন; ইহার অনুসন্ধান পণ্ডিতমণ্ডলী বহুকাল হইতে করিতেছেন। ইহার আলোচনা ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে ১৪শ লুইএর দূতকে শ্যামদেশের রাজা কাম্বোডিয়া অক্ষরে লিখিত একখানি পালি-গ্রন্থ উপহার দেন। সেই গ্রন্থ পাইয়া ফরাসী জাতি অক্ষরতত্ত্ব উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করিল। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটি গঠিত হয়। এই সভার যত্নে এসিয়া মহাদেশের ধর্ম্ম ও বিদ্যা আলোচনার সূত্রপাত হইলে অনেক উৎকীর্ণ লিপি, এসিয়া মাইনরের হিব্রুলিপি প্রভৃতি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী স্থির করেন, এই সকল অবলম্বনে গবেষণা দ্বারা অক্ষরের ইতিহাস পাওয়া যাইতে পারে। অশোকলিপি এ পর্য্যন্ত যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা

* প্রবন্ধ একাদশ ভাগ ১ম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

তত প্রাচীন নহে। ইহার আকার গঠন ও লেখন প্রণালী অতি পরিষ্কার। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই লিপিগুলিকে ২৫৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের প্রাচীন বলিতে চাহেন না, অথচ ইউরোপে খৃষ্ট পূর্ব্ব একাদশ শতাব্দীর লিপি পাওয়া গিয়াছে। সে সকল লিপির লিখিত বিবরণাদি হইতেই তাহাদের প্রাচীনত্ব জানা যায়। খৃষ্ট পূর্ব্ব দশম, নবম, অষ্টম শতাব্দীর লিপি অনেক-গুলি ইউরোপে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মিসরের মৌক্তিক অক্ষর খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫ হাজার বৎসরের পূর্ব্বে ক্ষোদিত হইয়াছে। অক্সফোর্ডের মিউজিয়মে ৪৭০০ খৃঃ পূঃ বৎসরে উৎকীর্ণ এক স্তম্ভ আছে। ব্যাবিলোনিয়ার কীলকাকৃতির অক্ষর ২৭০০ বৎসর খৃষ্ট পূর্ব্বের। চীনের চিত্রিতাক্ষর খৃষ্ট পূর্ব্ব ২৫০০ বৎসরের। কিন্তু ভারতের অক্ষর অশোকের পূর্ব্বের আর নাই। অশোকের পরের সহস্র সহস্র উৎকীর্ণ লিপি আছে, কিন্তু পূর্ব্বের আর নাই। সম্প্রতি কপিলবাস্তুর নিকটবর্ত্তী পিপ্‌রা হইতে এক লৌহ সিন্ধুক ভূগর্ভে পাওয়া গিয়াছে, উহার গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি আছে। ঐ সিন্ধুকে বুদ্ধদেহাবশেষ রক্ষিত। সুতরাং উহা ৫৪৩ খৃষ্ট পূর্ব্বেব অধিক নহে। অতএব এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ৫৪৩ খৃষ্ট পূর্ব্বের উৎকীর্ণ লিপি ব্যতীত আর অধিক পুরাতন লিপি পাওয়া যায় নাই। সাঁচি নামক স্থানে মৌদ্‌গল্যায়ন ও সারিপুত্রের দেহাবশেষ পাত্রেও যে অক্ষর আছে তাহার সময়ও উহার কিন্তু পরবর্ত্তী। কারণ ঐ দুই বুদ্ধশিষ্য বুদ্ধদেবের পরে মৃত। গিরিব্রজ হইতে যে ক্ষোদিত লেখা পাওয়া গিয়াছে, তাহার পাঠোদ্ধার এখনও হয় নাই। গত বৎসর হইতে India Exploration Fund স্থাপিত হইয়াছে, তাহার কাজ এখনও আরম্ভ হয় নাই; হইলে কি হইবে বলা যায় না। অন্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষে প্রাচীনলিপির বর্ত্তমানতা আর নাই। ঋষিরা উৎকীর্ণ লিপির আবশ্যকতা বুঝিতেন না। সাধারণ লোক শিক্ষার ব্যবস্থা তাঁহারা অধ্যয়ন অধ্যাপনা দ্বারা করিতেন। বুদ্ধের পরবর্ত্তী কালে প্রয়োজনবশে লিপি উৎকীর্ণ করাইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়; কিন্তু তাই বলিয়া যে বুদ্ধের পূর্ব্বে লিপি প্রথা ছিল না, তাহা নহে। ভূর্জ্জপত্রে লেখা, আরও পূর্ব্বে ভারত ছিল বৈ কি? পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা খৃষ্ট পূর্ব্ব নবম শতাব্দীতে ভারতে লিপি প্রথা ছিল, ইহা অনুগ্রহ করিয়া স্বীকার করিয়াছেন। পাণিনি অত প্রাচীন নহেন। যবন শব্দে কেবল গ্রীককে বুঝায় না। ভারতের বাহিরে পাশ্চাত্য জাতি মাত্রই যবন হইতে পারেন। ধননন্দ যখন রাজা, তখন পাণিনির গুরু উপবর্ষ পণ্ডিত বর্ত্তমান, সুতরাং উপবর্ষের সময় খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী। উণাদি প্রত্যয়ের মধ্যস্থ শব্দ দ্বারা পাণিনিকে আবার বেশী পরবর্ত্তী বলা সমীচীন হয় না। যাস্কের নিরুক্তে, গোপথ, শতপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণে শ্রৌতসূত্রগুলিতে অক্ষরের উল্লেখ আছে। এগুলি বুদ্ধের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী; সুতরাং নবম খৃষ্ট পূর্ব্ব শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে ভারতে অক্ষরের বর্ত্তমানতার সাক্ষ্য ও প্রমাণ আছে। কিন্তু এগুলি আনুসঙ্গিক প্রমাণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। অমূল্যবাবুর সিদ্ধান্ত ভারতীয় অক্ষরের সৃষ্টি ভারতে, বিদেশে নহে; ইহার প্রমাণ না হইলে অনেক বিষয়ে আমাদের অর্ব্বাচীনত্ব প্রকাশ হইবে। ফিনিসীয় অক্ষর প্রত্যক্ষ বস্তু দর্শনে সৃষ্ট, পাশ্চাত্য পণ্ডিত-

মণ্ডলী তাহার প্রমাণ করিয়াছেন। ভারতীয় অক্ষরের উৎপত্তি মূলে সেরূপ কোন বীজ আছে কি না, তাহার কোন প্রমাণ নাই। ক-এ করাত, খ-এ খরগোস, গ-এ গাধা ইত্যাদি বাঙ্গালা বর্ণমালার পাঠরীতি অতি অল্পদিনের কল্পনা বলিয়াই বোধ হয়। তদ্ভিন্ন ভারতীয় বর্ণমালা যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সজ্জিত, তাহা প্রথম উদ্ভাবিত বর্ণমালার পক্ষে সাজে না। ইহা বহুকালের মার্জ্জিত প্রণালীর ফল। সুতরাং আদর্শ একটা ছিল, যাহার মার্জ্জনা হইয়া বর্ত্তমান ভারতীয় বর্ণমালা গঠিত হইয়াছে। অশোকের ৪১টি ক্ষোদিতলিপির অক্ষর সব এক রকম। তাহার পর হাজার বর্ষের মধ্যে অ রের প্রাদেশিক বিভিন্নতা বহু প্রকার দেখা যায়। কিন্তু অশোকলিপির প্রাদেশিক বিভিন্নতা নাই। ইহাও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের আর একটি প্রবল যুক্তি। আমার নিজের কিন্তু এ সকল যুক্তিতে আস্থা নাই, অথচ প্রতিকূলে প্রমাণ দিবারও কিছু এখনও হাতে আসে নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সাহাবাদ গিরির উৎকীর্ণ লিপির অক্ষর দেখিয়া বলেন, ঐ অক্ষরের মূলে Greco-Bactria। পরে Indo-Pali পারস্যের মধ্য দিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। ফিনিসীয় বাণিজ্য পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র বিস্তৃত ছিল। কেহ কেহ বলেন, ঋগ্বেদ ধৃত "পণি" শব্দে বণিক্ বিশেষ বুঝায়। মহীধর এই ব্যাখ্যা করেন। অনেকের মতে উহাই ফিনিসীয় শব্দের সূচক। সায়ণ ঐ শব্দের অর্থ দেবতা-অপদেবতা করিয়াছেন। কেহ বা দস্যুও করিয়াছেন, রামায়ণে লোহিত সাগরের বর্ণনা আছে। সমরখণ্ডের সঙ্গে ফিনিসীয় ও ভারতীয় বাণিজ্য চলিত; সুতরাং ফিনিসীয় অক্ষর আনা অসম্ভব নহে। তবে কিরূপে কাহাদের দ্বারা কোথা হইতে আসিল, তাহা নির্ণয় করা বড় দুরূহ। কারণ প্রাচীন ভারতীয় অক্ষরের সঙ্গে কোন প্রাচীন বিদেশীয় অক্ষরের একটুও সাদৃশ্য নাই, অতএব পরের আদর্শে গঠিত কেমন করিয়া বলা যায়? প্রিন্সেপ বলেন, গ্রীক অক্ষর হইতে ভারতীয় অক্ষরের উৎপত্তি। আমার মতে ভারতের প্রাচীন বর্ণমালা যাহা ছিল, তাহা বর্ত্তমান নাই। অশোকের অক্ষরের মূলে ফিনিসীয়, সীরিয়-আরবীয়, আরবীয়-ফেলিক্স্ বা গ্রীক অক্ষর আদৌ ছিল না, তাহা স্থির হয় না। দেবনাগর অক্ষর আদৌ প্রাচীন নহে। উহা প্রাদেশিক অক্ষর মাত্র। বৌদ্ধ হর্ষবর্দ্ধনের পর কান্যকুব্জের হিন্দুরাজগণের সময় কাশীতে শিক্ষা স্থান নিরূপিত হয়। কাশীতে নাগরাক্ষর চলিত। কাশীতে অধীত ছাত্রগণের বিভিন্ন দেশে নাগরাক্ষরে লিখিত প্রাচীন পুস্তকাদি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নাগরাক্ষরের সর্ব্বত্র প্রচার। এখন নাগরাক্ষরের এত প্রচার আমরা দেখিতেছি, ইহার মূলে ইংরাজ রাজের শিক্ষা বিভাগের আদেশ বলবান। ইংরাজ বাঙ্গালা ব্যতীত সর্ব্বত্র নাগরাক্ষরে সংস্কৃত ভাষার পরীক্ষা গ্রহণের ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া গত ৫০ বৎসরের মধ্যে ইহার বিপুল প্রচার করিয়াছেন। যদি কোন দিন এসিয়ার সর্ব্বত্র একাক্ষর হয়, তবে সে দেবনাগরই হইবে। বাঙ্গালা বর্ণমালা দেবনাগর বর্ণমালার অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি, এ মহাশয় বলিলেন, অমূল্যবাবুর প্রবন্ধের জন্য তাঁহাকে বিশেষরূপে ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহার গবেষণার ফলেআমরা বুঝিয়াছি ভারতের অক্ষর ভারতেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। সর্ব্বজাতির শিক্ষাদাতা ভারত সর্ব্ব বিষয়ে গুরুগিরি করিয়া যে কেবল বর্ণ জ্ঞানের জন্য কাহারও শরণাপন্ন হইয়াছিল, তাহা বিশ্বাস করাই ভুল। কিন্তু ইহার প্রমাণ চাই। অমূল্যবাবু যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে বিপক্ষ মত খণ্ডিত হইবে বটে কিন্তু স্বমত প্রতিপন্ন হইবে কিরূপে? আমাদিগের বর্ত্তমান বর্ণমালা সাজাইবার বৈজ্ঞানিক প্রণালীই তাহার আধুনিকত্বের প্রমাণ. ইহার যে একটা আদি ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। যত দিন না আমরা সেটি খুঁজিয়া বাহির করি, ততদিন আমাদিগকে অনেক কথা শুনিতে হইবে। সতীশবাবুর উল্লিখিত প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রয়োজন; কিন্তু তাহা বাহির করিবার জন্য আমাদিগকে সাহেবদিগের ন্যায় মাটী খোঁড়াখুঁড়ী করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন বিশেষ সুবিধা কিছুতেই করিতে পারা যাইবে না। অশোকলিপির কাল ২৫০ খৃঃ পূর্ব্ব বৎসর। যদি পিপ্‌রার সিন্দুক বাহির না হইত তাহা হইলে আমরা অক্ষর লইয়া ৫৪৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে পৌঁছিতে পরিতাম না। গিরিব্রজের লিপি পড়াই যাইতেছে না। বাহির করা হইয়াছে অথচ সাহেবেরা পড়িয়া দিলেন না বলিয়া আমরাও হাত পা কোলে করিয়া বসিয়া আছি। প্রতীক্ষায় আছি সাহেবেরা পড়িয়া দিলে পর কবে তাহাদের যুক্তির ফাঁক ধরিয়া তর্ক তুলিব। ইহাতে কাজ হইবে না, কথায় প্রমাণ মিলিবে না। মাটী কাটিতে হইবে, তবে মিলিবে।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি, এল, মহাশয় বলেন,—অমূল্যবাবুর প্রবন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করিলাম। তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তৃপ্তি হইল না। অক্ষর বহু পূর্ব্ব হইতে ছিল, প্রমাণ করা যায়। কেবল তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া যায় না। ইহা বড়ই গোলের কথা। আমার একটা কথা আপনারা প্রণিধান করিবেন। আমরা স্বতঃসিদ্ধ বাক্য স্বরূপ একটা পাশ্চাত্য গণনাকে অভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়া লইয়া থাকি। আমি সেই গণনাকে অতটা অভ্রান্ত বলিয়া ধরিতে চাহি না। ৩২১ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে আলেক-জাণ্ডার ভারতে আসেন। ভূদেববাবু বলেন, এইটা গোড়ায় গলদ। আমাদের দেশের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতি যাহা দু একখানা আছে তাহাকে আমরা অবিশ্বাস করি কেন? তাহার সহিত ঐ বিষয়ের সময়ের মিল হয় না। আলেকজাণ্ডার মৌর্য্য বংশীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ভারতে না আসিয়া যদি গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ভারতে আসিয়াছিলেন বলা হয়, তাহা হইলে রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতির অনেক কথার সুন্দর মীমাংসা হয়। বুদ্ধদেবের সময়ও ঐ এক গণনাকে মূল ধরিয়া স্থির করা হয়, সুতরাং আমাদের সময়াদি সবই গোল ঘটিয়া গিয়াছে। এই গোল মিটাইলে অশোকলিপি কত অব্দ পিছাইয়া যাইবে, তাহা বুঝা এবং সতীশবাবুর প্রার্থিত প্রত্যক্ষ প্রমাণের সুযোগ হইতে পারে এবং মন্মথ বাবুকেও আর কোদাল পাড়িতে হইবে না। স্বাধীন চেষ্টা করা না হউক, ইহা আমার বলা অভিপ্রেত নহে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আমি সভাপতিত্ব করিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া আসি নাই, অধিকন্তু আমি সুস্থও নহি। আজকার আলোচ্য বিষয়ের মীমাংসাও সহজ নহে। প্রবন্ধ সম্বন্ধে সতীশবাবু নিখিলবাবু প্রভৃতি যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বড় কিছুই নাই, তবে বাঙ্গালা বর্ণমালা বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রে কতকগুলি জ্ঞাতব্য কথা আছে, সেগুলি আমি আপনাদিগকে বলিতেছি। সতীশবাবু বলিয়াছেন, বাঙ্গালা বর্ণমালা প্রাচীন, বস্তুত তাই। যজুর্ব্বেদে প্রণবাদি সম্বন্ধে যে উপদেশ আছে, তাহাতে বাঙ্গালা বর্ণমালাই সূচিত হয়। ষট্‌চক্রের সাধকগণ চক্রে চক্রে দেহ মধ্যে বর্ণের স্বরূপ দেখিতে পান, সে রূপ বাঙ্গালা বর্ণমালার রূপ। প্রণবসাধকেরা বলেন, সমস্ত বর্ণের উৎপত্তি প্রণব হইতে। প্রণবসাধকেরা সকল শব্দের শেষেই প্রণবের বিদ্যমানতা উপলব্ধি করেন, এমন কি পশ্বাদির শব্দেও প্রণব বিদ্যমান। সতীশবাবু বলেন, অক্ষরের উৎপত্তি কাল্পনিক, হিন্দু-শাস্ত্রার্থদর্শী শব্দসাধকগণ তাহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা জ্যোতির্ম্ময়রূপে অক্ষর প্রত্যক্ষ করেন। সতীশবাবু বলিয়াছেন, নাগরাক্ষর কালে এসিয়ার একমাত্র হইবে। কেন? বাঙ্গালা অক্ষর সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র যদি একটা সাক্ষ্য দেন এবং সাধকগণ প্রমাণ দিতে পারেন, তবে বাঙ্গালাই সর্ব্বত্র হউক না? সাহিত্য-পরিষৎ মিশনরী পাঠাইয়া বাঙ্গালা অক্ষর প্রচারের ব্যবস্থা করিতে পারেন। বাঙ্গালা, বেহার, আসাম, উড়িষ্যা, নাগরী অপেক্ষা বাঙ্গালা অক্ষরকে বেশী আদরে গ্রহণ করিবে। বর্ণের উৎপত্তি, রূপ ও জ্ঞানলাভ করিতে হইলে গবেষণা অপেক্ষা সাধনায় বেশী কাজ হইবে, হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ এইরূপ।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় পরিষদের দুই জন হিতৈষী সভ্যের মৃত্যু সংবাদ উপস্থিত করিলেন,—(১) দীঘাপতিয়ার রাজা বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী ৺তারকনাথ ভট্টাচার্য্য ও (২) ৺মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ইঁহাদের পরিষদের প্রতি স্নেহ ও যত্নের কথা উল্লেখ করিয়া ব্যোমকেশবাবু যথারীতি সমবেদনাসূচক পত্রাদি লিখিবার প্রস্তাব করিলেন। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ, মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন, মাধববাবু পরিষদের পত্রিকা পরিচালনে সর্ব্বদা আমায় উপদেশ দিতেন এবং গৌরীপুরের রাজা বাহাদুরের নিকট হইতে পরিষৎ গৃহনির্ম্মাণের জন্ত যে সাহায্য পাইয়াছেন, তাহার মূলই তিনি। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টাতেই তাহা হইয়াছে। এজন্ত তিনি পরিষদের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন এবং তাঁহার মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ শোকসন্তপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

অতঃপর গ্রন্থোপহারদাতৃবর্গকে এবং সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,
সম্পাদক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন।

গত ৩১শে শ্রাবণ, ১৩১০, ১৬ই আগষ্ট, ১৯০৩, রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সভাপতি।
,, শিবনাথ শাস্ত্রী এম্, এ, সহকারী সভাপতি।
,, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ।
,, সত্যকৃষ্ণ রায়।
,, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ।
,, সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, রমেশচন্দ্র বসু।
,, নিখিলনাথ রায় বি, এল।
,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
,, অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।
,, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্, এ।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ।
,, দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী।
,, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি।
,, হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, মুন্সী আসাদ আলি।
,, জিতেন্দ্রনাথ সিংহ এম্, এল, পি, এস (লণ্ডন)
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল, (সম্পাদক)।
,, মন্মথমোহন বসু বি, এ, } সহঃ-সম্পাদক।
,, ব্যোমকেশ মুস্তফী }

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল,—(১) গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্ব্বাচন, (৩) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্, এ, মহাশয় কর্ত্তৃক "খনা" নামক প্রবন্ধ পাঠ, (৪) পূর্ব্বপ্রস্তাবিত বিশিষ্ট সভ্যগণের নির্ব্বাচন সংবাদ ও (৫) বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে কার্য্যারম্ভ হইলে, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে তাহা অনুমোদিত ও গৃহীত হইল। পরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন,—

প্রস্তাবক।	সমর্থক।	সভ্য।
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট।
,,	,,	২। ,, প্রমদাচরণ মিত্র ৫ নং অভয়চরণ মিত্রের লেন।
,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	,, ব্যোমকেশ মুস্তফী	৩। ,, শ্যামাচরণ রায়, রংপুর।
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৪। ,, মন্মথনাথ সেন বি, এ ৮ নং মথুর সেনের গার্ডেন লেন।
,,	,,	৫। ,, ভূতনাথ ভাদুড়ী ৬৯ সুকিয়া ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	৬। শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ চট্টোপাধ্যায় ৪৪ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
,, মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	,,	৭। ,, সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী সন্ধ্য পুষ্করিণী।
,, শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়	,,	৮। ,, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

অতঃপর প্রবন্ধলেখক উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।* শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধকার খনা ব্যক্তিকে সন্দেহ করিয়াছেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত সত্যকৃষ্ণ রায় মহাশয় বলিলেন,—খনার বচন সম্বন্ধে যাহা প্রবাদ আছে, লেখক তাহার সমস্ত আলোচনা করেন নাই। পূর্ব্ববক্তা খনার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। খনার বচন হইতে ভাষার অবস্থা আলোচনা করিতে হইলে, প্রবন্ধলেখকের দুই চারিটি বচনের আলোচনায় বিশেষ ফল হইবে না। উহার সমস্ত বচন সংগ্রহ করা আবশ্যক। তাহার পর বিচার কর্ত্তব্য। আমার অনুমান ৩।৪ শত বচন খনার নামে চলিত আছে। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধলেখক উপস্থিত নাই, দীনেশবাবু পীড়িত, সুতরাং বিষয়টি সম্যক্ আলোচনার সুবিধা হইল না। পঞ্চাননবাবুর জ্যোতিষিক গবেষণা যথেষ্ট আছে। তিনি আমাদিগকে প্রবন্ধাতিরিক্ত অনেক কথা শুনাইলেন। তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি, আশা করি তিনি এই বিষয় সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ শুনাইবেন। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "খনা-মিহির" নামে একখানি উপন্যাস আছে। তাহাতে যে সকল বচন উদ্ধৃত আছে, তাহাতে "দিঠ্‌টির" অনেক কথা আছে। এ সকল কথা যদি বাস্তবিক খনার বচনের অঙ্গ হয়, তবে যোগেশবাবুর সিদ্ধান্ত ঠিক হয় না। এ সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে বড় কৌতূহল হয়। যোগেশবাবু ইহার আলোচনার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া আমাদের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, যতীন্দ্রবাবুর সহিত আমিও একমত। দীনেশবাবু থাকিলে বিষয়টি আরও বিশদরূপে আলোচনা হইত। খনার বচন চিরকাল বঙ্গে শুনিয়া আসিতেছি। ছেলেবেলা হইতে খনার কথা শুনিতেছি। কেরল দেশের রাক্ষসী পালিতা খনা কেরলী ভাষায় রচনা করেন নাই ইহাও আশ্চর্য্য। এ সকল তত্ত্ব গবেষণার যোগ্য।

---

* প্রবন্ধ ১৩১০ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

যিনি ইহার উদ্ধার করিবেন, তিনি বহু ধন্যবাদের পাত্র। আশা করি পঞ্চাননবাবু আমাদের বঞ্চিত করিবেন না। যোগেশবাবুর প্রবন্ধ মধ্যে বিশেষ সন্তোষকর প্রমাণ কিছু পাওয়া গেল না। তবে তিনি এ সম্বন্ধে যতটা অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন যে, গত বার্ষিক অধিবেশনে যে তিনজন বাঙ্গালার গৌরব, বাঙ্গালীর গৌরব পণ্ডিত ব্যক্তির নাম বিশিষ্ট সভ্যরূপে প্রস্তাবিত হইয়াছিল, সেই মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু এম, এ, ডি, এস সি, সি, আই, ই, ও অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস সি, মহোদয়গণ পরিষদের নিয়মানুসারে সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিশিষ্ট সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, এজন্য পরিষৎ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন এবং পরিষৎ ইঁহাদিগের ন্যায় পণ্ডিতগণকে বিশিষ্ট সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া নিজে গৌরবান্বিত হইয়াছেন।

সভা এই সংবাদে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

অতঃপর গ্রন্থোপহারদাতৃবর্গকে এবং সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীমন্মথমোহন বসু,
সহ-সম্পাদক।

শ্রীঅমৃতলাল বসু,
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন।

গত ২রা আশ্বিন ১৩১০, ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯০৩, শনিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু—সভাপতি।
„ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এম, এ।
„ যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু বি. এ।
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।
„ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
„ রমেশচন্দ্র বসু।
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ প্রাণকৃষ্ণ দত্ত।
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম,এ।

শ্রীযুক্ত নলিনীভূষণ গুহ।
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
„ যতীশচন্দ্র সমাজপতি।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু।
মুন্সী রওসন আলী।
শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি. এল।
„ তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
„ মন্মথমোহন বসু বি. এ } সহ-সম্পাদক।
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী }

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল।—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সভ্য নির্ব্বাচন, ৩। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি. এল. মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত "বার ভুইঞা" ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক লিখিত "বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সময়ের বঙ্গীয় আচার ব্যবহার" নামক প্রবন্ধ, ৪। গৃহ নির্ম্মাণের আয়োজন সংবাদ ও ৫। বিবিধ।

সভাপতি ও সহ সভাপতি মহাশয়গণের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত মুন্সী রওসন আলী সাহেবের সমর্থনে এবং সভার অনুমোদনে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে তাহা অনু-মোদিত ও গৃহীত হইল।

প্রস্তাবক।	সমর্থক।	সভ্য।
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু	১। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী আরাঙ্গাবাদ।
মন্মথমোহন বসু	,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	২। ,, অমৃতলাল বসু ৯ রামচাঁদ মৈত্রের লেন।
,, সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	,, ব্যোমকেশ মুস্তফী	৩। ,, পাঁচুগোপাল চট্টোপাধ্যায় সোনাখালি।
মুন্সী এস, কে, রওসন আলী	,,	৪। চৌধুরী এব্রাহিম হোসেন ৮০ ওল্ড বৈঠকখানা বাজার।
,,	,,	৫। মুন্সী সেখ সমীরুদ্দীন গাড়াডোব।
,,	,,	৬। ,, মেহেরুল্লা চূড়ামনকাটী।
,,	,,	৭। সেখ ফজলল করিম কাকিনা।
	,,	৮। ,, এমদাদ আলী ময়মনসিংহ।
	,,	৯। মৌলবী এমদাদল হক্ খুলনা।
	,,	১০। ,, আজিজ মোসের বি, এ,

প্রস্তাবক।	সমর্থক।	সভ্য।
শ্রীযুক্ত মুন্সী এস্, কে, রওসন আলী	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১১। শ্রীযুক্ত সৈয়দ সামসেল হুদা কড়েয়া।
,,	,,	১২। চৌধুরী আলি মজ্জাম বি, এ. বেলগাছি।
,,	,,	১৩। মৌলবী আসহুজ্জমান বি, এ. ফরিদপুর।
,,	,,	১৪। শ্রীযুক্ত দাশরথি সান্ন্যাল বি, এল, ভবানীপুর।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, আজকার নির্দ্দিষ্ট দ্বিতীয় প্রবন্ধ বেশ কৌতূহলোদ্দীপক এবং শুনিয়াছি এ সম্বন্ধে আরও কোন কোন ব্যক্তির কিছু বক্তব্য আছে, অতএব উহা আজ পঠিত না হইয়া পর মাসে পঠিত হইলে ভাল হয়। মুন্সী এস, কে, রওশন আলী সাহেব এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে, প্রস্তাব গৃহীত হইল।

পরে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি, এল, মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। *

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন, আমি সময়ে উপস্থিত হইতে পারি নাই, সে কারণ সমস্ত প্রবন্ধ শুনিতে পাই নাই। যতটুকু শুনিলাম, তাহাতে নিখিলবাবুর অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রশংসা করিতে হয়। বার ভুইঞার ইতিহাস বাঙ্গালার ইতিহাসের একটা প্রধান পরিচ্ছেদ। জমীদারিবিক্রত বাঙ্গালা দেশের কতকটা অভ্যুদয় হইয়াছিল, এবং কিরূপে তাহা ধ্বংস হইয়া মুসলমান সুবাদারগণের কবলে পতিত হয়, তাহা এই বার ভুইঞা ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যাইতে পারে। নিখিলবাবু এ বিষয়ের সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

মুন্সী রওশন আলী সাহেব বলিলেন,—ইশা খাঁর চরিত্র নিখিলবাবুর বর্ণনানুযায়ী অতটা দোষযুক্ত ছিল বলিয়া মনে হয় না। স্বর্ণময়ীর অপহরণের কথায় ইশা খাঁকে আরও কলঙ্কিত করা হইয়াছে। কেদার রায়ের ন্যায় কত শত বীর বাঙ্গালায় হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা কে করে? সমস্ত খুঁজিয়া বাহির করে এত অবসরই বা কাহার? নিখিলবাবুকে এই সকল সত্যোদ্ঘাটনের জন্য, দেশীয় ইতিহাস আলোচনার জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইতিহাস আলোচনায় হৃদয়ের মহত্ত্ব প্রসারিত হয়।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন,—নিখিলবাবুর কাছে অনেক নূতন কথা শুনিলাম। স্বর্ণময়ী অপহরণের কথা অনেক বৈচিত্র্যময়। তখন হিন্দু মুসলমানে এতটা সম্প্রীতি হইয়াছিল যে, ইশা খাঁ রাজা বসন্ত রায়ের সহিত পাগড়ী বদল করিয়া বন্ধুতা

* প্রবন্ধ সাহিত্য পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে।

করিয়াছিলেন। সুভদ্রাহরণের স্থায় স্বর্ণময়ী হরণ করিয়া তিনি তাহাকে বিবাহ করিয়া সোনা বিবি করিয়া লইয়াছিলেন। চাঁদ রায় কেদার রায় তাহাতে যে নব জামাতার রাজ্য সমুদ্র জলে ডুবাইয়া দেন নাই, ইহাও কতকটা সাম্য ভাবের পরিচায়ক। যাহা হউক নিখিল-বাবুর বহু বিস্তৃত ইতিহাস অপেক্ষা এইরূপ ঐতিহাসিক খণ্ড খণ্ড বিষয় উদ্ধারে বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায়। তাঁহার প্রতাপাদিত্য নিশ্চয়ই এক উপাদেয় গ্রন্থ হইবে।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় বলিলেন,—প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নিখিল-বাবুর প্রবন্ধ হইতে জানা গেল, খৃষ্টীয় একাদশ হইতে অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী কায়স্থে-রাই বাঙ্গালা দেশের ক্ষত্রিয়ের কার্য্য করিয়াছিলেন। ব্যোমকেশ বাবুর সহিত স্বর্ণময়ী অপ-হরণে আমার মতের ঐক্য নাই। ঐ ঘটনায় দ্বাদশ ভৌমিক সমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল তাহার পূর্ব্বে তাঁহারা দ্বাদশজন বরং সদ্ভাবে ছিলেন। ঐ ঘটনা হইতেই অন্তর্বিপ্লব ঘটে ও মোগল প্রভুতা বিস্তৃত হয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—অতীত ইতিহাস সমস্ত ঠিক হয় না। একই বিষয় যদি পাঁচজনে লেখেন, তবে আলোচনা দ্বারা কতকটা স্থির হইতে পারে। আইন-ই-আকবরির মত ইতিহাস প্রায় দেখা যায় না, তাহাতে দেশের ফুল ফল তরকারী শাক মাছ পোষাক পরিচ্ছদ এমন কি খাওয়া দাওয়া ব্যঞ্জনাদির নামও পাওয়া যায়। বাঙ্গালার ইতিহাসের বড় দুরবস্থা, কিছু পাওয়া যায় না। আমি অনেকবার জানিতে চেষ্টা করিয়াছি যে কি করিয়া আমরা এত বড় জাতি হইলাম। এখন যাঁহারা ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিতে-ছেন, তাঁহাদের কেবল উৎসাহ দাও, নিন্দা না করিয়া কেবল পথভ্রষ্টকে পথ দেখাইয়া দিবার চেষ্টা কর। এখন কেবল মাল জমাও। ঝাড়াই বাছাই পরে হইবে। প্রবাদ গল্প কবিতা যাহা কিছু হাতে পাওয়া যায় সংগ্রহ কর। কেবল দুর্ব্বল দুর্ব্বল অক্ষম অক্ষম বলিলে কি হইবে। হীনতা দূর করিবার উপায় কেবল গৌরব গান করিলেও হইবে না। বংশ গৌরব করিলে মনে হইতে পারে, কিন্তু আমরা বাঙ্গালী, আমাদের ধাতু এমনই বিগড়াইয়া গিয়াছে—আমরা রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া বলি ওসব লীলা—আমরা ওসব পারিব কেন? অভিমন্যু পড়িয়া আমরা করুণরসের অনুভব করি। ষোড়শবর্ষ বালকের শৌর্য্য বীর্য্য অনুভব করিতে পারি না। ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিদ্যালোচনা ব্রাহ্মণের একচেটিয়া অধিকার ছিল। তাও আবার তাঁহারা উচ্চ শাস্ত্র লইয়া থাকিতেন। দেশের ইতিহাস সমা-জের ইতিহাস রাজ ঘটকের হাতে ছিল। তাঁহারাই অনুগ্রহ করিয়া যাহা কিছু রাখিয়া গিয়াছেন; তাহার মধ্যেও আবার নৈসর্গিক উপদ্রব গৃহদাহ নদীর প্লাবন ঝটিকা ইত্যাদিতে ভাট ঘটকের কুটীর হইতে যাহা কিছু রক্ষা পাইয়াছে, তাহাই এখন আমাদের ভরসা। তাহার পর সপ্তদশ শতাব্দী হইতে বৈদেশিকের পাতড়া খুঁজিতে হয়। কোন পর্ত্তুগীজ, দীনেমার, ফরাসী কে কবে এদেশে আসিয়াছিলেন কে কি বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই খুঁজিয়া মরিতে হয়। নিখিলবাবুর প্রবন্ধও কতকটা এই ভিত্তির উপর গঠিত। নহিলে পাইবার

যো নাই, করিবেন কি? আমাদের শান্তি প্রিয়তাই আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আজ ৩।৪ পুরুষ আমরা চাকুরি করিয়া খাটিয়া খুটিয়া খাইতে শিখিয়াছি। নতুবা চিরকালই আমরা জমিদারী করিতে ভালবাসি। সে কালে চালার ঘর ছিল, বিলাস দ্রব্য ছিল না, কারণ তাহাতে পরিশ্রম আবশ্যক। প্রয়োজনসাধক মোটা মোটা সিন্দুক পেঁটরা কাপড় চোপড় করিয়াই লোকে ক্ষান্ত হইত। তাহাতেই তাহাদের আত্মা প্রসন্ন ছিল, অল্পে তৃপ্তি হইত। উপার্জ্জনের উদ্দেশ্য ছিল, কিসে খাটিতে না হয়; বিশ ত্রিশ বিঘা লাখেরাজ জমী সংগ্রহ করিতে পারিলেই চতুর্ব্বর্গ লাভ হইত। এখনও চাকুরির উদ্দেশ্যও তাহাই আছে। কলিকাতায় দুখানা ভাড়াটে বাড়ী দেশে দুবিঘা জমী হইল ত চাকুরি করা সার্থক হইল—অভাব পক্ষে গবর্ণমেণ্টের চাকুরির পেন্‌সনটার উপরও দৃষ্টি রাখিতে হয়। আমাদের এই জাতীয় পরিশ্রমকাতরতা অত্যধিক শান্তির লোভেই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ইহাও একভাবের বিলাসিতা ও আলস্য বৈ কি? প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার বেশী কিছু বলিবার নাই, বলিতেও পারিব না। নিখিল বাবুর প্রবন্ধ বেশ মনোরম হইয়াছে। অনেক কথায় সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা বুঝা গিয়াছে। স্বর্ণময়ী অপহরণটা সম্বন্ধে আমার একটু কেমন কেমন বোধ হয়। ইশা খাঁ যে সে কালে এরূপ কাজ করিয়া পার পাইতেন, তাহা বোধ হয় না। কারণ চাঁদ রায় কেদার রায়—আমরা নহি—আমাদের চৌদ্দপুরুষ আগেকার লোক। তাঁহারা এ অপমানে কখনই ছাড়িয়া দিতেন না। হেলেনা হরণে গ্রীস ধ্বংস হইয়াছিল। সুভদ্রা হরণ, লক্ষণা হরণ, রুক্মিণী হরণ প্রভৃতি হরণগুলার কোনটাই বিনা রক্তপাতে ঠাণ্ডা হয় নাই। সভাপতি মহাশয়ের এই কথার পর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিলেন,—স্বর্ণময়ী হরণেও তাহা হইয়াছিল, বার ভুইঞা রাজ্য ধ্বংস, বাঙ্গালার আশা ভরষা নাশ হইয়া গেল। অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধকারকে বিশেষরূপে ধন্যবাদ জানাইলেন।

তৎপরে ব্যোমকেশ বাবু জানাইলেন,—বাড়ীর নক্সা মার্টিন কোম্পানী যাহা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, তাহা অতীব সুন্দর হইয়াছে। গৃহনির্ম্মাণসমিতি উহাই গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে মিউনিসিপ্যালিটীর আইন অনুসারে নকল করাইয়া মিউনিসিপ্যালিটীর অনুমোদনার্থ তথায় দাখিল করিবার ভার মার্টিন কোম্পানীকেই দেওয়া হইয়াছে। এজন্য শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত যদুনাথ বরাট মহাশয়দ্বয় পরিষৎকে পরামর্শ দিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। পরিষৎ এজন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় এবং গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জনাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,
সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র,
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন।

গত ২১শে কার্ত্তিক ১৩১০, ৭ই নভেম্বর ১৯০৩, শনিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। এই দিন সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম. এ. বি. এল—সভাপতি।
,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
,, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।
,, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
,, হেমেন্দ্রনাথ সেন।
,, মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন।
,, প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি।
,, ইন্দুভূষণ মজুমদার।
,, নিখিলনাথ রায়।
,, সরসীলাল সরকার।
,, যতীশচন্দ্র সমাজপতি।
,, রমেশচন্দ্র বসু।
,, মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।
,, দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
,, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
,, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
,, অমরকুমার মিত্র।
,, সুমেরচাঁদ মেহেরা।
,, রাজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
,, যোগেশচন্দ্র ঘোষ।
,, ললিতমোহন ঘোষাল।
,, বাণীনাথ নন্দী।
,, দীনেশচন্দ্র সেন।
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (সম্পাদক)।
,, মন্মথমোহন বসু } সহ-সম্পাদক।
,, ব্যোমকেশ মুস্তফী }

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল।—(১) গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্ব্বাচন, (৩) প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত "দ্রৌপদী ও সত্যভামা সংবাদ", (খ) শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত "বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সময়ের বঙ্গীয় আচার ব্যবহার" নামক প্রবন্ধ পাঠ, (৪) লাল-গোলার রাজা বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশার্থ বার্ষিক দানের জন্য ধন্যবাদ প্রস্তাব ও (৫) বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে কার্য্যারম্ভ হইলে, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে তাহা অনুমোদিত ও গৃহীত হইল।

অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন।

প্রস্তাবক।	সমর্থক।	সভ্য।
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু ৬৩ বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
,,	,,	২। ,, নবকৃষ্ণ ঘোষ কালিদাস সিংহের লেন।
,,	,,	৩। ,, রাজকৃষ্ণ দত্ত ৭৯।৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
,,	,,	৪। ,, আশুতোষ বড়াল ৮৩।২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
,,	,,	৫। ,, ব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক ৬৯ নিমতলা ষ্ট্রীট
,,	,,	৬। ,, পাঁচকড়ি দে চোরবাগান।
,,	,,	৭। ,, বিপিনবিহারী নিয়োগী ৯৫ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	৮। ,, অমরাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় কালীঘাট।
,,	,,	৯। ,, লক্ষ্মণচন্দ্র রায় সাতক্ষীরা।
,, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	,,	১০। ,, মধুসূদন সরকার মুরশিদাবাদ।
,, নগেন্দ্রনাথ বসু	,,	১১। ,, গিরীন্দ্রনাথ দত্ত হাতোয়া।
,, শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়	,,	১২। ,, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঢাকা।
,, নিখিলনাথ রায়	,,	১৩। ,, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বনগ্রাম।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, মহাশয় বলিলেন :—সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে একটা শোকের বিবরণ জ্ঞাপন করিতে হইতেছে। কাশিমবাজারের মহারাজ বাহাদুর, যিনি সদয় হইয়া পরিষদের গৃহনির্ম্মাণার্থ অন্যূন সাত কাঠা জমী দান করিয়াছেন, যিনি পরিষদের কার্য্যে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী প্রকাশের জন্য সাহায্যকল্পে বার্ষিক একশত টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সম্প্রতি তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের কাল হইয়াছে। মহারাজের এই দুঃসহ শোকের সংবাদে সাহিত্য-পরিষৎ আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন এবং সহানুভূতি জানাইয়া প্রস্তাব করিতেছেন যে, এই প্রস্তাব

অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরিত হইয়া মহারাজের নিকট প্রেরিত হউক। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের সমর্থনে ও সমগ্র সভার অনুমোদনে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল। যতীন্দ্রবাবু জানাইলেন, যে কুমারের মৃত্যু সংবাদ পাইবামাত্র পরিষদের পক্ষ হইতে টেলিগ্রামে সহানুভূতি জানান হইয়াছিল এবং মহারাজ বাহাদুরের নিকট হইতে টেলিগ্রামেই তাহার উত্তর আসিয়াছে। উভয় টেলিগ্রাম পঠিত হইল।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আমি জানিতাম না যে আজ পরিষদে আসিয়া আমাকেই এই শোকাবহ ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে হইবে। মহারাজের এই পুত্র কীর্ত্তিচন্দ্রকেই আমি বেশী ভাল বাসিতাম। তাহার অকাল মৃত্যুতে আমায় বিশেষ ব্যথিত করিয়াছে। সম দুঃখী লোকে সান্ত্বনা দিলে শোকে কতকটা ধৈর্য্যলাভ করা যায়, সেই হিসাবে পরিষদের এই প্রস্তাব আমার পক্ষেও বটে, এবং মহারাজের পক্ষেও শোক নিবারক হইতে পারে। আমি আজই এ বিষয়ে মহারাজকে পত্র লিখিয়াছি। আবার এই প্রস্তাবও আমার স্বাক্ষরিত হইয়া যাইবে, ইহাও তাঁহার পক্ষে সন্তোষকর হইতে পারে। যাহা হউক এই প্রস্তাব আমি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি।

তৎপরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় পরিষদের তিনটি সভ্যের মৃত্যু সংবাদ উপস্থিত করিয়া বলিলেন,—পরিষদের শোকসংবাদ আজ অনেকগুলি, যে তিনজন সভ্যের মৃত্যু হইয়াছে, তন্মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত, সুপ্রতিষ্ঠিত প্রবীণ-লেখক ৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় অন্যতম। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গ-সাহিত্যের এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় প্রাঞ্জল অথচ গভীর ভাবপূর্ণ ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে পারেন এরূপ লেখক বিরল। ঠাকুরদাস বাবুর বিয়োগে পরিষৎ বিশেষ শোক প্রকাশ ও তাঁহার পরিবারবর্গের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন পরিষদের হিতৈষী সভ্য ভূতপূর্ব্ব সব জজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল পাল এবং শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্রের মৃত্যু হইয়াছে। পরিষৎ ইঁহাদের জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন। ইঁহাদের সকলেরই পরিবারবর্গের নিকট এই প্রস্তাব প্রেরিত হউক। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে ও সমগ্র সভার অনুমোদনে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অভিপ্রায়ানুসারে সভার নির্দ্দিষ্ট চতুর্থ কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্র-নারায়ণ রায় বাহাদুর পরিষদের সভ্য না হইয়াও পরিষদের কার্য্যে প্রীত হইয়া বাঙ্গালা প্রাচীন গ্রন্থাবলী প্রকাশের জন্য বার্ষিক ৩০০৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। পরিষদের প্রতি তাঁহার এই অনুরাগ বড় সামান্য নহে। তাঁহার প্রদত্ত এই সাহায্য পাইয়া পরিষৎ বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী প্রকাশের সুব্যবস্থা ও উন্নতি করিবার জন্য নূতন নিয়মাদির প্রস্তাব করিয়াছেন। গ্রন্থপ্রকাশ সমিতিতে উহার আলোচনা হইতেছে। যথাসময়ে সভ্যবৃন্দ

সমস্তই জানিতে পারিবেন। রাজা বাহাদুরের এই দান কেবল পরিষদের উপকারার্থ নহে, ইহার দ্বারা সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্য উপকৃত হইবে। ইহার দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যে রাজা বাহাদুরের মহতী কীর্ত্তি থাকিবে। এই জন্য আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, লালগোলার দানশীল বিদ্যোৎ-সাহী রাজা বাহাদুর পরিষদের সভ্য নহেন, অথচ নিজে অশেষ সাহিত্যানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া পরিষদের প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী প্রকাশ কার্য্যের বার্ষিক অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া এবং বর্ত্তমান বর্ষের সাহায্য ৩০০৲ টাকা একবারে প্রদান করিয়া পরিষদের ঐ কার্য্যটিকে চিরস্থায়ী করিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য পরিষৎ তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। তাঁহার এই দানের ফলে বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার এক মহতী কীর্ত্তি থাকিবে। এই প্রস্তাব অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরিত হইয়া রাজা বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হউক।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন—"গত জ্যৈষ্ঠ মাসে রাজা বাহাদুর আমার বাটীতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট পরিষদের গৃহ নির্ম্মাণার্থ সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলাম। রাজা বাহাদুর তখন কোন উত্তর দেন নাই। পত্রিকা ও গ্রন্থাবলী দেখার পর প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশের জন্য তিনি সাহায্য করিতে স্বীকার করেন। বার্ষিক ৩০০৲ দিবেন, এই তাঁহার ইচ্ছা, ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে যদি আমরা সন্তোষজনকরূপ গ্রন্থ প্রকাশকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারি, তাহা হইলে তাঁহার দান ভবিষ্যতে থাকিবে। গৃহনির্ম্মাণের সাহায্য যে তিনি করিবেন না, এমন নহে। সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—লালগোলার রাজা বাহাদুর সদাশয় ব্যক্তি, তাঁহার সুখ্যাতি যথেষ্ট, বিদ্যোৎসাহিতাও যথেষ্ট, এই প্রস্তাবে সুতরাং কাহারও অন্যমত হইতে পারে না। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অনন্তর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।* মহাভারতের দ্রৌপদী ও সত্যভামা সংবাদ অবলম্বনে গৃহিণীর কর্ত্তব্য, ও বধূর কর্ত্তব্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা উপলক্ষে নগেন্দ্রবাবু অনেক কথার আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহাশয় বলিলেন,—শ্রদ্ধাস্পদ নগেন্দ্রবাবুকে ধন্যবাদ। প্রবন্ধ অতি সুন্দর হইয়াছে। তাঁহার ধীরে ধীরে সুস্পষ্টরূপে গম্ভীরভাবে পাঠের প্রণালীতে প্রবন্ধের মাধুর্য্য লালিত্য ও সারবত্তা আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি পতিব্রতা রমণীর যে চিত্র দিয়াছেন, তাহা প্রাচীন সাহিত্যে প্রায় সর্ব্বত্রই আছে। যে দুইটি আদর্শ-চিত্র অবলম্বনে এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা এরূপ প্রবন্ধের বিশেষ উপ-যোগী হইয়াছে। একের পঞ্চপতি, অন্যের বহু সপত্নী—ঠিক তুলনা চলে না। কিন্তু উভয়ের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্ত্রী কর্ত্তব্যের বিষয় আলোচনা করা বেশ উপযুক্ত হইয়াছে। তাঁহার

* প্রবন্ধ ১৩১০ সালের ৮ম সংখ্যা প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

একটা কথায় আমার মত মিলিল না। তিনি সতীর দুই প্রকার শ্রেণিভেদ দেখাইয়াছেন, সৎ সতী ও অসৎ সতী। সৎ সতী অর্থে শাস্ত্রীয় লক্ষণাক্রান্ত পতিব্রতা রমণীকে বুঝাইতে চাহেন, আর অসৎ সতী অর্থে বুদ্ধিহীনা সামান্যা রমণীকে বুঝাইতে চাহেন। সৎ সতী অর্থে বুদ্ধিমতী অথচ পতিব্রতা যদি হয়, তবে শব্দ দুইটি পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া উচিত। প্রবন্ধের ভাব বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে, কিন্তু লক্ষণ সেরূপ পরিস্ফুট হয় নাই। দ্রৌপদীর ন্যায় বুদ্ধিমতী পতিব্রতা রমণী, পঞ্চস্বামী কেন, বিশাল সাম্রাজ্য বশীভূত করিতে পারেন। সত্যভামার মুখে পতির বশীকরণ কথার উল্লেখ আছে—এই বশীকরণ প্রথা মহাভারতেও ছিল ও তৎপূর্ব্বেও ছিল। অথর্ব্ববেদে উহার মন্ত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকল মন্ত্রের অর্থ না হউক, শব্দ শক্তির বলে, উভয়ের মনে বোধ হয় একটা কার্য্য উৎপাদন করিত। প্রবন্ধ অতি উপাদেয় হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি, এল, মহাশয় বলিলেন,—নগেন্দ্রবাবুর সহিত আমার সম্পূর্ণ একমত। গৃহিণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রেও উল্লেখ আছে, কাব্য নাটকে আছে, শকুন্তলার কণ্ব উপদেশ ইহার উদাহরণ। মহিলাসমাজে এ সকল কথার প্রচার হওয়া উচিত।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, তৎসম্বন্ধে আমার বলিবার কিছুই নাই। আমি তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করি, আমার কর্ত্তব্য তাঁহার প্রবন্ধ শ্রবণ করা। এস্থলে আমার সভাপতিত্ব করা ঠিক হয় নাই। তবে সভাপতি বলিয়া আমায় দুকথা বলিতেই হইবে। নিখিলবাবু শেষে যাহা বলিলেন, মহিলাসমাজে এ প্রবন্ধ পঠিত হইলে ভালই হইত। তবে না হওয়াতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। এ সম্বন্ধে আমরাই তাঁহাদিগকে বলিতে পারিব। ব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ লেখেন, পুরাণে সকল শ্রেণীর লোকের উপদেশের সুবিধা হয় না বলিয়া মহাভারত লিখিয়াছেন, নানা উপন্যাস দিয়া তাহাকে সাজাইয়াছেন—"যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে।" স্ত্রীকর্ত্তব্য সম্বন্ধে এই কথা শাস্ত্রে ছিল। কিন্তু দ্রৌপদীর মুখ দিয়া বলাইয়া তাহাকে লোকগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেন। দ্রৌপদী শাস্ত্রীয় আদর্শে হিন্দুপতিব্রতা রমণী, আর সত্যভামা যেন ইউরোপীয় রমণী। সতী শব্দে প্রবন্ধকার বাঙ্গালা ভাষায় চলিত অর্থ মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন, সতী অর্থে স্বামীতে অনুরক্তা, অসতী অর্থে পরপুরুষানুরক্তা। এই দুই শব্দের বাঙ্গালা অর্থ এই। প্রবন্ধ অতি উপাদেয় হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রবন্ধ পঠিত হইল। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি, এ, মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধ উপাদেয় হইয়াছে। লেখকের অনুসন্ধিৎসা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। তবে সর্ব্বত্র তাঁহার সহিত একমত নহি। কাঁচলি মুসলমানের নহে, শকুন্তলা নাটকেও ইহার উল্লেখ আছে। সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ, প্রবন্ধ ভাল হইয়াছে। বিদ্যাপতির কথা অপেক্ষাকৃত কম উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি বেহারী বলিয়া বোধ হয়, বঙ্গীয় আচার ব্যবহারের মধ্যে ততটা লক্ষ্যীভূত হন নাই। কিন্তু তখনও বেহারে মুসলমান প্রভুত্ব হয় নাই। সুতরাং মুসলমান আচার

ব্যবহারও চলিত হয় নাই। চণ্ডীদাস বীরভূমের লোক, বাঙ্গালা দেশে তাঁহার বিশেষ প্রভাব। প্রবন্ধকারকে বিশেষ ধন্যবাদ।

অতঃপর গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীমন্মথমোহন বসু। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সহ-সম্পাদক। সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন।

গত ২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩১০, ১২ই ডিসেম্বর ১৯০৩ শনিবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সভাপতি।
,, নগেন্দ্রনাথ বসু।
,, দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ।
,, সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, রমেশচন্দ্র বসু।
,, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ।
,, নিখিলনাথ রায় বি, এল।
,, যতীশচন্দ্র সমাজপতি।
,, বাণীনাথ নন্দী।
,, অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।
,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
,, অনাথনাথ পালিত এম, এ।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
,, যোগেশচন্দ্র ঘোষ।
,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল।
,, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ।
,, মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।
,, অমরকুমার মিত্র।
,, প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি।
,, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, গৌরহরি সেন।
,, বসন্তকুমার মিত্র বি, এ।
,, মন্মথমোহন বসু বি, এ } সহ-সম্পাদক।
,, ব্যোমকেশ মুস্তফী }

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল,—(১) গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্ব্বাচন, (৩) প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত প্রাচীন মিশরে আর্য্য সভ্যতার প্রভাব ও (৪) বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্য্যারম্ভ হইলে, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি, এ, মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে, তাহা অনুমোদিত ও গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধ অতি সুন্দর হইয়াছে। ওজস্বী ভাষায় সুন্দর সংস্কৃত শব্দে প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছে। লেখকের ভাষার একটি শক্তি আছে। এই সকল গুণে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আর্য্য সভ্যতার প্রাচীনত্বের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, তাহার আদিমত্ব অনুমান করা ভিন্ন লিখিত কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। হিব্রু ভাষা হইতে সেমিটিক জাতির ইতিহাস যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ৪০০৪ বৎসরের বিবরণ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। মিশরীয় ও সেমিটিক সভ্যতার পূর্ব্বে যে আর্য্য সভ্যতা ছিল, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেকে বিশ্বাস করেন না। আমার কিন্তু সে বিশ্বাস নাই। তবে কোন লিখিত বিবরণ দ্বারা তাহার প্রমাণ এখন দিতে পারা যায় না। প্রবন্ধপাঠক যে বলিয়াছেন, মিশরিয় সভ্যতা আর্য্য সভ্যতা হইতে উৎপন্ন এবং তাহার যে সকল প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা তত বলবৎ নহে। আমার বোধ হয়, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি হইতে কোন্‌টি উৎপন্ন, তাহা বলা যায় না। এখন জগতে টিউটনিক সভ্যতার প্রাদুর্ভাব। জর্ম্মাণ ইংরাজ এখন সভ্যতার উচ্চস্থানে উঠিয়াছে। হিন্দু ও পারসীদের সভ্যতা প্রায় লোপ হইয়াছে। টিউটনিক ত চরমসীমায় উঠিয়াছে। রুষ বোহিমিয়া উন্নত হইলেই আর্য্য সভ্যতার শেষ হইবে। যীশুর তিন হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই সভ্যতার আরম্ভ, আর আজ পাঁচ হাজার বৎসর হইল চলিতেছে। খৃষ্টের ২২৯৩ বৎসর পূর্ব্বে জল প্লাবন। আর্য্য সভ্যতার ইতিহাস কিছুই লিখিত নাই। মিশরের সভ্যতার ইতিহাস লিখিত আছে। ৫।৭ হাজার বৎসরের বিবরণ পাওয়া যায়। পিরামিড ও পাহাড়ের গায়ে ক্ষোদিত লিপিতে ঐ বিবরণ পাওয়া যায়। সর্ব্বপ্রথমে অক্ষর ছিল না। মিশরে চিত্রাক্ষর আছে। অন্যত্র তেমন নাই। কেহ কেহ বলেন মিশরেই সভ্যতার সকল বিষয়ই উৎপন্ন হইয়াছিল, গ্রীকেরা সভ্য হইয়া কিছুই নূতন করেন নাই। সবই মিশর হইতে পাইয়াছিলেন। মিশরেও সভ্যতা ছিল, গ্রীসেও সভ্যতা ছিল। কিন্তু আর্য্য সভ্যতার তুলনায় তাহা নিকৃষ্ট। ইংরাজী, গ্রীক, হিব্রু ও সংস্কৃত গ্রন্থাদি অবলম্বনে এ সকল প্রমাণ করা আবশ্যক। সেমিটিক জাতি মিশর জয় করে। খৃষ্টের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে সেমিটিক জাতি লিখন প্রথা আবিষ্কার করে। মৈশরীয় শব্দের সাহায্যে অক্ষরের রূপ কল্পনা হয়। পশ্চিম এসিয়ায় সর্ব্বাগ্রে অক্ষর উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রবন্ধের নাম সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, প্রাচীন মিশরে আর্য্য সভ্যতার প্রভাব না হইয়া, আর্য্য সভ্যতার সাদৃশ্য বলিলেই ঠিক হয়। যাহা হউক প্রবন্ধলেখক আজ আমাদের নুতন চিন্তার বিষয় নূতন আলোচ্য বিষয় জানাইয়াছেন, তাঁহাকে ধন্যবাদ।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি, এল মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধলেখক এরূপ শুষ্ক বিষয় বেশ মনোরম করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার ভাষা অতি সুন্দর। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত আমি একমত নহি। লেখকের উদ্দেশ্য আর্য্য সভ্যতা প্রাচীনতম। মিশরীয় সভ্যতা

তৎপরবর্ত্তী, সুতরাং নামের ভুল হয় নাই। তাঁহার প্রমাণাদি সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেন হইবে? আর্য্য সভ্যতার আরম্ভ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে। খৃষ্টের ১৪ শত বৎসর পূর্ব্বে মহাভারতের যুদ্ধ ধরিলে, বৈদিক সভ্যতার কাল তাহার দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে না হইবে কেন? কেবল ভাষা দ্বারা কাল নির্ণয় করা ঠিক নহে। ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতভেদ লক্ষ্য করিয়া আলোচনা করিতে গেলে বড়ই গোলযোগে পড়িতে হয়। ককেসস্ পর্ব্বতের কাছে আর্য্যের আদি স্থান, ইহাতেও মতভেদ আছে। স্কাণ্ডিনেভিয়াতেও কেহ কেহ আর্য্যের আদি স্থান বলেন। তিলক Polar Regionএর নিকট আর্য্য স্থান দেখাইয়াছেন। থিয়জফিষ্টেরা ভাষাতত্ত্ব ছাড়িয়া বিজ্ঞানের দিক হইতে আর্য্য সভ্যতার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিয়া তুলিতেছেন। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি, এ, মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধের উপাদেয়ত্ব সম্বন্ধে আমার কোন মতদ্বৈধ নাই। নামকরণ সম্বন্ধে আমি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত একমত। আর্য্য গৌরব আমরা ভালবাসি, কিন্তু তাহার জন্য কল্পনার আশ্রয় লইব কেন? যে জন্য সাহেবদিগকে দোষী করিতেছি, সেই দোষের সাহায্যেই আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদক এতটা বাগ্‌বিতণ্ডা করি কেন? সাহেবেরা হিব্রুভাষার বিবরণকে শ্রেষ্ঠ ও সত্য বলিয়া না মানিলে তাঁহাদের ধর্ম্ম বড় খেলো হইয়া পড়ে। আমাদের পক্ষেও সেই কথা। বৈদিক বিবরণ অপৌরুষেয় না বলিলে হিন্দুধর্ম্ম মাটি হয়। সুতরাং নিরপেক্ষ আলোচনা আবশ্যক। আমার মতে সভ্যতার আদর্শ চিরকাল একটা আছে, তাহার দুই শাখা, একটা আর্য্য সভ্যতা, অপরটা মিশরীয় সভ্যতা।

অতঃপর প্রবন্ধলেখক প্রতিবাদের উত্তর দিতে উঠিয়া বলিলেন,—ভূতত্ত্ব ও মস্তকের অস্থিবিদ্যা দ্বারা প্রমাণ করিতে পারা যায়, খৃষ্টের আট হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যসভ্যতা বর্ত্তমান ছিল। ম্যামথ জন্তুর লোপ কতকাল হইল হইয়াছে, কিন্তু ম্যামথের দন্তের কারুকার্য্য আজও বর্ত্তমান থাকিয়া কত প্রাচীন কালের মনুষ্য সভ্যতার প্রমাণ দিতেছে। মন্মথ বাবুর কথা অতি অযত্ন সম্ভূত। উহার উত্তর দেওয়া বিড়ম্বনা। গুহাভল্লুকের শরীর বিদ্ধ মনুষ্যাস্ত্র কত কালের কথা তাহা আজিও নিরূপিত হয় নাই। ম্যাকস্‌মুলরের ভ্রান্ত বিশ্বাস এ সম্বন্ধে সকলকে বিষম ভ্রমে ফেলিয়া রাখিয়াছে। তাহার উপর এ প্রবন্ধে যে সকল মত, যে সকল প্রমাণ প্রকটিত হইয়াছে, তাহাও আমার নিজস্ব নহে। তাহাও ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মত। আমি একত্র সংগ্রহ করিয়াছি মাত্র।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধ উপাদেয় হইয়াছে। সেই জন্য প্রবন্ধলেখক আমাদের ধন্যবাদের উপযুক্ত। মিশরীয় সামাজিক ধর্ম্মের চিত্রের সহিত আর্য্যধর্ম্মের ঐক্য আছে। সর্ব্বত্র নাই, কতক আছে। এ সাদৃশ্য দেখিয়া, কে কাহার লইয়াছে, তাহা বলা বড় সুকঠিন। মৈশরীয় সভ্যতার যে সময়ের ছবি পাইলাম, সে সময় তাহাদের সমাজের এবং সভ্যতারও বড় শৈশবাবস্থা। কারণ তখনও তাহাদের মধ্যে ভাই ভগিনীতে

বিবাহ প্রথা বর্ত্তমান ছিল। তখন তাহাদের সমাজে তাহাই উপযোগী ছিল। এখনকার ঈজিপ্টে সবই নূতন। মৈশরীয় সভ্যতার উপর আর্য্য সভ্যতার প্রভাব ছিল কিনা, তাহা সাদৃশ্য দেখাইলেই প্রমাণিত হইবে না। উভয় জাতির তত প্রাচীনকালে সম্বন্ধ ছিল, যাতায়াত ছিল, তাহা দেখাইতে হইবে। আর্য্য সভ্যতার প্রাচীনত্বের কোন চিহ্ন বর্ত্তমান আছে কি না, দেখা উচিত। প্রাচীন মিশরে পিরামিড আছে, চিত্রাক্ষর আছে, কিন্তু প্রাচীন আর্য্যের ওরূপ কি আছে, আর তাহা কত কালের, তাহা দেখান উচিত। প্রবন্ধলেখক আমাদিগকে অনেক নূতন বিষয় শুনাইয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ।

অতঃপর গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

বিশেষ অধিবেশন ও অষ্টম মাসিক অধিবেশন।

২৩শে মাঘ শনিবার ষ্টার থিয়েটার গৃহে পরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশন হয়। তৎপূর্ব্বে ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ব্যবস্থায় বঙ্গভাষার ঐক্য, পুষ্টি, ও উন্নতির ক্ষতিবৃদ্ধি বিচার করিবার নিমিত্ত পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি মহোদয়গণ উক্ত বিচারে যোগ দেন ও গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে বঙ্গীয় সাহিত্যের পুষ্টি ও উন্নতি বিষয়ে সমূহ ক্ষতি হইবে, ইহাই ধার্য্য হয়। বিশেষ অধিবেশনের পর সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় গীতার দর্শন, ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধ ১৩১১ সালের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ পাঠান্তে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করেন। উক্ত অধিবেশনদ্বয়ের বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাই। সাঃ পঃ সঃ।

নবম মাসিক অধিবেশন।

গত ৮ই ফাল্গুন, ১৩১০, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪, শনিবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় জেনা-রেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউটশন হলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশন হইয়া-ছিল। ঐ দিন সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—সভাপতি।
,, সারদাচরণ মিত্র—সহ-সভাপতি।
,, মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন।
,, কুমার শরৎকুমার রায়।
,, রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন।
,, রায় শরচ্চন্দ্র দাশ বাহাদুর।

শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত।
,, ইন্দুভূষণ মজুমদার।
,, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র।
,, ভুবনমোহন বিশ্বাস।
,, রমণীমোহন মল্লিক।
,, যতীশচন্দ্র সমাজপতি।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র ঘোষ বিদ্যাভূষণ।
" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।
" দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
" মন্মথনাথ সেন।
" রমেশচন্দ্র বসু।
" নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
" রায় চুণিলাল বসু বাহাদুর।
" ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
" দীনেশচন্দ্র সেন।
" নগেন্দ্রনাথ বসু।

শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
" বাণীনাথ নন্দী।
" মহেন্দ্রলাল মিত্র।
" সুমেরচাঁদ মেহেরা।
" অমৃতগোপাল বসু।
" গৌরহরি সেন।
" চারুচন্দ্র মিত্র।
" সরোজনাথ ঠাকুর।
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (সম্পাদক)।
" মন্মথমোহন বসু } সহ-সম্পাদক।
" ব্যোমকেশ মুস্তফী }

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল।—(১) গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, (২) সভ্যনির্ব্বাচন, (৩) প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় কর্ত্তৃক "বিদ্যাপতির প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পদাবলী", (খ) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক "গ্রিম প্রদর্শিত বর্ণব্যত্যয় বিধি" নামক প্রবন্ধ ও (৪) বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে এবং বিশিষ্ট কারণবশতঃ সহকারী সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, মহাশয় অদ্যকার সভায় সভাপতিত্ব গ্রহণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্য্য আরম্ভ হইলে স্থির হইল, গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ এবং সভ্যনির্ব্বাচন এই অধিবেশনে স্থগিত থাকুক। পরে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। *

মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, মহাশয় বলিলেন,—বিদ্যাপতি সম্বন্ধে অদ্যকার সভায় আমি কিছু বলিব, একথা আমি ভাবিয়া আসি নাই। বিদ্যাপতির সহিত আজ আমার ৩০ বৎসরের সম্বন্ধ। বিদ্যাপতির পদাবলী আমার এতই প্রিয় যে, যখনই অবসর পাই, তখনই উহার আলোচনা করি। সুযোগ পাইলে গায়ক-দ্বারা বিদ্যাপতির পদাবলী গান করাইয়া শুনি। এক সময়ে বিদ্যাপতির এতই ভক্ত ছিলাম। কিন্তু অর্থকরী বিদ্যা ও ব্যবসায়ের জন্য ক্রমশই এই সাধের জিনিসের আলোচনা আমার অল্পে অল্পে ত্যাগ করিতে হয়। ১৮৮০ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যাপতি আমি একেবারে ভুলিয়াছিলাম। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে আমি প্রথমতঃ বিদ্যাপতির পদাবলী প্রকাশ করি। তার পূর্ব্বে জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় উহা ছাপান, তখন বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালী বলিয়া ধারণা

* প্রবন্ধ—১৩১১ সালে বঙ্গদর্শনে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

হইয়াছিল এবং সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া Mukherje's Magazineএ Bengali Philology নামে প্রবন্ধও লিখি। তখন বাঙ্গালাভাষার কোন ইতিহাস ছিল না। রাজকৃষ্ণ বাবুর প্রবন্ধও তখন বাহির হয় নাই। দীনেশবাবু হয় ত তখন ক, খ, মাত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইচ্ছা ছিল, বাঙ্গালায় সাহিত্যের ইতিহাস লিখিব। রাজ-কৃষ্ণ বাবুর প্রবন্ধ প্রকাশের পর আমি দ্বিতীয় সংস্করণ পদাবলী প্রকাশ করি। তাহার পর গত বৎসর দ্বারভাঙ্গার মহারাজ রামেশ্বর সিংহ আমাকে দেড়শত বৎসরের পুরাতন লেখা কতকগুলি বিদ্যাপতির পদাবলী দান করেন। উহাতে ৪৫০ পদ আছে। আমি উহা ছাপাইব বলিয়া স্থির করি, কিন্তু অনবসরবশতঃ শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে দান করি। নগেন্দ্রনাথ উহা লইয়া যে ভাবে খাটিতেছেন, তাহার পরিচয় আপনারা তাঁহার প্রবন্ধে জানিতে পারিতেছেন, আশা করি, নগেন্দ্রনাথ সফল হইবেন। বঙ্গ-সাহিত্যে বিদ্যাপতির এই নূতন পদাবলী প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ প্রধানতঃ দ্বারভাঙ্গার মহারাজের প্রাপ্য. বিদ্যাপতির প্রচলিত সংস্করণগুলি আমি পড়ি নাই, নগেন্দ্রনাথ প্রবন্ধমধ্যে তাহার দু একখানি সম্বন্ধে যে সকল মতামত লিখিয়াছেন, তাহা না থাকিলেই ভাল হইত। আমার ইচ্ছা নয় যে, উহা তন্মধ্যে থাকে। যাহা হউক নগেন্দ্রনাথ সফল হউন, ইহাই আমার প্রার্থনা এবং তিনি আমাদের সকলের ধন্যবাদার্হ।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, মহাশয় বলিলেন, মাননীয় সারদাবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক ঠিক। ১৮৭৩।৭৪ সালে আমি বাঙ্গালা সাহিত্যের ক, খ, ই পড়িতাম। সারদাবাবুর সংস্করণ পড়িয়াই আমি বিদ্যাপতির পরিচয় পাই, এবং তাহার ভূমিকা পড়িয়াই বিদ্যাপতি- সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হয়, কাব্যবিশারদের সংস্করণ পড়িয়া তাহার ওলটপালট হইয়া যায়। সারদাবাবুর ভূমিকাটি এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে গ্রীয়ারসন তাহার অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। আমরা সে ভূমিকা পড়িয়া তৃপ্ত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু সারদা বাবুর ধারণা ছিল, কার্য্যটা অসম্পূর্ণ রহিল। আর তাহারই ফলে আজ এই নব সংস্করণের আয়োজন হইতেছে। ইহা আমাদের সাহিত্যে অল্প লাভ নহে। নগেন্দ্রবাবুর হাতে পড়ায় কার্য্যটি ভালই হইতেছে। তিনি বিদ্যাপতির প্রকৃত ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ভক্তের নিকট যেমন লীলারহস্য আপনি ফুটিয়া উঠে, নগেন্দ্রবাবুর টীকায় বিদ্যাপতির পদাবলীর অতি সুন্দর অর্থ প্রকাশিত হইতেছে। তিনি উহার শব্দার্থ; ভাবার্থ প্রকাশের জন্য একপ্রকার পাগল হইয়া উঠিয়াছেন। এখানে ওখানে ছুটাছুটি করিয়া পদার্থ নিরূপণ করিবার জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করিলে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের সম্বর্দ্ধনা করা হইবে। পদাবলীর পাঠভেদ সম্বন্ধে বক্তব্য, বৈষ্ণব মহাজনগণ পদাবলী এদেশে আনেন, নানা সূত্রে আসায় কালে নানা পার্থক্য ঘটিয়াছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে হারাধন ভক্তিনিধি বিশেষ পণ্ডিত লোক ছিলেন। তবে তাঁহার আলোচনার ফলে এখন সাহিত্যের ত্রিধারার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। তিনি বৈষ্ণব কবির তারিখ

বিপর্য্যয় করিতেন। সেই ভুল মাসিক পত্র এবং পুস্তকের সাহায্যে সাহিত্যে প্রবেশ করে। আমি দ্বিতীয় সংস্করণে আমার পুস্তক অনেক সংশোধন করিয়াছি। পদসমুদ্রনামক গ্রন্থে বিদ্যাপতির অনেক পদ আছে। পদকল্পতরু পদসমুদ্রের ক্ষুদ্র এক অংশ মাত্র। সে পদসমুদ্র এখনও পাওয়া যায় নাই। ভণিতাশূন্য পদ নির্ণয় সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবুর আরও সাবধান হওয়া উচিত। জ্ঞান দাস গোবিন্দদাস শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহারা যে বিদ্যাপতির ন্যায় পদ রচনায় অক্ষম ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহারা যে বিদ্যাপতির পদে নিজ নাম দিবেন, তাহাও ভাল করিয়া যাচাই করা আবশ্যক। কাব্যবিশারদের সংস্করণে চণ্ডীদাসের বহুজন-জ্ঞাত পদও বিদ্যাপতির পদ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই সকল জঞ্জাল সাফ করিতে হইলে, নগেন্দ্রবাবুর অবলম্বিত পথই উৎকৃষ্ট। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় বলিলেন—মাননীয় সারদাবাবু দ্বারভাঙ্গা হইতে যে সকল পদ পাইয়াছেন, সম্ভবতঃ তদতিরিক্ত আরও কয়েকটি পদ আমি সংগ্রহ করিয়াছি। বিদ্যাপতি প্রকাশে আমার কোন দিন ইচ্ছা ছিল না। কাব্যবিশারদ মহাশয় সংবাদ পাইয়া আমার নিকট চাহিয়াছিলেন, তখন দিই নাই। এখন তাহা আমি সারদাবাবুকে পাঠাইয়া দিব।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—নগেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ সম্বন্ধে সব কথাই বলা হইয়াছে। অবশিষ্ট তাঁহাকে ধন্যবাদ জানান। তাঁহার সুললিত মনোহর প্রবন্ধে ভাব সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে। পরিষদে কাব্য সম্বন্ধে এরূপ প্রবন্ধ খুব কম পঠিত হইয়াছে। বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষার তর্ক বিশেষ সাবধানে করা কর্ত্তব্য। ৫০৩ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাপতির পদাবলীতে মৈথিলী ভাষার যে আকার দেখা যায়, এখন মৈথিলী ভাষার সে আকার নাই। তাহা হইলে কতকগুলি খাঁটি বাঙ্গালা পদে বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত থাকিলেও সে মৈথিল কবির লেখা নহে, তাহা বিশেষরূপে বলা যায় না। টীকা, শব্দার্থ, ভাবার্থ, ব্যাখ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবু যত্ন পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাও সম্পূর্ণ করিয়া বিদ্যাপতির এই সংস্করণ প্রকাশ করিতে পারিলে, পরিষদের এই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। সারদাবাবুর প্রথম চেষ্টায় বাঙ্গালা-সাহিত্যে বিদ্যাপতির আবির্ভাব, আর আজ তাঁহারই চেষ্টায় তাহার এই মহৎ লাভ। ধন্যবাদ তাঁহারই প্রথম প্রাপ্য। তারপর দ্বারভাঙ্গার মহারাজও আমাদের অল্প ধন্যবাদের পাত্র নহেন। তাঁহার অনুগ্রহেই এই পদাবলী সংগ্রহ ও প্রকাশের সুযোগ হইল। অবশেষে সমগ্র সাহিত্য জগতের এবং বাঙ্গালী সাধারণের ধন্যবাদ নগেন্দ্র-বাবুর প্রাপ্য। তিনি যে যত্ন অধ্যবসায় সহকারে এই প্রবন্ধ ও বিদ্যাপতির সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা অপূর্ব্ব।

অবশেষে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, মহাশয় জানাইলেন, মাননীয় সারদাবাবু এই পদাবলী প্রকাশের কল্পনা করিলে, পরিষৎ জানিতে পারেন এবং পরি-ষদের পক্ষ হইতে আমরা কয়েকজনে তাঁহার নিকট গিয়া অনুরোধ করি যে, এই পুস্তক যেন তিনি পরিষদের নামে প্রকাশ করেন। সারদাবাবু সন্তুষ্টচিত্তে পরিষদের অনুরোধ

রক্ষা করেন। অবশেষে নগেন্দ্র বাবু পুস্তক প্রকাশের ভার গ্রহণ করায়, তাঁহাকেও পরিষৎ ঐ অনুরোধ করেন। তিনি পরিষদের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন, এজন্য পরিষদের পক্ষ হইতে আমরা মাননীয় সারদা বাবু ও নগেন্দ্র বাবু উভয়কেই ধন্যবাদ জানাইতেছি। অতঃপর উক্ত বিদ্যাপতির পদাবলী পরিষৎ গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইবে।

অতঃপর গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সভাপতি।

দশম মাসিক অধিবেশন।

গত ২০শে ফাল্গুন, ১৩১০, ১২ই মার্চ্চ ১৯০৪, শনিবার অপরাহ্ণ ৪॥০ টার সময় মিনার্ভা থিয়েটারে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (সভাপতি)
" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত রায় শরৎচন্দ্র দাশ বাহাদুর, সি, আই, ই।
" " বৈকুণ্ঠনাথ বসু "
" " চুণিলাল বসু "
" গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
" রাজকৃষ্ণ দত্ত।
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।
" নগেন্দ্রনাথ বসু।
" গোপালদাস রায় চৌধুরী।
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
" যতীশচন্দ্র সমাজপতি।
" দীনেশচন্দ্র সেন।
" নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী।
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।
" রমণীমোহন মল্লিক।
" বাণীনাথ নন্দী।
" গৌরহরি সেন।
" রমেশচন্দ্র বসু।
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
" বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।
" বিহারীলাল সরকার।
" যোগেশচন্দ্র ঘোষ।
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—সম্পাদক।
" মন্মথমোহন বসু } সহ-সম্পাদক।
" ব্যোমকেশ মুস্তফী }

এতদ্ভিন্ন সভাস্থলে প্রায় সাত শত লোক উপস্থিত ছিলেন। এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল, (১) গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্ব্বাচন, (৩) ৺ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, এম, ডি, ডি, এল, সি, আই, ই, মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ, (৪) বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের উদ্দেশ্যসাধন ও সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি সম্বন্ধে রায়

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাশ বাহাদুর সি, আই, ই, মহাশয়ের বক্তব্য, (৫) রায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাশ বাহাদুর কর্ত্তৃক "লাসা নগর ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার" সম্বন্ধে বক্তৃতা ও (৬) বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের আসিতে বিলম্ব হওয়ায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্য্য আরম্ভ হইলে, গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন।

প্রস্তাবক।	সমর্থক।	সভ্য।
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ কাণপুর।
”	”	২। ” ষষ্ঠীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বরাকর।
” সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	”	৩। ” হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী ১০৬।৪ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
” মন্মথমোহন বসু	”	৪। ” গোপালদাস রায় চৌধুরী বীডন রো।
” ব্যোমকেশ মুস্তফী	” রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৫। ” প্রসন্নগোপাল রায় বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
” ব্রজসুন্দর সান্যাল।	” ব্যোমকেশ মুস্তফী	৬। ” সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রাজসাহী।
”	”	৭। ” হৃষীকেশ সেন রাজসাহী।
”	”	৮। ” পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী রাজসাহী।
”	”	৯। ” দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মুরশিদাবাদ।
”	”	১০। ” প্রমথনাথ রায় ঢাকা।
”	”	১১। ” দক্ষিণারঞ্জন আচার্য্য নদীয়া।

[অতঃপর এই অধিবেশনের বিবরণ লিপিবদ্ধ না হওয়ায় প্রকাশ করিতে পারা গেল না। সাঃ পঃ সঃ]

দশম বার্ষিক অধিবেশন।

গত ২৬শে বৈশাখ, ১৩১১, ৮মে, ১৯০৪, রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ টার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের দশম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—সভাপতি।
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
,, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।
,, মৃণালকান্তি ঘোষ।
,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।
,, সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, রমেশচন্দ্র বসু।
,, শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী।
,, বাণীনাথ নন্দী।
,, রাজকৃষ্ণ দত্ত।
,, দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী।
,, গোবিন্দলাল দত্ত।
,, অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।
,, কিরণচন্দ্র দত্ত।
,, যতীশচন্দ্র সমাজপতি।
,, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।
,, মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।
,, অনাথনাথ পালিত।
,, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, লক্ষ্মণচন্দ্র রায়।
,, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

শ্রীযুক্ত ওয়াহেদ হোসেন।
,, যতীন্দ্রনাথ বসু।
,, চারুচন্দ্র বসু।
,, এস, কে, রওশান আলী।
,, দীনেশচন্দ্র সেন।
,, ক্ষেত্রনাথ সেন।
,, জগদীশচন্দ্র বসু।
,, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত।
,, পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী।
,, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়।
,, শ্যামলাল দে।
,, হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত।
,, বীরেশ্বর গোস্বামী।
,, সরসীলাল সরকার।
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ।
,, মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন।
,, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (সম্পাদক)।
,, মন্মথমোহন বসু } সহ-সম্পাদক।
,, ব্যোমকেশ মুস্তফী }

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল। (১) দশম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ, (২) সভ্যনির্ব্বাচন, (৩) সহযোগী সম্পাদক পদের সৃষ্টি করণার্থ নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন প্রস্তাব, (৪) ১৩১১ বঙ্গাব্দের নিমিত্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ, (৫) ১৩১১ বঙ্গাব্দের নিমিত্ত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠন, (৬) কবি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "জাতীয় সঙ্গীত" ও কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "নকলগড়" নামক কবিতার আবৃত্তি, (৭) (ক) সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের "১৩১০ সালের বাঙ্গালার

সাহিত্য" ও (খ) শ্রীযুক্ত দুর্গানারাণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের "উদ্ভিদ্‌বিদ্যার উপক্রমণিকা" নামক প্রবন্ধ পাঠ, (৮) বিবিধ।

সভাপতি এবং সহকারী সভাপতিগণের অনুপস্থিতিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে কার্য্যারম্ভ হইলে, সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি, এ, মহাশয় দশম বার্ষিক কার্য্যবিবরণীর অবশ্য পঠিতব্য বিষয়গুলি পড়িয়া শুনাইলেন এবং প্রস্তাব করিলেন, এই কার্য্যবিবরণী গৃহীত হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

বার্ষিক আয় ব্যয় বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথা-রীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন,—

প্রস্তাবক।	সমর্থক।	সভ্য।
শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ শাস্ত্রী	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন বৰ্দ্ধমান।
"	"	২। " সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত ফরীদপুর।
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	"	৩। " কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। নদীয়া।
" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	"	৪। " যতীন্দ্রমোহন সেন
" অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	"	৫। " হরিচরণ পাল ৭৫ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট।
" তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য	"	৬। " যোগেন্দ্রনারায়ণ মুন্সী কাশী।
" ব্রজসুন্দর সান্যাল	"	৭। " কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায় পানসীপাড়া।
"	"	৮। " অনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নদীয়া।
" কিরণচন্দ্র দে	শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ	৯। " প্রমথনাথ বসু ২ রামকান্ত বসুর ২য় লেন।
" লক্ষ্মণচন্দ্র রায়	" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১০। " মুক্তানাথ চৌধুরী সাতক্ষীরা।
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	" জগদীশচন্দ্র বসু	১১। " বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আলিপুর।
" ব্যোমকেশ মুস্তফী	" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক	১২। " যোগেন্দ্রনাথ বসু ২ গোবর্দ্ধন দাসের লেন।
"	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১৩। " গোপালচন্দ্র ঘোষ। ৫।৪ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক।	সমর্থক।	সভ্য।
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র ঘোষ	১৪। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত কর
		২৭ হ্যারিসন রোড।
,,	,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১৫। ,, বাণীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
		চট্টগ্রাম।
,,	,,	১৬। ,, ফণীন্দ্রনাথ রায়
		৪৯ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।
,,	,,	১৭। ,, বিজয়কৃষ্ণ রায়
		৯ জগমোহন সাহার লেন।
,,	,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	১৮। ,, নৃত্যগোপাল বসু
		১৫ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন।
,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১৯। কেশবলাল সেন গুপ্ত
,,	,,	২০। জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
		২৯ পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, মহাশয় বলিলেন,—এক্ষণে পরিষদের একজন সম্পাদক ও দুইজন সহকারী সম্পাদক আছেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি পরামর্শ করিয়া জানাইয়াছেন যে, পরিষদের সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত কার্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে, অতএব একজন অতিরিক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগের প্রয়োজন হইয়াছে। অদ্যকার সভার বিজ্ঞাপন পত্রে যে সহযোগী সম্পাদক পদের সৃষ্টি করিবার জন্ম নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব আছে, আমি তৎপরিবর্ত্তে আর একজন সহকারী সম্পাদক নিয়োগের প্রস্তাব করিতেছি এবং তদনুসারে নিয়মাবলী পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিতেছি। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তিনজন সহকারী সম্পাদক অনাবশ্যক বলিয়া উহাতে আপত্তি করিলেন, এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু মহাশয় সত্যবাবুর আপত্তি সমর্থন করিলেন। সত্যবাবু, রমেশবাবু এসম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করিলেন, তাহা সমীচীন না হওয়াতে এবং অবশেষে সত্যবাবু তাঁহার আপত্তি প্রত্যাহার করাতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে হীরেন্দ্রবাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, মহাশয় ১৩১১ বঙ্গাব্দের জন্ম নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিতরূপ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার জন্ম প্রস্তাব করিলেন।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সভাপতি।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল
মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী এম, এ, ডি, এল } সহ-সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ,—সম্পাদক।

,, মন্মথমোহন বসু বি, এ, } সহ-সম্পাদক।
,, ব্যোমকেশ মুস্তফী }

,, নগেন্দ্রনাথ বসু—পত্রিকা সম্পাদক।

,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,—ধনরক্ষক।

,, অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ—গ্রন্থরক্ষক।

,, গৌরীশঙ্কর দে এম, এ, বি, এল, } আয়ব্যয়-পরীক্ষক।
,, অবিনাশচন্দ্র বসু এম, এ, }

এতদ্ভিন্ন অদ্য সভায় যে অতিরিক্ত আর একজন সহকারী সম্পাদক নিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছে, তৎপদে শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বসুকে নিয়োগের প্রস্তাব করিলেন। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন—কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ইতিপূর্ব্বে সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া সর্ব্বক্ষণ উপস্থিত থাকিতে পারেন এমন একজন বেতনভোগী সহকারী সম্পাদক সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। প্রায় শতাবধি দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছিল। তন্মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক বাছিয়া লইবার জন্য একটি শাখা সমিতির হস্তে ভার দেওয়া হয়। ঐ শাখা সমিতির সভ্যগণ একবাক্যে এই নিত্য বাবুর নিয়োগই অনুমোদন করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিও এক্ষণে তাঁহাকেই নিযুক্ত করা স্থির করিয়াছেন। সত্যবাবু বলিলেন—বেতনভোগী কর্ম্মচারী নিয়োগের যে ক্ষমতা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আছে, তাহার অর্থ সম্পাদকাদি কর্ম্মচারী নহে। এই সকল পদ অবৈতনিক পদ, ইহার নির্ব্বাচন বার্ষিক সাধারণ সভার সাধারণ সভ্যে করিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি অন্য সকল নিম্নপদস্থ বেতনভোগী কর্ম্মচারী নিয়োগের ক্ষমতাই পাইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন গতবর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে এমন কতকগুলি সভ্য ছিলেন, যে যাঁহারা ১৪শ নিয়মানুসারে সভ্য থাকিতে পারেন না। সুতরাং দূষিতভাবে গঠিত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির কোন কার্য্য গ্রাহ্য হইতে পারে না। রমেশবাবু এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। হীরেন্দ্র বাবু বলিলেন ১৪শ নিয়মের উদ্দেশ্য ঐরূপ নহে। এতৎসম্বন্ধে আলোচনার পর অবশেষে অধিকাংশ সভ্যের মতে নিত্যবাবুকে সহকারী সম্পাদক পদে নিয়োগ স্থির হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্ব্বাচনের ফলাফল জানাইয়া বলেন, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই ৮ জনে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইহার মধ্যে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহাদের স্থানে রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহাশয় (নির্ব্বাচনের ৯ম ও ১০ম ব্যক্তিকে) কার্য্য-

নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে গ্রহণ করা হইল। এতদ্ভিন্ন গতবর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ, এবং কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম, এ, মহাশয়গণকে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য মনোনীত করিয়াছেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয় বলিলেন—এই নূতন গঠিত সভার সভ্যগণের মধ্যে কাহারও চাঁদা ছয় মাসের অধিক কাল বাকি আছে কি না এবং থাকিলে তাঁহাদের নাম আমাদিগকে বলা হউক। শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন, এখনই হিসাবপত্র দেখিয়া নাম বলা বড় শক্ত হইবে, অতএব উহা আপনাদিগকে পরে জানান হইবে।

কালীপ্রসন্ন বাবু বলিলেন, আমি প্রস্তাব করি, উহা আগামী মাসিক সভায় আমাদিগকে জানান হইবে; সত্যভূষণ বাবু ইহা সমর্থন করিলে তাহাই স্থির হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ "নকলগড়" কবিতা আবৃত্তি করিলেন। অপর কবিতা আবৃত্তি করা হইল না। তৎপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। * প্রবন্ধে তিনি পূর্ব্ব বৎসরের স্থায় পুস্তক বিশেষের সমালোচনা না করিয়া সাহিত্যের শ্রেণীভেদে তাহাদের গতি ও সৃষ্টির আলোচনা করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীতে গত বৎসরে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির নামোল্লেখ ও তাহাদের রচয়িতার নামোল্লেখ মাত্র করিয়াছেন।

এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় ব্যোমকেশ বাবুর অনুল্লিখিত গ্রন্থের নামাদি জানাইলেন এবং সাধারণতঃ প্রবন্ধের সুখ্যাতি করিয়া বলিলেন—১৩১০ সালের সাহিত্যে এমন কিছু নাই যাহাতে সাহিত্যে ১৩১০ সালের স্মৃতি ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকেরা দেখিতে পাইবেন। বাঙ্গালীজাতির কবি শক্তির অভাব; ব্যক্তিগত ভাবে কবিত্ব থাকিতে পারে কিন্তু সাহিত্যে কবিত্বের বড়ই অভাব। ১৩১০ সালের সাহিত্যে সাময়িক পদাঙ্ক একটু মাত্র আছে, তাহা বর্ণ প্রাধান্য চেষ্টা। কায়স্থ কৈবর্ত্তাদি বর্ণ স্বীয় স্বীয় বর্ণপ্রাধান্য লাভের চেষ্টায় সাহিত্যের সাহায্যে যে চেষ্টা করিয়াছে; তাহাতে ১৩১০ সালের স্মৃতি ক্ষীণরেখার স্থায় থাকিতে পারিবে মাত্র, আর কিছুতে নহে। ব্যোমকেশ বাবু ১৩১০ সালের সাহিত্য বলিয়া যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিলেন কেবল ১৩১০ কেন, পূর্ব্ববর্ত্তী যে কোন বৎসরের সাহিত্যের আলোচনা করিলে ঐরূপ মন্তব্যই প্রকাশ করা যাইতে পারে। সুতরাং যে সকল আলোচনা হইয়াছে বা গতবৎসরে যে সাহিত্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ১৩১০ সালের চিহ্ন কিছু নাই। যেগুলি না থাকিলে সাহিত্যের ক্ষতি হইতে পারে, এমন কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ১৩১০ সালে প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া ব্যোমকেশ বাবু দেখাইতে পারেন নাই।

---

* প্রবন্ধ ১৩১১ সালের সাহিত্য-পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

মুন্সী রওশন আলীও প্রবন্ধের প্রশংসা করিয়া মুসলমানলেখকগণের লিখিত ব্যোমকেশ বাবুর অনুল্লিখিত কয়েকখানি গ্রন্থের নাম জানাইলেন এবং মুসলমান সমাজে শুদ্ধ বাঙ্গালার লিখন পটীয়সী লেখিকার যে আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা জানাইলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—এই বার্ষিক সাহিত্যের আলোচনার মূল যতীন্দ্র বাবু। ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধ প্রীতিপ্রদ। এইরূপ কার্য্য পরিষদেরই কার্য্য হওয়া উচিত; ইহা একার কার্য্য নহে। একজনের পরিশ্রমের উপর ইহা নির্ভর করিলে চলিবে না। যিনি যে শ্রেণীর সাহিত্য আলোচনা করেন, তিনি সেই শ্রেণীর নব প্রচারিত সাহিত্যের অনুসন্ধান রাখুন এবং পরিষৎ-পত্রিকায় তাহাদের সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখুন। মুন্সী রওশন আলি মুসলমান-লেখক লিখিত সাহিত্যের বিবরণ লিখিয়া আমাদের প্রদান করুন। ব্যোমকেশ বাবু অল্প সময়ে বহু কার্য্যে ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের প্রতি বৎসর যতটুকু সংবাদ দিতে পারিতেছেন তাহাও বড় সামান্য নহে। পঞ্চানন বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে যে সাহিত্য গঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এক বৎসরে তাহার কি পুষ্টি হইল, কে তাহার পরিমাণ করিবে? প্রত্যেক বিভাগে যাহা লেখা হইয়াছে তাহা দ্বারা বর্ত্তমানের অভাব কতকটা যে দূর হইতেছে এবং ভবিষ্যতের জন্য সুবিধা করিয়া দেওয়া হইতেছে, তাহা নিশ্চয়। শত বৎসরের পরে এই সকল বিষয়ের উপকারিতা উপলব্ধি হইবে। সাময়িক সাহিত্য আন্দোলনের ফলে কিন্তু তাহা স্থায়ী হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। যাহা হউক ব্যোমকেশ বাবু সাহিত্যসেবিগণের সুবিধার জন্য যে ভাবে বিবিধ শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের পরিচয় এবং প্রত্যেক শ্রেণীর গতি ও পুষ্টির কথা লিখিয়াছেন, তাহা সুন্দর এবং প্রয়োজনীয় হইয়াছে। এজন্য তাঁহাকে আমাদের অশেষ ধন্যবাদ।

তৎপরে কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পড়িলেন *। রাত্রি অধিক হওয়ায় সভাপতি মহাশয় সংক্ষেপে তাঁহার সম্পূর্ণ নূতন ও মৌলিক চেষ্টায় আবিষ্কৃত প্রাচীন উদ্ভিদতত্ত্ব জ্ঞানের এবং অনেক জ্ঞাতব্য কথা পূর্ণ প্রবন্ধের অশেষ প্রশংসা করিয়া উহা বিস্তৃতভাবে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের অনুরোধ করিয়া কবিরাজ মহাশয়কে যথেষ্ট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।
সহ-সম্পাদক।

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
সভাপতি।

---

* প্রবন্ধ ১১শ ভাগ ১ম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

(ত্রৈমাসিক)

দশম ভাগ।

সম্পাদক

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম. এ.

১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট ভারতমিহির যন্ত্রে,

সান্ন্যাল এণ্ড কোং কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১০

মূল্য ২॥০ টাকা।

লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়,
শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য,
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত নবকান্ত গুহ কবিভূষণ,
শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল, শ্রীযুক্ত আবদুল
করিম, শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল ও
সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী।

এই হস্তলিপির শেষ পত্রে নিম্নোদ্ধৃত পারমার্থিক সঙ্গীতটিও আরবীয় অক্ষরে লিখিত আছে।

নাচারি।

দেখা দিয়া জুড়াও পরাণ ॥ ধু।

অবলা মন্দিরে বসি, প্রাণের নাথ বাজায় বাঁশী,
অভাগিনী শুনি বাঁশীর গীত।
অই বন্ধের বংশীর সানে, ধৈরজ ন মানে প্রাণে,
আকুল করিল নারীর চিত ॥
শুনিয়া মোহন বাঁশী, হইলুম তোমার দাসী,
ভজিলুম তুই শ্যামের চরণে।
ন দেখি তোমার জ্যোতি, থির নহে মোর মতি,
একবার দেখা কর নারীর সনে ॥
দয়ার ঠাকুর তুমি, তোমার ভাবক আমি,
তুমি দয়া না করিলে মোরে।
তুমি প্রাণনাথ বিনে, আর দয়া করিব কেনে,
তুমি বিনে কে আছে সংসারে ॥
তোমার কৃপার ফলে, মোহর ভাগ্যের বলে,
আসিয়াছ অবলা মন্দিরে।
এই ঘর আন্ধার করি, এক দিন যাইবা ছাড়ি,
কেনে দেখা না দেও রাধারে ॥
তনুর অন্তরে পশি, মনুরা * রহিছে বসি,
কিরূপে ভজিলে দেখা পাই।
কহন্ত বদিয়ুদ্দিনে, গুরুর আদেশ বিনে,
দেখিবার আর লক্ষ্য নাই ॥

'সাহা' মুসলমান ফকিরদিগের উপাধি। সম্ভবতঃ এই কবিও কতকটা সেরূপ ছিলেন। উদ্ধৃত গীতটির ভাব দেখিলেও ঐরূপ অনুমানের কতকটা সার্থকতা দেখা যায়।

৮৮। মেহেরনেগারের বারমাস।

পদ সংখ্যা ৫৩।

আরম্ভঃ—

প্রথমে প্রণাম প্রভু কায়মনে স্মরি।
বিরহ বিয়োগ পাএ জ্ঞানহীন হারি ॥
কৃষ্ণ মিত্র মাস আদ্যে করিমু রচন।
রুদ্রদেব মাস পাছে করিমু প্রথন ॥
নৃপকুল পতি সুতা মেহের নেগার।
অন্তরে অঙ্কুর নিত্য বিরহ বিকার ॥

শেষঃ—

চৈত্র মাস উপস্থিত বৎসর পূরণ।
চপলে চাতক পক্ষী প্রিয়ার কারণ ॥
চাচর চিকুর মোর বিথুরিত কেশ।
চান্দ বিনে চাকার গণিতে প্রাণশেষ ॥
চপল এ প্রাণ মোর প্রাণনাথ বিনে।
চলিমু জথাতে প্রভু চঞ্চলা গমনে।

৮৯। সুন্দর কাণ্ড।

এখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণেরই এক কাণ্ড। কেবল এক পাতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। ছাপা রামায়ণের সহিত কিছুই মিল নাই। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া এখন যে সকল রামায়ণ দেখা যায়, তাহাতে কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কীর্ত্তি কিছু বজায় আছে, বোধ হয় না। এই হস্তলিপি বহুদিনের বোধ হয়। আরম্ভটি দেখুন :—

নমো গণেশায়।

অথ সুন্দর কাণ্ঠ লঙ্কা দাহন পুস্তক লিখি।
অধিক সুন্দরা কাণ্ঠ শুনিতে সুন্দর ॥
বাপে পুত্রে পক্ষীরাজ গেলন্ত উত্তরে।
কটক অঙ্গদ গেল দক্ষিণ সাগরে ॥
জয়ে গর্জ্জে বানর সৈন্য ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগরের ঢেউ দেখি গুণেন্ত প্রমাদ ॥
দিগবিদিগ নাহি সাগরের জলে।
হিল্লোল কল্লোল করি সমুদ্র উথলে ॥
সাগর দেখিআ কপি লাগিল তরাস।
অঙ্গদের সন্তান সবে করিআ আশ্বাস ॥
বিশেষ বিক্রম টুটে বুদ্ধি হএ নাশ।
রাক্ষস সকলে দেখি করেন্ত উপহাস ॥

ইহার পর আর পাওয়া যায় নাই। ছাপা

* মনুরা—আত্মা।

রামায়ণের ঐ অংশটি এই :—

পিতা পুত্রে পক্ষিরাজ গেলেন উত্তর।
অঙ্গদ কটক সহ দক্ষিণ সাগর॥
গুর্জ্জন গর্জ্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগরের ঢেউ দেখি গণিল প্রমাদ॥
তমোময় দেখা যায় গগন মণ্ডল।
হিল্লোল কল্লোল তুলে সাগরের জল॥
সিন্ধু জলে জলজন্তু কলরব করে।
জলেতে না নামে কেহ মকরের ডরে॥

* * *

সাগর দেখিয়া তবে পাইল তরাস।
অঙ্গদ সভারে তথা দিলেন আশ্বাস॥
বিষাদে বিক্রম টুটে বিষাদেতে মরি।
বিষাদ ঘুচিলে ভাই সর্ব্বত্রেতে তরি॥

ইহার উপর আর টিপ্পনী অনাবশ্যক।

৯০। মুক্তালতাবলী।

হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যায় নাই। প্রাপ্ত পুঁথিখানি সন ১২৭৯ সালে কলিকাতা নিমু গোস্বামীর লেনস্থ সুধার্ণব-যন্ত্রে মুদ্রিত। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান কালেও বটতলায় ইহার প্রচার আছে। বটতলার দিগ্‌গজগণের মাহাত্ম্যে, প্রাচীন রচনা হইলেও ইহাকে নব বেশভূষায় ভূষিত হইতে হইয়াছে। বটতলায় কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের আত্মার কি গতি হইয়াছে, সকলেই জানেন; এই গ্রন্থেরও যে সেইরূপ পরিণতি ঘটে নাই কিরূপে বিশ্বাস করিব?

গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই :—

কলিকাতা রাজধানী বিদিত সংসার।
পরগণে মেদনমল্ল দক্ষিণে তাহার॥
রামচন্দ্রপুর নামে গ্রাম সুবিখ্যাত।
পশ্চিমবাহিনী পূর্ব্ব অংশে অদ্ভুত॥
সেই গ্রামে নিবসতি বহুদিন হয়।
শ্রীরামশঙ্কর বাচস্পতি মহাশয়॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপারগ সুপণ্ডিত অতি।
শ্রীদুর্গা প্রসাদ দ্বিজ তাঁহার সন্ততি॥
ধর্ম্ম শাস্ত্রে ব্যবসায় করি অকপটে।
পুরাণ প্রসঙ্গ করি ভক্তের নিকটে॥

* * *

মুক্তালতাবলী ভাষা করিনু রচন।
অনায়াসে বুঝিতে পারিবে সর্ব্বজন॥

* * *

শিশুরাম বাক্যে গ্রন্থ সমস্ত পূরণ।
এই হেতু করি পদে এই নিবেদন॥
শিশুরাম হরেকৃষ্ণ শ্যামাচরণেরে।
নিরাপদ করিয়া রাখ নিরন্তরে॥

কবির নাম দুর্গাপ্রসাদ শর্ম্মা। শিশুরাম ও হরেকৃষ্ণের নাম আরও দুই স্থানে দৃষ্ট হয়। কবি একটা বিষয়ে বড়ই ভুল করিয়াছেন। কোথাও গ্রন্থারম্ভের কি সমাপ্তির কোন তারিখ দিয়া যান নাই।

গ্রন্থখানি "কল্কি পুরাণান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণ-নন্দার্ণবোদ্ধারিত দ্বাদশাধ্যায়ঃ হইতে সংগৃহীত" বলিয়া মার্কা-মারা। কৃষ্ণলীলা প্রতিপাদ্য বিষয়। কবি একজন পণ্ডিতাত্মজ, নিজেও পণ্ডিত না হউন বেশ শিক্ষিত ছিলেন, দেখা যাইতেছে। কবি বলিতেছেন :—

পণ্ডিতের বোধ হেতু কোন কোন স্থান।
যত্ন করি লিখিয়াছি মূলের প্রমাণ॥

এই বাক্য সত্য কি না, দেখা যাইতে পারে। স্থানে স্থানে মূল সংস্কৃত অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে 'তস্য ভাষা' দিয়াছেন। রচনা প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ। 'গণেশ বন্দনার'

আরম্ভ :—

জয় লম্বোদর গণপতি।
আপনি যোগেশ হয়ে যোগে সদা মতি। ধু।
নমস্তে পার্ব্বতী-পুত্র পুরুষ প্রধান।
পরম যোগেন্দ্র যোগাসনে যোগবান॥

‘গ্রন্থ-সূচনার’ আরম্ভ :—

একদিন গৌরমুখ আদি মুনিগণ।
ব্যাসের নিকটে গিয়া উপনীত হন॥
দ্বৈপায়ন বলে ব্যাসদেব তপোধন।
শিষ্য সঙ্গে করিছেন শাস্ত্র আলাপন॥

*　　*　　*

বীজ হৈতে হইয়াছে অঙ্কুর সৃজন।
অঙ্কুর হইতে বীজ সৃষ্টি হয় পুনঃ॥
ইহা মধ্যে প্রধানতা শক্তি আছে কার।
বীজ কি অঙ্কুর আদ্য কহ সারোদ্ধার॥

গ্রন্থ শেষঃ—

এই গ্রন্থ সার, মুক্তির আধার, যে শুনে তাহার কলুষ নাশে।
ধন পুত্র জয়, ইহকালে হয়, অন্তে নিবসয় বিষ্ণুর বাসে॥

*　　*　　*

শ্রীদুর্গাপ্রসাদে, মনের আহ্লাদে, রাধাকৃষ্ণ পদে, যাচ রে সার।
দিয়া পদতরী, হইয়া কাণ্ডারী, ভব ঘোর বারি, করহ পার॥
তব কৃপাবলে, শমনের দলে, যাই আমি চলে, তোমার বাস।
শিশু রামদাসে, চির সুখবাসে, রাখিয়া উল্লাসে, পুরাও আশ॥

প্রায় প্রত্যেক প্রস্তাবের শীর্ষদেশে সুন্দর সুন্দর ধুয়া আছে। গ্রন্থখানি বেশ সুন্দর। স্থানান্তরে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার বাসনা রহিল। আট পেজি, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৭।

৯১। লৌহ-স্বর্ণ বিবাদ—

চরণ সংখ্যা ৭০।

সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। মধ্যে মধ্যে পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। হস্ত-লিপির তারিখ বা রচয়িতার নাম নাই। হস্তলিপি তত প্রাচীন নহে।

আরম্ভ :—

ঈশ্বর ইচ্ছাএ শুন দৈবের ঘটন।
লোহা স্বর্ণ বিবাদ হইল জে কারণ।
কৈলাশ সেখর মাঝে অষ্ট ধাউত ছিল।
তার মধ্যে লোহ গিআ স্বর্ণকে নিন্দিল॥

শেষ :—

অমূল্য আমার মূল্য তুলা হবে কে।
জন্ম দেবতা মোরে হস্তে রাখাছে॥
ত্রেতাতে জানকী হরিল দশানন।
আমা হইতে কনক লঙ্কা হইল নিধন॥
সূর্য্য বংশ ধ্বংস হইল আমার কারণ॥
কুন্তীসুত রক্ষা পাইল বিপদ ঘটন॥
আমা হইতে * * * কাটি কলম।
চাইর বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র হইল লিখন॥
আম্মা ছাড়া কোন কর্ম্ম পৃথিবীতে আছে।
বিবেচনা করি দেখ কহিলুম তব কাছে॥ ইতি।

৯২। জ্ঞান-সাগর।

বহুদিনের চেষ্টাতেও এই গ্রন্থখানি অদ্যাপি সমগ্র সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অত্যল্প মাত্র পাওয়া গিয়াছে; তাহাও আধুনিক নকল। রচয়িতার নাম আলি রাজা। কেহ কেহ ইঁহাকে ‘কানু ফকির’ নামে নির্দ্দেশ করিতে চাহেন। এই ফকিরের নিবাস স্থান, চট্টগ্রাম বাঁশখালি থানার অন্তর্গত ওশখাইন। এখনও বংশ আছে। আলি রাজাই নাকি ‘কানু ফকির’ নামে প্রসিদ্ধ। আলি রাজার রচিত ‘ধ্যান মালা’ পাওয়া গিয়াছে। সমালোচ্য গ্রন্থ সম্পূর্ণ পাওয়া গেলে ইঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার ইচ্ছা থাকিল।

আরম্ভ :—

এক প্রভু নিরঞ্জন, এক ডিম্ব ত্রিভুবন,
এক তনু সকল জগত।
এক মোহাম্মাদ মুখা, ত্রিভুবনে এক বৃক্ষ,
ডাল ফল হয় নানা মত॥
সর্ব্ব জগ এক সিন্ধু, নানা রূপ জলবিন্দু,
সর্ব্ব স্থানে আছে বেক্তময়।
জথা তথা রহে বারি, চলে সর্ব্ব স্থান ছাড়ি,
সর্ব্ব গিয়া সাগরে মজ্জয়॥

এইখানি ফকিরী গ্রন্থ। এই সাধক-কবির গুরুর নাম সাহা কেয়ামদ্দিন। প্রত্যেক অনুচ্ছেদের সমাপ্তিতে তাঁহার চরণ বন্দনা আছে।

১৩০৬ সালের ৩য় সংখ্যক 'আলো' পত্রের আলি রাজা ও এই জ্ঞান-সাগর প্রণেতা অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হইতেছে। সেই প্রবন্ধে আলি রাজার যে বিবরণাদি দেওয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে এখন আমাদের মত পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা দেখিতেছি। কিন্তু সে কথা পরে বলিব।

৯৩। রাধিকা-মঙ্গল।

ইহার অনেকগুলি হস্তলিপি আমরা দেখিয়াছি। তজ্জন্য বোধ হইতেছে, ইহা চট্টগ্রামেই রচিত হইয়াছে। ভাষা সরল ও আড়ম্বর হীন। মধ্যে কতকটা অশ্লীলতাপূর্ণ। ১৩০৬ সালের 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় ইহার বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

আরম্ভ :—

নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি শ্লোক।
প্রণমোহ গিরিসুতাসুত মহাশএ।
জাহার স্মরণে মাত্র বিঘ্ন বিনাশ হএ॥
সরস্বতীর চরণ যুগে করি নমস্কার।
জাহার প্রসাদ হএ কবিত্ব প্রচার॥
প্রণতি করিআ বন্দম হরিহর ধাতা।
সত্ব রজ তম গুণ তিনের জে কর্ত্তা॥
নিশাপতি দিনমণি বন্দম হরিষে।
শীত উষ্ণরাশি জার সংসার প্রকাশে॥

ভণিতা :—

কৃষ্ণরাম দত্তে বোলে রাধিকামঙ্গল।
শুনিলে পাতক নাশে শরীর নির্ম্মল॥

লেখকের বাসস্থানাদির কোন উল্লেখ নাই। পত্র সংখ্যা ২৯; লেখার তারিখ পাওয়া গেল না। দুই পৃষ্ঠে লেখা। পয়ার ও ত্রিপদী ভিন্ন অন্য ছন্দ নাই। স্থানে স্থানে রচনা সুন্দর।

৯৪। দাতাকর্ণ।

আরম্ভ :—

রাজা বোলে শুন শুন মুনির নন্দন।
কহ কহ কৃষ্ণ কথা করিব শ্রবণ॥
মুনি বোলে সেই কথা শুনহ রাজন।
যেই রূপে লীলা করে ব্রজের নন্দন॥

ভণিতা :—

দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় পালা হৈল সায়।
ধন পুত্র লক্ষ্মী হএ জে জন গাওআএ॥

৯৫। দেবীর চৌতিশা।

শ্রীমন্তের স্তব।

আরম্ভ :—

কালী কপালিনী, কৈলাস বাসিনী,
শ্রীমন্তেরে হও সুপক্ষ।
কোপে কাপে মোর, কাতর কিঙ্কর,
করি কৃপা * * রক্ষ॥

শেষ :—

লএ লক্ষ্মী রূপে ক্ষিতি, বএ বৈষ্ণবী স্থিতি,
শএ শিব শম্ভুর ঘরিণী।
ষএ ষষ্ঠী সনাতনী, শক্তিরূপা শোকাম্বরী,
হএ হরের ঘরিণী॥

কএ ক্ষেমঙ্করী জায়া,　　ক্ষুদ্র জনেরে কর কৃপা,
ক্ষিতি চান্দ দাসের কাকুতি।

৯৬। সুবচনীর পাঞ্চালী।

অতি ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্র সংখ্যা ৯; দুই পৃষ্ঠে লেখা। হস্তলিপির তারিখ নাই। লেখা তত প্রাচীন নহে। লেখকের নাম শ্রীভবশঙ্কর শর্ম্মা (সাকিম সম্ভবতঃ পরৈকোড়া)।

শেষঃ—

এই মতে মহামায়া স্তুতিয়ে হইল তুষ্ট।
সেবকের প্রতি তুমি না হইঅ রুষ্ট॥
তোমার মহিমা দেবী জানিবেক কে।
আপনে প্রসন্ন হইলে তবে সর্ব্বলোকে॥
এই কথা শুনে জেবা হয়ে এক মন।
রোগ শোক দুঃখ তার হএ বিমোচন॥
তোমার চরণে মাতা মাগি এই বর।
জন্মে জন্মে হই যেন তোমার নফর॥

ভণিতাঃ—

নৃপতি জে হরিদাস,　　সবংশে হউক নাশ,
মোর পুত্র বন্দী কৈল কেনি।
কহে দুঃখী দ্বিজবরে,　　বন্দন মাতা জোড় করে,
উদ্ধার করহ সুবচনী॥

৯৭। শ্রীধর্ম্ম ইতিহাস।

আকারে এই গ্রন্থখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। পত্র সংখ্যা ৬২; দুই পৃষ্ঠে লেখা। আনুমানিক চরণ সংখ্যা প্রায় ২৩৫০। সমস্তই পয়ার, কেবল ১৯শটি চরণ মাত্র লাচাড়ি ছন্দে লেখা। যুধিষ্ঠিরাদি শ্রোতা, শ্রীকৃষ্ণ বক্তা। রামচরিত প্রতিপাদ্য বিষয়। রচনার বিষয়টি আমাদের এত পরিচিত যে, রামায়ণ ভিন্ন অন্যত্র দেখিতেও ইচ্ছা যায় না। এই জন্যও এই গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে হয়। রচনা শুষ্ক এবং নীরস। ভাষাও কিছু প্রাচীন বোধ হয়। সর্ব্বোপরি এত বড় এক খানি কাব্য কেবল পয়ারে লিখিত হওয়ায়, পাঠকালে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি অনিবার্য্য। কিন্তু ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুর নিকট এ সকল প্রতিকূলতা কিছুই নয়।

আরম্ভ :—

হরি হর নারায়ণ শ্রীমধুসূদন।
অখিলের নাথ প্রভু দেব নারায়ণ॥
শরীর পবিত্র হএ লইলে হরির নাম।
শরীর পবিত্র হএ লৈলে রামের নাম॥
মহা মহা মুনি সবে জপে যার নাম।
হেন জে গোবিন্দর নামের কি দিমু উপাম॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে যার গুণ গাএ।
আমি অতি মূঢ়মতির কি হৈবা উপায়॥

শেষঃ—

অবিলম্বে হএ তোমার শত্রু নাশ।
পাইবা পৃথিবী সব তুমি না হইঅ হতাশ॥
আমি সে বনিতা রূপ আমি সে গ্রাম।
আমি সে বনিতারূপ আমি পুণ্য কাম॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম মনুষ্যের আমি সে বাড়াই।
আগে পাছে পথ ক্রমে আহ্মি সে পাঠাই॥
সংহারিআ গেল বীর পৃথিবী দিবা তরে।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ মোর উদর ভিতরে॥
বসিব সারথি সব অর্জ্জুন সঙ্গতি।
কালরূপ হইল আসি কুরুবংশপতি॥
পঞ্চ ভাই তোহ্মরা জে রহিব কেবল।
আর সব দেখি জেন পদ্মপত্রের জল॥
এই মতে যুধিষ্ঠির পঞ্চ সহোদর।
কৃষ্ণের চরণে ভক্তি সদাএ পঞ্চবীর॥
এই ত অমৃত ভাণ্ড ধর্ম্ম ইতিহাস।
শুনিলে পাতক খণ্ডে অন্তে স্বর্গবাস॥

ভণিতা :—

গুণরাজ খানে ভণে শ্রীরামের চরণে।
বলিকে ছলিলেন প্রভু হইআ রাবণে॥

ইতি শ্রীধর্ম্মে ইতিহাস পুস্তক সমাপ্ত। ভীমাস্তাপি রণে ভঙ্গ ইত্যাদি শ্লোক। দুঃখেন

লিখিতং। ইতি সন ১২১৫ মঘী তারিখ ২৪ আঘ্রাণ রোচ শুক্রবার বেহান বেলাতে লেখা সমাপ্ত। শ্রীল শ্রীযুক্ত অভআচরণ শর্ম্মণঃ স্বআক্ষর সাং পাটনিকোটা (জেলা চট্টগ্রাম)।

তৎকালে 'গুণরাজ' নামের ভূরি প্রচলন ছিল, দেখা যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বিজয়কার মালাধর বসু গুণরাজোপাধিক ছিলেন; কবি ষষ্ঠীবর সেন ও হৃদয় মিশ্রেরও ঐরূপ উপাধি ছিল, তাহা দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন। এসব ছাড়া আমরাও আরো দুই জন গুণরাজের আবিষ্কার করিয়াছি। এক জন 'লক্ষ্মীচরিত্র' প্রণেতা, আর এক জন একখানি অজ্ঞাতনাম গ্রন্থ-রচয়িতা। আলোচ্য গ্রন্থে কবির কোন পরিচয় দেওয়া হয় নাই।

এই গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা পরে করার বাসনা আছে। ইহার স্বত্বাধিকারী পরৈকোড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তী। উপযুক্ত মূল্য দিলে তিনি ইহা বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন।

৯৮। দূতী সংবাদ।

এই গ্রন্থখানি সুন্দর। রয়াল ফরমের পৃষ্ঠা, সংখ্যা ১৩; হস্তলিপির অপকৃষ্টতা হেতু আমি অনেক স্থান উদ্ধার করিতে পারি নাই। রামবল্লভ ভণিতা আছে।

আরম্ভ :—

কি কর সখি দুঃখ আমার।
আপনার কর্ম্মের ফলে, নবীন যৌবন কালে,
বিদেশেতে প্রিয়া রইল মোর।
সেই দুঃখ সহিতে নারি, মরম বাঞ্ছিত করি,
শমন হইল আজ দূর।
আর এক দেখ সখি, দারুণ কোকিলা পাখী,
নিরবধি বোলে সুমধুর।
সহস্র বাহুর সুতা, তাহার পতির পিতা,
সেহ মোয়ে গৌরব কৈল চুর।
রাম বল্লভ বাণী, হইআ কুল কামিনী,
কেমনে বঞ্চিব নিজপুর। ধুআ।

ইহাতে 'ধোয়া', 'কথা', 'ঘোষা" আছে। ধুয়া ও ঘোসা একই কথার ভাষা গদ্য।

কথা।

তখন রাধে বোলতেছেন।

আমি আহিরিনী কুলকামিনী সোআগিনী রাজরাণী ছিলাম। ধুআ।

আমি ছিলাম বন্ধুয়ার সোআগিনী।
বন্ধুআ করা গেল পরাধিনী।

তখন রাধে রোদন করতেছেন, আর ধর ধর (দর দর) কইরে দুটি নেত্রে জলধারা পতন হইতেছে—আর বোলিতেছে, ললিতা বিশাখা চিত্রা চম্পকা ও সব সখি। ধুআ।

আমার গমন কালে আইল না।
আমার মরণ কালে হইল না।

রাধে কান্দিয়া কান্দিয়া বোইলছেন;—ও প্রাণ সখি এই কৃষ্ণপ্রেমে আমার প্রাণ পরিত্যাগ্য করিবো। তখনে তোরা একটি কাজ্য কইরো। ধুআ।

আম্মি কৃষ্ণপ্রেমে জখন মরি, তখন সবে বৈল হরি হরি।

শেষ :—

অমনি কালেতে বৃন্দাদূতী জাইআ বল্যাছে
ও ধনি রাধা গো। ঘোষা।
উঠ রাধে শীঘ্র চল, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেতে আইল।
তখন রাধে পারি বোল্যাছেন,—
ও প্রাণনাথ আনিবার তরে,
মধুপুরে গিআছিলে।
কোথাএ প্রাণনাথ রহিআছে তাহা কহ শুনি। ঘোষা
গেলা একা আইলা এথা,
রাধামোহন রৈল কথা
অমনি সময়েতে রাধে মুরারি ধ্বনি শুনি বল্যাছেন।
ও সখি শুনহ শ্রবণে,
কোন বিপিনে মুরারি বাজাএ কোনে।

জেছা মৃগী হানে ব্যাধ কি মনে,
এহা হানে মোর মনে। খোষা।

"ইতি সন ১১৮৭ মঘী তারিখ ৩০ পৌষ রোজ বৃহস্ততবার বেহান বেলা**শ্রীকাশীনাথ পীং রামমোহন চৌধুরী সাং সুচিআ মতা-লোকে চাকলে পটিআ জিলে চাটিগ্রাম** মোকাম ফিরিঙ্গি বাজার সমাপ্ত।"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকাকে যে দাসখত লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও এই কাব্যে দেখা যায়।

৯৯। মুক্তাল্ হোসেন।

ইহাতে নবীবংশের, বিশেষতঃ ইমাম হাসন হোসেনের বিষাদকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মহরমের ইতিবৃত্ত অনেকেই জানেন, ইহাতে তাহারই আমূল বৃত্তান্ত প্রকটিত আছে। গ্রন্থের বিষয় ও নাম মুসলমানী আবররণে আবৃত হইলেও ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। প্রকাণ্ড গ্রন্থ। ভাষা সুন্দর।

আমাদের নিকট দুইখানি পাণ্ডুলিপি আছে, দুই খানিই অসম্পূর্ণ। একখানি বাঙ্গালায় আর একখানি আরবীয় বর্ণমালায় লেখা। বঙ্গীয় ভাষার বিভক্তি প্রভৃতির অনেক আলোচনাযোগ্য বিশেষত্ব আছে।

রচয়িতার নাম মহম্মদ খান। বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুঁথিতে তাঁহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। পরে এ সকল আলোচনা করা যাইবে।

১০০। শ্রীকৃষ্ণের শত নাম।

ইহার পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। তখন ভণিতাটি পাওয়া যায় নাই। আজ তাহা দিতেছি :—

অষ্টোত্তর শত নাম যে করে পঠন।
অনায়াসে পায় রাধা কৃষ্ণের চরণ॥
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ কর নন্দের নন্দন।
মথুরায় কংস ধ্বংস লঙ্কায় রাবণ॥
বকাসুর বধ আদি কালিয় দমন।
দ্বিজ হরি কহে এই নাম সংকীর্ত্তন॥

১০১। চৌত্রিশ পদাবলী।

নিম্নের এই কয় ছত্র মাত্র পাইয়াছি। চৌত্রিশ অক্ষরে চৈতন্য চরিত বর্ণনা। কোন বৈষ্ণবের লেখা।

কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতার।
খেলাবার প্রবন্ধ কৈল খোল করতাল॥
গড়াগড়ি যান প্রভু নিজ সংকীর্ত্তনে।
ঘরে ঘরে হরি নাম দিছে সর্ব্ব জনে॥
উচ্চস্বরে কান্দেন প্রভু জীবের লাগিয়া।
চেতন করাইল চৈতন্য নাম দিয়া॥
ছল ছল আখি নয়নের জলে।
জগত পবিত্র কৈল গৌর কলেবরে॥
ঝলমল মুখ যার পূর্ণ শশধর।
এমন কোথা দেখি নাই দয়ার সাগর॥
টলমল করে অঙ্গ ভাবেতে বিহ্বল।
ডোর কৌপীন ক্ষীণ কটির উপর॥

১০২। সূর্য্যব্রত (পাঞ্চাল)।

ইহা অসম্পূর্ণ। ২য়, ৩য়, ৫ম এবং ২২শ হইতে শেষ পত্র নাই। অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। হস্তলিপি আধুনিক; লেখকের নাম নাই। আখ্যান বস্তু একই, সামান্য ইতর বিশেষ যদিও আছে, তবে নূতনত্বের মধ্যে দেখিতেছি, তিনটি লোকের নাম,—পার্ব্বত, কুঞ্জা ও দুবরাজ। এ সকল কি হিন্দু নাম?

আরম্ভ :—

ওহে মাতঃ সরস্বতী বরপ্রদায়িনী।
গোলকের মহাপ্রভু বিষ্ণুর ঘরিণী॥

তোমার চরণে মোর এই অভিলাষ।
সূর্য্যদেব ব্রত কথা কহিতে প্রকাশ॥
সত্যযুগে ছিলেন বিপ্র একজন।
এক পত্নী দুই সুতা * * ব্রাহ্মণ॥
প্রভাতে চলেন বিপ্র ভিক্ষা করিবার।
নগরে নগরে বিপ্র ফিরে নিরন্তর॥

ভণিতা :—

দুই কন্যার বিলাপে, বনে মৃগ পশু কান্দে,
ভক্ষ্য বস্তু কেহ নাই খাএ।
দ্বিজ লক্ষ্মণে ভণে, শোক ক্ষেমা কর মনে,
কর্ম্মভোগ ভুগিলে সে জাএ॥

এই গ্রন্থে নিম্নোদ্ধৃত প্রাচীন শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে :—ব্যাজ—বিলম্ব, দুর্ভিক্ষতা—দরিদ্রতা, ভাইআ—ভায়া, (যথা, 'সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হইবে শুন অহে ভাইআ'), দাওন—ধান্য কর্ত্তনকারী, (যথা, "অএরে দাওনা ভাই শুনহ বচন। এগইশ ছারা ধান্য দেও ব্রতের কারণ"।), তহনা—তবুও না, (যথা 'সর্ব্ব সৈন্যে জল খাএ তহনা ফুরাএ।'),কেনি—কেন, উহারি মেহারি— অর্থ কি ? (যথা, 'হস্তি ঘোড়া যতেক ভাণ্ডার আদি করি। সর্ব্ব নষ্ট হইল তার উহারি মেহারি।'), বিমুখ—বিষণ্ণ।

১০৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

ইহা ঠাকুর নরোত্তম দাস বিরচিত, বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক। প্রকাশের একান্ত উপযুক্ত। একখানি প্রাচীন হস্তলিপি আমাদের নিকট আছে। হস্তলিপির তারিখ বা লেখকের নাম নাই। পত্র সংখ্যা ১১, এক পৃষ্ঠে লেখা।

আরম্ভ :—

শ্রীচৈতন্য মনোভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপং কদা মহ্যং দদাতি স পদান্তিকং॥
শ্রীগুরু চরণ পদ্ম কেবল ভকতি সদ্ম,
বন্দোম মুঞি সাবধান মনে।
জাহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিআ জাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়ো জাহা হনে॥

শেষ :—

শ্রীগৌরাঙ্গ মোরে বোলায়ে জেবা বাণী।
তাহা বহি ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
লোকনাথ-পদ-দ্বন্দ্ব হৃদয়ে বিলাস।
প্রেম ভক্তি-চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

ইতি প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা সম্পূর্ণঃ। শ্রীরা ধাকৃষ্ণৌ বিহার শ্রবণং কীর্ত্তনং। বিষ্ণু স্মরণং। পাদসেবনং। অর্চ্চনং। বন্দনং। দাস্যং সখ্যং। আত্ম নিবেদনং। ইতি। পুংসার্পিতা বিষ্ণুভক্তিশ্চেন বলক্ষ্যং প্রাপ্য। প্রণম্যাদৌ কৃপাদৃষ্টি কৃতার্থে কৃত ভূতলঃ॥ সর্ব্ব বাঞ্ছা কল্পতরুং গুরুং শ্রীপুরুষোত্তমং। বন্দেহং শ্রীগুরুং শ্রীযুতপাদকমলং শ্রীগুরু বৈষ্ণবাংশ্চ।

শ্রীরূপ সাগ্রজাতং সগণ রঘুনাথং দাসান্বিতং ওং সজীবং সাদ্বৈতং সাবধৌতং পরিজন সহিতং। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদানাং। সগণ ললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

১০৪। সেকান্দর নামা।

এই গ্রন্থখানি সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন কবি সৈয়দ আলাওল সাহেবের রচিত। অন্যত্র আমরা তাঁহার জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সময় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। এই গ্রন্থ খানি স্বতন্ত্র ভাবে সমালোচনা না করিয়া এই স্থলে সকল কথা বলা অসম্ভব। অদ্য

ইহার একটা স্থূল বিবরণ মাত্র সাহিত্য সমাজের গোচর করিব।

'সেকেন্দার নামা' পারস্ত মহাকবি 'নেজামী কর্ত্তৃক আদৌ পারস্ত ভাষায় বিরচিত হয়। আলাওল তাহাই ভাষান্তরিত করেন। সে কালের ভাষান্তরকে কেহ সাধারণ অর্থে গ্রহণ করিবেন না; তাহার অর্থ অনেক স্থলেই 'নূতন সৃষ্টি'। এই কাব্যও কতটা সেইরূপ মনে করিতে হইবে।

গ্রন্থ মধ্যে মহাবীর সেকান্দরের আজন্ম-মরণ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। আনুষঙ্গিক ভাবে পারস্তরাজ দারার (দারায়ুসের)ও অনেক কথা বিবৃত হইয়াছে। বঙ্গীয় ঐতিহাসিকগণ সুতরাং ইহা হইতে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্বও নিষ্কাশিত করিতে পারিবেন।

হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যায় নাই। কলিকাতা শিবাদহ হইতে একজন মুসলমান ইহা প্রকাশিত করিয়াছেন। মুসলমান-সম্পাদিত গ্রন্থরাজির দুর্দ্দশার কথা সকলেই জানেন। এই সুন্দর কাব্যখানিও সেই দুর্দ্দশার হস্ত এড়াইতে পারে নাই। "পদ্মাবতী" প্রভৃতির মত গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থনিচয় সম্পাদন করিবার লোক মুসলমানদের মধ্যে অতি কম আছেন। হিন্দু-সাহিত্য প্রেমিকগণ হস্তক্ষেপ না করিলে মুসলমান-রচিত কাব্যগুলির দুর্দ্দশা কখনই ঘুচিবার নহে।

এই সকল কাব্যপ্রকাশকগণ বিজ্ঞাপন দ্বারা অন্য লোককে কাব্যগুলি প্রকাশিত করিতে নিষেধ করিতেছেন। তাহা হইলে আইনানুসারে নাকি দণ্ডিত হইতে হইবে। জিজ্ঞাসা করি, এ সকল গ্রন্থে তাঁহাদের কোন স্বত্ব আছে নাকি? কবিদিগের কোন বংশ আছে বলিয়া জানা যায় নাই এবং তাঁহারাও বহু পূর্ব্বে পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। এরূপ স্থলে তাঁহাদের সম্পত্তিতে ব্যক্তি বিশেষের স্বত্ব বর্ত্তিল কিরূপে?

গ্রন্থখানি প্রকাণ্ড,—রয়েল আট পেজী ফরমের ১৯৬ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। আরম্ভ এইরূপঃ—

প্রভুর মহিমা আগে কহিএ অপার।
নর অপ্সরা আদি সৃজন যাহার॥
শূন্য পরে আকাশ স্থাপিছে শুন্ত বিনু।
প্রকাশিছে তাহাতে নক্ষত্র শশী ভানু॥
নিজ গৃহ আর্শের মহিমা কিছু যথ।
কহিতে না পারি তার সংখ্যা আছে কথ॥

কবি আলাওল আপনার সকল কাব্যেই অল্প বিস্তর আত্মবিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল পুঁথি হিন্দু সাহিত্যিকগণের দৃষ্টিপথের পথিক হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। তাই ত প্রাচীনকালের দুই জন শ্রেষ্ঠ কবি হইয়াও, আলাওল ও দৌলত কাজি অদ্যাপি তাঁহাদের নিকট একরূপ অপরিজ্ঞাতই আছেন। আলাওল সাহেবের জীবনী স্বাধীনভাবে আলোচনা করার পক্ষে হিন্দু সাহিত্যিকগণের সুবিধা হইবে বিবেচনায়, এই গ্রন্থ হইতে কবির স্বপ্রদত্ত বৃত্তান্তটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। আমরা ক্রমে ক্রমে তাঁহার সকল কাব্যগুলিরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় 'পত্রিকায়' প্রকাশিত করিব।

গ্রাম মধ্যে প্রধান ফতেয়াবাদ ভূম।
বৈসে সাধু সৎলোক হংস মনোরম॥ (?)
অনেক দানে সমন্দ্ খলিফা সুজন।
বহুত্ত আলিম্ গুরু আছে সেই স্থান॥
হিন্দুকুলে মহা সন্তা আছে ভট্টাচার্য্য।
ভাগীরথী গঙ্গা ধার বহে মধ্যরাজ্য॥

রাজ্যেশ্বর 'মজলিস কুতুব' মহাশয়।
আমি ক্ষুদ্রমতি তান অমাত্য তনয়॥
কার্য্যহেতু পন্থক্রমে আছে কর্ম্ম লেখা।
দুষ্ট হার্ম্মাদ সঙ্গে হই গেল দেখা॥
বহু যুদ্ধ করিয়া 'সহিদ' হইল বাপ।
রণক্ষেত্রে রোসাঙ্গে আইল মহাপাপ॥
না পাইল সৎপদ আছে আকুলেশ (?)।
রাজ-আছওয়ার হৈনু আসি এই দেশ॥
রোসাঙ্গেতে মোছলমান যথেক আছেন্ত।
তালিব আলিম বলি আদর করেন্ত॥
বহু মহন্তের পুত্র মহা মহা নর।
পাঠ গীত সঙ্গেতে শিখাইনু বহুতর॥
বহুল মহন্ত লোক কৈল গুরু ভাব।
সকলের কৃপা হন্তে ছিল বহুলাভ॥
মোর বাক্য এথা প্রকাশিল সব ঠামে।
বহু গ্রন্থ রচিনু মহন্ত সব নামে॥
এই মতে সুখে গোয়াইনু কথ কাল।
বৃদ্ধ ব'সে অবশেষে হইল জঞ্জাল॥
সাহা সুজা সঙ্গে যদি আইনু দৈবগতি।
হতবুদ্ধি পাএ সবে দিল হতমতি॥
আপনার দোষ হন্তে পাই অবসাদ।
এক পাপী আমারেও দিল মিথ্যাবাদ॥
কারাগারে পৈনু আমি না পাই বিচার।
যত ইতি বসতি হৈল ছার খার॥
শাল শেষে মৈ'ল যেই দিল অপবাদ।
অস্থানে পড়িয়া পাইল বহুল প্রমাদ।
মন্দকৃত ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ।
পুত্র দারা সঙ্গে অঙ্গ হৈল পরবশ॥
গুণহেতু মহাজনে করএ আদর।
ভিক্ষা করি দেয় পুত্র দারা নিজ কর॥
সৈয়দ মুউদ সাহা রোসাঙ্গের কাজি।
জ্ঞান অল্প আছে বলি মোরে হৈল রাজী॥
দয়াল চরিত্র পীর অতুল মহন্ত।
কৃপা করি দিলেক 'কাদিরী খেলাফত'॥
* * *
আপনা দুঃখের কথা কহিতে অনেক।
সমুখে পুস্তক কথা আছে অতিরেক॥
এই মতে একাদশ অব্দ বহি গেল।
পুনরপি ভাগ্যোদয় প্রকাশিত হইল॥
শ্রীযুত মজলিশ অতুল মহন্ত।
মজলিশ পাইয়া যদি হইল শ্রীমন্ত॥
মধুর বচন মোর শুনিবার সাধ।
আদরে আনিয়া আমা দিলেক প্রসাদ॥
অন্নে বস্ত্রে তুষিয়া পোষেন্ত নিরন্তর।
তান দানে সুসমে শোধম্ রাজকর॥
বহু গুণমন্ত আছে তাহান সভাএ।
তথাপিও মোর বাক্য মনে অতি ভাএ॥

উক্ত মজলিশ মহাশয়ের আদেশেই 'সেকান্দর নামা' রচিত হয়। মজলিশের আদেশের উত্তর স্বরূপ আলাওল বলেন :—

তবে আমি নিবেদিল হৈল বৃদ্ধকাল।
বিশেষ রাজার দায় অধিক জঞ্জাল॥
নীরস হইল অঙ্গ না প্রকাশে মতি।
তাহা শুনি মজলিশে দয়া হৈল অতি॥
ভক্ষ বস্ত্র রাজদায় নিয়ম করিয়া।
আর নানাবিধি দানে মন সন্তোষিয়া॥
স্থির করি আমারে করিল অঙ্গীকার।
ভাঙ্গিয়া 'বয়েত' ছন্দ রচিতে পয়ার॥

নেজামীর 'সেকান্দর নামা' সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন :—

সমুদ্রে 'সাঙ্কর' * যেন গ্রহন্ত গুথন।
বিশেষ ফারসী ভাষে 'বয়েত' ভাঙ্গন॥
মহন্ত নেজামী পদ ইঙ্গিত আকার।
বিশেষত পঞ্চভাষ কিতাব মাঝার॥
আরবী ফারসী অর্থ নছরাণী ইহুদী।
পাহলবি সঙ্গে পঞ্চ ভাষ রত্নাবধি॥

গ্রন্থের সর্ব্বত্র ভণিতা প্রায় এই ভাবের:—

মজলিশ মণি, নবরাজ গুণী,
যশপূর্ণ ভূমণ্ডলে।
তাহান আরতি, মধুর ভারতী,
কহে হীন আলাওলে॥

---

* সাঙ্কর—সাঁতার।

পাঠক মহাশয় দেখিবেন, উপরোদ্ধৃত অনেক স্থলেই পাঠাশুদ্ধি বশতঃ অর্থ প্রতীতির পক্ষে বিস্তর ব্যাঘাত জন্মিবে। বলা বাহুল্য যে, তাহা মূর্খ প্রকাশকগণেরই কাণ্ড।

আদেষ্টার নাম 'মজলিশ গুণ নবরাজ' দেখা যায়; কিন্তু উহা কিরূপ নাম? 'গুণ নবরাজ' ত মুসলমানের নাম হইতে পারে না। সম্ভবতঃ উহা মগরাজার প্রদত্ত উপাধি। 'পদ্মাবতীর' আদেষ্টা মহাত্মা মাগনের উপাধি ছিল 'ঠাকুর'। মজলিশ মহাশয়ও সম্ভবতঃ রাজমন্ত্রী ছিলেন।

গ্রন্থখানি সাহিত্যিকগণের পর্য্যালোচনার একান্ত উপযুক্ত। অনেক পাণ্ডিত্য আছে, অনেক কবিত্বও আছে। কিন্তু আজ তাহার আলোচনা করিব না। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে কবি এইরূপে উদ্দীপনা প্রার্থনা করিয়াছেন :—

(১) আইস গুরু দেও সুরঙ্গিম মধুজল।
কদর্য্য খণ্ডিয়া চিত্ত হউক নির্ম্মল।

(২) আইস গুরু সুরা দেও ভাঙ্গ মন ধন্ধ।
খণ্ডিয়া মনের ক্লেশ বাড়ুক আনন্দ।

(৩) আইস গুরু প্রেম সুরা দেও মোরে ভরি।
যার পানে মিত্র লাভ আপনা পাসরি।

এইরূপ কথাগুলি পারস্য হইতে অনূদিত কিনা বলিতে পারি না।

সমাপ্তি এইরূপ :—

সমাপ্ত হইল এথা জোলকর্ণ কবিতা।
নেজামী রচিত যাহা ফারসী বারতা।
আইস গুরু সুরা দেও সুরঙ্গ সুবাস।
যার পানে মিত্র লাভ হয়ে শত্রুনাশ।
মজলিশ নবরাজ রসময় নিধি।
তান দানধর্ম্ম পুণ্যকর্ম্ম রহে সদাবধি।
তাহান আদেশে কহে হীন আলাওল।
অনিত্য সংসার ধর্ম্ম মিথ্যা যে সকল।
কোথা গেল সেকান্দর ক্ষিতি অধিপতি।
কোথা গেল পাত্র তান আরস্তু সুমতি।
কোথা গেল জালিমুচ আর কালাতুন।
কোথা গেল ধ্বজছত্র মর্য্যাদা নিপুণ।
না রহিল এক জন ভুবন মাঝার।
কেবল প্রশংসা রৈল লোক ঘুষিবার।
এত ভাবি কর সবে শুদ্ধ সদাচার।
এহা ভিন্ন কেহ সঙ্গী না হইব আর।
ভাল মন্দে আছএ পৃথিবী ব্যাপিত।
অপবিত্রে উপহাস্য না কর নিশ্চিত।
দোষ বিনা নাহি কেহ এ তিন ভুবন।
বিনি প্রভু নিরূপ নৈরূপ নিরঞ্জন।

চেষ্টা করিলে এ দেশে প্রাচীন হস্তলিপি পাওয়া অসম্ভব হইবে না।

১০৫। বাত্যাবর্ত্ত-বিবরণ।

চরণ সংখ্যা ৬২।

বক্ষ্যমান সন্দর্ভটির নাম পাওয়া যায় নাই। আলোচিত বিষয় হিসাবে ঐ নামটি দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে চট্টগ্রাম প্রদেশের একটা ভয়ঙ্কর ঝড়ের বর্ণনা আছে।

আরম্ভ :—

রাম রাম রাম রাম রাম নারায়ণ।
বিষ্টি অগ্নি মারুত কথা শুন দিআ মন।
সরস্বতী পাদপদ্মে করি নিবেদন।
রচিবো অপূর্ব্ব কিছু কবিত্ব কথন।
এগার শত সাত পঞ্চাশ মঘি জ্যৈষ্ঠ মাস।
সন্ধ্যাকালে বুধবার প্রতিপদ প্রকাশ।
তৃতীয় বিংশতি তারিখ জ্যৈষ্ঠ মাস ছিল।
পূর্ব্বভাগ হোতে পুনি মারুত উঠিল।

* * *

এই সমেতে অগ্নি উঠিল চারি ভিত।
সর্ব্ব দেশের ঘর সব ভাঙ্গিল ত্বরিত ॥

ভণিতা :—

নরোত্তম কেরাণী বোলে এই বিবরণ।
শাকের নিয়ম অথ কহিল বিধান ॥

কবির পরিচয় :—

"শাণ্ডিল্য গোত্র গোবিন্দ রাম তনয় শ্রীনরোত্তম কেরাণী দেঅস্ত তান পুত্র শ্রীরাম চন্দ্র ও শ্রীকৈলাশচন্দ্র দুহ স্বকিঅ বহি। সাং কধুরখীল। (জেলা চট্টগ্রাম) ইতি সন ১১৭৯ মঘি তারিখ ৩ ফাল্গুন।"

"মাহে আসার ২৪ রোজ মঙ্গলবার শুক্ল-পক্ষ চোতুরদশি তিথউ প্রাতকালে শ্রীরাম চন্দ্রর পিতা (নরোত্তম কেরাণী) স্বর্গ প্রযাতি সন ১১৮০ মঘিতে।"

আমাদের আদর্শ হস্তলিপির মধ্যে পৃথক পৃথক স্থানে এই কথাগুলি স্বয়ং উক্ত রামচন্দ্র কর্ত্তৃক লিখিত আছে।

১০৬। মনসা-মঙ্গল।

এই একখানি সুন্দর মনসা পুঁথি। প্রকাণ্ড আকার। রচয়িতা বিদ্যাভূষণো-পাধিধারী জনৈক পণ্ডিত। গ্রন্থখানি সর্ব্বথা প্রকাশের যোগ্য। গ্রন্থে ভস্তা ও ঘোষা নামক বিশেষ বিশেষ স্থল আছে। ধুয়া ও ঘোষা অভিন্ন পদার্থ। ভস্তা কি? একটী সুন্দর ঘোষা এখানে তুলিয়া দিলাম।

পরাণে সে জানে।
মরম দুঃখ পরাণে সে জানে।
কিরূপে দেখিব কালা কালিন্দীর কূলে।
ধড়ে ধৈরজ নাহি মানে।
অধর রঙ্গিমা, ভুরুর ভঙ্গিমা,
চূড়াটি বান্ধ্যাছে ঠানে।
নিষেধ না মানে, বিষম সন্ধানে,
হান্যাছে গোবিন্দের বাণে।
জাগিতে ঘুমিতে আন না লয় চিতে,
কালিয়ার বাঁশীর সানে॥
চিত্ত ধরান দিআ, রাখিতে না পারি হিয়া
অনাহুতে বান্ধি টানে।
বাঁশী বাজাএ নীতি, কালার পিরীতি,
বুঝিতে বুঝন ধান্ধ্যা।
কহে শিবচরণ দাসে, প্রেম ভকতি আশে,
মুই কেনে গেলুম বান্ধা॥

এইরূপ সব ঘোষা সম্পূর্ণ দেওয়া হয় নাই। পুঁথি নিকটে না থাকায় বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারিলাম না।

ভণিতা :—

কমল চরণ পদ্মার ভাবি অনুক্ষণ।
কহেন পয়ার দ্বিজ শ্রীরাম জীবন ॥

১০৭। সিরাজ কুলুপ।

ইহাকে মুসলমানী ধর্ম্ম বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। পৃথিবী কিসের উপর অব-স্থিত, কয় স্বর্গ, কোন্ দিন ঈশ্বর কি সৃষ্টি করেন, প্রলয়কালে এবং পরে কি হইবে ইত্যাদি বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার রচয়িতার নাম আলি রাজা। এই আলি রাজাকেই আমরা 'বৈষ্ণব কবি' অভিধানে পূর্ব্বে পরিচিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ইনি তত্ত্বজ্ঞানী ফকির ছিলেন। ইঁহার গুরুর নাম কেয়ামদ্দিন; তৎসম্বন্ধে এই গ্রন্থে এই-টুকু আছে :—

সহরিযে ভজি সাহা পিরের চরণ।
যাহার প্রসাদে পাইলাম ভাবের কথন ॥
ত্রিভুবনে আউলিয়াৎ গুরু মহাধন।
শিশু বুদ্ধি মোহর করিছে স্থির মন ॥
শ্রীযুক্ত কেয়ামদ্দিন আলিম ওলমা।
অনন্ত অপার সেই পীরের মহিমা ॥

অপরূপ গুণ মহা ভুবন মোহন।
ব্রাহ্মণির (?) জোতি পীর জোবন জীবন॥
গুণবন্ত মহন্ত সে য়াছিলা দরবেশ।
তপসী ভাবের ভেদ কহিল বিশেষ।
ধার্ম্মিক সুধীর স্থির য়াছিল অধিক।
সভান্তরে তপ জেন প্রকাশ মাণিক॥
গুণের সাগর ছিল স্বর্গের চন্দ্রিমা।
পৃথিবীতে ছিল জেন আল্লার মহিমা॥
শাস্ত্রত ওলমা ছিল সভাতে প্রচণ্ড।
তপসী পরম ভাবে ছেদিয়া ত্রিখণ্ড॥
নজাহা (?) য়ানাওদিন সুত মহামন্ত।
কেয়ামদ্দিন সাহা সুনাম য়াছিলেন্ত॥
*   *   জেন প্রকাশে মার্ত্তণ্ড।
প্রকাশিল চাটিগ্রাম সে নাম য়খণ্ড॥
ফেনীর দক্ষিণ এক সহর উপাম।
সে পীর চরণে মোর সহস্র প্রণাম॥
তাহান কৃপান ভাব করিলুম দেশী।
রচিলুম পয়ারে শুদ্ধ পীর পরশি॥
ছিরাজ কুলুপ নামে য়াছিল কিতাব।
উত্তম মছলা তাত শুদ্ধ পরস্তাব।
গুরু মুখে এ সব জে হাদিছে পাইলুম।
সভানে বুঝিতে ভাল বাঙ্গালা করিলুম॥
ইঙ্গিলা কিতাব এই মছলি সকল।
জুহদ (?) সকল এই করিল আমল॥

ভণিতা :—

সাহা কেয়ামদ্দিন পির, তানপদে মতি স্থির,
কহে হীন আলি রাজা হাই।

শেষ :—

পুর্ব্বে মসরিব বুলি ধরে তার নাম।
পচিমেত মগরিব নাম সে উপাম॥
উত্তরে সিমাইল নাম জুনুদ দক্ষিণ।
চতুর্দ্দিকে চারি নাম জান তান চিন॥
সাহা কেয়ামদ্দিন সাহা গুণের সাগর।
সিরাজ কুলুপ কথা অমৃতের ধার॥

"লেখিতং শ্রীকালিদাস নন্দি সাং ধলঘাঠ সন ১২১৫ মাঘ তাং ৮ আশ্বিন। এই পুস্তক মালিক শ্রীমাহামুদ ওআলি পিং বোচা গাজী সাকিন সুচক্রদণ্ডী।" পত্র সংখ্যা—১৮২; দুই পৃষ্ঠে লেখা।

১০৮ কালিকার চৌতিশা।

চরণ সংখ্যা ১৩৬।

আরম্ভ :—

কএ কালিকা পদে করিএ নিবাস।
করজোরে করি মুক্তি নিতি করম্ আশ॥
কাকুতি মিনতি করম্ তুআ দাসের দাস।
কিঞ্চিৎ কটাক্ষে রক্ষ না কর বিনাশ॥

শেষ :—

ক্ষএ ক্ষয় নাহি মাগ ত্রিজগতে সার।
ক্ষয় কর শিশু জানি এ কোন বিচার॥

ভণিতা :—

ক্ষয় করি অরিগণ রক্ষএ শরীর।
ক্ষীণ বুদ্ধি ক্ষেমানন্দ দাস কালিকার॥

১০৯। ধ্যানমালা।

এখানি সঙ্গীত-বিষয়ক-গ্রন্থ। রাগ তালের উৎপত্তি, কোন্ রাগ কোন্ সময়ে গেয়, কাহা দ্বারা আদৌ বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়, ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আধুনিক সঙ্গীত বিশারদগণ এই সকল বিষয়ে একমত হইবেন কি না, জানি না। সঙ্কীর্ণ স্থানে এইরূপ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে।

আরম্ভ :—

প্রথমে প্রণাম করি জগত ঈশ্বর।
দ্বিতীএ প্রণামি মোহাম্মদ পয়গম্বর॥
জেখনত ন আছিল ত্রিভুবন সংসার।
আছিল আপনে এক শর করতার॥
মহা অন্ধকার শূন্য আছিল গোপতে।
আকার না ছিল কেহ জোনর সাক্ষাত॥

ভাবের সমুদ্রে ডুবি হইলা চেতন।
শ্রদ্ধা হৈল করিবারে এ তিন ভুবন।
আপনার নাম গুণ প্রচার করিতে।
সংসারেত সবে এক ঈশ্বর জানিতে।
গাঢ় প্রেমভাবে প্রভু অনাদি নিধন।
নররূপে মোহাম্মদ করিল স্থজন।

এইরূপে সৃষ্টি পত্তন শেষ করিয়া রাগাদির আকার প্রকার সাজসজ্জা, ঋতুভাগ, দিবারাত্রি ভাগ, রাগের বিবাহ এবং দণ্ড ভাগাদি বিহিত হইয়াছে। তৎপর ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর সংস্কৃত ধ্যান, বাঙ্গালা পয়ার ও প্রত্যেক রাগে গেয় এক একটি সঙ্গীত। এই শ্রেণীর অন্যান্য গ্রন্থে সঙ্গীতগুলি বিভিন্ন ব্যক্তির লেখা; এই গ্রন্থে আলি রাজার সঙ্গীতই অধিক। ইঁহার গুরু 'সাহা কেয়ামদ্দিনে'র চরণে গ্রন্থখানি সমর্পিত। ইনি পরম জ্ঞানী সাধু পুরুষ ছিলেন। আলি রাজার বাড়ী চট্টগ্রাম আনোয়ারান্তর্গত ওশখাইন গ্রামে। সাধারণতঃ 'কালু ফকির' নামেই প্রসিদ্ধ। একজন প্রসিদ্ধ ফকির। তাঁহার পুত্র 'সর্কতোল্লা'ও একজন ফকির কবি। 'সাহিত্য সংহিতায়' তাঁহার ফকিরী গীতগুলি প্রকাশিত হইতেছে। আমরা আলো পত্রে মুসলমান বৈষ্ণব কবি শীর্ষক প্রবন্ধে যে আলি রাজার পরিচয় দিয়াছি, ইনিই সেই আলি রাজা। আমাদের সেই মত ভ্রান্তি-পূর্ণ। জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইলে এইরূপ ভ্রম না হইয়াই পারে না। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে পুনরালোচনা করিয়া সকল বক্তব্য বলিব, বাসনা আছে।

এখানে একটি পদমাত্র উদ্ধৃত করিতেছি, ধ্যানগুলি উদ্ধার করা কঠিন।

রাগ—মালব।

বনমালী শ্যাম, তোমার মুররী জগপ্রাণ। ধুয়া।
শুনি মুররীর ধ্বনি, ভ্রম জাএ দেব মুনি,
ত্রিভুবন হএ জয় জয়।
কুলবতী জথ নারী, গৃহবাস দিল ছাড়ি,
শুনিআ দারুণি বংশী স্বর।
জাতি ধর্ম্ম কুলনীতি, তেজি বন্ধু সব পতি,
নিত্য শুনে মুররীর গীত।
বংশী হেন শক্তি ধরে, তনু রাখি প্রাণি হরে,
বংশী মূলে জগতের চিত।
জে শুনে তোমার বংশী, সে বড় দেবের অংশী,
প্রচারি কহিতে বাসি ভয়।
গৃহ বাস কিবা সাধ, বংশী মোর প্রাণনাথ,
গুরুপদে আলি রাজা কয়।

প্রত্যেক তালের গৎ আছে। তালগুলির ব্যবহার অধুনা নাই। বাহুল্য ভয়ে এখানে 'গৎ' তুলিয়া দেখাইলাম না।

পত্র সংখ্যা ৫৮। দুই পৃষ্ঠে লেখা।

"লেখিত শ্রীমহোম্মদ জামিল সাকিনে গোমদণ্ডী থানে পটিআ। ইতি ১২২১ বারষ এগৈশ মঘি তারিখ ১৭ সোতর মাহে জ্যৈষ্ঠ। হক মালেক অআএদ কানুর চরণে নিত্য রাখ মন। তুমি বিনে ত্রিভুবনে গতি নাহি আর॥"

এই পুঁথির বহিঃপৃষ্ঠায় এই কথাগুলি লিখিত আছে :—

নক্ষত্র বিমতি হৈলে, সুপন্থ না দেখে মূলে,
মিত্রে দেন্ত জহর খাইতে।
সুকর্ম্মেত কৈলে মন, বিধি হএ পরসন,
মিত্রে চাহে জীবন হরিতে। (?)
ভাগ্য মাত্র দুই অক্ষর, কেহ নহে সমশর,
কপালর সবে করে পূজা।
কপাল বিমতি হৈল, তাই সবে খেদাইল,
রোসাঙ্গে পলাই গেল সুজা।

সাহ সুজার পলায়নবার্ত্তা তখন দৃষ্টান্ত স্থানীয় হইয়াছিল দেখা যাইতেছে।

১১০। খঞ্জন-বচন।

ক্ষুদ্র সন্দর্ভ; ভণিতা নাই। হস্তলিপি ১১৭৯ মঘীর। ইহাতে খঞ্জন দর্শনের ফলাফল বর্ণিত হইয়াছে।

আরম্ভ :—

পক্ষী মধ্যে বিধাতাএ সৃজিল খঞ্জন।
তার ফল মন্দ কহি শুন দিআ মন॥
ছঅ মাস থাকে পক্ষী সমুদ্রের কুলে।
প্রথম যে ভাদ্র মাসে নিকলে সংসারে॥

শেষ:—

বৈশাখ মাসেত জদি দেখএ খঞ্জন।
সর্ব্বথাএ ধন লভ্য জানিবা কারণ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসেত জদি দেখএ খঞ্জন।
ছঅ মাসে না মরিলে বৎসরে মরণ॥
জেবা গাএ জেবা শুনে খঞ্জনর বচন।
পাপ ছাড়ি পুণ্য বাড়ে বৈকুণ্ঠে গমন॥

১১১। মহাভারত—দাহপর্ব্ব

চরণ সংখ্যা ১১৪।

আরম্ভ :—

পুনরপি জিজ্ঞাসিলো রাজা জন্মেজয়।
তার পাছে কি হইলো কহ মহাশয়॥
মুনি বোলে শুন বাপু সারদানন্দন।
দাহপর্ব্ব কথা কহি শুন বিবরণ॥

শেষ:—

দাহ পর্ব্ব কথা সাঙ্গ হৈল এথ দুরে।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে (জাএ) বিষ্ণুপুরে॥

ভণিতা:—

মহাভারতের শ্লোক রচিয়া পয়ার।
সঞ্জয় শুনিয়া কহে লোক তরিবার॥

"ইতি মহাভারতে দাহপর্ব্বনি সমাপ্ত। গোবিন্দরাম তনঅ শ্রীনরোত্তম কেরানি দেঅ দাসস্ত পত্র শ্রীরামচন্দ্র স্বকিঅ বহি লিক্ষ্যতো সমাপ্তি। ইতি সন ১১৭৯ মঘি তারিখ ১১ এঘার ফাল্গুন।"

সঞ্জয় রচিত পর্ব্বগুলি প্রকাণ্ড। সমালোচ্য পর্ব্বটি কি বাস্তবিক ক্ষুদ্র? এই পর্ব্বখানি আমাদের বাড়ীতে আছে।

১১২। রাগতালের পুঁথি।

ইহাতে রাগ ও তালের উৎপত্তি, দণ্ড ভাগ, ঘড়ি ভাগ, রাগ তালের বিবাহ, কর্ণভেদ, ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পুঁথির আদ্যন্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং নামটা কি ছিল, জানা যাইতেছে না। এই রকম গ্রন্থ অনেক লোকের লেখা থাকে, দেখিয়াছি। এই খানিতে নিম্নলিখিত দুইটি ভণিতা দেখা যায় :—

(১) দেবগ্রামে বসি মুই কালীপদ তলে।
দিবারাত্রি ঘড়ি ভাগ রামতনু বোলে॥
(২) পণ্ডিত সভার পদে প্রণাম যে করি।
হীন জীবন আলি কহে ভুমিগত পড়ি॥

হস্তলিপির তারিখ নাই। পুঁথিটি প্রাচীন। ৭ম হইতে ৪০শ পত্র পর্য্যন্ত আছে। দুই পৃষ্ঠে লেখা।

এই 'রাম তনু' আচার্য্য বা গ্রহবিপ্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেকালের পাঠশালার গুরু ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রামপ্রসাদ; বাড়ী দেবগ্রাম। শুভঙ্করের ন্যায় অঙ্কবিষয়ক তাঁহার রচিত অনেক আর্য্যা আছে। পূর্ব্বে 'তারিণী চৌতিশায়' তাঁহার পরিচয় একবার দেওয়া গিয়াছে।

'জীবন আলি'র নিবাস চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তর্গত 'খান মোহনা' নামক গ্রামে। এতদঞ্চলে তিনি সাধারণতঃ 'জীবন পণ্ডিত' নামে পরিচিত। তিনিও গুরুগিরি করিতেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি অনেক লোককে,—বিশেষতঃ হাড়ি-দিগকে বাদ্যাদি শিক্ষা দিতেন। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও তাঁহার অনেক শিষ্য আছে। সম্ভবতঃ তিনি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র সমসের আলি আজও বর্ত্তমান। বয়স প্রায় ৫০।

১১৩। মুছার ছোয়াল।

এই গ্রন্থখানি সুন্দর। হজরত মুছা (Moses) পয়গম্বরের সহিত 'তোর' নামক পাহাড়ে নিরঞ্জন সঙ্গে যে সওয়াল জওয়াব হয়, তাহাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এখনও আমরা ইহা পড়িবার অবকাশ পাই নাই। পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার বাসনা রহিল।

আরম্ভঃ—

গুণিগণ কর অবধান।
মুছার ছোয়াল এক কিতাব প্রধান॥
সে কিতাবে আছে বহু অশক্য কথন।
জোআব ছোয়াল হইল নিরঞ্জন সন॥
বাঙ্গালে না বুঝে সেই করেছি কিতাব।
না বুঝি ফারছি ভাবে পাএ মনস্তাপ॥
দেশী ভাষে পাঞ্চালিকা করিতে অখন।
মোর মনে হইল সেই কিতাব বচন॥
তেকাজে ফারসি ভাঙ্গি কৈলুম হিন্দুআনি।
বুঝিবারে বাঙ্গালে সে কিতাবের বাণী॥
আপনে বুঝন্ত যদি বাঙ্গালের গণ।
ইচ্ছা সুখে কেহ পাপে না দেয়ন্ত মন॥

শেষ :—

বাক্য আনপিতে যদি চাহ প্রভু সঙ্গে।
হৃদমন কোরানে পড়হ মন রঙ্গে॥
পঞ্চ খেনে নমাজ পড় হই এক মন।
সভা করি বৈস নিতি নমাজির সন॥
শাস্ত্র বুঝিবারে বহু নমাজির গুণে।
একে একে কহিলাম শুন জথ গুণিগণে॥

ভণিতা :—

কহে হীন নছরুল্লা শুন গুণিগণ।
ওজনথু—ওজন হইতে।
ওজনথু * বাড়াটুটা নহে কদাচন॥

হস্তলিপির তারিখ ও লেখকের নামটি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। হস্তলিপিটি প্রাচীন। পত্র সংখ্যা ২৯, দুই পৃষ্ঠে লেখা। আকারে তেমন ক্ষুদ্র নহে।

এই 'নছরল্লা' ও পূর্ব্ব সমালোচিত 'জঙ্গনামার' কবি 'নছরোল্লা খান' এক ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে না।

১১৪। কৌশল্যার চৌতিশা।

চরণ সংখ্যা ১১৩।

আরম্ভঃ—

কর জোরে কৌশল্যাএ কহে রাজার স্থানে।
কি কারণে রামচন্দ্র পাঠাইলা বনে॥
কথ জন্ম জন্মান্তরে তপ সে করিনু।
কমল নয়ান পুত্র উদরে ধরিনু॥

শেষঃ—

ক্ষয় করি রিপুজন ভুবন মণ্ডলে।
ক্ষীণ প্রাণি মাএ ডাকম্ আইস মায়ের কোলে॥

---

* ওজনথু—ওজন হইতে॥

ভণিতা :—

ক্ষীণজীবী ক্ষীণ তরি ক্ষীণ রুদ্রকুলে।
ক্ষীণ রামজীবন রুদ্র রাখ পদতলে॥

হস্তলিপি ১১৭৯ মঘির লিখিত।

১১৫। সাহাদল্লা পীর পুস্তক।

এইখানি মুসলমানী দরবেশী গ্রন্থ। সাহাদল্লা পীর নামক কোন সিদ্ধ পুরুষ বক্তা ও চান্দ নামক কোন ব্যক্তি প্রশ্নকর্ত্তা। যোগসাধন হিন্দুর আর মুসলমানের একই; কেবল নামে প্রভেদ মাত্র। মাদৃশ অনধিকারী লোকের পক্ষে এই কঠিন বিষয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। মুসলমানগণের এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলি রক্ষায় যত্নবান্ হওয়া উচিত।

ভণিতা :—

অষ্ট কলে তালি দিলে রহিব আনন্দ।
সাহাদল্লা পদে কহে তত্ত্বহীন চান্দ॥

শেষ :—

জনমের কথা এবে শুন দিয়া মন।
যখনে গর্ভের মাঝে হইল সৃজন॥
গর্ভনীতি শিশু যদি পঞ্চমাস হইল।
বিধাতাএ তবে কিছু ললাটে লিখিল॥
হয়াত মওত আর রিজিগ দৌলত।*
আপদ সহিতে জান লেখিল পঞ্চমৎ॥

*　　*　　*

সাহাদল্লা পীর কথা অমৃতের ধার।
জেবা পড়ে যেবা শুনে হএ হুসিয়ার॥

*　　*　　*

আদি চন্দ্র—মগজ, গরলচন্দ্র, কামভাব,
নাছুত—কাণ, মলকুত, নাক;
জবরুত—নয়ন, লাহুত—মুখ।

---

* হয়াত—আয়ু। মওত—মৃত্যু। রিজিগ—জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়।
দৌলত—ধন সম্পত্তি।

"ইং সাহাদল্লা পুস্তক সমাপ্ত। লেখিতং শ্রীকালিদাস নন্দি সাং ধনঘাট সন ১২১৫ মঘি তাং ৪ য়াসিসন। এই পুস্তকের মালিক শ্রীমামুদালী পিং বোচাগাজি সাং সুচক্রদণ্ডী।

পত্র সংখ্যা ২২, দুই পৃষ্ঠে লেখা।

১১৬। বৌদ্ধ রঞ্জিকা।

অনেক অনুসন্ধান করিয়াও চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন বাঙ্গালা গ্রন্থ পাইতে পারিলাম না। বঙ্গভাষায় বৌদ্ধগণ কোন গ্রন্থই লিপিবদ্ধ করেন নাই, বিস্ময়ের বিষয়! শীর্ষোক্ত গ্রন্থখানি বঙ্গভাষার এক মাত্র অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহাও কিন্তু বৌদ্ধের লেখা নহে। ইহার প্রকাশক চট্টগ্রাম—চন্দনপুরা নিবাসী ৺আবদুল হামিদ মাষ্টর সাহেব ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"এই প্রাচীন পালি ভাষায় 'থাদুত্তাং' বিস্তীর্ণ গ্রন্থ নামে অভিহিত ছিল; সেই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশের রাজা মৃত ধরম বক্স খান বাহাদুরের পত্নী রাজ্ঞী কালিন্দী রাণী বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় পয়ারাদি ছন্দে সাধারণের বোধ সৌকর্য্যার্থে অনুবাদিত করিয়াছেন। (?) এই গ্রন্থ বৌদ্ধদিগের একমাত্র সার গ্রন্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না; কেননা, বুদ্ধদেবের বাল্যক্রীড়া হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সম্যক্ ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণিত আছে।" ১২৯৬ বাঙ্গালায় ইহার প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। হস্তলিখিত পুঁথিও পাওয়া যাইতে পারে। মুদ্রিত গ্রন্থ পাওয়ায় আমরা আর তাহার খোঁজ করি নাই। রচয়িতা সম্ভবতঃ উক্ত রাজ সরকারের কোন

কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার নিবাস কোথায়, জানিতে পারি নাই। গ্রন্থের এই ভাগটি ক্ষুদ্র; অঙ্গীকৃত দ্বিতীয় ভাগ বোধ হয় আর প্রকাশিত হইল না। শুনিয়াছি, 'থাতুত্তাং' প্রকাণ্ড গ্রন্থ। ভণিতা এইরূপ :—

শ্রীমতী কালিন্দী রাণী, ধর্ম্মবস্ম রাজরাণী,
পুণ্যবতী সুশীলা মহিলা।
তান আজ্ঞা অনুবলে, দাস শ্রীনীলকমলে,
এ বৌদ্ধরঞ্জিকা প্রকাশিলা॥

এই রাজবংশের রাজগদিতে এখন রাজা শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় বাহাদুর সমাসীন। আবশ্যক হইলে এ গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।

১১৭। লক্ষ্মী দেবীর পাঞ্চালি।

আরম্ভ :—

বন্দম যে গণপতি মুষিকবাহন।
চারিভুজ এক দন্ত গজেন্দ্র বদন।
গরুড় বাহনে বন্দম দেব নারায়ণ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কস্তুভ ভুষণ॥
* * *
পিতামহ পিতামহী আর মাতা পিতা।
প্রণতি করিয়া বন্দম শ্রীগুরু দেবতা।

শেষ :—

পাঞ্চালি শুনিতে যেবা মনে করে সাধ।
মনস্কাম সিদ্ধি হএ খণ্ডে বিসম্বাদ॥
ভক্তি করি এই পুস্তক পঠে যেই জন।
অন্তকালে জাএ সেই বৈকুণ্ঠ ভুবন॥

ভণিতা :—

লক্ষ্মীর পাঞ্চালি ভণে রঞ্জিৎরাম দাস।
চরণে শরণ দেয় বলি তব পাশ॥

রচনা কাল :—

বসু যুগ সিন্ধু শশী শক পরিমাণ।
কমলার চরিত্র কথা হইল সমাধান॥

"ইতি লক্ষ্মী দেবীর পাঞ্চালি সমাপ্ত। শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণঃ স্বাক্ষর (সাং পরৈকোড়া)। পত্র সংখ্যা ১৫; দুই পৃষ্ঠে লিখিত। প্রতি পৃষ্ঠে ৫ পংক্তি লেখা। সুতরাং ক্ষুদ্র পুস্তিকা মাত্র। হস্তলিপির তারিখ নাই, পুঁথির বয়স পঞ্চাশের অনধিক, বোধ হয়।

এই পুঁথিতে কয়েকটি প্রাদেশিক শব্দ আছে। নিম্নে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল :—

তাইর = তাহার (তুচ্ছার্থে)।
"সর্ব্বাঙ্গ অলক্ষ্মী তাইর বড় দুরাচারী।"

ভোম = ভুমি।
"কথ দূর ভোম রাজা দিছেন নালাকার।"*

অপ্সর = অবসর।
"দিনে অপ্সর না পাএ ভোম রূপিবার।"

উজাল = মশাল।
"ভার্য্যার তরে বলিলেক উজাল ধরিতে।"

জালা = ধান্য অঙ্কুরিত হইয়া কিছু বড় হইলে সেই গাছকে 'জালা' বলে।
"জমিনেতে গিয়া জালা করএ রোপন।"

নিবৃত্তে = নিমিত্তে।
"সপ্ত মুঠ চাউল দিলা তাহার নিবৃত্তে।"

চোবা = অন্তঃসার বিহীন ধান্য।
"গোলার ধান্য রাজার জে চোবা হই উঠে।"

চার = ভগ্ন মৃৎপাত্রাদির টুক্রা বিশেষ।
"তামা কাঁসা আদি জথ তৈজসের বাসন।
চার প্রায় হৈয়া উঠে কি কৈব কথন॥"

পেরুআ = পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন সময়ে যে পাত্র করিয়া মাটি উঠান হয়, সেই পাত্রকে 'পেরুআ' বলে।

---

* যে ভূমি দাসদিগকে দান করা যায়, তাহাকে 'নালকর' বলে।

"জেবা এক পেরুআ মাটী করএ কাটন।
তারে এক পেরুআ কড়ি দিবাম এখন॥"

ঢেকা = ধাক্কা।

গর্ত্তের পারে গেলে তাই,　　ঢেকা মারি পেলাই,
মাটী দিআ রাখিবা সর্ব্বথা।"

মরে = মোরে।

"পাতকী দেখিয়া মোরে মরে, ছাড়ি যাও নিজ পুরে।

কথাকারে = কোথায়?

"আমা ছাড়ি জাও কথাকারে।"

উল্লিখিত শব্দগুলি প্রায় অবিকল এখনও চট্টগ্রাম অঞ্চলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অন্যান্য কথা বলার স্থান ইহা নহে।

১১৮। বিপুলার চৌতিশা।

চরণ সংখ্যা ১৩৬।

আরম্ভ :—

কান্দএ বিপুলা রামা করিআ কাকুতি।
কাতর জনারে কৃপা কর পদ্মাবতী॥
কমল পত্রেতে মাতা জনম তোমার।
কাকুতি করম্ পতি রক্ষ এইবার॥

শেষ :—

ক্ষ্যাতি রক্ষা কৈলা মাতা অনন্ত রূপ ধরি।
ক্ষ্যাতি রাখহ মাতা ত্রিজগত ভরি॥

ভণিতা :—

ক্ষিতি লোটাইআ বন্দোম চরণ যুগল।
ক্ষীণ রামচন্দ্রে ভণে জীবো লক্ষিন্দর॥

বর্ত্তমান ইংরেজী সভ্যতার দিনে আমাদের প্রাচীন রীতিনীতি প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। সেকালের লোকেরা সকল কাজেই শাস্ত্র মানিয়া চলিতেন। তাঁহারা গৃহাদি বন্ধনের যে সকল বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিতেন, বর্ত্তমানের বিজ্ঞানবাদীগণ তাহা মানিবেন না, নিশ্চয়ই। যাহা হউক, তাঁহাদের 'গৃহবন্ধন-নীতি'টি রক্ষণোদ্দেশ্যে এইখানে তুলিয়া দিলাম :—

বাড়ী করি সব ভাগ,
মাঝে রাখ এক পাত,
তার দক্ষিণে বান্ধ ঘর;
পিছে রাখ বার হাত,
তবে গাড় সুতের গাত,
জথ তথ বান্ধ ঘর,
তের মিশাই সাতে হর,
সাতে হরি রহে যে,
ঘরের পতি হএ সে।
সাতে হরি রহে শশী,
পরেআর ধন খাএ দুআরে বসি;
সাতে হরি রহে যুগ,
অন্নে বস্ত্রে সমানে সুখ;
সাতে হরি রহে তিন,
সেই ঘরে বাঝে ঋণ;
সাতে হরি রহে চাইর,
সেই ঘরে গিরি খাএ;
সাতে হরি রহে পাঁচ,
সেই ঘরে গিরি খাচ;
সাতে হরি রহে ছএ,
সেই ঘরে গিরি ক্ষয়;
সাতে হরি রহে শূন্য,
সেই গিরি অতি ধন্য।

১১৯। মদনকুমার-মধুমালার পুঁথি।

ইহার কোন নাম পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থের নায়ক-নায়িকার নামানুসারে শীর্ষদেশস্থ নামকরণ হইল। প্রথম হইতে পঞ্চম পাতা নাই; ষষ্ঠ পাতা হইতে ২৯শ পাতা মাত্র আছে। দুইজন নায়ক নায়িকার অদ্ভুত প্রেমকাহিনী বর্ণনার বিষয়। ভাষা সরল। হস্তলিপির তারিখ পাওয়া যায় না; অক্ষর দেখিয়া বোধ হয়, বড় প্রাচীন নহে।

ভণিতা :—

(১) কোন বিধি আনি দিল, নয়ানে দেখাইল,
কেবা লইয়া গেল ভাণ্ডি।
নুর মোহাম্মদ ভাবিআ সে পদ
ভণিল বিরহ লাচারি॥

(২) নুর মোহাম্মদ বড় দুঃখী ক্ষিতিতল।
সন্তোষ নিজোগ জথ বিধির খেয়াল॥

১২০। মা বাপের বারমাস।

আরম্ভ :—

হাহা রে দারুণ বিধি কিনা ভাবম্ তোরে।
অল্প বজসের কালে ছেঁঅর * কৈলা মোরে॥
বৈশাখ মাসেত মা বাপ রবির কিরণ।
অবিরত পোড়ে মোর মা বাপের কারণ॥

শেষ :—

চৈত্র মাসেত মা বাপ বৎসর হৈল শেষ।
আমারে ছেঁঅর করি রহিলা স্বর্গবাস॥
স্বর্গেতে গিআ মা বাপ নিশ্চিন্তে রহিলা।
আমরা হেন পুত্র কন্যা জলেতে ভাসাইলা॥

১২১। সপ্ত পয়কর।

ইহা মহামতি সৈয়দ আলাওল রচিত কাব্য। গ্রন্থের নাম বাঙ্গালায় "দিন-সপ্ত-কোপাখ্যান" দেওয়া যাইতে পারে। সাতটি উপাখ্যানে কাব্যটি গ্রথিত বলিয়া গ্রন্থের এই নাম।

রোসাঙ্গের রাজসভায় থাকিয়া আলাওল তাঁহার সকল কাব্যগুলি প্রণয়ন করেন। পত্রান্তরে আমরা তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি; এখানে তাহার দ্বিরুক্তি বাহুল্য মাত্র। এই কাব্য সৈয়দ মহাম্মদের আদেশে পারস্য ভাষা হইতে অনূদিত হয়।

কবির স্ববৃত্তান্ত সম্বন্ধে এই গ্রন্থে এইটুকু পাওয়া যায় :—

শ্রীমন্ত রোসাঙ্গ স্থল, নাহি তাহে বলাবল,
হেম রত্নে জড়িত বেষ্টিত।
বৈসে সাধু সৎলোক, সদত আনন্দ ভোগ,
শস্য মৎস্য সদাএ পূর্ণিত॥
তাহে নৃপ অনুপাম, শ্রীচন্দ্র সুধম্মা নাম,
খল নাশ দুঃখিতের গতি।
পুত্রবৎ প্রজাপাল, বিপক্ষ জনের কাল,
ধর্ম্মশীল মহাছত্রপতি।
* * *
হাটক বেষ্টিত ঘর, মণিরত্ন থরে থর,
শুদ্ধ সুবর্ণের দিব্য পাট।
হয় হস্তী নাই লেখা, পয়দল হীন সংখ্যা,
রোধি চলে মারুতের বাট॥
* * *
মনেত ভাবিয়া ডর, নৃপকুলে দেএ কর,
সিন্ধু শৈল লাজ্য যার সীমা।
দিল্লীশ্বর বংশ আসি, যাহার শরণে পশি,
তার সম কাহার মহিমা॥
যুবাকালে ব্রতধর্ম্ম, শাস্ত্রনীতি সৎকর্ম্ম,
দান জ্ঞান মান নাহি ওর।
অপার মহিমা সিন্ধু, ক্ষুদ্র বুদ্ধি এক বিন্দু,
কহিতে কি শক্তি আছে মোর॥
* * *
হেন মহা রাজেশ্বর অখণ্ড সম্পদ।
তান মুখ্য সৈন্যমতি (?) সৈয়দ মহাম্মদ॥
অঙ্গ দুর্ব্বাদল শ্যাম মুখ পূর্ণশশী।
অমিয়া মিশ্রিত বাক্য মৃদু মন্দ হাসি॥
* * *
নানা শাস্ত্র পারগ বিদ্যাবান বিদ্যাধ।
আরবী ফারসী আর হিন্দবী মগধ॥
* * *
নবীকুল ছৈয়দ জাতি জাতির প্রধান।
দিশিদিশি রাগরঙ্গে বিনোদ থাকেন॥

---

* ছেঁঅর=পিতৃমাতৃহীন (orphan)

সদত পণ্ডিত গুণী তাহান সভাএ।
তত্ব রস কথা কহি থাকেন্ত সদাএ॥

* * *

আমিহ সভাতে তান থাকি অবিরত।
অন্ন বস্ত্র দানে আমা পোষেন্ত সতত॥

* * *

তান সভাসদ (?) থাকি সভাসদ হইয়া।
শাস্ত্রনীতি রস কথা প্রসঙ্গ কহিয়া॥
এক নিশি পণ্ডিত সমাজে মহাশয়।
কথা রসে বসিছেন্ত আপনা আলয়॥
আমা প্রতি কল্যা আজ্ঞা হরষিত মনে।
উত্তম প্রসঙ্গ এক কহিতে কারণে॥
সপ্ত পয়কর কথা অতি মনোহর।
মনোগত প্রকাশিলুং তাহান গোচর॥

* * *

তান আজ্ঞা লংঘিতে না পারি কদাচিত।
যদ্যপিও জরাজীর্ণ চিন্তাকুল চিত॥
যদিবা অযোগ্য আমি গ্রন্থ রচিবার।
তান ভাগ্যলক্ষ্যে (মাত্র) সমুদ্রে সঞ্চার॥
যেন চন্দ্র ধরিতে বালকে হস্ত তোলে।
কেবল ভরসা মাত্র গুরু পদতলে॥

আরম্ভ :—

আদ্যের অনাদি স্বামী অন্তরে অনন্ত।
প্রথমে মহিমা তান সুশোভিত গ্রন্থ॥
বিনা লক্ষ্যে শূন্য পরে স্থাপিছে আকাশ।
করিছে মিহির শশী নক্ষত্র প্রকাশ॥

ভণিতা :—

গুণী জন বন্ধু, দানে দয়াসিন্ধু,
ছৈয়দ মহাম্মদ খান।
তাহান আরতি, মধুর ভারতী,
হীন আলাওলে ভাণ॥

হস্তলিপি পাওয়া যায় নাই। চট্টগ্রাম হইতে বহুদিন পূর্ব্বে চারিজন মুসলমানের চেষ্টায় গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা কিন্তু বিশ্রী সংস্করণ। অনেকবার বলিয়াছি, মুসলমানদের অত্যাচারে আলাওল সাহেব নিতান্ত হীনাবস্থায় আছেন। হিন্দু ভ্রাতৃগণ কৃপা না করিলে তাঁহার উদ্ধারের আশা নাই।

এই গ্রন্থশেষে যে কালজ্ঞাপক বাক্য আছে, তাহা এই :—

মুসলমানী সন কহি শুন গুণীগণ।
চন্দ্র যুগ কলানিধি গ্রহের স্থাপন॥
ইছুপী সনের কথা কহিএ বিচারি।
ইন্দুপৃষ্ঠে বস * শূন্য শেষে দিয়া চারি॥
কহিতে বাঙ্গালা সন মনে বিমর্ষিয়া।
দধিসুত শেষে যুগ চন্দ্রে চন্দ্র দিয়া॥
মঘী সন কহি মনান্তরে করি স্থিত।
চন্দ্রাপারে চন্দ্র রিতু (ঋতু) পৃষ্ঠে তার নিত॥

বাক্যটি যথাদৃষ্ট উদ্ধৃত করিলাম। আশা করি, কোন সাহিত্য প্রেমিক এই মহাত্মার জীবনী আলোচনা করিয়া এই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিবেন।

আলাওল এখন পরিচিত ব্যক্তি; তাঁহার লেখনীর শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় আর কি দিব? সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, কবিত্বে ও পাণ্ডিত্যে সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে, কোন অংশেই ইহা অনাদরের যোগ্য নহে।

আকার বৃহৎ। ডিমাই আট পেজী আকারের ২৩৩ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। (এই সংস্করণের অক্ষর বড় বড়।)

চেষ্টা করিলে এখনও হস্তলিখিত পুঁথি বিস্তর পাওয়া যাইতে পারে। সময়ান্তরে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করার বাসনা আছে।

---

* 'বস'—এই শব্দটি 'রস' কি 'বসু' হইবে, বোধ হয়।

১২২। জ্ঞান-চৌতিশা।

চরণ সংখ্যা ১৫২।

আরম্ভ :—

প্রণাম পুরুষ তত্ত্ব দেবের প্রধান।
কোটি চন্দ্র (?) ব্রহ্মাএ জার না বুঝে সন্ধান॥
মহেশে ভাবিআ ওর না পাএ জাহার।
মনি সবে ধ্যানে মর্ম্ম না পাএ জাহার॥

শেষ :—

শিব শক্তি দুহ জান ভিন্ন মাত্র নাম।
শিবের আধার শক্তি লিঙ্গেতে বিশ্রাম॥
সমযুক্ত কলেবর মলিন অধর।
সেই সে আওমা জান জগতে প্রথর॥

* * *

ক্ষমা হোতে অধিক তত্ত্ব নাহি পৃথিবীত।
ক্ষেত তপ না জাএ জপ আত্মহিত॥ (?)

ভণিতা :—

ক্ষীণ অতি শিশুমতি সৈদ সুলতান।
ক্ষীণবুদ্ধি রচিলেক চৌতিশা জে জ্ঞান॥

এই চৌতিশাটি কবির স্বকৃত 'জ্ঞান-প্রদীপে'ও দেখিয়াছি। হস্তলিপি ১১৭৯ মঘির লিখিত।

১২৩। পদ্মা পুরাণ।

আমরা এ পর্য্যন্ত চট্টগ্রামে যত হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছি, তন্মধ্যে এইখানি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। হস্তলিপির মত ইহার ভাষাও অনুরূপ প্রাচীন। এখানি নারায়ণ দেবের রচিত বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে অপর কবির ভণিতাও দেখিতে পাইতেছি। তৎসমস্ত এখানে দেওয়া গেল :—

(১) সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাঞ্চালি।
কালীর করুণে ভণে এক লাচারি॥

(২) নারায়ণ দেবে কহে, সুকবি বল্লভ হএ,
গোদের বাকে দিল দরশন।

(৩) পাইআ না পাইলু বিধি বঞ্চিল বচনে।
মনসার চরণে বন্দি বিপ্র জগন্নাথে ভণে॥

(৪) না কর ক্রন্দন এর, মনসার উদ্দেশে লড়,
পণ্ডিত জানকীনাথে ভণে।

(৫) দ্বিজ বংশীদাসে কহে সত্যবতী নারী।
অবশ্য পাইবা প্রভু গেল দেবপুরী॥

(৬) যদুনাথ পণ্ডিত, রচিল মধুর গীত.
শৃকালী (শৃগালী) বাকে দিল দরশন।

তৃতীয় ও চতুর্থ ভণিতাগুলি দুই দুই স্থানে পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভণিতাগুলি এক এক স্থানে আছে এবং প্রথম ভণিতা দুইটি গ্রন্থের সর্ব্বত্র মিলিবে। দীনেশবাবু তাঁহার গ্রন্থে কেবল বংশীদাস ও কবিবল্লভেরই নাম উল্লেখ করিয়াছেন। একই গ্রন্থে এত গুলি কবির ভণিতা কি করিয়া আসিল, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।

এখানে আর একটি কথা বলিব। দীনেশবাবু দ্বিতীয় ভণিতায় উল্লিখিত 'কবি-বল্লভকে' পৃথক ব্যক্তি অনুমান করিয়াছেন, আমাদের মতে উহা ঠিক নহে। তাঁহার উদ্ধৃত "নারায়ণ দেবে কয়, সুকবি বল্লভে হয়" এই পাঠ হইতে ঐরূপ একটা নাম মাত্র পাওয়া যায় বটে। কিন্তু ঐবাক্যের কিছু অর্থ হইতে পারে না। বটতলার ছাপা পদ্মাপুরাণ দেখিয়াই তিনি ভ্রমে পড়িয়াছেন; আমরা কিন্তু হস্তলিপিতে সর্ব্বত্রই প্রাগুদ্ধৃত পাঠ দেখিতেছি। আমাদের বোধ হয়, 'সুকবি বল্লভ' পদে কোন ব্যক্তিকে না বুঝাইয়া নারায়ণ দেবকেই বিশেষিত করিতেছে। যিনি নিজে গুণদ্যোতক 'সুকবি' উপাধি স্বীয় নামের পূর্ব্বে ব্যবহার করিয়াছেন, তিনি কি তদপেক্ষা মহত্তর গুণজ্ঞাপক 'সুকবিবল্লভ'

নাম গ্রহণ করিতে পারেন না? ফলতঃ উপস্থিত ক্ষেত্রে 'সুকবিবল্লভ' একটা উপাধি —বিশেষণ বই আর কিছুই নহে।

এই গ্রন্থের ভাষায় চট্টগ্রামী শব্দ ও বিভক্তি প্রভৃতির ব্যবহারের এত বাহুল্য যে, দীনেশবাবু নারায়ণ দেবকে জোয়ানসাহী পরগণাবাসী না বলিলে, আমরা নিশ্চয়ই কবিকে আমাদের স্বদেশীয়—চট্টগ্রামী—অবধারণ করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। সময়ান্তরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে। পুঁথিতে আমরা কোথাও তাঁহার বাসস্থানের উল্লেখ দেখি নাই; দীনেশবাবু কোথায় পাইয়াছেন, জানি না। কবির স্ববৃত্তান্তের মধ্যে এই টুকু মাত্র গ্রন্থে পাইয়াছি:—

নারায়ণ দেবে কহে নরসিংহ-সুতে।
পদ্মার চরণে মন রহুক এই মতে॥

আমাদের প্রাপ্ত হস্তলিপির প্রথম পাতাটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে; পঞ্চম পাতা মোটেই পাওয়া যায় নাই।

শেষ:—

ছোট বড় জথ জন সভাতে বৈসন।
পরম সানন্দে দেখি একহি সমান॥
কার জানি নাম কার নহি জানি।
সকলেরে বর দেয় জয় ব্রহ্মণি॥
জার দ্বারে গীত তাল ধ্বনি গাই।
তার তরে বর দেঅ অনন্তের আই॥
নারায়ণ দেবে কহে নরসিংহ-সুতে।
পদ্মার চরণে মন রহুক এই মতে॥

"ইতি পদ্মাপুরাণ তক্তপাণি (?) সমাপ্ত।

'যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং' ইত্যাদি শ্লোক-ইতি শকাব্দা ১৬ মঘি ১১২২ তারিখ ১১ আশিন। ফণিফণ মণি-মন ভুমিসির মন্ত্রে খরতর বিসধর কঙ্কণ হস্তে বহু জন জনিত জয়ধ্বনি শব্দে ভগবতী বিসহরি দেবী নমস্তে। পদ্মোদ্ভবা নাগমাতা সুরসা হংসবাহিনী। আন না ভবতি মাত্রেণ সন্তুষ্টা বরদা ভব। আস্তিকস্য মুনিঃ মাতা ভাজীনি বাসুকি বরে জরৎকার মুনিপত্নী মনসা দেবী নমস্তে।

শ্রীজএনারায়ণ (জয়নারায়ন) আইচদাস সয়ক্ষরং কুরুঃ। শ্রীবাঞ্চারাম আইচ দাসস্য। শ্রীকৃষ্ণ।"

পত্র সংখ্যা ৮২; কোথাও দুই পৃষ্ঠে, কোথাও এক পৃষ্ঠে লিখিত। আকার বৃহৎ। প্রথম পাতের প্রথম পৃষ্ঠার অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে। এই হস্তলিপির অক্ষরগুলি অদ্ভুত, আলোচনার যোগ্য বটে।

১২৪। জেবল মুল্লুক সামারোকের পুঁথি।

মুসলমানী আখ্যানগ্রন্থ মাত্র হইলেও ইহার ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। বঙ্গভাষার প্রতি সেকালের মুসলমানগণের ভক্তি ও অনুরাগের নিদর্শন প্রদর্শন জন্য মাত্র ইহার উল্লেখ আবশ্যক মনে করি।

চট্টগ্রাম—কদমরছুল নামক গ্রামবাসী হামিদুল্লা সাহেব আলাওল হইতে আরম্ভ করিয়া অতি নগণ্য কবির পুঁথিগুলি পর্য্যন্ত একচেটিয়া অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। বস্তুতঃ ইঁহার কৃপায় জনসমাজে পুঁথিগুলির গতি বিধি থাকিলেও প্রায় সমস্ত পুঁথিগুলিই বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কাশীদাসী মহাভারতে কাশীদাস যতদুর বিদ্যমান আছেন, আলাওলাদির গ্রন্থেও আলাওলাদির বিদ্যমানতা ততদুর।

আলোচ্য পুঁথিখানি সৈয়দ-আকবর আলির রচনা, কিন্তু পুঁথির অধিকাংশ স্থানেই প্রকাশক হামিদুল্লার ভণিতা দেখা যাইতেছে। দুঃখের বিষয় ইঁহার উচ্চ দুরাশার মত উচ্চ শিক্ষা দীক্ষা নাই।

এই পুঁথিখানি প্রথমতঃ "আরবী অক্ষরে চট্টগ্রামী ভাষায় ছিল" বলিয়া প্রকাশক বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইহা চট্টগ্রামী লোকের রচনা।

আরম্ভ :—

অদ্য নাম ধরি আমি প্রভু করতার।
ত্রিজগত নাথ প্রভু করিম ছত্তার॥
নিলক্ষ্যেতে রাখিয়াছে পৃথিবী গগন।
এক তিলে ডংশিতে পারয় ত্রিভুবন॥

শেষ :—

প্রভু-পদ শিরে ধরি মা বাপ মানাই।
সিংহাসনে বসি বীর করেন বাদসাই॥
পাত্র মিত্র লই সদা রাজার কুমার।
সুবিচার করে সদা ভাবি করতার॥
প্রভুর কৃপায় বীর তক্তেত বসিল।
জেবল মুলুক উক্তি সমাপ্ত হইল॥
লেখন সমাপ্ত হৈল কাকে ডিম্ব দিল।
আরবা অনাছের মধ্যে ভাস্কর ভাসিল॥ *

ভণিতা :—

(১) সংক্ষেপ আকবরে কহে শুনহ রাজন।
প্রভু যাহা লিখিয়াছে না যায় খণ্ডন॥
(২) অধীন হামিদুল্লা কহে শুন গুণিগণ।
প্রমাদ খণ্ডিবে পাছে ভাব নিরঞ্জন॥

---

* আরবা—(আরবী) চারি। অনাছ—(আরবী আকাশ। এই পদটির তাৎপর্য্য কি ?

১২৫। গৌরাঙ্গ-চরিত।

১২৬। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস পটি।

আলোচ্য বিষয় দুই পুঁথিতে মূলতঃ এক বলিয়া এই দুই খানি গ্রন্থ আমরা একত্র সমালোচনা করিতেছি। নিমাই চাঁদের সন্ন্যাস যাত্রা প্রতিপাদ্য বিষয়; কিন্তু উভয় হস্তলিপিতে নাম সম্বন্ধে গোলযোগ আছে। একই গ্রন্থ হইলেও এক হস্তলিপিতে গৌরাঙ্গ চরিত ও অপর হস্তলিপিতে 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসপটি' নাম আছে। প্রথম পুঁথির প্রথমাংশ ও দ্বিতীয় পুঁথির শেষাংশ আছে। সুতরাং মোটের উপর গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যাইতেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, দুই হস্তলিপিই নিতান্ত কদর্য্য ও ভ্রমপূর্ণ।

আরম্ভ :—

তপ্ত কাঞ্চন কান্তি দেখ না অপরূপ পরং।
তপত কাঞ্চন জিনি, গৌরাং বরণখানি,
গৌরাং চান্দের মুখে সুধাহাসি নয়ানে তরঙ্গ॥
ছাড়িয়া নটরালি ভেশ, মুড়াইআ চাচর কেশ,
বংশী ছাড়িআ ধর গৌরাং শ্রীদণ্ডক ভং
রাঙ্গা হাত রাঙ্গা পাও, সোণার বরণ গাও,
দেখিআ খঞ্জন পাখী হল তার সং॥
আইস আইস নিত্যানন্দ কহ বিবরণ।
কুশলে নি আছে গৌরাং ভারতীর সং॥
ছাড়িয়া কমল মধু, তেজি বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ,
কি সুখে রহিছ নিমাই রস করি ভং।

ভণিতা :—

বাসুদেব ঘোষে বোলে. ঐ রাঙ্গা চরণতলে,
নিদানকালে রাখ মোরে চরণে শরণ॥
(গৌরাঙ্গ চরিত)

শেষ :—

ও গৌরাঙ্গ হে। ঠাঁঠ।
রাধাকৃষ্ণ বোল মুখে।
ব্রজে জাইব আপন সুখে।
তাহা শুনি গৌরাঙ্গ হরি ব্রজেতে চলিল।
শুনি ব্রজের নারী সবে জনম সাফল হইল।
শুনরে ভকতজন করি নিবেদন।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে রে যার সদাএ মন। ঠাঁঠ।
রাধাকৃষ্ণ বোল মুখে।
এই জনম জাইবে সুখে।

(সন্ন্যাসপটি)

"ইতি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসপটি সমাপ্ত। ইতি সন ১১৮৫ মঘি তারিখ ৮ আষাঢ় রোজ আদিত্যবার বৈকাল বেলা সমাপ্ত।"

"গৌরাঙ্গ চরিতের" শেষে কোন তারিখ নাই। এই পুঁথির সঙ্গে অন্য কতকগুলি বিষয় লিখিত আছে, তাহার শেষের তারিখ ১১৯৪ মঘির আষাঢ়। প্রাগুক্তগ্রন্থ ৬½ পাতা এবং শেষোক্তখানি ৮½ পাতা স্থানব্যাপী। কাগজের দুই পৃষ্ঠে লিখিত। লিপিকরের নাম নাই। সম্ভবতঃ আনোয়ারা গ্রামেই একই ব্যক্তি দ্বারা নকল হইয়াছিল।

এই গ্রন্থের বিশেষ বিবরণ 'সাহিত্য' ১২শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় (আশ্বিন মাসে, ১৩০৮) "বাসুদেব ঘোষের নূতন কীর্ত্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

১২৭। মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

একখানি সম্পূর্ণ সঞ্জয় মহাভারত আনোয়ারা গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়ীতে ছিল; এখন সব পর্ব্বগুলি নাই। হস্তলিপির আধুনিকত্ব হেতু গ্রন্থের ভাষা অনেকাংশে মার্জ্জিত হইয়াছে, বোধ হয়। এত বড় প্রকাণ্ড গ্রন্থ পাঠ করা এখনকার দিনে বড়ই ধৈর্য্য সাপেক্ষ। ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ ইহা পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন কি না, বলা যায় না।

আরম্ভ :—

নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি।
প্রণমোহ নারায়ণ পরম কারণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ছিষ্টি জাহার সৃজন।
আদি অন্ত নাহি জার দেব ভগবান।
অপার অনন্ত লীলা না জাএ কহন।

শেষ :—

সর্ব্বতীর্থ পুণ্য হএ সর্ব্বতীর্থ ফল।
জেই পড়ে জেই শুনে ভারত-মঙ্গল।

ভণিতা :—

আদি পর্ব্ব বিবরণ পাণ্ডব বিজয়।
নরলোক নিস্তারিতে কহিল সঞ্জয়।

"ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্ব্ব পুস্তক সমাপ্ত।

ভীমস্যাপি ইত্যাদি শ্লোক। লিখিত শ্রীতারিণীচরণ দাস পিছরে কালীচরণ দাস মৃত সাকিম কুএপাড়া এলাহান দেবগ্রাম। সন ১২১১ মঘির মাহে ৩ চৈত্র সনিবার তারিখে মোকাম সহর (চট্টগ্রাম) জামাল খাঁ শ্রীরামগোবিন্দ সরকার পিছরে ভোলানাথ সরকার সাং কুএপাড়া তাহার বাটীতে বেহান বেলা ২ ঘণ্টার সময় লিখন সমাপ্ত হইল।"

পত্র সংখ্যা ১৬৬; উভয় পৃষ্ঠে লেখা। প্রতি পত্রে পয়ারের আনুমানিক চরণ-সংখ্যা ৯২।

১২৮। মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

আরম্ভ :—

আদি পর্ব্ব কথা শুনি রাজা জন্মেজয়ে।
কৌতুকে পুছিল বৈশম্পায়ন স্থানএ॥
জন্মেজয় বোলে মুনি তুমি সর্ব্ব জ্ঞানী।
অপূর্ব্ব মধুর মুনি তোমার মুখের বাণী॥

শেষ :—

নিজ রাজ্য পরিহরি, তপস্বীর বেশ ধরি,
পাণ্ডব চলিআ গেল বন।
গোবিন্দের পদব্রজে, সদাএ ভাবে অন্তরাজে,
ধর্ম্মবলে আপদ তরণ॥

ভণিতা :—

অনুপূর্ব্ব ভারত কথা, নানান প্রসঙ্গ গাথা,
সভাপর্ব্ব রচিল সঞ্জয়ে।
ধর্ম্ম সহায় জারে, রিপু কি করিতে পারে,
দুঃখ সুখ কর্ম্মের বন্ধন॥

"ইতি শ্রীমহাভারতে সভা পর্ব্বনিঅ ব্যাস উক্ত শ্লোক ভঙ্গ সঞ্জয় পদবন্ধ বিরচিত সভাপর্ব্ব সমাপ্ত। ইতি ১৮৫০ ইং মুতাবেক সন ১২৫৭ বাঙ্গালা মুতাবেক ১২১২ মঘি তারিখ ১ আগ্রাণ রোজ শুক্রবার বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সমাপ্ত হইল। লেখক (আদি-পর্ব্ব লেখক ঐ তারিণীচরণ ইত্যাদি) শ্রীআহিরাম সেনরগো বাটীতে।" পত্র সংখ্যা ৮০ ; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত।

১২৯। মহাভারত—বনপর্ব্ব।

আরম্ভ :—

সভাপর্ব্ব কথা যদি হইল সমাধান।
বনপর্ব্ব কথা রাজা কর অবধান॥
তবে রাজা জন্মেজয় লোমাঞ্চিত হইয়া।
শুনিতে জিজ্ঞাসে রাজা কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
ধর্ম্ম সমে পঞ্চ ভাই দ্রৌপদী সহিত।
কাম্যক বনেত গেল সব সমুদিত॥

শেষ :—

তবে জন্মেজয় রাজা জোড় করি কর।
করপুটে জিজ্ঞাসিলা মুনির গোচর॥
এক লক্ষ শ্লোক মহাভারত সংহিতা।
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস দেবের কবিতা॥

ভণিতা :—

সেই শ্লোক অতি যত্নে করিয়া পয়ার।
সঞ্জয়ে কহিল পাপী ভব তরিবার॥
জয় মুনি কহন্ত রাজা কর অবধান।
এই পরে বনপর্ব্ব হইল সমাধান॥

"ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্ব সমাপ্ত। ভীমস্যাপি রণে ইত্যাদি। স্বঅক্ষর (শ্রীতারিণীচরণ ইত্যাদি) এলাহান দেবগ্রাম বাস্তব্য। ইতি ১৮.০ ইংরাজি মোতাবেক ১২৫৭ বাং মোং ১২১২ মঘি তাং ২৪ ভাদ্র মোং ৭ সেতাম্বর বেহান বেলা ১ প্রহর উদ-নের সময় জামাল খা মোকাম সহর (চট্টগ্রাম) শ্রীরামগোবিন্দ সরকারের বাসাতে লিখা সমাপ্ত। পত্র সংখ্যা ২৩৫, উভয় পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩ । মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব।

আরম্ভ :—

বনপর্ব্ব কথা যদি হইল সমাধান।
বিরাটপর্ব্বের রাজা কর সঅবধান (?)॥
তবে রাজা জন্মেজয় পুনি জিজ্ঞাসন্ত।
তার পরে কেবা হইল কহ আদি অন্ত॥
তবে বৈশম্পায়নে কহে শুন জন্মেজয়ে।
মহা পুণ্য সার কথা বিরাটপর্ব্বএ॥

শেষ :—

বাপের বচনে দেবী কিছু শান্ত হইলো।
পাঞ্চালি সুগম করি সঞ্জয় কহিল॥
বিরাটপর্ব্বের কথা শুনি জন্মেজয়।
ব্যাস উপদেশ জাহা কহিল সঞ্জয়॥

অত্যন্ত অপূর্ব্ব কথা ভারত সংহিতা।
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কথা ভারত কবিতা॥
এক লক্ষ শ্লোক ব্যাখ্যা নরলোকে শুনে।
সপ্তলক্ষ শ্লোক বর্ণিলো দেবগণে॥
দৃঢ় মনে শুচি হইআ শুনিবো ভারত।
স্বর্গ পুরবাসী হএ পুরে মনোরথ॥
মহামুনি ব্যাস উক্তি ভারত পুরাণ।
এথ পরে বিরাটপর্ব্ব হইল সমাধান॥

লেথক ও তারিখ ইত্যাদি ঐ, পত্র সংখ্যা ৫৩। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩১। মহাভারত—উদ্যোগপর্ব্ব।

আরম্ভ :—

বিরাটপর্ব্বের কথা হইল সমাধান।
উদ্যোগপর্ব্বেত রাজা কর অবধান॥
তার পরে জন্মেজয় জয় মুনিতে পুছে।
কহ শুনি মুনি গোসাঞি কিবা হইল শেষে॥

শেষ :—

হস্তী অশ্ব রাখিবারে আর অস্ত্রচয়।
কিঙ্কর আনিআ তারা কহিলা নিশ্চয়॥
উদ্যোগপর্ব্বের কথা হইল সমাধান।
শুন রাজা জন্মেজয় জেবা তোমার মন॥

ভণিতা :—

উদ্যোগপর্ব্বের কথা সুধারসময়।
ভবসিন্ধু তরিবারে কহিল সঞ্জয়॥

"ইতি শ্রীমহাভারতে বেদব্যাস নির্গতে উদ্যোগপর্ব্ব সমাপ্ত।" লেখকের নাম ও তারিখাদি নাই বটে, কিন্তু সেই একই হাতের ও সময়ের লেখা। পত্রসংখ্যা—২৭; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩২। মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব।

আরম্ভ :—

উদ্যোগপর্ব্বের কথা হইল সমাধান।
ভীষ্মপর্ব্বের কথা রাজা কর অবধান॥
কৌরব পাণ্ডব বল সোমক সহিত।
পৃথিমীর রাজা সব বল সমুদিত॥
কুরুক্ষেত্রে মিলিলেক সমবায় করি।
তার রথ সৈন্য সব সুসজ্জিত করি॥

শেষ:—

কর্ণ বীরে করিবো কৌরব পরিত্রাণ।
কুরু বলে ঘোসেন্ত নৃপতি বিদ্যমান॥

ভণিতা :—

মহাভারতের কথা পুণ্য অতিশয়।
লোক তরিবার হেতু কহিল সঞ্জয়॥

"ইতি শ্রীমহাভারতে মহা পুরাণে ভীষ্মপর্ব্ব সমাপ্ত। ইতি সন ১২১৪ মঘি তারিখ ২০ ভাদ্র রোজ শুক্রবার বেহান বেলা লিখা সমাপ্ত। স্বঅক্ষর উক্ত তারিণীচরণ ইত্যাদি।" পত্র সংখ্যা—৩৭, দুই পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩৩। মহাভারত—দ্রোণপর্ব্ব।

আরম্ভ :—

ভীষ্মপর্ব্ব কথা জদি হইল সমাধান।
দ্রোণপর্ব্ব কথা রাজা কর অবধান॥
তবে রাজা জন্মেজয় লোমাঞ্চিত হইআ।
মুনিতে জিজ্ঞাসা করে কান্দিআ কান্দিআ॥

শেষ :—

দ্রোণপর্ব্ব মহাপোথা ভারতের মএ।
পদে পদে অশ্বমেধ কহিল সঞ্জএ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥
দ্রোণবধ সঙ্গে এই দ্রোণ জে পর্ব্বএ।
সঞ্জয় কহেন কথা বাখানে সঞ্জএ॥

"ইতি শ্রীমহাভারতে শত সহস্র সঙ্গিতায়াং ব্যাস শিক্ষা দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত। ইতি সন ১৮৫১ ইং মোতাবেক সন ১২৫৮ বাঙ্গালা মোতাবেক ১২১৩ মঘি তারিখ ১৬ শ্রাবণ

রোজ বৃহস্পতিবার বেহান বেলা লিখা সমাপ্ত হইল। স্বঅক্ষর উক্ত তারিণীচরণ ইত্যাদি।” পত্র সংখ্যা ১৩০, দুই পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩৪। মহাভারত—কর্ণপর্ব্ব।

আরম্ভ :—

ভারতের পুণ্য কথা অমৃত লহরী।
শুনহ ভকত জন কর্ণঘঠ ভরি॥
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র রাজা দুঃখ ভাবি মন।
করুণা করিআ পুছে সঞ্জয়ের স্থান॥

শেষ :—

কর্ণপর্ব্ব সমাধান হইল এথ পরে।
সঞ্জয় কহিল কথা মধুরস স্বরে॥
ভারত লিখিয়া জেবা রাখে নিজালয়ে।
অচলা হইআ লক্ষ্মী তার ঘরে রহে॥

“ইতি শ্রীমহাভারতে পাণ্ডববিজয় কর্ণপর্ব্ব সমাপ্ত।”

ইতি সন ১২১২ মঘির তারিখ ২ মাঘ। লেখক ও লেখার স্থান ঐ।” পত্র সংখ্যা ২৬, দুই পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩৫। মহাভারত—শল্যপর্ব্ব।

আরম্ভ :—

কর্ণপর্ব্ব কথা জদি হইল সমাধান।
শল্যপর্ব্ব কথা রাজা কর অবধান॥
সূর্য্য পুত্র কর্ণ জদি পড়িলেক রণে।
এথোইস অঙ্গুলি ভূমি ভাসিল তখনে॥

শেষ:—

এই মতে হইল শল্যপর্ব্ব সমাধান।
শুন জন্মেজয় রাজা শুদ্ধ করি মন॥
সত্যবতী সুত ব্যাস ধর্ম্ম অবতার।
মহাপুণ্য সার কথা করিল প্রচার॥
এক লক্ষ সংহিতা মনিস্ত প্রতিষ্ঠিত।
মুনি বৈশম্পায়নে কহে রাজার বিদিত॥

“ইতি ১৮৫১ ইং মোং সন ১২৫৮ বাং মোং ১২১৩ মঘি তাং ২ ভাদ্র রোজ রবিবার রাত্র এক প্রহরের সময় লিখা সমাপ্ত হইল। লেখক ঐ।” পত্র সংখ্যা ১৫, উভয় পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩৬। মহাভারত—গদাপর্ব্ব।

আরম্ভ:—

শল্যপর্ব্ব কথা জদি হইল সমাধান।
গদাপর্ব্ব কথা রাজা কর অবধান॥
মহারাজা জন্মেজয় জিজ্ঞাসিলা পুনি।
তদন্তরে ধর্ম্মরাজা কি বলিল শুনি॥

শেষ:—

মহাভারতের কথা পুণ্য অতিশয়।
সঞ্জয় রচিল পোথা বাখানে সঞ্জয়॥
ভারতের পুণ্য কথা ইত্যাদি।

“ইতি শ্রীমহাভারতে গদাপর্ব্বণি অ অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধে গদাপর্ব্ব সমাপ্ত। লিখক ঐ তারিণী··এলাহান দেবগ্রাম বাস্তব্য শ্রীত্রাহিরাম সেনের বাটীতে লিখা সমাপ্ত হইল। ইতি সন ১২১৪ মঘি মং সন ১৮৫২ ইঙ্গরেজী মং সন ১২৫৯ বাঙ্গালা তারিখ ২৯ ভাদ্র রোজ সোমবার বেহান বেলা সমাপ্ত হইল।” পত্র সংখ্যা ১০, দুই পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩৭। মহাভারত—সৌপ্তিকপর্ব্ব।

আরম্ভ :—

গদাপর্ব্ব কথা জদি হইল সমাধান।
সৌপ্তিকপর্ব্বের কথা কর অবধান॥
জন্মেজয় নৃপতিএ জিজ্ঞাসিল পুনি।
সৌপ্তিকপর্ব্বের কথা কহ মহামুনি॥

শেষ :—

এথ পরে সমাধান সৌপ্তিক নামে পর্ব্ব।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী নাম পাইল সর্ব্ব॥
তার পরে ওসিকপর্ব্বের শুন কথা।
অশ্বত্থমা শিরোমণি কাটিলেক তথা॥
ভারতের পুণ্যকথা সুধা রসময়।
লোক পরিত্রাণ হেতু বলিল সঞ্জয়॥
ভারতের পুণ্য কথা অমৃত ইত্যাদি।

"ইতি সৌপ্তিকপর্ব্ব সমাপ্ত। ইতি সন ১২১৪ মঘি তারিখে ৩১ ভাদ্র রোজ সোমবার বেলা আটঘণ্টার সময় লিখা সমাপ্ত হইল। লিখক শ্রীনীলমণি দাস পীং রাম-সেবক চৌধুরী মৃত সাং আনোয়ারা থানে পটিয়াকাড়ি আনোয়ারা চাকলে দেয়াঙ্।" পত্র সংখ্যা ৭, দুই পৃষ্ঠে লিখিত।

১৩৮। অকাত-রছুল।

ইহাতে হজরত মহম্মদ মস্তফার তিরোভাব বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণে ইহা আমাদের পরম সমাদরযোগ্য। মুসল-মানেরা বঙ্গভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া পারসিক বা আরব্য নামে গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন; এই জন্য আপাত দৃষ্টিতে এই সকল গ্রন্থ কেবল মুসলমানেরই আলোচ্য বলিয়া বিবে-চিত হইবে। বস্তুতঃ এক সকল গ্রন্থের ভাষা বাঙ্গালা; আরব্যাদি ভাষার শব্দ সংখ্যা নিতান্ত কম। এক স্থান হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি :—

রছুল্লাহ্ যমদূতকে (আজরাইলকে) বলিতেছেন :—

জথেক তোমার শক্তি থাকে বল দিয়া।
লই জাও তুমি মোর পরাণ কাড়িয়া॥
মোর উম্মতের * দুঃখ বহুল না দিবা।
উম্মতের লাগি মোরে দুঃখ দিয়া নিবা॥
আজ্রাইলে বোলিলেন্ত তোমার পরাণ।
হরিমু জেহেন শিশু দুগ্ধ করে পান॥
রছুলে শুনিয়া মৃত্যুপতির বচন।
হৃদএত ডাইন কর রাখিলা তখন॥
বাম উরু পরেতে রাখিলা বাম কর।
উর্দ্ধমুখী হইয়া রহিলা পয়গাম্বর॥

* * *

আজ্রাইলে ইলাহির * নাম লেখি করে।
রাখিলা আপনা কর নবির গোচরে॥
আহার দর্শনে চেন উড়িল বহরী।
নিকলিল আওমা নবি.. দেহ ছাড়ি॥

* * *

তিরাসিআ লোক জল দেখি বিদ্যমান।
জল খাইবারে জেন করএ পয়ান।
রছুলের আওমা তেহেন গেল উড়ি।
আজ্রাইল করে যাইল নিজ দেহ ছাড়ি॥
রছুলের দেহথু আওমা নিকলিতে।
দুই ওষ্ঠ রছুলের লাগিলা কাম্পিতে॥
দেহথুন আওমা নিকলিতে পয়গাম্বর।
লাগিলেন্ত উম্মত উম্মত করিবার॥
মোর উম্মতের প্রভু হরিতে জীবন।
এথ দুঃখ দিয়া জেন না কর নিধন॥

এরূপ মর্ম্মবিদারক কথা আর উদ্ধৃত করা যায় না।

ভণিতা :—

কাতর হইয়া কহে ছৈয়দ ছোলতান।
প্রভু বিনে সহায় য়ামি না দেখি নয়ন॥

শেষ :—

ভিন্ন এক পুস্তক রচিতে পারি জবে।
কদাচিত সেই কথা কহিতে নারি তবে॥
অধিক উত্তম কথা কিতাবে শুনিআ।
আলিম সভাতে দিল পাঞ্চালি রচিয়া॥

"ইতি য়কাতরছুল পুস্তক সমাপ্ত।

* উম্মত—হজরত মহম্মদের ধর্ম্মাবলম্বী।

* ইলাহি—ঈশ্বর।

সোয়ক্কর শ্রীকালিদাস নন্দী সাং ধলঘাট সন ১২০১ মঘি তাং ১৪ পউস।" পত্র সংখ্যা ২৫, দুই পৃষ্ঠে লেখা।

এই সৈয়দ সুলতানের অনেকগুলি গ্রন্থ পাওয়া গেল; ইতিপূর্ব্বে তাহা অনেকটা দেখান গিয়াছে।

১৩৯। জাগরণ।

এই গ্রন্থখানি আমরা দেখি নাই। চট্টগ্রাম—ছনহরা-নিবাসী জমীদার ও বিদ্যামোদী বাবু রাজচন্দ্র দত্ত মহাশয় কাব্যখানি সংগ্রহ করিয়া সম্প্রতি স্থানীয়—'জ্যোতিঃ' পত্রিকায় ইহার যে বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা এখানে এতদ্বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

"গ্রন্থখানি কবি শঙ্কর দাসের রচিত। এবং বড় পুঁথির আকারে ৬৫০ পৃষ্ঠা। উহা ছনাহরা গ্রামে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের গৃহে সযত্নে রক্ষিত আছে। * * * কবিকঙ্কণ ও মাধবানন্দের 'জাগরণ' অপেক্ষা ইহা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। কবির প্রকৃত নাম ভবানী শঙ্কর, বাসস্থান চক্রশালা-ছনহরা গ্রামে। কবির আত্মপরিচয় গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে" :—

দেব সব বন্দিলাম আনন্দ হৃদয়।
এবে আমি দেহি শুন নিজ পরিচয়॥
মোর আদি পুরুষ জন্মিল রাঢ়া গ্রাম।
আত্রেয় গোত্র কুলে জন্ম নরদাস নাম॥
মহাভাগাবন্ত কান্ত ছিলেন নরদাস।
রাঢ়া ভৌমে বনিখি প্রদেশেতে নিবাস॥
নিত্য নিত্য অর্চ্চিলেক জাহ্নবীর পায়।
তান বরে সিদ্ধিশিলা পাইল তথায়॥
শিলার প্রসাদে সেই হৈল বড় ধনী।
দানধর্ম্ম করি সুখে বঞ্চিল অবনী॥
তান বংশে জন্মিলেক কৃষ্ণ হৃদানন্দ।
পূর্ব্বদিকে ব্রজ কৈল হইয়া আনন্দ॥
নিরন্নের নিয়ম যে না যায় খণ্ডান।
চট্টগ্রামে আসিলেক ত্যাগি সেই স্থান॥
চট্টগ্রাম রাজ্যে এক দেবগ্রাম স্থানে।
তথা গিয়া নিজ পুরী কৈলা আনন্দ মনে॥
কৃষ্ণানন্দের সন্তান জন্মিল বিষ্ণুদাস।
মহানন্দে সেই সাধু করিল নিবাস।
তান পুত্র নারায়ণ রঙ্গে নানা রঙ্গে।
কুল পুরোহিত রামচন্দ্র লইয়া সঙ্গে॥
তান পুত্র জন্মিলেক শ্রীমধুসূদন।
মোর পিতৃ পিতামহ সেই মহাজন॥
নিজ কুল ধর্ম্মে রত আছিল বিশেষ।
দৈব হেতু কিন্তু তথা পাইলেন ক্লেশ॥
গতি করিলেন সেই স্থান ত্যাগ করি।
নিবাস করিলেন সুখে চক্রশালা পুরী॥
তান মুখ্য পুত্র জন্মে নাম শ্রীরমণ্ড।
মহাসুখে বঞ্চিলেক সেই ভাগ্যবন্ত॥
শ্রীযুত নয়নরাম তাহান তনয়।
আমার জনক জান সেই মহাশয়॥
কুল ধর্ম্মে রত পুত ছিল অনুক্ষণ।
শঙ্কর আমার নাম তাহার নন্দন॥
নিজ পরিচয় দিয়া সবাকার তরে।
দেবীর প্রস্তাব গায় ভবানী শঙ্করে॥
একান্ত হইয়া যে ভাবিয়া জগমাতা।
প্রথমে কহিব সৃষ্টি পত্তনের কথা॥

ইতি মঙ্গলবারে দিবা পালা সমাপ্ত।

"এই পুঁথিতে দুইটি সংস্কৃত শ্লোকও দেখা যায়। তদ্দৃষ্টে বোঝা যায় "রাঢ়ে শ্রীঅঙ্গ নামক নগরে নরহরি দাস জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি ভাগীরথী জলে সিদ্ধিশিলা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভরদ্বাজ গোত্রীয় রামচন্দ্র নামক কুলপুরোহিত সমভিব্যাহারে তাঁহার পুত্র চট্টলে সিন্ধুতীরে দেবগ্রামে অবস্থিতি করেন।" শঙ্কর নরদাসের জন্ম রাঢ়ের

বাদিখি প্রদেশে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ও রাঢ়ে অন্নকষ্ট উপস্থিত হওয়াই তাঁহার পুত্রের পূর্ব্বদেশে আগমনের কারণ বলিয়া লিপিবদ্ধ করেন। শ্রীঅঙ্গ বা বদিখি প্রদেশের বর্ত্তমান নাম কি আমরা জানি না। তবে রাঢ় হইতে কৃষ্ণানন্দের চট্টগ্রামে সমাগত হওয়া সুস্পষ্ট। মহাকবি শঙ্কর দাস কেবল ছনহরার প্রসিদ্ধ বিশ্বাস বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন এমন নহে। তদ্দ্বারা সমগ্র চট্টগ্রাম গৌরবান্বিত।

১৪০। সবে মেহেরাজ্।

ইহাতে হজরত মহম্মদ মস্তফার স্বর্গ পরিক্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ভাষা বাঙ্গালা প্রধান, ক্বচিৎ আরবীয় শব্দ আছে।
ভণিতা :—

রছুলের পদে কহে সৈয়দ সুলতান।
তুমি বিনা পাতকীর গতি নাহি আন॥

এই কবির অনেক গুলি গ্রন্থ আছে। আরও একখানি পুঁথি 'আলো' সম্পাদক মৃত মহাত্মা নলিনীকান্ত সেন মহোদয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত আছে; উহার নাম এখনও জানিতে পার নাই। 'জ্ঞান প্রদীপ'ও সম্ভবতঃ ইঁহার লেখা।

হস্তলিপির তারিখ ১১৬৫ মঘি। লেখক শ্রীসমসের সাং সাহামিরপুর (চট্টগ্রাম)। পত্র সংখ্যা প্রায় ১৪০। দুই পৃষ্ঠে লেখা। বৃহৎ পুস্তক। সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই।

১৪১। মাধব মালতী।

সংস্কৃত ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ 'মালতী মাধব' না থাকিলে সমালোচ্য গ্রন্থের ঐ নামই হইত। আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। এই গ্রন্থখানি বঙ্গের একজন বিলুপ্ত প্রথিতনামা ব্যক্তির নূতন কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে; সুতরাং ইহা রক্ষা করিবার জন্য উক্ত মহাত্মার সম্পন্ন এবং উপযুক্ত বংশধরেরই যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। গ্রন্থ সূচনাটি, এই :—

মহারাজা নবকৃষ্ণ বিখ্যাত নগরী।
তাহার বর্ণনা আমি কিরূপে বা করি॥
আরোপিত কথনের নাম হয় স্তব।
যে সব বর্ণনা হবে নহে অসম্ভব॥
দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য লইবেন জন্ম।
সেই মত তাবৎ ইহার দেখি কর্ম্ম॥
তার ছিল নবরত্ন ইহার সেরূপ।
সভাস্থের কিবা কব নিজে বিদ্যাকূপ।
সাক্ষাৎ বরদাপুত্র নামে জগন্নাথ।
তর্কপঞ্চাননরূপে ভুবন বিখ্যাত॥
মহাকবি বাণেশ্বর নদের শঙ্কর।
বলরাম কামদেব আর গদাধর॥
বিষ্ণুরাম পসপুরে স্মার্ত্ত কৃপারাম।
শান্তিপুরে বাস গোঁসাই ভট্টাচার্য্য নাম॥
এই নবরত্ন নিয়া সর্ব্বদা আমোদ।
আপনে আছেন লক্ষ্মী কি কব সম্পদ॥
মান্যের কি কব জার উজিরত্ত পদ।
হুকুম আছিল জার করিবারে বধ॥
বিলাতের বাদসাহ করিল সম্মান।
গবর্ণর ঘরে জিনি সদা চৌকি পান॥
অধিকার হাতে জার গঙ্গা মণ্ডল আদি।
হেন জন নাহি ছিল করে প্রতিবাদী॥
রূপের তুলনা নাই নামে গোষ্টাপতি।
মুখে বিনা কর্ম্ম নাই তাহার সাড়তি।
তার পুত্র বাহাদুর রাজা রাজকৃষ্ণ।
কি কব তাহার গুণ...দুষ্ট॥
পিতা তুল্য মান্যবান তাবত কর্ম্মেতে।
বিশেষ তাহার গুণ দয়ায় ধর্ম্মেতে॥
দেবিবর বল্লালের জেথা ছিল ঘাটী।
কায়স্থের কুলে করিল পরিপাটী॥

তার পুত্র কালীকৃষ্ণ বাহাদুর নাম।
নবীন প্রবীণ জিনি সর্ব্ব গুণধাম।
আদ্যাশক্তি কমলার কবিতা বিশেষ।
কবি রামচন্দ্র প্রতি করিলা আদেশ।
আপনার পরিচয় দিতে কিছু হএ।
সংক্ষেপে কিঞ্চিত বলি নিজ পরিচয়।
কানাই ঠাকুর বংশে গোপাল মুখুটী।
ইষ্ট নিষ্ট দাতা যাঁর নিবাস গরিটী।
কুলিআ বিখ্যাত কুল ভঙ্গ নিজে হন।
তস্য পুত্র রামধন কুলে সাটী নন।
তাহার তনয় জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র কবি।
ভাষায় কবিতা বহু বিরচিতা সুছবি।

এতদ্বিবরণ হইতে এই গ্রন্থকার কখনকার লোক, নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারিবে। আমরা মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। তজ্জন্য অদ্য আর কিছু বলিলাম না। ফুলস্কেপ ½ অংশ পরিমিত কাগজের ১৭৭ পত্র পর্য্যন্ত আছে। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। শেষ কয় পাতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং হস্তলিপির তারিখ পাওয়া যায় নাই। লেখা দেখিয়া বড় প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না।

১৪২। শ্রীবৃন্দাবন-ধ্যান।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ। প্রথম ও দ্বিতীয় পাতা কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবগ্রন্থ, বৃন্দাবনের বিবরণ দেওয়া আছে।

শেষ :—

গোপীঘাটের পূর্ব্ব দুই ক্রোশ নন্দঘাট।
বরুণ হরিআ গৈল নন্দের নিজ পাট।
* * *
সংক্ষেপে কহিল এই বৃন্দাবন স্থান।
সাধক জেজন এই সব করে ধ্যান।
* * *
চোরাশী ক্রোশ বিষ্টিত এই শ্রীব্রজমণ্ডল।
তার মধ্যে সংক্ষেপে কহিল এ সকল।
সাধকের লাগি স্থান নির্ণয় করিএ।
মুই সে অধম ন দোষ না লইবে।

ভণিতা :—

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে জার আশ।
শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান কিছু কহে কৃষ্ণদাস।

'ইতি শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান সম্পূর্ণ। ইতি সন ১১৯৫ মঘি তারিথ ২২ শ্রাবণ। সোক্ষর শ্রীগোকুলচন্দ্র আইচ দাস জেলে চাটীগ্রাম সাং দেবগ্রাম। সদাএ শ্রীহরি চরণে মম ভক্তিরস্তু। পত্র সংখ্যা ৫ মাত্র। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পাতে মাত্র ৬৪টি পয়ার পদ আছে।

১৪৩। শ্রীনাম সংকীর্ত্তন।

'শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান' আর এই খানি একজনের লেখা ও একই পুঁথি ভুক্ত। ষষ্ঠ পাতে ইহার আরম্ভ। কেবল এই পাতাই আছে—অবশিষ্টগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখানিও বৈষ্ণব গ্রন্থ।

আরম্ভ :—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ।
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।

একবার আমি আর একখানি 'নাম সংকীর্ত্তন' দেখিয়াছিলাম, তাহাতে ভণিতা ছিল :—

'এমন সুন্দর পদে পূরাক মনের আশ।
নাম সঙ্কীর্ত্তন গাএ নরোত্তম দাস।'

অদ্যকার আলোচ্য গ্রন্থও কি ইঁহারই? নরোত্তমের বহিখানি আমার নিকটে না থাকায় তুলনা করিতে পারিলাম না।

১৪৪। সীতার বনবাস।

আরম্ভ :—

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।
শ্রীরামে বোলেন ভরত শুনহ বচন।
চৌদ্দ বৎসর দুসখ পাইলা আমার কারণ।
আজ্ঞা তরে চৌদ্দ বৎসর ছিলা নানা দুসখে।
হেন যুক্তি করে জেন সভে থাকি সুখে।
বড় দুসখ পাইলে তুমি ভাইরে লক্ষ্মণ।
ভরত শত্রুঘনের তুমি করহ পালন।
রামের আগে তিন ভাই করিলা অঙ্গীকার।
জারে জেই আজ্ঞা কর সেই তার ভার।

ভণিতা :—

(এই কথা শুনি) রাম ছাড়িল নিশ্বাস।
রামের ক্রন্দন রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।

"ইতি সীতার বনবাস সমাপ্ত। নারায়ণ চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মং শ্রীবৎসলাঞ্ছনং দেবং গোবিন্দং প্রণমামিহং। ভীমস্যাপি ইত্যাদি। ইতি সন ১২১৬ সাল বাঙ্গালা তারিথ ১৫ য়াশ্বিন রোজ মঙ্গলবার বৈকাল-বেলা সমাপ্ত। সোয়ক্ষর শ্রীশিবচরণ সেন দাসস্য সাকিমে নয়াপারা। এই পুস্তক শ্রীরামতনু দাস দেয়দাসস্য সাং মামুর থাইন।"

এই পুঁথির প্রথম ও শেষ পাতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে, শেষ পত্রের সংখ্যা ১৪। শেষ পত্রে উপরোক্ত ভণিতাটি লেখার তারিখ ইত্যাদি মাত্র আছে। পূর্ব্ব সমালোচিত 'জানকী বনবাস' আর এই খানি এক কি না, বলিতে পারি না।

১৪৫। নলোদয়।

সম্প্রতি অনুসন্ধানে অনেক প্রাচীন পুঁথির বিচ্ছিন্ন কাগজরাশি পাওয়া গিয়াছে। কোন পুঁথির প্রথম, কোন পুঁথির শেষ, কোন পুঁথির মধ্য পত্র আছে। ইহা দ্বারা আর কিছু না হউক, অন্ততঃ কতকগুলি নূতন পুঁথির ও কবির নাম জানা যাইতেছে। শীর্ষোক্ত পুঁথিখানিও সেই শ্রেণীর। ইহার তিনটি পত্রমাত্র আছে,—প্রথম ও দ্বিতীয় পাতা এবং পত্রসংখ্যা-হীন এক পাতা। হস্তলিপি শতাবধি বৎসরের প্রাচীন বোধ হয়। দুই পৃষ্ঠে লেখা।

আরম্ভ :—

নলদয় পুস্তক লিখ্যতে।
বনবাসে যুধিষ্ঠির বড় দুক্ষ পাইআ।
অভিমানে বোলে রাজা ব্যাস প্রণমিআ।
চন্দ্রবংশে মোর জন্ম হৈল অকারণ।
আমি ভিনে বংশে আর নাহি অভাজন।
নিজ রাজ্য পরিহরি বনে করি বাস।
সর্ব্ব রাজাগণে মোরে করে পরিহাস।
ললাট লিখন কভো খণ্ডন ন জাএ।
পৃথিবীতে এথ দুক্ষ কেহো নাহি পাএ।
যুধিষ্ঠির করুণা শুনিআ মুনিবর।
ইতিহাস কথা কহে রাজার গোচর।
চন্দ্রবংশে রাজা ছিল নল নৃপবর
বিষ্ণু অংশে রাজা ছিল গুণের সাগর।

ভণিতা :—

গোবিন্দের পাদপদ্মে ভাবিআ হৃদএ।
হংসের বিলাপ তবে পার্ব্বতীনাথে গাএ।

১৪৬। সত্যপীরের পাঞ্চালি।

এই পুঁথির একটিমাত্র পাতা পাওয়া গিয়াছে; তাহাও ষষ্ঠ পাতা। ইতিপূর্ব্বে

আরও তিনখানি পুঁথির পরিচয় দিয়াছি; তন্মধ্যে একখানি ভণিতা-শূন্য, একখানি ফকিরচান্দের ও অপরখানি দ্বিজ পণ্ডিতের। মূলতঃ এই সকল পুঁথির বিষয় এক;—তবে কাহার মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য কতদূর নির্ণয় করিয়া বলা বিশেষ কষ্টসাধ্য। এই কার্য্যে এখন আমরা হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক। পুঁথি সংগ্রহ করার জন্যই এখন আমরা বিশেষ ব্যগ্র। পুঁথির ভণিতাটি এই:—

কহে দ্বিজ রামানন্দে শুনরে সাউধাইন। *
কোন হেতু বিপাক হইল আপনার কারণ॥

১৪৭। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব।

কাশীদাসী মহাভারত ছাপা আছে বলিয়া এতদিন আমরা ইহার প্রচীন হস্তলিপি সংগ্রহ বা আলোচনা করিতে যত্ন করি নাই। সম্প্রতি বটতলার জয়গোপালগণের বুজ্‌রুকি বুঝিতে পারিয়া তৎপ্রতি মনোযোগী হইয়াছি। চট্টগ্রামে ইহার প্রাপ্তি একান্তই সুলভ। একখানি অসম্পূর্ণ বিরাটপর্ব্ব সম্প্রতি হস্তগত হইয়াছে। প্রথম ১১ পাতা আছে; এক পৃষ্ঠে লিখিত।

আরম্ভ:—

জন্মেজয় কহে কথা শুন তপোধন।
দুর্য্যোধন ভএ পুর্ব্বে পিতামহগণ॥
কেনে ভেসে বৎসরক রহিলা কেমতে।
বিরাট নগর মধ্যে রহিল অজ্ঞাতে॥

ভণিতা:—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাসে কহে শুনে পুণ্যবান॥

এবং অন্যত্র:—

বিরাটপর্ব্বের কথা, বিচিত্র ভারত গাথা,
সর্ব্ব দুষ্কর অবিলাশে। (?)
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাসে॥

১৪৮। মনসার জাগরণ বা পদ্মা-পুরাণ।

কেতকাদাস বা ক্ষেমানন্দের পদ্মাপুরাণগুলি আমরা দেখি নাই। ঐ গুলি কি কেবল তত্তৎকবির লেখনীসম্ভূত, না দুই, তিন, বা ততোধিক কবির সমবেত লেখনীজাত? এই পুঁথির প্রথম যে দুইটি পাতা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে একাধিক কবির ভণিতা আছে। হস্তলিপি অতি প্রাচীন।

আরম্ভ:—

নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি।
জয়দেবি পদ্মাবতী ভুজগ-জননি।
কিঙ্করের কর কৃপা বিষ-বিনোদিনি॥
প্রথম যুগল পুটে, প্রণতি গণেশ ঘটে,
অবতার নায়ক আসরে।
গএ বন্দিআ গাএ, উর প্রভু রঘুরাএ,
গহিন গম্ভীর ধীরস্বরে॥

ভণিতা:—

(১) আগম পুরাণ চাইআ, তব গুণ ন পাইআ,
রচনাতে করিব সন্ধান।
গণেশের চরণ আশে, রচিল কেতকা দাসে,
আসনেত হও অধিষ্ঠান॥
(২)তেজিআ আপনা স্থান, কর মোরে পরিত্রাণ,
প্রধান স্বরূপে গাম গীত।
মনেতে মনসা ভাবি, ক্ষেমানন্দে কহে কপি, (কবি)?
নাঅকেরে কর মন প্রীত॥

---

* সাউধাইন—সাউধ (সাধু) শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে। এরূপ প্রাকৃত শব্দ আরও আছে:—বেহাই (বৈবাহিক) স্ত্রীলিঙ্গে—বেহাইন। ঠাকুর—ঠাকুরাইন (ঠাকুরাণীর অপভ্রংশ)। 'মেকাইন' 'চতুরা স্ত্রীলোক' অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়, পুংলিঙ্গের ব্যবহার দেখি নাই।

কেতকাদাস বা ক্ষেমানন্দ কি চৈতন্য-দেবের সমকালীয়, না পরবর্ত্তী লোক? সমালোচ্য গ্রন্থে 'চৈতন্য-বন্দনা' আছে।

১৪৯। মৃগলুব্ধ।

দ্বিজ রতিদেবের রচিত 'মৃগলুব্ধের' পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' মাননীয় দীনেশবাবু 'রঘুরাম রায়' কৃত 'মৃগলুব্ধ' পুঁথির উল্লেখ করিয়াছেন। * আজ আমরা যে পুঁথি আলোচনা করিতেছি, তাহাতে ভণিতা দেখিতেছি 'রামরাজা' এবং 'শ্যাম রায়'।

পুঁথিখানি খণ্ডিত,—প্রথম, সপ্তম, অষ্টম, এবং চতুর্দ্দশ হইতে শেষপত্রের (২২শ পত্র ভিন্ন) অভাব। তবে ইহার মধ্যে ২২শ পত্রের হস্তলিপি ভিন্ন হস্তের। রতিদেবের গ্রন্থের সহিত মুলতঃ ঐক্য থাকিলেও ভাষাগত ঐক্য আদৌ নাই।

দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ :—

> দেব দ্বিজ গুরু ভক্তা বর পতিব্রতা।
> ব্রত উপবাসী সদাএ স্বামীরে ভকতা।
> কৃষ্ণের কমলা জেন সঙ্গেত বসতি।
> রোহিণী ন জানি কিবা বাহিনীর পতি।
> শিবের পার্ব্বতী জেন ইন্দ্রের ইন্দ্রানী।
> ত্রিভুবন জিনি সাজে রূপেত মোহিনী।
> কাল্‌গুন মাসে জদি হৈল চতুর্‌দশী।
> রুক্মিণী সহিতে রাজা হৈল উপবাসী।

ভণিতা :—(১)

> (ক) মনের ছাড়িআ বিজে, গাইল শ্রীরাম রাজে,
> মিগীর বিলাপ সাজে, শুন মৃগ লোধ্ব সাৰ্ব্বাদ।
> (খ) শঙ্কর কিঙ্কর শিশু রামরাজে গাএ। [সম্বাদ]
> দ্বিতীয় ধ্যান গাইল নরক অধ্যাএ।
> (২) হরষিত হইআ তবে শ্যামরাএ গাএ।
> স্বর্গেতে গমন ব্যাধ দ্বিতিঅ অধ্যাএ।

লিপিকরের অনবধানে 'রামরাঞে' যে 'শ্যামরাঞে' হইতে পারে না, একথাও বলা যায় না। এই সমস্যা আজ কে পূরণ করিবে? শেষোক্ত ভণিতাটি ২২শ পত্রে আছে।

এই হস্তলিপি অতি প্রাচীন,—অক্ষরগুলি কিছু বিচিত্র। কাগজের একপৃষ্ঠে লেখা। লিপিকরের নাম "শ্রীরাম শঙ্কর সাং মহিড়া।" তারিখাদি নাই।

১৫০। প্রহ্লাদ-চরিত্র।

এই পুঁথির দুইখানি পাণ্ডুলিপি আমাদের নিকট আছে। দুইটাই অসম্পূর্ণ;—একটির দ্বিতীয় পাতা ভিন্ন প্রথম হইতে ত্রয়োদশ পাতা পর্য্যন্ত আছে; অপরটির পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং নবম পাতা ভিন্ন প্রথম হইতে পঞ্চদশ পাতা পর্য্যন্ত আছে। শেষোক্তটির শেষ আছে। এইখানির লেখা অতি জটিল হইলেও পাঠ করা যায়। গ্রন্থখানি পূর্ব্ববঙ্গের সম্পত্তি, নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আরম্ভ :—

> বেদে রামায়ণে ইত্যাদি শ্লোক।
> প্রণম নারায়ণ প্রভু কৃপাময়।
> যাহার কারণে হএ সর্ব্ব পাপ ক্ষয়।
> অদ্বিতীয় নানারূপ নাহিক তার সীমা।
> অন্ত নাহিক তার কৃপার মহিমা।

---

* দীনেশবাবু যত্ন করিয়া এই পুঁথির নামের বিশুদ্ধি সম্পাদন না করায় পুঁথিখানি ভ্রান্তনামে পরিচিত হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ 'মৃগলব্ধ' অর্থহীন শব্দ। রামরাজার পুঁথিতে 'মৃগলোব্ধ' নাম দেখিয়া আমি অভিধান খুঁজিতে প্রবৃত্ত হই; সুখের বিষয়, তাহাতে 'লুব্ধ' শব্দের অর্থ 'ব্যাধ'ও লিখিত আছে দেখিয়া এই পুঁথির প্রকৃত নাম যে 'মৃগলুব্ধ' ছিল এবং হইবে, তাহাতে নিঃসন্দেহ হইয়াছি। পুঁথির আলোচ্য বিষয়ও মৃগ ও ব্যাধের বৃত্তান্ত (লেখক)।

যোগাধ্যানে শঙ্করে অন্ত ন পাএ জাহার।
হরিদ্রেরে দয়া কর মহিমা তোমার।

* * *

হেন হরি নারায়ণ বন্দিআ সানন্দে।
রচিব কবিত্ব কিছু পয়ারের ছন্দে।
হরিময় পুরাণে সকল ভাগবত।
কহিবারে চাহি কিছু বিষ্ণুর মহত।
চিত্ত দিআ কহি শুন পরাদের চরিত্র।
শ্রবণে জে ক্লেশ হরে শরীর পবিত্র।

শেষ :—

সেবক কারণে (লীলা) কৈলা নারায়ণ।
একান্ত ভাক্তএ ভজ গোবিন্দের চরণ।
হেন জানি ভাবিআ বোলএ হরি হরি।
অন্তকালে মুক্তিপদ দিবেন শ্রীহরি।
দ্বিজ কংসারি কহে রচিল পদবন্ধে।
পরাদ চরিত্র গীত রচিল প্রবন্ধে।
সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর করিলেক রাজা।
আর জথ রাজগণ হৈল তাহার জে প্রজা।
এই মতে পরাদেরে রাজ্য দিলা হরি।
অন্তর্দ্ধান হৈলা প্রভু গেলা নিজ পুরী।

ভণিতা :—

হেন হরিনাম লোকে শুন সাবধানে।
দ্বিজ কংসারি ভণে গোবিন্দের চরণে।

"ইতি পরাদের চরিত্র সমাপ্ত। ইতি সন ১১৪১ মঘি তারিখ ২৬ কার্ত্তিক। যদি কৃষ্ণপদে ভক্তিমতি চ পদপঙ্কজে। বিষমে দুর্গমে ঘোরে কা চিন্তা মরণে রণে॥ রোজ মঙ্গলবার। শ্রীরামপ্রসাদ দেয়স্ত চাং দিআঙ্গ, সাং খীলপারা।"

১৫১। চণ্ডীমঙ্গল।

১২৫৯ মঘীর (১৮৯৭ ইং) সেই কাল ঝটিকায় চট্টগ্রামের সুতরাং বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের কতই না ক্ষতিসাধন করিয়াছে! উহার প্রকোপে আজ কতই না গ্রন্থ চিরতরে বিকৃতাঙ্গ হইয়া রহিয়াছে! এই দুঃসময়ে কত অমূল্য সাহিত্য-সম্পত্তি আবর্জ্জনার সহিত পরিত্যক্ত হইয়াছে, কে নির্ণয় করিবে? এই দৈববিপাকে শীর্ষোক্ত গ্রন্থেরও অঙ্গ-বিকৃতি ঘটায় উহার আদ্যন্ত কিছুই পাওয়ার উপায় নাই। আর ঐ নামটিও যে গ্রন্থের প্রকৃত নাম, নিশ্চয় করিয়া আমরা বলিতে পারি না। ইহার নিম্নোদ্ধৃত ভণিতা হইতেই আমরা ঐ নামটি গ্রহণ করিয়াছি।

ইহাতে চণ্ডী-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। সবে মাত্র ২৭শ হইতে ৩০শ পত্র পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। হস্তলিপি প্রাচীন। একস্থান হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিয়া এই বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থের স্মৃতিরক্ষা করিতেছি :—

ত্রিলোকের প্রাণধারক তাহা হোতে।
শাকম্ভরী নাম খ্যাতি হইব জগতে।
তথাতে বধিব দুর্গা নামাখ্যা অসুর।
পুনর্ব্বার ভীমরূপা হইয়া সত্বর।
হিমাচলে রাক্ষস সকল সংহারিয়া।
মুনিগণ ত্রাণ হেতু অবতার পাইয়া।
তবে আমা মুনি সবে নম্র মূর্ত্তি মানে।
স্তুবিবেন্ত ভক্তি ভাবে আমা বিদ্যমানে।
ভীমা দেবী ইতি খ্যাত আমার হইব।
জখনে অরুণ নামে অসুর জন্মিব।
ত্রিলোকের মহাবাধা করিয়া দারুণ।
তবে য়াম্বি ভ্রমরের রূপে অবতীর্ণ।

ভণিতা :—

(১) এই মতে মার্কণ্ড পুরাণ অভিমত।
একাদশ মাহাত্ম্য স্তবন দেব জথ।
চণ্ডিকাচরণ-অবজ-মধুপ মানসে।
চণ্ডীমঙ্গল ছলা (?) ব্রজলালে ভাষে।
(২) এই মতে মার্কণ্ড (পুরাণ) অনুমত।
দ্বাদশ মাহাত্ম্য হৈল পূর্ণ চণ্ডী মত।

চণ্ডিকাচরণ-অবজ-মধুপ মানসে।
চণ্ডীমঙ্গল ছন্দে ব্রজলালে ভাষে॥

সম্ভবতঃ এই গ্রন্থখানি মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনুবাদ।

১৫২। শীত-বসন্ত।

এই নামের আর একখানি পুঁথির পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। সেই পুঁথির প্রাপ্ত পত্রটির আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হয় যে, পুঁথিখানি আকারে বড় বৃহৎ না হইতে পারে। কিন্তু আজকার সমালোচ্য পুঁথি (সর্ব্বাঙ্গ পাওয়া না গেলেও) আকারে বৃহৎ, স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে। এই কারণ, এই দুই পুঁথি বিভিন্ন হস্ত-প্রসূত বলিয়া বোধ হয়। অদ্যকার পুঁথিতে প্রথম পৃষ্ঠার অভাব, সুতরাং আমরা তুলনা করিতে পারিলাম না।

উপরে গ্রন্থের যে নামকরণ হইল, তাহা প্রকৃত কি না, নিশ্চিতরূপে বলার উপায় নাই। সৎমার কুটিল-চক্রান্তোপহত শীত বসন্ত নামক দুই রাজপুত্রের কাহিনী গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়। তাহা হইতেই ঐ নামকরণ।

একে প্রাচীন হস্তলিপি, তাহাতে স্থানে স্থানে অক্ষর উঠিয়া যাওয়াতে, এই নষ্টাবশিষ্ট পত্রগুলিও সম্যক পাঠ করিবার যো নাই। চতুর্থ হইতে ৩৮শ পত্র পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে অনেক পাতা নাই।

ইহার সর্ব্বশেষ (৩৮শ) পত্র হইতে কতকটা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; তাহাতে এই গ্রন্থের উক্ত নামকরণের অনুমান-সঙ্গতিও অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

শীত বসন্ত বৈসে বিচিত্র আসনে।
পাত্র মিত্র প্রজা সব বৈসে স্থানে স্থানে॥
এই মতে ক্রমাগত বসিলা সকল।
চারি পাশে নানামতে করএ মঙ্গল॥
দুই পাশে বিদ্ধ (বৃদ্ধ) রাজাএ দুই পুত্র লইআ।
নানা মতে দান করে ভাণ্ডার ভাঙ্গিআ॥

*   *   *

এই মতে সপ্ত দিন দান কৈলা ধন।
দারিদ্র ভিক্ষুক না রাখিল এক জন॥
এহা দেখি বসন্ত জে হাসিতে লাগিল।
লক্ষ লক্ষ সুবর্ণ চাপা তথাতে পড়িল॥

*   *   *

শীত সম্বোধিআ বোলে বৃধু নরনাথে।
একি অপরূপ বাপু* কহত আহ্মাতে॥ ইত্যাদি।

ইহার পর শীত বসন্তের রাজ্যত্যাগ, কাঞ্চীপুরে গমন ও রাজকন্যা-বিবাহ ইত্যাদি পূর্ব্ব ঘটিত ঘটনাসমূহ সংক্ষেপে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। বুঝা যাইতেছে, ইহার পর গ্রন্থ আর বড় বেশী বাকী নাই।

ভণিতা :—

নাহি ইষ্ট বাপ ভাই, নিবেদিমু কার ঠাই,
কে করিব দুঃখ উপশম।
কহে বাণীরাম ধরে, শুনহ মালিনী মোরে,
দেখাও সে পুরুষ উত্তম॥

এবং :—

কন্যারে লইআ কোলে, বুক ভাসি জাএ জলে,
ক্ষেণে ক্ষেণে ভূমিতে গড়াএ।
বাণীরাম ধরের বাণী, স্থির হও মহারাণী,
কন্যা রাখি নাহি কোন দাএ॥

১৫৩। রাধাকৃষ্ণ-বিলাস।

এ একখানি অতি সুন্দর গ্রন্থ। ইহার কবিত্ব, ইহার মাধুর্য্য, ইহার সরলতা অতুলনীয়। প্রাচীন পুঁথি অনেক দেখিয়াছি,

* এই 'বাপু' হইতেই আমাদের 'বাবু' আসিয়াছে, খুব সম্ভব।

কিন্তু এমন সুন্দর কবিত্বপূর্ণ গ্রন্থ বেশী দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। আর কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে এমন সুন্দর সুরুচিসঙ্গত কাব্য প্রাচীন-সাহিত্যে নাই বলিলেও বলা যায়। পত্রান্তরে অন্য সময়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়া ইহার সৌন্দর্য্যাদি পাঠকগণকে উপভোগ করাইব ইচ্ছা আছে। এস্থানে তাহার আলোচনার স্থানাভাব।

গ্রন্থখানি বটতলার ধুরন্ধরগণ ছাটিয়া ছুটিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন দেখিতেছি। হস্তলিখিত পুঁথির সঙ্গে প্রায় মিল নাই। প্রত্যেক প্রস্তাবের শিরোভাগে অতি সুন্দর সুন্দর ধুয়া প্রদত্ত হইয়াছে; ছাপা পুস্তকে তাহা অনেক স্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে। মৌলিকত্ব নষ্ট করিতে উক্ত মহাত্মগণ কেমন কেমন পটু, সকলেই জানেন। ছাপা পুস্তকে ইহারও সেই দশা হইয়াছে। ইহার রচনা আধুনিক নহে ত ?

রচয়িতার নাম দ্বিজ জয়নারায়ণ। তাঁহার আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

পাঠাশুদ্ধিপূর্ণ সুন্দর আরম্ভটি যথাদৃষ্ট উদ্ধৃত করিতেছি। মুদ্রিত গ্রন্থে এই 'বন্দনাটি' পরিত্যক্ত হইয়াছে।

নম গণেসায়। অথ স্তবন্দনা।

সুর বন্দিত, অমর পুজিত, সুস্থ লোহিত শোভা।
কুঞ্জর শির, লম্বোদর, মনসিজ মনলোভা॥
পদযুগতল, য়মল কমল, অলিকুল মন আসা।
অরুণবসন, মুষিকাসন, কোকিল কিল ভাসা॥
অলকাবলি, গণ্ডস্থলি, নিখিল খণ্ড এথা।
আদি পুরুষ, তুল্য মহেশ, সোক্ষ (সুখ ?) দাতা॥
অজ্ঞান জন, অতি দীনহীন, জয় নারায়ণ কুরু
কুরু কুরু কুরু করুণাং।

* * * *

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি। নারায়ণং নমস্কৃত্যেত্যাদি। নম স্বরস্বতী নমঃ। বেদব্যাশায় নমঃ। সময়ে গ্রহ প্রতিপাদ্য পরম দেবতা শ্রীনারায়ণ তার চরণেতে প্রণাম করে। তদন্ত নারায়ণ চরণারবিন্দে প্রণাম করে। বাক্‌দেবতা সরস্বতী তাহার চরণেতে প্রণাম করে। ভুদেব ব্রাহ্মণ ঠাকুর।

ধুআ :—

ভজো ওরে মন সেই কাল মাধুরী।
কালী বল কিম্বা কিষ্ণ বলো সমান দজা উভএরি॥
শুন মন তোরে বলি, কালী কৃষ্ণ কৃষ্ণ কালী,
অভেদ জে ভাবে ভবে সেই জাএ তরি॥

ইহার পর গ্রন্থারম্ভ। উদ্ধৃতি অনাবশ্যক।

এই কাব্যের রচনা ও কবিত্বের নমুনা স্বরূপ নিম্নে কতকটা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

(কুটিলার প্রতি শ্রীমতীর কপট প্রবোধ)

ধুআ :—

প্রাণ সইরে, কালা কলঙ্কিনী আর বলো না মোরে।
তোমার গঞ্জনাতে প্রাণ যাবে এবে।
ভেবেছি উপায়, ডুবি গো যমুনাএ, কৃষ্ণনাম করে।
যদি কৃষ্ণপদে থাকে মন, তবে সেই নারায়ণ,
অবশ্য দিবে চরণ, অধিনী ভেবে অন্তরে।
রাধে বোলে ননদিনী—সম্বরহ ক্রোধ।
কেনে মিছে কটু কহ তেজে অনুরোধ।
কি দেখিলে কি শুনিলে কি বুঝিলে মনে।
কলঙ্কিনী কহ আমা কিসের কারণে।
সুর্য্য পূজা জণ্যে পুস্প না পাইএ কোন স্থলে।
খুজিতে খুজিতে আইলাম বৃন্দাবনে চলে।
মনোরম সুকুসুম দেখে বৃন্দাবনে।
তুলিতে লাগিলুম ফুল পূজার কারণে॥
ইতিমধ্যে ঐ কালা হইএ উপনীত।
বলে এই বৃন্দাবন আমার পালিত॥
কাহার বচনে তোরা এখানে আইলি।
আমারে না বলে কেন কুসুম তুলিলি॥
এথ বোলি মো সভারে হইএ প্রতিকূল।
কাড়িয়া লইআছে কালা সকলের ফুল॥
এহা ভিন্ন অন্ন ভাব মনে জানি নাই।
সত্য সত্য তত্ব কথা জানেন গোসাঞি॥

এই অপরাধ কেনে অপবাদ গাও।
কালা কলঙ্কিনী নাম জগতে রটাও॥
*　　　*　　　*
শ্রীমতীর এই মত বাক্যের কৌশলে।
কুবুদ্ধি কুটিল কোপে আর ক্রোধে জ্বলে॥
বলে হা লো জানি জানি ছার এ তোমার।
পষ্ট আছে নষ্ট নারীর বাক্যে আটা ভার॥
এথ তুমি গুণবতী সাধ্যা পতিব্রতা।
স্বচক্ষে দেখেছি আর কে শুনে আর ঐ কথা॥
হরি হরি লাজে মরি কারে কব আর।
নষ্টামি ভ্রষ্টামি রীত আছে কি তোমার॥
আমার কথাএ তোর কি হইতে পারে॥
তবে সে জানিবি যবে কহিবি দাদারে॥
একত্রে দোহারে যদি দেখাইতে পারি।
তবে লো জানিবি তুই ননদী তোমারি॥
মন্দ কর্ম্ম কর এথ কথাএ আটনি।
মর্ মর্ কালামুখী কালা কলঙ্কিনী॥
এখানেতে গৃহে চল হইআ সত্বরা।
ঘুচাইব আজি তোর উপপতি করা॥
এথ বলি সঙ্গে লইএ গমন করিল।
জয় নারায়ণ কৃষ্ণ লীলা প্রকাশিল॥

এইরূপে গ্রন্থের যে কোন স্থান উঠাইয়া দেখান যাইতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ইহার ধুয়াগুলি। স্থান থাকিলে উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিতাম।

এই হস্তলিপিতে যেরূপ পাঠ আছে, তাহাই উপরে দেওয়া গিয়াছে। ভাষা দেখিয়া ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিবে। হস্তলিপি বড় প্রাচীন নহে; সম্ভবতঃ ১৮৩১—১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের লেখা। শেষ কয় পত্র নাই বোধ হয়। বৃহৎ গ্রন্থ,— পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১২, দুই পৃষ্ঠে লিখিত। লেখকের নাম ধাম নাই। স্থানান্তরে ইহার প্রাচীন হস্তলিপি পাওয়া যাইতে পারে কি না দেখা, সাহিত্য-প্রেমিক মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

১৫৪। মনসা পুঁথি।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে দুই রকমের মনসা-পুঁথি প্রচলিত আছে;—বাইশ কবির মনসা ও ষট্ কবির মনসা। আমাদের সমালোচ্য পুঁথিখানি খণ্ডিত,—সুতরাং ইহা কোন পুঁথি, স্থির করিতে পারিলাম না। ইহাতে গুণানন্দ সেন, পণ্ডিত জানকী নাথ, ষষ্ঠীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন এবং রতিদেবের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। মাননীয় দীনেশবাবু বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' ৫৯ পৃষ্ঠায় মনসার গীতিলেখকের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে গুণানন্দ ও রতিদেবের নাম নাই। পরে সম্পূর্ণ পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আমরা এতৎসম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা করিব।*

এই পুঁথিখানির প্রকাণ্ড আকার; ৩৭ হইতে ১৯২তম পত্র পর্য্যন্ত আছে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে অনেক পত্র নাই। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। প্রাচীন হস্তলিপি। গুণানন্দ ও রতিদেবের ভণিতা দুইটি মাত্র এখানে দিলাম:—

(১) ভণে গুণানন্দ সেনে কাজির বড়াই।
ভূত পূজা খণ্ডাইব খাবাইয়া গাই॥
(২) বাজারিয়া লোকে চাহে, কান্দে দেবী মনসার হে
রতিদেবে রচিল পয়ার।

১৫৫। ঊষা-হরণ।

ইহার একটি মাত্র পাতা পাওয়া গিয়াছে। এই পুঁথির নামটা ঠিক ইহা কিনা, নিশ্চয় করিয়া বলার উপায় নাই। সম্ভবতঃ ইহা

---

* চট্টগ্রামের ছাপা 'বাইশ কবিতে' আরও কয়েকটা নাম বেশী দেখা যায়, সেইগুলি দীনেশবাবু উল্লেখ করেন নাই। যথা:—বিশ্বেশ্বর, রমাকান্ত এবং রামচন্দ্র।

"বাণ যুদ্ধ" প্রণেতা শ্রীনাথ দেবের রচিত। বাণ যুদ্ধেও অনিরুদ্ধ কর্ত্তৃক উষাহরণ বর্ণিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থকারই আবার সেই একই বিষয়ে লেখনীচালনা করিলেন কেন, বুঝিলাম না। 'বাণযুদ্ধে' আর 'উষাহরণে' ঘটনা বৈষম্য আছে নাকি ?

আরম্ভ ভাগটা এই:—

বেদে রামায়ণে চৈবেত্যাদি।
ব্যাস বশিষ্ঠ বন্দোম ত্রিভুবনে সার।
অষ্টবক্র দুর্ব্বাসা নারদ মুনিবর॥
সংসার সাগরে ডুবি বড় বাসম ভীত।
জেন তেন প্রকারেণ কহি কৃষ্ণের চরিত॥
কৃষ্ণ নাম (স্বরূপ) নাহি পৃথিবীত।
যম দ্বারে না জানাইবা লোক শুন সানন্দিত॥
হরিবংশ ভাগবত রচিলেক ব্যাস।
শ্রীনাথ দেবে কহে রচিয়া (?) প্রকাশ॥
এহাতে পণ্ডিত জন না হইঅ বিমন।
ত্রিণ হোতে জন্মিল বজ্র হুতাশন॥
কাটেত জন্মিল মধু কাষ্ঠেত করবর (?)।
শ্রুতাএ পাথিআ পৈড়ে রত্নে প্রচুর॥
উষার হরণ গাইন বানের সমসর।
কৃষ্ণ স্বর্গ আরোহণ জন্মিল লক্ষিন্দর॥
নগর শুনিতপুর (শোণিতপুর ?) ত্রিভুবনের সার।
বাণ নামে রাজা তথা বিক্রম অপার॥
এক কোটী শিবলিঙ্গ পূজে এক দিনে।
মহাদেব পূজা বিনে য়ান নাহি মনে॥
উষা নামে কন্যা তার বিদ্বান পণ্ডিতা।
নানাগুণে পতিব্রতা রাজার দুহিতা॥
শিশু হোতে পূজে কন্যা গোবিন্দের চরণ।
অনিরুদ্ধ পতি হৈতে অভিলাষী মন॥
এক দিনে কেলি করে শঙ্কর পার্ব্বতী।
তা দেখিয়া হইল উষা কাম ভাব মতি॥
কথদিনে হইবো তার নিজ যোগ্য পতি।
* * *
বর পাইআ উষা হইল আনন্দিত মন।
ভুবনের সার পতি পাইল এখন॥
জাগিয়া জানিল উষা দেখিল স্বপন।
দিল নিধি নিশা বিধি হেন ভাবে মন॥
প্রভাতে বসিল উষা পরম বিমানে (?)।
সম্ভাষিতে চিত্ররেখা গেল সেই খানে॥

বাণযুদ্ধ পুঁথির পত্রের সঙ্গে এই পত্রটি পাওয়া গিয়াছে। এই কারণেই ইহাও শ্রীনাথ দেবের রচিত বলিয়া অনুমান করিয়াছি। উপরোক্ত 'বাণযুদ্ধ" পূর্ব্বে সমালোচিত হইয়াছে। তাহাতে আরও দুই কবির ভণিতা ছিল; এই পুঁথিতে কেবল শ্রীনাথের ভণিতাই দেখা যায়। তা ছাড়া, ইহার শেষেও কিছু পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে। সেই পুঁথিতে পয়ারে গ্রন্থ সমাপ্তি, এই খানিতে ত্রিপদীচ্ছন্দে সমাপ্তি। মুলতঃ সেই একই রূপ। বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথিগুলি ঐন্দ্রজালিক লীলা ক্ষেত্র বটে! স্বরূপ নির্ণয় একান্ত দুরূহ।

সমালোচ্য পত্রটি ও'বাণযুদ্ধ' একই হাতের লেখা বোধ হয়। শেষোক্ত গ্রন্থের লেখার তারিখাদি এই:—"ইতি সন ১১৪১ মঘি * * ভাদ্র * *। শ্রীরাম (কুমার ?) রক্ষিত দাস, সাং পাটনি কোটা।"

১৫৬। উদ্ধব-সম্বাদ—রাধিকার বারমাস।

পদসংখ্যা—৬০।

ঘোষাঃ—উদ্ধব হে জাও তুমি গোকুল নগরে। ধু।

চৈত্র মাসেতে হরি, আহ্মারে যে গেল ছাড়ি,
রৈলেন প্রিয়া মথুরা নগরে। ১।
সবে বোল হরি হরি বিরহ জ্বালাএ মরি
কৈহ উদ্ধব মাধবের গোচরে॥ ২।

হুতাশনের সখা, তার রিপু জথ রেখা,
ভজিয়া জে মরিব নিশ্চএ। ৩।
ভক্তের অধীন হরি, আন্ধারে জে গেল ছাড়ি,
এই রিতে (ঋতে) না দেখি উপাএ॥ ৪।

শেষ :—

ফালগুন মাসেতে হরি, আমি নিবেদন করি,
বার মাসের জথেক কাকুতি।
রাধার সম্বাদ জথ উদ্ধব জে ক্রমাগত,
ঘোলিলেক রাধিকা বিনতি॥
বিনতি শুনিয়া কৃষ্ণের হইল দয়া,
চল উদ্ধব বৃন্দাবনে জাই।
বৃন্দাবনে হরি গেল, রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল,
রাহু জেন ছাড়ে নিশাপতি॥

ভণিতা :—

রাধাকৃষ্ণের চরণেতে, দৈবজ্ঞ প্রসাদ সুতে,
অন্তকালে চরণ পাইবার আশে।
শ্রীরামতনু বোলে, রাখ মোরে পদতলে,
যম ভএ প্রাণি জাএ তরাসে॥
শুনরে সকল লোকে, কৃষ্ণের নাম লও মুখে,
তবে জাইবা গোকুল নগরী।
দেবগ্রাম থাকিআ বোলে, বুধগণের পদতলে,
প্রণমি জে ভুমিগতে পড়ি॥

১১৮৪ মঘিতে ইহার আদর্শ পুঁথি লেখা হইয়াছে। লেখক স্বয়ং উক্ত রামতনু 'গুরু ঠাকুর' বোধ হয়।

১৫৭। রাগতালের পুঁথি।

এই শ্রেণীর অনেকগুলি গ্রন্থ আমরা দেখিয়াছি। কয়েকটার কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। ইহার নাম ঠিক ইহা কিনা, বুঝিতে পারি না; কারণ পুঁথির আরম্ভ বা শেষে ঐরূপ কোন নাম নাই। ইহাতে রাগতালের উৎপত্তি, ঋতু ভাগ, ঘড়ি ভাগ ইত্যাদি প্রাচীন সঙ্গীতের বিবিধ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 'ধ্যান'গুলির ভাষা সংস্কৃত হইলেও এতই অশুদ্ধিপূর্ণ যে, তাহার উদ্ধার করা অসাধ্য। ধ্যানের 'চূর্ণক' আছে; তৎপর পয়ার 'চূর্ণক' সংস্কৃত ভাষায় সাম্বয় বিবৃতি। ইহাদের দশাও ধ্যানের মত।

ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী; আট তালা, চৌষট্টি তালিনী। তালগুলির নাম এই :— "দেবরাণা, খেতরাণা, জয়দ, দমাই, শুরুস্থানা, আদিয়ানা, রূপক এবং শিলাই।" তালিনীগুলির নাম আজ করিব না। এই নামগুলি কি সংস্কৃত শব্দ? না দেশজ শব্দ? অভিধানে পাওয়া যায় না কেন? তালিনীগুলির নাম আরও বিচিত্র। সঙ্গীত দামোদরাদির নাম কিরূপ?

এইরূপ প্রাচীন পুঁথি অবলম্বন করিয়া প্রাচীন সঙ্গীত বিদ্যা সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে বিস্তারিত আলোচনা করিব, বাসনা আছে।

এই শ্রেণীর অপরাপর গ্রন্থে গীত ও গৎ থাকে; ইহাতে কিন্তু নাই। ইহার প্রধান রচয়িতা দ্বিজ রামতনু 'গুরুঠাকুর।' প্রায় সমস্ত গ্রন্থের রচয়িতা ও লেখক তিনিই স্বয়ং। ইহার পরিচয় পূর্ব্বে অনেকবার দেওয়া গিয়াছে। তাঁহার বংশাদি আছে কিনা, আমরা অনুসন্ধান করিতেছি। এই গ্রন্থে আর একটি ভণিতা আছে, তাহা এই :—

কহে হীন চাম্পা গাজী গুরুমুখের বাণী।
আলাপন করিয়া স্বর মিলাইলাম টানি॥

ইনি 'চাম্পা পণ্ডিত' নামে বিখ্যাত। সঙ্গীত শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। বাড়ী—পটীয়া থানার অন্তঃপাতী করলডেঙ্গা গ্রামে। অদ্যাপি বংশ আছে। সঙ্গীতও রচনা করিয়াছিলেন, সে কথা পরে বলিব।

আরম্ভ :—

অথ ধ্যান পয়ার ছয়াল লিখাতে।
ধোসা—মোরে কি কৈল রে নন্দের নন্দনা।
প্রাণ হরিয়া নিল বংশিবদনা॥
আলাপনর ধরা।
দ্বিজ রাম তনু কহে গুণিন গোচর।
সভার উপরে তুহ্মি দেয় পত্তুত্তর॥
'আএ রিত না' তুহ্মি কিবা বোল বাণী?
তাহার মাহিনি সভাএ কহ একবার শুনি॥
ধ্যান পয়ার তুহ্মি কহিতে না পার।
গুণিন বলিআ তুহ্মি নাম কেনে ধর॥

হস্তলিপির তারিখ ১১৮৪ মঘি। প্রকাণ্ড গ্রন্থ। দুই পৃষ্ঠে বড় অক্ষরে লিখিত। পত্র সংখ্যা নাই। ইহার মধ্যে একটি পত্রে এই কবিতাটি লিখিত আছে; রক্ষণোদ্দেশে অবিকল তুলিয়া দিলাম :—

বনপৃআ নাদ করে বনে ত বসিআ।
চলিল বণিতা সব বনপত্র লৈআ॥
বন পাশে উগি ভেল বন যুসঙ্করে।
মজিল রজনি ঘোর বিলম্ব না করে॥ (৪)
সত পৃআ সত ভাগ হত তাপ ভেল।
ঘন রবে তাম্রচুরা শ্রোতে বসি গেল॥
পদরব পদধ্বনি পদে বসি নাদ। (৭)
গুরুজনে শুনিলে বহুল পরমাদ॥৮
জীবনের শ্রধা নাহি তেজিমু জীবন।
জীবনে ছুইলে জার না রহে জীবন॥
তার সঙ্গের সঙ্গি হৈআ তেজিমু জীবন॥
ভণএ বুরন দেবে (?) আবাল কিশোরি। (১২)
মদন বিরহ জ্বালা সহিতে ন পারি॥*

---

* পাঠান্তর :—

৩য় ও ৪র্থ চরণে— যুসঙ্কর। না কর।

৭ম চরণের :—বিরহিণী পদধ্বনি উগি বহে নাদ। (?)

১৫৮। ছুটি খাঁর মহাভারত।

'সাহিত্য-পরিষৎ সভার' 'প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে' এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইতেছে। ইহা অতি আনন্দের কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার মুদ্রণকার্য্যে আমরা সন্তোষলাভ করিতে পারি নাই। আদর্শ পুঁথিগুলি এতই বিরোধী যে, সম্পাদক মহাশয়কে ফুটনোটের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতে হইতেছে। সভার পুঁথিগুলি অপেক্ষা আমাদের পুঁথিগুলি অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইতেছে। এই পুঁথির প্রথম পাতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

তৃতীয় পত্রের আরম্ভ এইরূপ :—

বাসুদেব জনার্দ্দন সহায় কারণ।
যজ্ঞ জেন নির্বহিল পাণ্ডুর নন্দন॥
সে সকল পুর্ব্ব কথা পাঞ্চালি প্রবন্ধে।
দেশী ভাষা বিরচিলা নানাবিধ ছন্দে॥
অশ্বমেধ পুণ্যকথা অমৃত লহরি।
পীবন্ত ভকত জনে কর্ণ ঘট ভরি॥
পৃথিবী বিখ্যাত ছিল পাণ্ডুর সন্ততি।
যুধিষ্ঠির নামে রাজা ধর্ম্ম মহামতি॥
তাহান কনিষ্ঠ ভাই বীর ধনঞ্জয়।
অভিমন্যু নামে ধনঞ্জয়ের তনয়॥
চক্রব্যূহ ভেদে দ্রোণ কর্ণ ন গণিয়া।
অর্জ্জিল বহুল যশ কর্ণক জিনিয়া।

৯ম ও ১০ম চরণে :—

জীবনে নাহিক শ্রদ্ধা জীবনে সে যাইমু।
তার সঙ্গে সঙ্গী হই জীবন তেজিমু॥

এই দুই চরণের পর :—

জীবনে প্রবেশি যদি না জাএ জীবন।
তবে সখি কি হইব বলহ বচন॥

ইহার পরে :—ঐ 'জীবনে ছুইলে' ইত্যাদি।

'বুরণ দেব.' না বুরণ দেব'?

শেষ :—

বাম দেখি নরপতি উঠিয়া সত্বর।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া তবে কহিলা বিস্তর॥

* * *

আগত কুশল আণ্ড সম্ভাষা পুছিল।
জে কারণে বাসুদেব তনু বিসর্জ্জিল॥
সে সকল বিবরণ কহ তপোধন।
নৃপতিত তবে হেন বুলিল বচন॥
হিতবাক্য শুন রাজা ধর্ম্মের চরিত।
খণ্ডিল দ্বাপর যুগ কলি উপস্থিত॥
সব * * লোভ পাইল লোকে কদাচার।
ধর্ম্ম এক পদমাত্র আছে অবতার॥
দেখ দেখ দিন দিন ধর্ম্ম বুদ্ধি পাই * *।
পাপ বলবন্ত হৈবো পুণ্য হৈবো নাসা॥
নিরউৎসাহ হৈব লোক হীন পরাক্রম।

* * *

"ভিমস্যাপী রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম জথা দির্ষ্ঠ তথা লিখিতং লিখিতং নাস্থি দোসকঃ। ইতি শ্রীমহাভারতে অশ্বমেধ পর্ব্বনি সমাপ্ত। ইতি সন ১১৫২ মঘিতে এই পুস্তক লিখা আরম্ভ সন ১১৫৩ মঘিতে পুস্তক লিখা সমাপ্ত তারিখ ১০ বৈশাখ রোজ রবিবার দুই দণ্ড বেলা থাকিতে লিখা হইছিল। রামগুণগুণি পাএ, য়যুদ্ধ লেখিলে দোস ক্ষেমীতে যুয়াএ। অযুদ্ধ দেখীলে পদ করিয় সোধন। পণ্ডিতের ঠাই মোর এই নিবেদন॥ শ্রীফকীর চান্দ দাস দাসস্য বুত অক্ষরং মীদং সাং কানগোই পারা নতু সাবেক কানগোই পারা। রামনারায়ণ অনন্তে মুকুন্দ মধুসুধন কৃষ্ণকেশবকংসারে হরে বৈকুণ্ঠবামন—ঃ। জদি কৃষ্ণ পদে ভক্তি মতি চ পদপঙ্কজে। বিসমে দুর্গমে ঘোরে কা চিন্তা মরণে রণে॥ রাম রাম হরে রাম শ্রীরাম কমলাপতে। অধমানাং কৃপানাথ ত্বমেব শরণং গতিঃ—। রাধে কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ বনমালি॥"

পত্র সংখ্যা ২১১, উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। অতি জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা।

একান্ত কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, এই সকল পুঁথি সংগ্রহ কার্য্যে আনোয়ারা স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত প্রিয়বর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন মহাশয়ই আমার প্রধান সহায়। তাঁহার সহায়তা না পাইলে হিন্দুর গৃহ হইতে পুঁথি সংগ্রহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত। ১৪৭ ও ১৫০ সংখ্যক পুঁথিদ্বয় বেলচূড়া নিবাসী বাবু অপর্ণাচরণ ভৌমিকের, ১৪৯, ১৫১ ও ১৫২ সংখ্যক পুঁথিত্রয় আনোয়ারা নিবাসী বাবু গগনচন্দ্র সেনের, ১৫৩ ও ১৫৮ সংখ্যক পুঁথিদ্বয় আনোয়ারা নিবাসী ৺নিত্যানন্দ সেন মহাশয়ের এবং অপরাপর খণ্ডিত পুঁথিগুলি সম্প্রতি আমার সম্পত্তি।

১৫৯। কৃষ্ণমঙ্গল।

এই এক খানি অতি সুন্দর, প্রকাশের যোগ্য গ্রন্থ। দুঃখের বিষয়, ইহা সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। যত দূর পাওয়া গিয়াছে, তাহাও এত ভ্রমপূর্ণ ও কদর্য্য যে, তদ্দ্বারা কোন সুষ্ঠু সমালোচনাও চলে না। লেখক এত অনবহিত ও মূর্খ ছিলেন যে, পদে পদেই ভ্রম করিয়া ফেলিয়াছেন 'প্রাণনাথ' 'লিখিতে' 'প্রানথনা,,' 'গোপাল' লিখিতে' 'গোল' যাহার লেখনী হইতে বাহির হয়, এই রূপ প্রকাণ্ড পুঁথি লিখিতে তাঁহার প্রবৃত্ত না হওয়াই উচিত ছিল। এই সব প্রমাদ সত্ত্বেও বুঝিতে পারিয়াছি, ইহা কবিত্ব হিসাবে বঙ্গভাষার ভাণ্ডারে প্রতিষ্ঠিত হইবার একান্ত যোগ্য।

প্রকাণ্ড গ্রন্থ। প্রথম হইতে ১১০ পত্র পর্য্যন্ত আছে। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। হস্ত-

লিপি বিশ্রী। ইহার পরও গ্রন্থের বহুলাংশ বাকী আছে বলিয়া বোধ হয়। 'কংসবধ' এখনও বহুদূরে। প্রাপ্ত অংশের শেষে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা মাত্র বর্ণিত হইয়াছে।

আরম্ভ :—

নমো গণেসাঅ। অথ কৃষ্ণমঙ্গল লিক্ষতে।
নারায়ণং নমস্কৃতং ইত্যাদি।

প্রণমিয়া গণপতি, ভক্তিভাবে করি স্তুতি,
অবিঘ্ন মঙ্গল শুভদাতা।
অরুণ বরণ রুচি, ব্যাঘ্র চর্ম্ম ধরি শুচি,
কুঞ্জর বদন শুভদাতা॥
হেমজজ্ঞ শুত্রধারি, (?) মুসিক বাহনে চরি
লম্বোদর স্থূলতনু কায়।
জার নাম স্মরণে, কার্য্য সিদ্ধি ততক্ষণে,
লোটাই বন্দিনু তান পাএ॥

ভণিতা :—

গণপতি পদতলে, দ্বিজ লক্ষি নাথে বোলে,
করযোড়ে করম প্রণতি।
দুর কর বিঘ্ন জাল, দয়ামন্ত কৃষ্ণ পাল,
কৃষ্ণপদে রাখ মোর মতি॥

ভণিতা-স্থলে বা সঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত চরণ দুটি গ্রন্থের প্রায় সব স্থলেই মিলিবে :—

কাঅমন বাক্যে ভজ মুকুন্দ মুরারি।
করতালি দিয়া ভাই বোল হরি হরি॥

যত্নের সহিত গ্রন্থের সমস্ত পড়িয়া দেখিয়াছি, 'দ্বিজ লক্ষীনাথ' নাম ভিন্ন গ্রন্থকারের আর কোনও পরিচয় দেখি নাই।

হস্তলিপি প্রাচীন নহে,—১২০৬ মঘির লেখা। লিপিকারের নাম শ্রীকৃষ্ণমণি দেবশর্ম্মা ও গদাধর দেবশর্ম্মা (সম্ভবতঃ সাং ভাটীখাইন, চট্টগ্রাম।) এখন আমার অধিকারে আছে।

১৬০। ফৌজদার-কীর্ত্তি-গাথা।

পদ্য সংখ্যা ৮০।

এই কবিতাটি চট্টগ্রামের একজন প্রসিদ্ধ বিস্মৃত-নামা বড়লোকের কীর্ত্তি ও কথা ঘোষণা করিতেছে। চট্টগ্রাম—বাঁশখালী থানান্তর্গত শিলাইগড়া গ্রামবাসী প্রসিদ্ধ ৺মিয়া বক্স আলি ফৌজদার সাহেবের কীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া, লেখক রামতনু আচার্য্য 'গুরু ঠাকুর' ইহার 'কবিতা' নাম দিয়া থাইলেও, আলোচনার সুবিধার্থে, ইহাকে শীর্ষোক্ত নামে পরিচিত করিয়া দিলাম। ইহাতে কতকগুলি প্রাচীন আলোচনাযোগ্য শব্দও আছে।

আরম্ভ :—

দেবগ্রাম সাকিমের কথা, বক্স আলি ফোজদার যথা,
সিলাইগড়া গ্রাম অতি ধন্য।
মৌলবী খোন্‌কার তথা, কোরান কিতাব জ্ঞাতা,
নেকৃকারেতে সব অগ্রগণ্য॥
দোচ্‌ মহাম্মদ চৌধুরীর অতি দৌলৎ ছিল।
দান ধর্ম্ম করি সে যে ভিচিস্তেতে গেল॥
পুণ্যাত্ম প্রতিষ্ঠা যথ কৈতে কিবা হএ।
ত্রয় পুত্র হইল তান ভুবন বিজয়॥
মহাম্মদ সাহা সেকান্দার বক্সা আলি ফোজদার।
একে একে খ্যাতবন্ত ভুবন মাঝার॥

ভণিতা :—

শ্রীরামতনু কহে আশীর্ব্বাদ করি।
কবিতা পুর্ণিত শ্রীযুত চৌধুরীর বাড়ি॥
ইসানচন্দ্র বাবাজিরে পঠন পরাইতে।
খোদনামি প্রকাশি যথ ভিহিস্ত পাইতে॥

রচনা কাল :—

নিধি বসু ধাতা ইন্দু মঘি সনে কহি।
বসুতে ভাস্কর জাইতে দিগ দিন লই॥
শনিবারা ত্যাগ কল্কিবিপ্রহরে হইল।
শ্রীহরি গোবিন্দ বোলি দুঃখ দুরে গেল॥

প্রাচীন শব্দ সংগ্রহ অকৃথ (বেলা), দরজখানা (মক্তব বা পাঠশালা), দৌলৎ (ধন), তাদাম (শেষ), খুন্দি (খনন করি), বাহার য়ারা (বাহির সীমানা),বলা (বালাই) বাদ (ব্যতীত), কাইত (দিকে, যেমন, 'বথ দুর থিলা হাসিলা কথ কাইত জাএ।')

এই কবিতা লেখক রামতনু ঠাকুর চট্ট-গ্রাম সাকপুরা নিবাসী ৺রাধামোহন সিরিস্তাদারের কীর্ত্তি বিষয়িনী যে ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়াছেন, তাহার শেষে এই তারিখটি আছে:—

> চন্দ্র মুনি বেদ ইন্দু শক পরিমিৎ।
> হএয় (?) ভানু দিগ দিনেতে হইল পূর্ণিৎ।

'এই কবিতা পূর্ণ সমাপ্ত ইতি সন ১১৮৪ মঘি তারিখ ১৩ শ্রাবণ।'

উক্ত ফৌজদারের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ, মসজিদ, দীঘি ও বংশ বর্ত্তমান আছে। বংশধরগণের মধ্যে বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত হেদায়েত আলি চৌধুরীই প্রধান।

১৬১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ—

(১) অযোধ্যাকাণ্ড।

চট্টগ্রামে কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণ অনেক পাওয়া যাইতে পারে। কি কারণে জানি না খুব প্রাচীন হস্তলিপি চট্টগ্রামে কিছু দুর্ল্লভ।

> বিষ্ণু অবতার কথা অমৃত পাথনি।
> মন দিআ শুন কহি অজধ্যা কাহিনী।
> হরধনু ভাঙ্গিলেক রাম রিসিকেশ।
> বিহা করি চারি ভাই চলি আলা দেশ।

শেষ নাই। পত্র সংখ্যা ৬৩। তারিখ ১২০৪ মঘি।

(২) অরণ্য কাণ্ড।

শেষ:—

> তবে দুই ভাই চলি গেলেন দখিণে।
> বহু নদনদী পর্ব্বত গহন কাননে।
> হাটিতে হাটিতে পাইল কিষ্কিন্ধ্যার গ্রাম।
> সেই খানে পর্ব্বতেতে করিল বিশ্রাম।

লেখার তারিখ ১২০৫ মঘি ১৮ জ্যৈষ্ঠ। পত্র সংখ্যা ৪১।

(৩) কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।

আরম্ভ :—

> এক রাত্রি তথাতে রহিলা দুই জন।
> প্রভাতে উঠিয়া রাম করিলা গমন।

শেষ :—

> সর্ব্ব কপি লৈয়া আইসউক রামচন্দ্র।
> সুগ্রীবে জে রাজাসনে আর জথ তন্ত্র।
> সাগর বন্ধন করি সীতা করৌক উদ্ধার।
> এই বার্ত্তা কহ গিয়া শ্রীরামের সার।

"ইতি ১২০৫ মঘি তাং ৩ আসার শ্রীকৃষ্ণ মণি দেব শর্ম্মা মৌজে ভাটি খাইল জিলে চট্টগ্রাম।" পত্র সংখ্যা ৩৫।

(৪) সুন্দরা কাণ্ড।

আরম্ভ :—

> বাপে পুত্রে পক্ষিরাজে গেলেন উত্তর।
> কটক লৈ অঙ্গদ গেল দক্ষিণ সাগর।
> তর্জ্জে গর্জ্জে বানর সব করে সিংহনাদ।
> সাগরের ঢেউ দেখি গুণন্তি প্রমাদ।

শেষ নাই। পত্র সংখ্যা ৭৭। ১২০৪ মঘির লেখা।

(৫) উত্তরা কাণ্ড।

আরম্ভ:—

> কিষ্কিন্ধ্যা নগরে এই সুগ্রীব রাজার পুরী।
> সুগ্রীবেরে করিলাম এথাতে মিতালি।

শেষ নাই। পত্র সংখ্যা ৭৯। ঐ মঘির লেখা।

(৬) আদ্যকাণ্ড।

শেষ :—

পাত্র মিত্র লৈআ রাজা বৈসে সিংহাসন।
শ্রীরামেরে রাজা দিতে চিন্তে মনে মন॥
এথ দুরে আদি কাণ্ড হইল সমাপন।
কৃত্তিবাস রচিলেক বিবাহ লক্ষণ॥

পত্র সংখ্যা ৫২। লেখার তারিখ ১২০৪ মঘি।

একটি ভিন্ন উপরোক্ত সমস্ত কাণ্ডগুলির লেখক শ্রীরাম শঙ্কর দেব শর্ম্মা (সাং ভাটী খাইল)। সবগুলিই উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। অতি জীর্ণ অবস্থা। অধিকারী মোক্তার শ্রীযুক্ত বেণীমাধব শর্ম্মা সাং খান মোহনা জেলা চট্টগ্রাম।

১৬২। কলিযুগ মাহাত্ম্য।

পদসংখ্যা—১২।

আরম্ভ :—

সাগর হইব সিন্ধু (?) নাগর হইব খোহা।
কলিকালে অন্ন লাগি বুড়া হৈব পোআ॥
অকুলীন কুলীন হৈব কুলীন হৈব হীন।
স্ত্রী হইব মহাবলী পুরুষ হৈব ক্ষীণ॥

শেষ :—

গর্ভের সোদর ভাই করে হানাহানি।
পুষ্করণিৎ বেড়া দিআ ভাগ করিব পানি॥
শাশুড়ী বধু রণ করি উঠানে দিব কাঁটা।
শাশুড়ীরে বধূএ মেলি মারিব ঝাঁটা॥
হেন পুত্র মরণে মার না থাকিব শোক।
এই সে জানিবা বন্দা আইল কলিযুগ॥

* * *

রচনা কাল :—

চন্দ্র মুনি বেদ ইন্দু শক পরিমিৎ।
হএ ভানু দিগ দিনেতে হইল পূর্ণিৎ॥

ভণিতাটি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ রামতনু ঠাকুরের রচনা। ১৭৪১ শকের লেখা, রচনাও বটে।

১৬৩। ফগ্‌ফুর সাহ।

ইহা অতি প্রকাণ্ডকায় গ্রন্থ। কোন পারস্তগ্রন্থের অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। রচয়িতা স্বর্গীয় মিঞা হাসমত আলি কাজি চৌধুরী সাহেব চট্টগ্রাম—ফটিকছড়ি থানা-স্তর্গত ভুজপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ ও পরাক্রান্ত জমীদার ছিলেন। ইনি তেমন শিক্ষিত ছিলেন না বটে, কিন্তু সুন্দর কবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। মোটের উপর গ্রন্থের ভাষা সুন্দর, মধ্যে মধ্যে বিবিধ নূতন ছন্দের মধুর ঝঙ্কারে মুখরিত।

প্রায় ২০ বৎসর হইল, ইনি লোকা-স্তরিত হইয়াছেন। ইনি অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে এই গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহার পুত্রগণের মধ্যে একজন শ্রীযুক্ত মিঞা কায়কোবাদ আহম্মদ সাহেব বর্ত্তমান কক্স বাজারের সব্‌রেজিষ্ট্রার।

শুনিয়াছি, তিনি 'আরব্য উপন্যাসের' গল্পটি অবলম্বন করিয়া আরও একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি গান এখনও সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কয়েকটি আমাদের নিকটেও আছে। অধিকাংশ সঙ্গীত প্রণয় ও আদিরস-ঘটিত।

১৬৪। বাইশ কবির মনসা।

চট্টগ্রামে বাইশ কবি ও ষট কবি কৃত মনসা প্রচলিত আছে। ভিন্ন ভিন্ন জেলাবাসী কবিগণ মিলিত হইয়া এই পুঁথি প্রণয়ন করিয়াছেন, এই কথা কোন ক্রমেই বলা

চলে না। যবনিকার অন্তরালে বসিয়া অবশ্যই কোন মহাত্মা বা মহাত্মগণ বহু-বৎসরের পরিশ্রমে এই কাজ সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন; বলিতে হইবে। নতুবা এরূপ অপূর্ব্ব সম্মিলন কিরূপে হইল ?

আরম্ভ :—

আস্তিকস্ত মুনের্ম্মাতা ইত্যাদি।
অথ গণেশ বন্দনা।
প্রণমোহ গণপতি, বিঘ্ন হোনে মহামতি
স্মরণে পাবও দূরে জাএ।
প্রণমোহ লম্বোদর, সিন্দুর শোভা কর,
মূষিক বাহনে গণরাএ।

শেষ :—

সেই সব দুঃখ তুমি মনে পরিহর।
পূর্ব্ব মত নিত্য (নৃত্য) কর আমার গোচর।
এই মতে অনিরুদ্ধ ইন্দ্রপুরে রৈল।
এথ দূরে পদ্মাপুরাণ সমাপ্ত হইল।
দীনহীন ফকির চান্দ কহে জোরকরে
বিষম সঙ্কটে পদ্মা তরাইবা আমারে।
তোমার চরণে পদ্মা এই পরিহার।
পদভঙ্গ দোষ মাতা ক্ষেমিবা আমার।
আমি অতি মূঢ়মতি নরাধম জাতি।
ক্ষেমিবা সকল দোষ জয় পদ্মাবতী।
সভাজনের স্থানে কহি বন্দিআ চরণে।
জদি কোন দোষ থাকে না লইবা মনে।

"ইতি শ্রীপদ্মাপুরাণে মনসা পুস্তক বিপুলা লক্ষিন্দরের স্বর্গ আরোহণে সমাপ্ত। ইতি সন ১২১৩ মঘি তারিখ ৪ কার্ত্তিক রোজ আদিত্ত বাসর দ্বিপ্রহর বেলা লিখনং মিতি। এই পুস্তক মালীকে শ্রীফকির চন্দ দেআদাসস্ত পিছরে রামমোহন দে মৃত নিঃ বাশখানি সাং রাধনপুর থানা সাতকানিয়া।"

অতি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। পত্র সংখ্যা ২০১; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। চট্টগ্রাম হইতে অনেক দিন পূর্ব্বে ইহা ছাপা হইয়াছিল, কিন্তু সেই সংস্করণটি তেমন প্রীতিপ্রদ হইয়াছে কিনা, বলিতে পারি না। ভাষার খাতিরে ইহার আলোচনায় অনেক লাভ আছে। ভূরি ভূরি প্রাচীন শব্দ মিলিবে।

এত বড় পুঁথি পাঠ করা বড়ই শ্রম-সাপেক্ষ। পুঁথি খুঁজিয়া সমস্ত কবির নাম-গুলি বাহির করিতে পারিলাম না। মোট ২০ জনের নাম পাওয়া গিয়াছে; তাহাও নির্ভুল হইল কি না, বলা কঠিন। নিম্নে নাম তালিকা দিতেছি :—১। গঙ্গাদাস সেন ২। নারায়ণ দেব * ৪। জগন্নাথ সেন ৪। বলরাম দাস ৫। জয়দেব দাস ৬। সুখ দাস ৭। সুকবি দাস ৮। গোবিন্দ দাস ৯। বৈদ্য জগন্নাথ ১০। গুণানন্দ সেন ১১। বিপ্র জানকী নাথ ১২। রাম দাস ১৩। দ্বিজ বন-মালী ১৪। দ্বিজ বলরাম ১৫। পণ্ডিত গঙ্গা-দাস ১৬। যদুনাথ পণ্ডিত ১৭। দ্বিজ বংশী দাস ১৮। সুদাম দাস ১৯। হৃদয় ব্রাহ্মণ ২০। দ্বিজ জয় রাম

মাননীয় দীনেশবাবু 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' মনসা লেখকদিগের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে উপরোক্ত ৩য়, ৫ম, ৭ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ, ১৩শ, ১৫শ, ১৮শ, এবং ২০শ নাম-গুলি পাওয়া যায় না। বৈদ্য জগন্নাথ আর জগন্নাথ সেন, এবং গঙ্গাদাস সেন আর পণ্ডিত গঙ্গাদাস, অভিন্ন ব্যক্তি কিনা নির্ণয়

* নিম্নোদ্ধৃত চরণদ্বয় হইতে 'নারায়ণদেবের' সম্পূর্ণ নাম 'রামনারায়ণ দেব' বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার উপাধি যে 'সুকবি বল্লভ' ছিল, তদ্দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে।

'সুকবি বল্লভ রাম দেব নারায়ন।
একটি লাচাড়ি কহি শুন দ্বিজা মন।' হস্তলিখিত মনসা।

করিতে না পারায় আমরা তাঁহাদের নাম পৃথক ভাবে দেখাইলাম।

এস্থলে একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিব। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' লিখিত আছে, "ত্রিপুরা জেলায় একটি চম্পক নগর আছে, পূর্ব্বাঞ্চলের লোকের বিশ্বাস, সেই স্থলেই লখিন্দরের কাণ্ড কারখানাটা হইয়াছিল। লখিন্দরের লোহার বাসরের ভিটাও তথায় দুষ্প্রাপ্য নহে। এদিকে বর্দ্ধমানের ১৬ ক্রোশ পশ্চিমে চম্পক নগর ও তন্নিকটে বেহুলা নদী প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।"* দীনেশবাবু এসকল কথা বিশ্বাস করেন নাই। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, এই সকল কথার সহিত আমাদের চট্টগ্রামের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত-লেখক বাবু তারকচন্দ্র দাস গুপ্ত লিখিয়াছেন,—"সমুদ্রের উপকূলে 'বন্দর' গ্রামে চাঁদ সওদাগরের দীঘি সমুদ্রযাত্রী নাবিকদিগের ইহার জলই একমাত্র পানীয়। * * * মনসা দেবীর অনুগ্রহে এই বাণিজ্য প্রধান চট্টলে চাঁদ সওদাগরের নাম চিরপ্রসিদ্ধ। চাঁদ সওদাগরের আবাসভূমি চম্পকনগর এখন চাঁপাতলী নামে অভিহিত হইয়াছে।" † জনপ্রবাদও এইরূপই। লোকের বিশ্বাস, উক্ত দীঘি কেহ সন্তরণ দ্বারা পার হইতে পারে না। তাহা করিতে যাইয়া নাকি কেহই প্রাণ লইয়া ফিরে নাই। আরও অনেক আজগুবি প্রবাদ আছে। এখানে তাহার উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই।

* 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ১০৯ পৃষ্ঠা।
† 'চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত' ৪২ পৃষ্ঠা।

১৬৫। গুরুভক্তি শ্লোক।

পদসংখ্যা—১৩।

আরম্ভ :—

ভাব্য না রে মন গুরু কেমন ধন। ধ্রু।
গুরু বিদ্যমানে শিষ্য পুত্র তুল্য হও।
ব্রহ্মা আদি জথ দেবে গুরুরে সেবএ॥
বিক্রম আদিত্য সুত শ্রীপতি কুমার।
নিত্য নিত্য পাঠ করে গুরুর দরবার॥

শেষ :—

গুরু বিদ্যমানে জার মনে হেলা করে।
ইন্দ্রতুল্য হইলে তার শ্রীভ্রষ্ট করে॥
এই বাক্য শুন বাপু শ্রীপতি কুমার।
হৃদেতে থাকিলে বাপু দুঃখ নাই আর॥

ভণিতা :—

গুরুর মহিমা বাপু না পারি বর্ণিতে।
গুরুর চরণ বন্দি কহে লক্ষ্মীকান্তে॥

১১৮৪ মঘির হস্তলিপি। লেখক রামতনু ঠাকুর।

১৬৬। গোকুলমঙ্গল।

কৃষ্ণ-চরিত সম্বন্ধে ইহা আর একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' ইহার নিকট অতি নগণ্য বোধ হইবে। ইহাও ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুবাদ বা তদবলম্বনে লিখিত গ্রন্থ। গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠা সুন্দর কবিত্বসৌরভে আমোদিত, বিবিধ অশ্রুতপূর্ব্ব ছন্দ ও রাগ রাগিণীর ঝঙ্কারে মুখরিত। সুশিক্ষিত গ্রন্থকার রাধাকৃষ্ণের বিহার-বর্ণনায় যদি অশ্লীলাংশ পরিহার করিতে পারিতেন, তবে বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যে ইহার তুলনা মেলা কঠিন হইত। যে অশ্লীলতা আজ আমাদের নিকট হেয়, তাহা সেই কালেও যদি হেয় বলিয়া গণ্য হইত, তবে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের প্রায় সমস্ত কবিই সেই বীভৎস

আদিরস বর্ণনায় এত আগ্রহান্বিত হইতেন না। এই কারণেই প্রাচীন কাব্যাদির অশ্লীলতা এখন মার্জ্জনীয়। যাহা হউক, আমাদের ঔদাসীন্যে যদি এই সুন্দর কাব্যখানি বিলুপ্ত হয়, তবে আমাদের কলঙ্ক রাখিবার ঠাঁই থাকিবে না।

অতীব দুঃখের বিষয় যে, গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। ২৩৩ পত্র পর্য্যন্ত আছে, কিন্তু ইহার মধ্যেও ১ম, ২য়, ৪৯ এবং ৫০ পত্রগুলি নাই। বড় আকারের কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। ক্ষুদ্র ও ঘন লেখা। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, এ একখানি অতি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। হস্তলিপি প্রাচীন,—মধ্যে কতকাংশের অক্ষর ১২৫৯ মঘির মহা-ঝটিকার প্রকোপে কর্দ্দমাক্ত হওয়ায়, প্রায় বিলুপ্ত বা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। শিক্ষিত লোকের হস্তাক্ষর,—অশুদ্ধি খুব বিরল। হস্তলিপির তারিখ পাই নাই, লিপিকারের নাম তারিণীচরণ সেন, সাকিম আনোয়ারা।

রচিতার নাম 'রাম দাস' কি 'ভক্তরাম দাস' ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। 'ভক্ত' শব্দটি বিশেষণ, না, নামাংশ বুঝা কঠিন। কারণ, গ্রন্থের কোন একটা স্থানেও তিনি 'ভক্ত' শব্দ ছাড়িয়া 'রামদাস' ভণিতা দেন নাই। যেখানে 'রাম' শব্দ প্রয়োগের অসুবিধা হইয়াছে, সেখানে অগত্যা 'ভক্তদাস' ভণিতা প্রদত্ত হইয়াছে। 'ভক্ত' শব্দটী যদি নামাংশ না হইত, তবে উক্তস্থলে ঐরূপ না করিলেও ত পারিতেন। আরও এক কথা আছে, শত ধার্ম্মিকই হউন না কেন, নিজকে কেহ 'ভক্ত,' 'ভক্ত,' কয়ে কি? এই সব বিবেচনায় আমার বোধ হইতেছে, কবির নাম 'ভক্তরাম দাস।' * নিয়ে তিনটী ভণিত দেওয়া গেল :—

(১) গোকুল মঙ্গল কহে মহামুনি ব্যাস।
ভক্তদাসে বোলে রাজা পূর্ণ হউক আশ।

(২) গোকুল মঙ্গল ভণে দাস ভক্তরাম।
সাজিল পোতনা বুড়ি হিংসিবারে শ্যাম।

(৩) মুনি বোলে স্বয়ং তুহ্মি নন্দের নন্দন।
ভক্ত রামে বোলে কানু জগত জীবন।

রাগ-মল্লার।

আলো বন্ধু বড় সে নিঠুর তোর হিয়া।
মরিমু অবলা রাধা পিরীতে ঠেকিআ। ধুয়া।
ধৈরজ না মানে প্রাণে তুয়া প্রেম কান্দে।
পিরীতে অবলার প্রাণ নৈলা কালাচান্দে।
তোমার বিরহে হরি গরল ভক্ষিমু।
নহে জাতি কুল তেজি যোগিনী হইমু।
এক্ষত নিঠুর কেনে হইলা মুরারি।
তুয়া মনে সাধ জে বধিতে গোপনারী।
নিশ্চএ মরিমু নারী তুয়া প্রেম কান্দে।
ভক্তরামে কহে পুনি কহে কালাচান্দে।

ব্রজচন্দ, আহিরীচন্দ, ভাক্তাজাত, প্রভৃতি নুতন নুতন ছন্দের নমুনা দেখাইতে পারি-

* পক্ষান্তরে, 'ভক্তরাম' পদের যে কিছু সমর্থ হয় না, তাহাও বুঝা যাইতেছে। সুধীবৃন্দ যে নাম সঙ্গত মনে করিবেন, আমরাও তাহাই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। এতৎসম্বন্ধে আমাদের মনে যে সন্দেহের উদয় হইয়াছে, এখানে তাহারই উল্লেখ করিলাম মাত্র। 'রামদাস' নামে সিদ্ধান্ত করিলে. তাঁহাকে আনোয়ারা-বাসী অনুমান করিবার একটা কারণ পাওয়া যাইতে পারে। আনোয়ারার 'সেনবংশ' যেরূপ কবিপ্রসূ তাহাতে ঐরূপ অনুমান করা কিছু অসঙ্গত মনে হয় না। পুঁথির লেখক তারিণীচরণ সেনের পিতার নামও রামদাস সেন। পূর্ব্বে 'চণ্ডীমঙ্গল' ও 'সারদা মঙ্গলের' যে পরিচয় দেওয়া গিয়াছে, তাহাদের কবি ব্রজলাল ও মুক্তারাম সেন মহোদয় এই সেন বংশীয়। তবে কিনা এত বড় গ্রন্থের কোন স্থানেও রামদাস নামের সঙ্গে সেন উপাধি দেখি নাই। আশা আছে. কালে এই ভ্রান্ত অনুমান প্রত্যক্ষ প্রমাণে দূরীভূত হইয়া প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হইবে।

লাম না। সময়ান্তরে এই গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

এই গ্রন্থের বর্ত্তমান অধিকারী আনোঁয়ারা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গগনচন্দ্র সেন। গ্রন্থখানি তাঁহার গৃহে অনাদরে পড়িয়া আছে।

১৬৭। দৈবজ্ঞ-কাহিনী।

পদ সংখ্যা—২৯।

আরম্ভ :—

শুন মা জননী দৈবজ্ঞ কাহিনী,
ইষ্টদেব দিবাকর।
গ্রহ বিষ্ণু অংশ স্থিতি যুগ ধ্বংস,
লোকে দেখে পরাপর।

শেষ :—

ব্রহ্মার বদন হরি গ্রহগণ,
পঞ্চমুখে চারি মুখ।
অন্ত পরে কথ সব এই মত,
সুখ শান্তি কষ্ট দুখ।

ভণিতা :—

নব গ্রহগণ প্রণতি চরণ
শ্রীমধুসূদনে কহে।
বোল হরি হরি শ্রীমুখ ভরি,
শমনের নাহি ভয়ে।
জনার্দ্দন বন্ধু কৃপা কর সিন্ধু,
অরিষ্ট নাশিতে নাম।
এই আশা করি রৈছি পদ হেরি,
মৃত্যুকালে যদি পাম।

হস্তলিপি ১১৮৪ মঘির। লেখক রামতনু ঠাকুর।

১৬৮। মহীরাবণ-বধ। *

এই পুঁথিখানির নাম কি ছিল, জানিতে পারিতেছি না। প্রথম পৃষ্ঠে কোন নাম নাই। ইন্দ্রজিতের নিধনের পর শোকার্ত্ত রাবণের আহ্বানে অহিরাবণ (?) লঙ্কা গমন করতঃ মায়ানিদ্রায় রাম লক্ষ্মণকে অভিভূত করিয়া তাঁহাদিগকে পাতালে নিয়া রাখে। তাঁহাদের সন্ধান লইতে গিয়া অঙ্গদকে যমের সহিত ও হনুমানকে ইন্দ্রাদির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। শেষে পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া শিব রাম লক্ষ্মণের সন্ধান দিলে পাতাল গমন-রত হনুমান পথে জনৈক তপস্বিনীর শাপে অক্ষীভূত হয়। এই সকল ঘটনার বর্ণনার পর গ্রন্থ খণ্ডিত, সুতরাং উপসংহার কিরূপ বলিতে পারি না।

ক্ষুদ্র আকার। ১—১৯, ২২, ২৪—২৬, ২৯—৩৮ পাতা বর্ত্তমান। অবশিষ্ট হারাইয়া গিয়াছে। পুঁথির তারিখ পাওয়া যায় নাই। লেখার ধরণ দেখিয়া অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। 'মোর' 'তোমার' 'কোন' প্রভৃতি শব্দ 'মুর', 'তুমার' 'কুন' লেখা হইয়াছে। একস্থানে 'এবমস্তু' বাক্যটি 'অবমস্তু' রূপে লিখিত হইয়াছে! কিন্তু অদ্ভুত প্রণালী! কৃত্তিবাসের ভণিতা আছে।

আরম্ভ :—

শ্রীজয় দুর্গা। নমো গণেসায়।
বেদে রামায়ণে ইত্যাদি শ্লোক।
রাবণে বোলেন বুলহ পাত্রগণ।
সপুত্র বান্ধব মুর করিল নিধন।

---

* ইন্দ্রজিৎ বধের পর মহীরাবণ বধ সংঘটিত হইয়াছিল। আলোচ্য পুঁথির প্রতিপাদ্য বিষয়ও বোধ হয়, তাহাই। এই কথা ও ঘটনা লক্ষ্য করিয়াই আমরা এই পুঁথিখানির এই নামকরণ করিলাম। পুঁথিতে কিন্তু মহীরাবণ স্থলে সর্ব্বদা অহিরাবণ পাঠ আছে। সম্ভবতঃ তাহা লিপিকারের প্রমাদ।

আজি মাত্র জিআ আছি লঙ্কার ভুবন।
আদি অন্তে বিবরণ কহিমু কথন॥
চল চল মাতামুহ পাতাল ভুবন।
অইরাবণ আনিবারে হৈআ একমন॥
অইরাবণের পুরি কনককমল লঙ্কা।
দানে ধর্ম্মে তাহান তিলেক নাহি সঙ্কা॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত যে সব মনিমএ।
দিবারাত্রি চিন নাহি সূর্য্যের উদএ॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত জে কী দিব উপমা।
নানা মনি মাণিক লাগীছে অনোপামা॥
কুম্ভকর্ণ তনু হোতে তার উচ্চতর।
রত্নময় সূর্য্যো জেন উঠিছে উপর॥

ভণিতা :—

যুলে বানর রামলক্ষ্মণ, কথাঅ গেলাই দুইজন,
আমা সব করিআ নৈরাসা।
কৃত্তিবাসে বোলে রাম, পূর্ণ কর মনস্কাম,
কলিযুগে তুমি সে ভরসা॥

ইহা ব্যতীত আর কোথাও কোন ভণিতা নাই। এখন পুঁথিখানি আমার নিকট আছে। *

১৬৯। বর্ণ-সুন্দর।

অ আদি অক্ষর, ই ঈ অতঃপর,
উ ঊ ঋ ৠ করি আদি।
ঌ ৡ লেখিক্রমে এ ঐ ও ঔ সমে,
অনুস্বার অবধি।
চৌতিশে প্রথম, ক খ গ ঘ ঙ,
চ ছ জ ঝ ঞ বৈসে।
ট ঠ ড ঢ ণ, ত থ দ ধ ন,
প ফ ব ভ ম শেষে।
য র ল ব ক্রম শ ষ স হ সব নিয়ম,
ক্ষ করি অবসান।

ভণিতা :—

ঈশান চন্দ্রে, মন কুতুহলে,
কহে করিয়া বাখান।

এই বর্ণ-সুন্দর লিখিবার জন্য লেখককে প্রথমে সরস্বতী বন্দনা করিতে হইয়াছে। তাহার আরম্ভ এই:—

হয়ে প্রণিপাত, জোর করি হাত,
বিষ্ণুপ্রিয়া পদতলে।
মাতা সরস্বতী, কর অবগতি,
থাক মম কণ্ঠস্থলে॥

১৭০। হজরত মহম্মদ চরিত।

এই গ্রন্থখানির কোন নাম পাওয়া যায় নাই। আলোচ্য বিষয় হজরত মহম্মদ মস্তফার জীবন বৃত্তান্ত। গ্রন্থের ভাষা সুন্দর। এখনও আমরা পড়িয়া উঠিতে পারি নাই। ভবিষ্যতে বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করিব।

আরম্ভ :—

আল্লাহ গণি মোহাম্মদ।
প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নৈরাকার।
আদ্যে জে আছিল তাহা কহিমু প্রচার॥
জেরূপে আদম ছফি হৈলা উৎপন।
কহিবাম সে সব কিঞ্চিৎ বিবরণ॥
যতিএ প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
নুর মোহাম্মদের কহিমু বিবরণ॥

শেষ :—

সপ্তবার প্রণাম মক্কা প্রদক্ষিণ কৈলা।
সপ্তবার সেই শিলা সবে চুম দিলা॥
এই মতে বহু স্থানে প্রণাম করিলা।
আপনা দেশেতে নবি সমুক্ষে চলিলা॥

---

* কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে আমার সহযোগী শিক্ষক প্রিয়বর শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত সেন ও প্রিয় ছাত্র শ্রীমান শশীকুমার নন্দী পুঁথি সংগ্রহে সর্ব্বদা.ই আমার সহায়। তজ্জন্য তাঁহারা আমার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। লেখক।

ভণিতা :—

কহে হৈদ ছুলতানে আএ নরগণ।
এহি পুণ্যকথা তোরা শুন দিআ মন॥

"এ পুস্তক আদাএ। লিখিতং শ্রীআজ-মওল্লা মিছ্কিন্ ওং (দুষ্পাঠ্য) গাজী ইবনে ইআর মহাম্মদ সাং ওআহেদপুর পুস্তক আদাএ ইতি সন ১১৬৯ মঘি মাহে ২৫ মাগ রোজ শনিবার এক পহর ওদনে।" উপ-রোক্ত গ্রাম চট্টগ্রাম মীরেশ্বরী থানান্তর্গত।

পত্র সংখ্যা ১৬৫, দুই পৃষ্ঠে লেখা, বড় প্রাচীন, জটিল ধরণে লেখা, পড়িতে কষ্ট হয়।

এই পুঁথিখানি আমার প্রিয়বন্ধু, ভূতপূর্ব্ব 'আলো' সম্পাদক ৺ বাবু নলিনীকান্ত সেন বি, এ, মহোদয়, চট্টগ্রাম উচ্চ ইংরেজী স্কুলের অনৈক ছাত্র মীরেশ্বরী নিবাসী শ্রীমান দলিল রহমান হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আলোচনার জন্য নলিনীবাবু গ্রন্থখানি আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে একখণ্ড কাগজে লিখিয়া রাখিয়াছেন, ইহা "তাহার (উক্ত ছাত্রের) ঠাকুর দাদার লিখিত (রচিত)।" সৈয়দ সুলতানের ভণিতাযুক্ত অনেকখানি পুঁথি পাওয়া গেল। এই পুঁথি এখন আমার নিকট আছে।

১৭১। রাধিকাষ্টক শ্লোক।

চরণ সংখ্যা—৩৬।

আরম্ভ :—

রাধিকা শরদ ইন্দু নিন্দি মুখমণ্ডলী।
কুন্তলে বিচিত্র বেণী চম্পক পুষ্প বরণী॥
নীল পট্ট গাএ শোভে তাহে আধ ওড়নি।
বন্দেহং শ্রীপাদপদ্ম বৃকভানু নন্দিনী॥

শেষ :—

ভক্ত শিরমণি দেবী প্রেম সিন্ধুর চন্দনং।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার পদযুগ তারনং॥
পাঠত অষ্টক নিত্যং পাপতাপ নাশনং।
সর্ব্ব বাঞ্ছা সাধ্যসিদ্ধি প্রাপ্তি নন্দ নন্দনং॥

এই অষ্টকটি গৌরচন্দ্রের রচিত বলিয়া বিঘোষিত। *

১৭২। স্বপ্নাধ্যায়।

আরম্ভ :—

নম গনেসাঅ। শ্রীগুরুয়এ নম।
অথ সপ্নাধ লিখতে।
প্রথমে বন্দম হরি শঙ্কর বিধাতা।
সরেস্বতি দেবি বন্দম জগতের মাতা॥
হরের বনিতা বন্দম্ হিমাল নন্দিনী।
দেব গুরু আদি অথ রিসি মুনি॥
প্রণমোহ কাত্যাঅনি নাঅকের মাতা।
নাগসুতা বেন্দু মাতা ধুক্ষ মুক্ষ দাতা॥
এক মনে বন্দম মুই দেবি নারাঅনি।
কমল চরণে বন্দম পরিআ ধরণি॥
অমর অধুর বন্দম রতন অনাসন। (?)
সহস্র গদাধর দেব কুলিশ ধারণ॥
ব্যাস আদি সত্যবাদি বন্দম মুনিগণ।
একে একে প্রণমোহ তিতিঅ ভুবন॥
সরস্বতি মাতা মোর পূর্ণ কর আসা।
রচিল সপ্পনের কিছু যুরাযুর ভাসা॥
যুরাচার্য্য রচিলেক চারি শ্লোক বন্ধে।
তাহার বাখান কিছু কৈমু পদবন্ধে॥

শেষ পত্রের শেষ :—

সপ্পনে জদি পীটা খাএ রক্ত করে পান।
মোহা ধুক লাব হএ বারএ সম্মান॥
মোরক যুকর মেশ হংশ পক্ষিগণ।
এই সকল পিষ্টে জেবা করে আরোহণ॥

* সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, অষ্টম ভাগ ১ সংখ্যা, ৩১ পৃষ্ঠা।

চারু নগন বলি তারে লক্ষি বৃদ্ধি হএ।
মৈন্যাদা মহিমা যারে শত্রু কুল ক্ষয়।
মনিস্তর সাংশ সেবা করএ ভক্ষণ।

*　*　*

ভণিতা নাই। পত্র সংখ্যা এবং তারিখাদিও দেখা যায় না। গণনায় ১০ পাতা পাওয়া গেল। এক পিঠে লেখা। ক্ষুদ্র পুস্তিকা মাত্র। পুঁথির অন্যত্র লেখা আছে "সন ১২০০ মং তাং ৩ ভাদ্র।" পুঁথির অবস্থা জীর্ণ।

পূর্ব্বে আরও দুইখানি 'স্বপ্নাধ্যায়ের' পরিচয় লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে। এইখানি আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীমান্ শশীকুমার নন্দী আমাকে সাধনপুর হইতে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

১৭৩। গুরু-দক্ষিণা।

আরম্ভ :—

কৃষ্ণ করতি কল্যাণং কংস কুঞ্জরকেশরী।
কালিন্দী-জল-কল্লোল কোলাহল-কুতুহলী।
সাতে ভবতু সুপ্রীত দেবী শিখরবাসিনী।
উগ্রেণ তপসা লব্ধো যায়া পশুপতি পতিরাম।
রাত্তি পোহাইল উদিত ভাস্কর।
সভা করি বসিলেন রাম গদাধর।
অনেক পণ্ডিত বৈসে সভার ভিতর।
পরিআ শুনিআ সভা অমৃত উত্তর।

ভণিতা :—

বসুদেব দৈবকীরে করিআ প্রণাম।
সকল বৃত্তান্ত কহে কৃষ্ণ বলরাম।
বসুদেব দৈবকীর আনন্দ হইল।
সুনিআ মথুরাবাসী দেখিতে আইলো।
সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইআছে দুই ভাই।
না পড়িছে জেই শাস্ত্র সেই শাস্ত্র পাই।
এইরূপে প্রশংসা করএ সর্ব্ব জন।
আপনা আলএ সবে করিল গমন।

শেষ :—

সঙ্কর ভাবিআ মনে সঙ্কর ব্রাহ্মণ।
শ্রীগুরু দক্ষিণা গীত কইল সমাপন।

"এই গুরুদক্ষিণা সমাপ্ত। শ্রীনিত্যানন্দ সেন পীসরে গোকুলচন্দ্র সেন সাকিম আনো আরা। সন ১২৫১ বাং মতাবেক সন ১২০৬ মঘি তাং ১৫ চৈত্র।"

পত্র সংখ্যা ৪, উভয় পৃষ্ঠে লেখা। এই পুঁথি আমার নিকট আছে।

১৭৪। রাগনামা।

এই শ্রেণীর অনেকখানি পুঁথি আমরা দেখিয়াছি। আলোচ্য বিষয় সকলেরই এক। শীর্ষোক্ত নাম গ্রন্থকর্ত্তার উদ্দিষ্ট নাম কি না, জানিবার উপায় নাই; কারণ গ্রন্থের আদ্যন্ত খণ্ডিত। লোক মুখে এই শ্রেণীর গ্রন্থাদির ঐরূপ নামই শুনা যায়।

ইহাতে রাগ তালের উৎপত্তি প্রভৃতি বর্ণিত ও প্রত্যেক রাগানুযায়ী এক একটি সঙ্গীত (অধিকাংশই বৈষ্ণবপদ) প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং এইরূপে বহু কবির রচিত অনেক পদ সংগৃহীত আছে। অনেক সুন্দর পদ আছে। দুঃখের বিষয়, সকলগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না।

লিপিকারগণ খামখেয়ালি করিয়া কোন কোন পদের কিছু কিছু পরিবর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে একটি তুলিয়া দিতেছি :—

গীত—মারহাটি।

যাম না সহে সজনি রে।
রোদে উনাইআ পড়ে যাম। ধু।
তোমার বাঁশীর স্বরে, প্রাণ মোর ঝিয়ে,
রহিতে না পারি ঘরে।

হেন লএ হিআ, প্রেমডুরি দিআ,
বান্ধিআ রাখি তোমারে।
হেন লএ মনে, বন্ধুর চরণে,
ভজি থাকি রাত্রি দিন।
দয়ার ঠাকুর, না হৈঅ নিঠুর,
দেখি বড় অতি হীন।
কহে আপঝল আলি, শরীর কৈলুম কালি.
তুমি সে বন্ধুয়ার লাগি।
পিরীতি বাড়াইআ, যদি যাও ছাড়িআ,
নিশ্চয়ে হইমু বৈরাগী।

ছয় ঋতুর নাম কিরূপ, দেখুন :—
হেমন্ত বসন্ত উক্ত শরদ উপাম।
পাহুক শিশির এই ছএ রিতর নাম।

এবং ঋতু কালবিভাগ এইরূপ :—

হেমন্ত—অগ্রহায়ণের শেষ পক্ষ হইতে মাঘের প্রথম পক্ষ পর্য্যন্ত।
বসন্ত—মাঘের ঐ " চৈত্রের ঐ "।
নিদাঘ—চৈত্রের ঐ " জ্যৈষ্ঠের ঐ "।
পাহুক—জ্যৈষ্ঠের ঐ " শ্রাবণের ঐ "।
শরত—শ্রাবণের ঐ " আশ্বিনের ঐ "।
শিশির—আশ্বিনের ঐ" অগ্রহায়ণের ঐ "।

ভণিতা :—

(১) কহে হীন আলাঅলে সবা প্রণমিয়া।
হএ কি না হএ চাহ বেদ বিচারিআ।
(২) আষ্ট তালায় আষ্ট পৈরণ হইল আদায়।
কহে হীন আলাঅলে সবার বিনয়।

উক্ত ভণিতা-ধৃত কবি,আমাদের সুপ্রসিদ্ধ কবি আলাওল সাহেব কিনা, তৎসম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে। কবি আলাওল কোন একটি গ্রন্থেও ঐরূপ ভাষায় ভণিতা দেন নাই এবং কাহারও অনুজ্ঞা ভিন্ন তিনি কোন গ্রন্থও রচনা করেন নাই। ইতিপূর্ব্বে আমরা তাঁহার ভণিতার উল্লেখ করিয়াছি, হয়ত কোন অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি গ্রন্থের মহিমা বৃদ্ধির জন্য তাঁহার নামটি যোজনা করিয়া দিয়া থাকিবেন।

এই পুঁথির অতিজীর্ণ অবস্থা; মাঝে মাঝে কীটভুক্ত। পত্র সংখ্যা নাই, গণনায় ৬১ পাতা পাওয়া গেল। দুই পিঠে লেখা পুঁথিখানি আনোয়ারা—রুদুরা-বাসী শ্রীক্ষজর আলি মাতবরের নিকট আছে।

"লিখিতং শ্রীমাহাং বক্সা আলি পীং নাহাং হারি পণ্ডিত সাং ভিঙ্গ্রোল মতালুকে দেআং। এতি সন ১১৭৪ মঘি তারিখ ১৭ ভাদত সমাপ্ত সোদ।"

উক্ত 'হারিপণ্ডিত' পূর্ব্বপ্রকাশিত 'জয়গুণের বারমাস'—লেখক কবি।

১৭৫। শ্রীরামের ধনুক-ভাঙ্গা।

এই পুঁথিখানি আমরা পাই নাই। 'নব্যভারতের' (১৩০৫ সাল ১৬শ খণ্ডের) আশ্বিন সংখ্যায় মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। 'সাহিত্য-পরিষৎ' বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যালোচনার কেন্দ্র স্থল। অন্যান্য সাময়িক পত্রের প্রাচীন সাহিত্য-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ সকলেরও সার-সঙ্কলন করিয়া 'পরিষদে' প্রকাশিত করিলে আলোচনার বিশেষ সুবিধা হয়। এই উদ্দেশ্যে আমরা 'নব্যভারতের' উক্ত প্রবন্ধের এস্থলে উল্লেখ কর্ত্তব্য বোধ করিলাম।

১৭৬। লালমতী-সয়ফল মুল্লুক।

ইহার আদ্যন্ত কিছুই নাই। ষষ্ঠ পাতা হইতে ২৭ পাতা পর্য্যন্ত আছে; তাহাও

অতি জীর্ণ শীর্ণ। পাণ্ডুলিপিটি অতি প্রাচীন বোধ হয়। লেখার তারিখ নাই। পুঁথিতে লালমতী ও জোলকর্ণায়ন সেকান্দরের পুত্র মুলুকের প্রণয় ও পরিণয় ঘটিত ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই পুঁথির অস্তিত্ব চিহ্ন রাখিলাম।

রাগ—দীর্ঘ ছন্দ।

তবে মহাযুবরাজ　　মালিনিতে পুছে কাজ
　　কোন মতে মিলিবে নৃপতি।
*　　*　　*　　*
মালিনিএ কহে কাজ　　শুন কহি যুবরাজ
　　সেবা হেতু হএ দরসন।
রাজার মৈদ্ধে নৃপবর　　মোহা দমা ভয়ঙ্কর
　　জার শব্দে কাম্পে ত্রিভোবন।
শব্দ শুনি নরপতি　　দুত আসি সিগ্রগতি
　　ধরি নিব রাজার গোচর।
তোমাতে পুছিব কাজ　　শুন কহি যুবরাজ
　　ক্রোধমুকি হই বহুতর।
নৃপতির গোচর　　মনে ভাবি অসম্ভর
　　পরিচয় দিব নিজ নাথ।
সেকান্দর নাম শুনি　　কৃপা হইব নৃপমণি
　　যদি বিধি নহে তোমার বাম।
সাহাদেবের চরণ　　সরিপের নিবেদন
　　চলিলেক রাজার কুমার।
ভয় ভাবি পরিহরি　　চলে বির আগুসারি
　　মনে ভাবে প্রভু নিরঞ্জন।

ভণিতাঃ—

হামীদের চরণ　　সরিপের নিবেদন
　　অধমরে করহ মুকতি।
সাহা হামিদের চরণ　　সরিফের নিবেদন
　　যম দিব্যে হারালু জীবন।

আমরা এই নামের আর একখানি ছাপা পুঁথি দেখিয়াছি, তাহার রচয়িতার নাম আব-দুল হাকিম।

এই পুঁথি কাগজের এক পিঠে লেখা। পুঁথির কোণে স্থানে স্থানে "বং শ্রীতাহির মাং সাং চক্রসালা", "শ্রীহক মালিক মাং আমি সাং কৈখাইন" এবং "লালমতির কিস্তা" এই কথাগুলি লিখিত আছে। হস্তাক্ষরের পার্থক্য বুঝা যায় না। হয়ত পুঁথির নাম "লালমতীর কেচ্ছা হইবে। পীর খোয়াজ খিজিরের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই এই পুঁথির সৃষ্টি। শেষ ভাগে পদে পদে তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণনা আছে। ইহা আমার নিকট পাওয়া যাইবে।

১৭৭। মনসা-মঙ্গল।

পূর্ব্বে একবার এই গ্রন্থের উল্লেখ করা গিয়াছে। এই প্রকাণ্ড গ্রন্থের একটি মাত্র পাতা তখন আমাদের সম্বল ছিল।

মনসা বিষয়ে যতখানি গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে এই খানিই আমাদের মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা একজন পণ্ডিতের রচনা, সুতরাং ভাষার বাঁধুনি সর্ব্বত্রই মনোজ্ঞ ও সুন্দর। পদগুলি সংস্কৃত শব্দ বহুল, অথচ কবিত্ব ও মাধুর্য্যপূর্ণ-কবির সুসংযত লেখনী এতই হাস্যরসসিক্ত যে স্থানে স্থানে পাঠের সময়ে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে। বাইস কবির মনসা যেমন দীর্ঘায়ত ও এক ঘেয়ে, ইহা তেমনি সংক্ষিপ্ত ও কৌতূহলোদ্দীপক। প্রাচীন শব্দ রাজি ও ভাষা আলোচনার পক্ষেও ইহার মূল্য অসামান্য। বঙ্গসাহিত্যে ইহা সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যোগ্য। ইহা "বিদ্যাভূষণী মনসা" নামে খ্যাত।

ইহার ধোয়াগুলি কিরূপ সুন্দর, অন্যকে বুঝান কঠিন। সেইগুলি কবির স্বকৃত কি না, জানি না। ধোয়াগুলির অংশ মাত্র

দেওয়া আছে। দু এক স্থলে সম্পূর্ণ ঘোষাও আছে; কিন্তু তৎস্থলে অন্য কবির ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। প্রবন্ধ-কলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে তুলিয়া দিতে পারিলাম না।

আরম্ভঃ—

নমো গণেশায়। আস্তিকস্য মুনের্মাতা ইত্যাদি।

রাগ ধানসি।

সিবাসুত গণনাথে সেবকে করিয়া মাথে
সর্ব্বদায়ে বন্দম চরণ।
সতত জানিয়া রাস সিদ্ধি কর সার আস
সুঘটে করহ আরোহণ॥
শুভ্র দন্তধারি নিতা সমাধিতে সুদ্ধচিত্ত
সুসুন্দর চারি করধারি।
সেবাহীন সিশুমতি সুধির না হয় মতি
সর্ব্বগুণ বর্ণিতে না পারি॥
সাক্ষাতে প্রসন্ন দেবা সিদ্ধাসুরে করে সেবা
সপুট করিয়া দুই কর।
সহরিসে বর দিয় সর্ব্ব দেবের পুজনীয়
সদাএ সদয় গণেশ্বর॥
বিদ্যাভুষণে ভাসে শিতল চরণ আসে
বড়্‌পদ হইয়া মধু আসে।
সমন দমন ভয় শুন প্রভু দয়াময়

শেষ :—

সঘনে ডাকয় নিজ দাসে।
ইন্দ্রপুরে গেলা লখাই বিপুলা সহিত।
প্রতিদিন বাসায় সুনয়ে নৃত্যগীত॥
মুনিগণ চলি গেলা আপনার পাস।
শ্রীবিদ্যাভুষণ কবি মনসার দাস॥
সর কর রিতু বিধু সক নিজোজিত।
মনসা মজল রাম জীবন চরিত॥

সেবকের ইতি।

জয় দেবী পদ্মাবতী ভুজঙ্গ বাহিনী।
সররিজা মনসিজা বিপিন বাসিনী॥
* * *
* * *

এই ঘটে রহ মাতা হৈয়া সানন্দিত।
এই ত সময়ে আছু পুস্র হৈল শিত॥
লিখক শ্রীরাধাকৃষ্ণ শর্ম্মার স্বহস্তেতে।
গ্রন্থ সমাপন হৈল চন্দ্র বাসরেতে॥

ইতি শ্রীপদ্মাপুরাণে মনসা পুস্তিকা সমাপ্ত।
সন ১২৪৪ মং তাং ২৬ মাগ্রসির্।

ভণিতা :—

(১) শ্রীরামজীবনে ভণে, মনসা ভাবিয়া মনে,
কর জোরে প্রণতি অপার।
তবাঙ্‌ঘ্রি কমল দন্দে, অলি হইয়া মধুগন্ধে,
মন মোর রৌক অনিবার॥
(২) শ্রীবিদ্যাভুষণ কবির শুদ্ধ সুরচন।
দেবীরে লইয়া কিছু সুনহ বচন॥

কবির পরিচয় :—

অল্প বয়স মোর দ্বিজ কুলে জাত।
পণ্ডিত না হয় মুই কহিলু সভাত॥
মনসার নাম মাত্র হৃদয়ে ভাবিয়া।
মহাসিন্ধু খেয়া দিছে উড়ুপ লইয়া॥
জনক আমার জান গঙ্গারাম খ্যাতি।
তাহান চরণ বন্দো করিয়া ভকতি॥
তাহান অনুজ বন্দো নামে নারায়ণ।
কর জোরে তান পদে করম বন্দন॥
* * *
গুরুর চরণ বন্দো করিয়া ভকতি।
গ্রামেশ্বরী দেবী বন্দো জে গ্রামে বসতি॥

রচনা কাল :—

শর কর রিতু বিধু শক নিজোজিত।
মনসা মজল রাম জীবন রচিত॥

পত্র সংখ্যা ১২৯। প্রথম ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে, অবশিষ্ট পত্র দুই পৃষ্ঠে লেখা। ১৬২৫ শকের রচনা। কবির উপাধি ভট্টাচার্য্য।

হস্তলিপি আধুনিক হইলেও মৌলিকত্ব রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

এই গ্রন্থ রচয়িতার নিবাস, বোধ হয়, বাঁশখালী থানার অন্তর্গত সাধনপুর বা বাণীগ্রাম। মৎপ্রকাশিত "সূর্য্যব্রতের পাঞ্চালী" যে এই কবিরই লেখনী সম্ভূত, তাহা প্রাগুদ্ধৃত "অল্প বয়স মোর * * কহিনু সভাত" এই পংক্তিদ্বয় হইতেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। সময়ান্তরে এই কবির জীবনীসহ কাব্যখানি বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইবে।

বাণীগ্রাম স্কুলের হেডপণ্ডিত বাবু শরচ্চন্দ্র ভৌমিক মহাশয় এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

১৭৮। জমাবন্দীর বচন।

পদ সংখ্যা—১৩।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উপলক্ষ করিয়া এই ক্ষুদ্র ছড়াটি লিখিত হয়।* "জটিল ভূপরিমাণ বিদ্যাকে সাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত দ্বিজ রামানন্দ এই আর্য্যাটি প্রস্তুত করেন।"

আরম্ভ :—

জমা বমজিম জমিন প্রথমেতে রাখি।
খিলা পয়রহ বাদ তার নীচে লিখি।
খানে বাড়ী দেড় কাণি বাদ করি দ্রোণে।
বাদ পাটাদারি তিন কাণি বেদ গণ্ডাসনে।

শেষ :—

বাণ পণ চন্দ্র গণ্ডা বিছানি কাইচা চৌকি।
হাল বেশী সাত আনা সপ্তদশ গণ্ডা টিকি।
খানা খরচা রস আনা আড়াই পাই ক্রমে।
হদিস কাছারি খরচা পাঁচ আনা নিয়মে।

ভণিতা :—

জমিদারির তোলাএ তোলা জানিবে নিশ্চয়।
পয়ার রচিআ দ্বিজ রামানন্দ কএ।

১৭৯। সয়ফল মুল্লুক বদিয়ুজ্জামাল।

এই কাব্যখানি মহাকবি আলাওলের রচিত। মুসলমান প্রকাশকের সাহায্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল পুঁথির দুর্দ্দশার কথা অনেকবার বলিয়াছি এখানে পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। দীনেশবাবু তাঁহার গ্রন্থে এই কাব্যখানি সুচারুরূপে প্রকাশিত করিবার জন্য সাহিত্য সমাজকে অনুরোধ করিয়াছেন। এই কথা দ্বারাই গ্রন্থের গুণাগুণ অনেকটা বুঝা যাইতে পারে। এখনও হস্তলিপি বিস্তর পাওয়া যাইবে।

আলাওলের প্রত্যেক কাব্যের প্রারম্ভে স্বকীয় বৃত্তান্ত নিবদ্ধ আছে। এই পাণ্ডুলিপিতে মঙ্গলাচরণ ও কবির জীবনী সম্বন্ধে বৃত্তান্তটি বাদ পড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় ভূমিকার মধ্য হইতে কবির স্ববৃত্তান্তটি তুলিয়া দিতেছি :—

এবে অবধান কর সাধু গুণবন্ত।
জেইরূপে রোহাস্য পুস্তক আদি অন্ত।
মহাদেবীর মুক্তপাত্র শ্রীযুত মাগন।
ছএ ফল মুলুক কথা করাইল রচন।
সাঙ্গ না হৈতে পুস্তক পাইল পরলোক।
কথ কাল মোর মনে আছিল সে শোক।
তার পাছে সাহা সুজা নৃপকুল-ঈশ্বর।
দৈব পরিপাকে আইল রোসাঙ্গ সহর।
রোসাঙ্গ নৃপতি সঙ্গে করি বিসম্বাদ।
আপন্যার দোষ হেতু পাইল অবসাদ।
জথেক মোছলমান তার সঙ্গে হইল।
নৃপতির সাস্তি পাইআ সর্ব্বলোক মৈল।
মির্জা নামে এক পাপী সত্যধর্ম্ম ভ্রষ্ট।
সাল অগ্রে উঠিল বহু লোক করি নষ্ট।
জার সঙ্গে ছিল তার ভিল মন্দ ভাব।
অপরাধে (অপবাদে ?) নষ্ট করি পাইল নর্ক (নরক) লাভ।

* শ্রীযুক্ত বাবু তারকচন্দ্র দাস গুপ্ত প্রণীত 'চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত' ৭৩—পৃষ্ঠা।

নিকটে মরণ জানি ইজ্জাগজ পাপ।
যে জনে করএ সেই নর্ক (নরক) মাগে আপ ॥
এজিদ প্রকৃতি সেই দাসীর নন্দন।
মিথ্যা কহি কথ লোক করাইল বন্ধন ॥
আউক্তোক্ত সব মুক্ত পরিল অস্থানে।
পাপরাসি ধর্ম্মনাশি মৈল সাল সনে (?)
আমরেহ অপরাদ (?) দিল পাপ ছারে।
না পাই বিচার পড়িলুং কারাগারে ॥
বহুল জন্ত্রণা দুক্ষ পাইলুং কর্কশ।
গর্ভবাস প্রাএ ছিলুং পঞ্চাশ দিবস ॥
আউ ছিল শেষ আমার রাখিল বিধাতাএ।
সব ভিক্ষা জীব রৈক্ষা ক্লেসে দিন জাএ ॥
এহি মতে বহি গেল নবম বৎছর।
খণ্ড কাব্য রহিল পুস্তক মনুহর ॥
ছৈদ মুছা নামে এক পুরুষ মহন্ত।
অভিন্ন মদনরূপ মহা গুণবন্ত ॥
অস্ত্রে শাস্ত্রে বিশারদ সাহসে প্রমাণ।
নৃপতির বিশএ ধরে সর্ব্বত্রে সুজান ॥
সহস্রে সহস্রে সব অগ্নি অস্ত্রধারি।
পৈত্যার্থে (?) নৃপ তারে কৈল অধিকারী ॥

* * *

ছৈদ বংশেত জন্ম মহা সাধু সদাচার।
সর্ব্বত্রে পরমার্থ বেবহার ॥
দেবগুরু অতিথেরে ভক্তিএ রচিত ॥
দানে মানে আলিম ফকির সেবা নিত ॥
গুণমন্ত আপনে বুঝেন্ত গুণিগণ।
ধর্ম্ম কর্ম্ম রস মর্ম্ম ভাবেন্ত নিপুণ ॥
আমি বৃদ্ধ ফকিররে অতি বহুতর।
তালিম এলম বুলি করেন্ত আদর ॥
দানে পরিতোসেন্ত পোসেন্ত অনুক্ষণ।
প্রেমরস মানো বস তোসে মোর মন ॥
এক দিন আমারে আপনা আলএ।
বহু জত্ন করিআ কহিল মহাশএ ॥
পুস্তকের আজ্ঞাকারী শ্রীযুত মাগন।
আছিল তোমার সিস্য মোর বন্ধুজন ॥

খণ্ডকাব্য রহিল পুস্তক মনুহর।
সমাপ্ত হইলে রস অতি মনুহর ॥
আমার গৌরব মান তাহার বচন।
সন্তোসীয়া তোস জথ পাঠকের মন ॥
ভাবিআ উত্তর দিলুং যুন সদএ।
বৃদ্ধকালে গ্রন্থ কর্ম্ম উচিত না হএ ॥
রচিলুং বহুল গ্রন্থ নানা আলবাল।
রহিছে ঈশ্বর ভাবে জোক্ত এহিকাল ॥
বিসেস অস্থানে পরি চিন্তা জোক্ত মন।
আসাথেক (?) ভিক্ষামাত্র জাহার জীবন ॥
হেন কালে কষ্ট কর্ম্ম আদেস করহ।
বিকলতা আমার মনেত ন ভাবহ ॥
তবে আমা গন্নিআ কহিল গুণমণি।
অন্য জন নহে তুমি আলাওল গুণী ॥
জাহার বচনে লোকে পাএ উপদেশ।
তাহার মৌনতা জোক্ত না হএ বিসেস ॥

* * *

তুমি না রচিলে খণ্ড কাব্য রহে পোথা।
এরূপ রচিতে আর কেবা আছে এথা ॥
তিন মত কাব্য খণ্ড সাঙ্গ করিতে উচিত।
প্রথমে বচন মাত্র মাগন বিদিত ॥
ঘাআজে কুমার রাজ রহিল বন্ধনে।
পড়িলে পুস্তক দুক্ষ উপর্জএ মনে ॥
ত্রিতিএ আমার প্রেম রাখিতে জুআএ।
এরাইতে নারিবা রচিবা সর্ব্বথাএ ॥
মহন্ত জনের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি।
প্রবেশিলুং গ্রন্থ কর্ম্মে কর তারে স্মরি ॥

* * *

বিশেষ জঞ্জাল ভাবে জাএ নিশিদিন।
বৃদ্ধ হইল অধমে হইল বল খিন ॥

গ্রন্থ প্রায় অর্দ্ধাংশ বিরচিত হওয়ার পর প্রথম আদেষ্টা মাগন ঠাকুরের স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। এই কারণে কবি গভীর দুঃখে লেখনী-ত্যাগ করেন। ৯ বৎসর পরে সৈয়দ মুছা নামক রোসাঙ্গের এক মহাজনের আজ্ঞাহাতি-

শষে তাঁহারই আদেশে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়া দেন। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে * এই সকল বিষয় পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থের কবিত্বাদি সম্বন্ধে পরে আলোচনার বাসনা রহিল। ছাপা গ্রন্থের প্রথম ভূমিকাটি তুলিয়া দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহার বিশুদ্ধি ও মৌলিকতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ থাকায় এখানে তাহা করিলাম না।

শেষ :—

চারিজন আরোহিল যুগল বিমানে।
মুক্ত মুক্ত পরি সব ধরিল জোগানে।
ঘরের বালির সব পহরি রহিল।
চারিজন সুখে অন্তঃপুরে প্রবেশিল।
নানাবিধ বিলাসে বঞ্চিলা তিন রাত্রি।
পুনি ইরামেতে গেলা অলক্ষিত গতি।
খেণে ইরামেত সরন্দিপে খেণে।
হাসি খুসি কওকে আছিলা কথ দিনে।

ভণিতা :—

(১) রসবাণী সকওক, শুনি মধু হাসি মুখ,
প্রকাশি ঢাকিল পুনর্ব্বার।
মাগন রসিক নিধি, তান লৈয়া শুভ বিধি,
আলাওলে রচিল পয়ার।

(২) অবে অন্ন দিল হর, দেবেরে না কৈলুং ডর,
সব হস্তে তোমার বাখানে।
ছৈদ মুছা রসসিন্ধু, গুণিগণ গুণবন্ধু,
কবি হীন আলাওলে ভাণে।

"ইতি সহর মুলুক পুস্তক সমাপ্ত লেখিতং শ্রীহিন তোফর আলি পীং মাং সফি তাং পদরে মন গাজী ৭১ হাবিল সহর মৌং পতেঙ্গ আমলে মেস্তর পিছিল সাহেব। পত্র সংখ্যা ১৩৭। প্রথম ও শেষ পত্র এক পিঠে ও অবশিষ্ট পত্র দুই পিঠে লেখা। ইহার পাণ্ডুলিপিটি আমার নিকট আছে।

* আলো,—২য় বর্ষ, ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, ৯ ও ১১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৮০। কাশীদাসী মহাভারত— আদি পর্ব্ব।

চট্টগ্রামে এই মহাভারত অনেক পাওয়া যাইতে পারে। ছাপা আছে বলিয়া এতদিন আমরা ইহার প্রতি তত মনোযোগ দিই নাই। ছাপা গ্রন্থের সহিত শীর্ষোক্ত পর্ব্বের তুলনা করিয়া দেখিলাম; বিস্তর বৈষম্য আছে। নিম্নোদ্ধৃত আরম্ভ ভাগটি ছাপা গ্রন্থে মোটেই পাওয়া গেল না। অপরাপর স্থানেও ঐরূপ পার্থক্য থাকা খুব সম্ভব।

আরম্ভ:—

নম গণেসায়। নম সরস্বতী দেবি।
নম ভাগবতে বাসুদেবায়। নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি।
বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।
বন্দো মহামুনি ব্যাস মুনির প্রধান।
যুত যুক পরাশর জাহার তিলক।
বেদ শাস্ত্রে পরিপত যুদ্ধ বুদ্ধি ধির।
সোন্দর বদন আভা নির্ম্মল সরির।
প্রগাণ্ড সরির পরিধান ব্যাঘ্রচির।
নজান কমল দিপ্ত যুগল মিহির।
বদন পূর্ণিমা শশি দেখিতে সোন্দর।
পদযুগে লতামাল গুঞ্জরে ভ্রমর।
ভাগবত ভারথ আদি অনেক পুরাণ।
জাহার কমলমুখে সভার নির্ম্মাণ।
নিলায়ে বিধির বেদ কৈল চারি খান।
সাম যজু ঋক আর অথর্ব্ব বিধান।
কৈবর্ত্ত জননি জার দ্বিপ মৈদ্ধে জন্ম।
বাল্যকাল হৈত্তে জার য়াচরণ ধর্ম্ম।
মস্তকে করিজা রেণু চরণ পঙ্কজে।
পরম আনন্দে কাশিরাম দাস ভজে।

পত্র সংখ্যা ২১; এক পৃষ্ঠে লেখা। শেষ কয়

পাওা নাই। সুতরাং লেখার তারিখ পাওয়া গেল না? তবে লেখার তারিখ ১১৭৯ মধি কি তার দুই এক বৎসর পূর্ব্বে বা পরে হইবে।

১৮১। ঐষিক পর্ব্ব।

মিলাইয়া দেখিলাম, ছাপা গ্রন্থের সহিত কিছুমাত্র মিল নাই।

> শ্রীশ্রীদুর্গা। নম গণেশায় নমঃ।
> অথো ঐষিকপর্ব্ব লিখ্যতে।
> মুনি বলে অবধান কর নরনাথ।
> হেনমতে হইল সেই রজনি প্রভাত।
> গোবিন্দ সহিত পঞ্চ পাণ্ডব কুমার।
> একত্রে বশীয়া সভে করেন বিচার।

শেষ :—

> মহাভারতের কথা অমৃত লহরি।
> কাহার শকতি ইহা বর্ন্নিবারে পারি।
> ভারতের পুর্ন্ন কথা ব্যাসের রচন।
> শ্রবণে নিস্পাপ ভব ভয় বিমচন।

ভণিতা :—

> কাশিরাম দাস কহে পাচালির মত।
> এত দুরে ঐষিক পর্ব্ব সমাপ্ত।

"এই পুস্তক শ্রীদেবনারায়ণ দাশ পাল শাং আটপুর পরগনে জাহানাবাদ জেলা হুগলি থানা ধন্যাখালির কাছারিতে বসিয়া সাজ হইল। ইতি শন ১২২০ সাল তাং ২ আশীন বৃহস্পতিবার বেলা এক প্রহরের সজে সাজ হইল।"

পত্র সংখ্যা ৮; দুই পিঠে লেখা।

এই প্রবন্ধালোচিত পুঁথিগুলির বর্ত্তমান অধিকারী শ্রীঅখিলচন্দ্র বড়ুয়া (বৈদ্য) সাং রুদুরা পোঃ আঃ আনোয়ার চট্টগ্রাম।

১৮২। কৃত্তিবাসী রামায়ণ— লঙ্কাকাণ্ড।

এই কাণ্ডখানি সম্পূর্ণ আছে। গোটা গোটা সুন্দর অক্ষরে লেখা। ছাপার সহিত পাঠ বৈষম্য বিস্তর থাকার সম্ভাবনা। পত্র সংখ্যা ১০০; উভয় পিঠে লেখা। তারিখাদি এই :—"জথা দিষ্টং ইত্যাদি। ক্ষেমস্তু পরর ঈশ্বর। য়এ গুণিগণ সব পড়িয়া চাহিয়া আক্ষার রযুক্ত হইলে দোস দেখা দিবা। ইতি সন ১১৭৯ মং তাং ২৭ শ্রাবণ রোজ রবিবার চাইর দণ্ড বেলা থাকিতে পুস্তক লিখিয়া কৃষ্ণপেক্ষে ত্রোয়দসি তিথিয়ে সমাপ্ত হইয়াছে।"

১৮৩। কানাই-বন্ধন-খালাস।

পাণ্ডুলিপির প্রথমে বা শেষে গ্রন্থের নাম লেখা না থাকিলেও, ইহার নাম যে উক্ত "কানাই-বন্ধন-খালাস", তাহা নিঃসন্দেহ বলা যায়। পুঁথির অবয়ব একটি মাত্র পাতা; মোটে ৬৪টি পয়ার-চরণ আছে। মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্জ্জিত হইয়া গিয়াছে, বোধ হয়। প্রণেতার নাম নাই।

আরম্ভ :—

> রাত্রিতে আছিলেন হরি রত্তন সিঙ্গাসনে।
> কোকিলার কলরবে জাগিছে যেজনে।
> নন্দে বোলে যশোদা তুমি ভাগ্যবান।
> তোমার উদরে জন্ম কৃষ্ণ বলরাম।
> নন্দে বোলে যশোদা বাথানে জাই আমি।
> জাগিলে সে বংসিধারি ননী দিঅ তুমি।

শেষ :—

> দেখিতে দেখিতে রাণি মনে হৈল ধন্ধ।
> জাদবের উদরে দেখয় ধেনু দুই নন্দ।

মাঝা করিআ হরি বদন থাটিল।
হস্ত বারাই দিআ রাণি বক্ষন খশাইল॥
বন্ধন খশাই রাণি তুলি লৈল কোলে।
লোকে লোকে চুম্প দিল শ্রীকৃষ্ণের কপালে॥

"শাক। শ্রীনিত্যানন্দ সেন দাস পীছরে গোকুলচন্দ্র সেন দাসস্য সাকিন আনোআরা। ইতি সন ১২০৭ মঘি।" এ পুঁথি আমার নিকট আছে।

অষ্টম ভাগ 'পরিষৎ-পত্রিকায়' ৩২ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত বাবু তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহোদয়ও ইহার পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উভয় পুঁথির মধ্যে পাঠপার্থক্য অবশ্যই আছে।

১৮৪। নীলার বারমাস।

চরণ সংখ্যা—১২২।

এ 'নীলা' কে, জানা যায় না। এই সন্দর্ভটি মুসলমানেরা 'বার মাসের' পুঁথিতে প্রকাশিত করিয়াছেন। অবশ্য ছাটিয়া ছুটিয়া। একটু নমুনা দিতেছি :—

ফাল্গুন মাসেত নিলা নাগে ছাড়ে কোল।
নানান পক্ষী নাদ করে ভ্রমরার রোল॥
জাথি যুথি মালতী কস্তুরী গোলাপ।
বসন্তের দিনে সাধু না আসিব আর॥
একি আলাই একি বলাই এ কিরে উৎপাত।
আকাশের চন্দ্র দেখি বামনে বাড়াএ হাত।

শেষ :—

কি কর রে বিন্ধু মা বাপ কি কর বসিআ।
কার থাইলা পান গুআ কারে দিলা বিহা॥
বার না বছরের নিলা তের বছর নহে।
না জানি আপদ নীলা কারে স্বামী কহে॥
হাতে লইল লাউআ লাঠি কান্ধে আলক ছাতি।
ধীরে ধীরে চলিল বুড়া জামাই চাইত বুলি॥
কত্তেতুন্ আইসল্ রে বেটা কত্তে তোমার ঘর।
কি নাম তোর বাপের মায়ের কি নাম সদাগর॥
মুলুক আমার মুলুক্ বাপু নন্দা পাটনে ঘর।
মায়ের নাম কলাবতী বাপ গঙ্গাধর॥
সত্তির কন্তা বিহা কৈলাম মাণিক বিদ্যাধর।
*   *   *
বুঝিলাম বুঝিলাম নিলা তোর নিজ পতি।
আউলাইআ মাথার কেশ করহ মিনতি॥
তুমি আমার শিরের কামিল আমি তোমার দাস।
নিরঞ্জনে আনি দিল পুরাইল মনের আশ॥

ভণিতা প্রভৃতি:—

শুনহ সকল বাপু কহি সাবহিতে।
বার মাস লিখন আমি প্রথম চাকরিতে॥
প্রথম চাকরিতে আমি বার মাস লিখন।
অশুদ্ধ থাকিলে শুদ্ধ করিতে বোলন॥
সমাপ্ত করি বার মাস নিবেদন করি।
সন বার শ ছএ মঘি মাএ বরি (?)॥
চৈত্র মাসের চোব্বিস দিনে একবারে হইলো।
মৈদ্দানের পরে মাত্র এক প্রহর ছিল॥
আমার নাম নিত্যানন্দ গোকুলচন্দ্র বৈদ্যের সুত।
পঠিতে পারিলে বার মাস বুজিএ মজবুত॥
বার মাসের কথা জেই হইল সমর্পণ।
তার পরে সন তারিখ হইল নিরোপণ॥

ইহা রচয়িতার নিজ হাতের লেখা। ইঁহার নিবাস আনোয়ারা। ইনি বড়ই সাহিত্য প্রিয় ছিলেন; অনেকগুলি পুঁথি নকল করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন শব্দ তালিকা :—সাউধ—সাধু; স্ত্রীলিঙ্গে—সাউধানী। তিতা—তিক্ত। ভইন—ভগ্নী। উচটাই=উৎঘটাই—পদাঘাত করি। লএ=লগে—সঙ্গে। মৈলান—মলিন। ভোগালু—ক্ষুধিত। ধেঅন গাই—দুগ্ধবতী গাভী। ঘিনে—ঘৃণায়। কত্তেতুন—কোথা হইতে। 'কোন্ ঠাই' হইতে 'কত্তে'র' উৎপত্তি। কোন্ ঠাই=কোনঠে

=কোণ্ডে=কোডে=কডে। 'তুন' বা 'থুন' পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন; চট্টগ্রামে খুব প্রচলিত।

১৮৫। রামাষ্টক শ্লোক।

পদ সংখ্যা—২০।

একটি শ্লোক এই :—

> কপি সঙ্গে সঙ্গে রাম লঙ্কাপুরি গমনং।
> মুখ বাদ্য ঘোর শব্দ জেন মেঘের গর্জ্জনং।
> হস্তজোরে বানরগণে পদে করে স্তবনং।
> তং নমামি রামচন্দ্র আদিভুত কারণং।

এইরূপ দশটী শ্লোক আছে। তবে 'অষ্টক' নাম কেন? কদর্য্য হস্তলিপি—বড় অশুদ্ধিপূর্ণ। ১২০০ মঘির লেখা। ভণিতা নাই।

১৮৬। যামিনী বাহাল।

এই পুঁথিখানি আজও পাইতে পারি নাই। আমার পরম সুহৃৎ পটীয়া—মহাস্কাদপুর নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সরকার মহাশয় পুঁথিখানি সীতাকুণ্ড হইতে সংগ্রহ করিয়া ভূতপূর্ব্ব 'আলো'-সম্পাদক বন্ধুবর ৺বাবু নলিনীকান্ত সেন মহোদয়কে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, নলিনী বাবু পুঁথিখানি নকল করাইতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার শোচনীয় অকাল তিরোধানের পর পুঁথিখানি কোথায় গেল, জানিতে পারি নাই।

ঈশ্বরবাবু লিখিয়াছেন :—"উহার কবির নাম করিমল্লা। কবি ১২৫ বৎসর পূর্ব্বের লোক। কবির বংশধর পুঁথিখানি ছাপাইতে দিতে নারাজ। প্রকাণ্ড পুঁথি—১৫৩ পাতা। কেহ কেহ বলেন, পুঁথিখানি খুব ভাল। কবিত্বে বহিখানি বড় উচ্চ না হইলেও সামাজিকতায় ইহার আসন বড় নিম্নে নহে। কারণ ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান কবি "অহো ত্রিলোচন" প্রভৃতিরূপে নায়িকার মুখে হিন্দু দেবদেবীর উপাসনা করিয়াছেন। হিন্দুসমাজ ও মুসলমান সমাজ কিরূপ মিশ্রিত হইয়াছিল, ইহা তাহার এক দৃষ্টান্ত।" কবির জন্মস্থান সীতাকুণ্ড অঞ্চলে।

১৮৭। জমাবন্দীর বচন।

চরণ সংখ্যা—২৬।

আরম্ভ :—

> সরস্বতীর পাদ পদ্মে করি নমস্কার।
> পজার প্রবন্ধে জমাবন্দি প্রবক্তার। (?)
> সমুদাএ জন্দ ভোম প্রথমেত স্থাপন।
> তাহার অধেত খিলা করিব বর্জন।

শেষ :—

> চাকলা বেসি জমার তোলাএ অঙ্কের গমন।
> বসু পণ গ্রহ গণ্ডা জোগ (যুগ্ম ?)
> করা কি তোলা পুরণ।
> ইজারা বেসি জমার তোলাএ ধরি।
> কি তোলাতে ৴৹ নেত্র পণ ৪র সঙ্কা
> (সংখ্যা ?) করি।

ভণিতা :—

> অবশিষ্ট জমিদারি জমা সমোসর।
> শ্রীজয় নারাজণ দাসের উত্তর।

১১৯৭ মঘির লেখা। পূর্ব্বে এই নামের আর একখানি সন্দর্ভের পরিচয় দেওয়া গিয়াছে।

১৮৮। গুরু দক্ষিণা।

পূর্ব্বে একবার এই পুঁথির পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি ইহার একখানি ভাল পাণ্ডুলিপি হস্তগত হইয়াছে। প্রাপ্যালোচিত

পুঁথির সহিত অদ্যকার পুঁথির এত অসামঞ্জস্য আছে যে, ইহাকে একখানি ভিন্ন পুঁথি বলিলেও চলে।

এই পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতাটি হারাইয়া যাওয়ায় উভয়ের মধ্যে প্রারম্ভভাগে পার্থক্য কতদূর, নির্ণয় করিতে পারিলাম না। পূর্ব্বে একবার ইহার উপসংহার ভাগ উদ্ধৃত হইয়াছে। উভয় পুঁথির এই অংশটি তুলনা করিয়া দেখিলেই সকলে আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

গিরি গোবর্দ্ধন তুমি ধরি বাম অঙ্গুলে।
সুরপতি লাজ পাইল সেই কালে॥
কেসি আদি বীর করি পঞ্চ মল্লে ধরি।
কুবলয় দুই হস্তি-দন্ত উপাড়ি॥
তবেত ধরিলা হরি দুষ্ট কংসাসুর।
পড়িল অসুর কংস সঙ্ক গেল দূর॥
তোমা দুহাকার মহিমা কে বলিতে পারে।
ধন্য ধন্য করে সভে দৈবকির তরে।
হেন পুত্র মায়েতে ধরিল উদরে।
খীরদের কুলে তপ কৈল অনাহারে॥
তেকারণে মোর ঘরে জন্মিলা নারায়ণে।
তোমা সভাকার সম শাস্ত্র কেবা জানে॥

ভণিতা :—

হরি হরি বল সভে গুরুর দক্ষিণা হইল সায়।
সঙ্কর আচার্য্য ইহা রচিলা নিদায়॥

"এই পুস্তক শ্রীপুটীরাম দাস। সন ১২১৪ সাল তাং ৭ কার্ত্তিক।" এই পুঁথির মধ্যে স্থানে স্থানে ভণিতা আরও দেখা যায়। পূর্ব্বালোচিত পুঁথিতে তত ভণিতা নাই। 'শিশুবোধকে'ও একটি 'গুরুদক্ষিণা' আছে। তাহার রচয়িতা অযোধ্যারাম। অপর সময়ে আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিব। এই পুঁথির পত্র সংখ্যা ২০; এক পিঠে লেখা। ক্ষুদ্র পুস্তক। এই পুঁথি আমার নিকটে আছে।

১৮৯। উদ্ধব-সংবাদ।

রাধিকার চৌতিশা।

আরম্ভ :—

কান্দএ কাতর হইআ রাধিকা যুবতী।
কহ উধব কোথাএ গেল মোর প্রাণপতি॥

শেষ :—

ক্ষোনিজা পর্ব্বের গর্ব্ভ ত্রিপুর কুমারী।
ক্ষেতিতলে আরাধিআ পাইলা শ্রীহরি॥
ক্ষরশান বাণে নিত্য দহে মোর প্রাণি।
ক্ষুদাএ না খাই অন্ন তিক্ষাএ না খাই পানি॥
ক্ষেমা কর কথ দিন কহেন উধব।
খণ্ডিব মনের দুর্খ আসিব মাধব॥

ভণিতা :—

রাধাকৃষ্ণ পদ যুগে ভাবি এক মনে।
শ্রীরাম শরণে কহে রাধএ চরণে॥

"শাঙ্গ। ইতি সন ১১৯৭ মঘি তারিখ ১০ দশ দিন আশার। শ্রীজাত্রামনি দাসস্য পীং পার্ব্বতিচরণ চৌং।" পদ সংখ্যা প্রায়—৭০।

১৯০। উষা-হরণ।

একখানি মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রথম ১০ পৃষ্ঠা ও শেষ এক পৃষ্ঠার অভাব বলিয়া মুদ্রণকাল অপরিজ্ঞাত। পুরাতন তুলোট কাগজে বড় অক্ষরে ছাপা। অক্ষরগুলি হস্তাক্ষর হইতে একটু সুন্দর মাত্র। ক্ত, ত্ত, ষ্প, ভ্র, হ্ন প্রভৃতি, সংযুক্ত বর্ণ গুলি যথাক্রমে ক্ত, ত্ত, ষ্প, ভ্র, হ্ন, রূপে 'গঠিত'। 'ঢ়' বর্ণের নিম্নে বিন্দুর অভাব। 'দৃক্‌পাৎ,' 'ভুজ,' 'গৃহ,' প্রভৃতি শব্দগুলি 'দ্রকপাত,' 'ভ্রজ,' 'গ্রহ' রূপে ছাপানো। 'যুগল' শব্দটি 'জুগল' রূপে লিখিত। 'আমরা' স্থলে 'আমারা' প্রযুক্ত। মুদ্রণে ও

হস্তলিপির অবিশুদ্ধ রীতি অনুসৃত। অনা-য়াসে,' 'বয়েস,' 'ভয়ে,' 'আসি,' 'কি আর,' ইত্যাদি 'অনাআসে,' 'ভএ,' 'আসি', 'কিআর' রূপে মুদ্রিত। ইহা ত বাঙ্গালার হস্তলিপিরই নিয়ম।

আরও অনেক বিশেষত্ব আছে। অসমা-পিকা ক্রিয়াগুলি 'য' ফলা ও 'আকার' দিয়া লিখিত, যেমন শুয়্যা হইয়া ইত্যাদি। স্থূলভাবে আরো কয়েকটি শব্দ প্রদর্শন করিলাম।

মেয়্যা, মেয়্যে=মেয়ে

মর‍্যে=মরিয়া।

কিবল=কেবল।

ত্রেষকার=তিরস্কার।

পক্ষ্য=পক্ষী।

ইত্যে=হৈতে।

নুতুন=নূতন।

বাঢ়=বাড়ে।

লাম্বিল=নামিল।

করিত, যাইত ইত্যাদি স্থলে করিতো যাইতো ইত্যাদি। উচিত ইত্যাদি স্থলে উদিৎ উচিৎ ইত্যাদি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রথম ১০ পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তথাপি গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পাওয়া যাইতেছে। শেষ পত্রের কয়েক চরণ মাত্র না থাকা সম্ভব। আরম্ভ ভাগের মঙ্গলাচরণটি দীর্ঘায়ত ছিল, বোধ হয়। এত পৃষ্ঠার অভাব সত্বেও বীণাপাণি-বন্দনার অল্পাংশ ও সর্ব্বদেব-বন্দনার সমস্ত বিদ্যমান আছে।

আরম্ভ :—

"অথ গ্রন্থারম্ভঃ।
উষাহরণ পুস্তক লিখ্যাতে।
নৈমিষ কানন ক্ষিতি পুণ্যতম স্থান অতি
যথায় ব্রহ্মার তপবেদি।

কলির অনধিকার যৈসে মুনি ষাট হাজার
সৌনিকাদি শ্রীসুত গোস্বামী।
ঋষিগণ ভক্তিমতে জিজ্ঞাসা করিল সুতে
কহ প্রভু করি নিবেদন।
কৃপা করি কৃপানিধি পাপশ্মারে কহ যদি
শুনি কৃষ্ণ লিলার কথন।
যোগীন্দ্র মনিন্দ্র যার যোগে ধ্যানে নাহি পায়
সেই ব্রহ্ম মানব মুরতি।
হইয়া তরিলা লীলা বেদব্যাস চিন্তারিলা
যে লীলা শ্রবণে সদাগতি॥

শেষঃ—

সুখী হৈলা * * * শ্রীমধুসূদন।
হইল সমাপ্ত গ্রন্থ উষার হরণ।
* পুরাণের অন্তঃপাতি কথা লয়্যা।
রচিনু পুস্তক * * চরণ ভাবিয়া।
রসপুর সুমধুর সার তত্ত্বময়।
* ত্রিবিধ লোকের ভাব লাভ হয়।
শ্রবণ পঠনে * ব্যাধি বিনাশন।
পরকালে হয় লাভ গোবিন্দ চরণ।
* * *
* * *
অহিক সম্পদ সুখ বাঢ়ে দিনে দিনে।
বংশ বৃদ্ধি হয় এই পুস্তক শ্রবণে।
নষ্ট পুষ্পা সপুষ্পা অপুত্রাবতী।
বাণ যুদ্ধ শ্রবণেতে হয় সিত্রাপতি।
ভাশা কিম্বা পুরাণ উভয় সমতুল।
শ্রবণ * * হয় কৃষ্ণ অনুকূল।
শ্রীগুরু চরণে সমর্পণ করি * ।

কবির পরিচয় ইত্যাদি :—

গুরু পদ ভাবি মনে. পিতাম্বর সেন ভনে,
শিবাদহ যাহার নিবাস।
শুনহ রসিক জন, উষাবতীর হরণ,
অসংখ্য দুরিত হয় নাশ।
(৬০ পৃঃ।)

ইনি গুরুর আদেশে গ্রন্থ রচনা করিয়া-ছেন, বলিয়া লিখিয়াছেন।

নিম্নোদ্ধৃত ভৌগোলিক অংশটি কিছু প্রয়োজনীয় হইতে পারে বিবেচনায় এখানে তুলিয়া দিলাম। অনিরুদ্ধের অবস্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে কথাগুলি লিখিত হইয়াছে :—

নগর সহর পল্লী ত্রিগর্ত্ত বিরাট।
কাশী কাঞ্চি অবন্তিক পঞ্চাল মিরাট।
আলিঙ্গ কলিঙ্গ মত্র মগধ তৈলঙ্গ।
গৌড় উৎকল মল্ল মিথিলা ভূলিঙ্গ।
অযোধ্যা মথুরা দিল্লী নগর গুজরাট।
কান্তকুব্জ মাড়োয়ার আর হিঙ্গুলাট।
তিরোট দ্রাবিড় পণে প্রয়াগ নেপাল।
গয়া ভূমি গণি * * ভুলিলা * * পাল।

পত্র সংখ্যা ১৫৪। গ্রন্থের স্থানে স্থানে কীটভুক্ত। প্রাচীন হস্তলিপির মতন বানান ভুল সর্ব্বত্র। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, তোটক, ভঙ্গত্রিপদী এবং ললিতচ্ছন্দে সমগ্র গ্রন্থ লেখা। মধ্যে মধ্যে কবিত্ব সুন্দর।

পুঁথিখানি বোধ হয় গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুদ্রিত হইয়াছিল, অধিকারীর অনুমতি পাইলে ইহা ও পশ্চাৎ সমালোচ্য 'চন্দ্রকান্ত' নামক পুঁথি 'পরিষদে' উপহার দিব।

১৯১। দেশীয় কালির আর্য্যা-বহি।

এই গ্রন্থের কোন নাম নাই। ইহাতে দেশীয় প্রায় সমুদয় আবশ্যক কালির আর্য্যা ও তদনুযায়ী কালির সমাধান আছে। একাধিক ভণিতা আছে, যথা :—

(১) গণ্ডা গণ্ডা গুণে বের্থ।
কহে শুভঙ্করে কালি তত্ব।
(২) রস পণ মিথি কাহন ক্রমে কালি মিলে।
দৈবজ্ঞ শ্রীরাম তত্ত্ব রচিআ জে বোলে।
(৩) দীন দয়াল বলে যোলে কাঠা জে কহিবা।
তবে এক কাণি জমীন সত্বরে পাইবা।

১১৯৪ মঘির লেখা। পত্র সংখ্যা ১১, দুই পৃষ্ঠে লেখা।

এই দীন দয়ালের ভণিতাযুক্ত "চিঠার বচন"ও একখানি পাওয়া গিয়াছে। কিরূপে 'চিঠা' লিখিতব্য, তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। হেঁয়ালী :—

"চন্দ্রশিরে অর্কনীরে করে নিবারণ।
বন পত্র শুখি শুখি তাহার ভক্ষণ।
দীন হাবিরাত কহে হেয়ালির ছন্দ।
মূর্খ কি বুঝিব বল পণ্ডিতো হএ ধন্ধ।

১৯২। জ্যোতিষের বচন।

ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে :—"নম গনেসাঅ। অথ পঞ্জিকা-পুরণ। বার ইত্যাদি বচন। রবিবার ইত্যাদি। শুক্লা তিথি। ২৭ নক্ষত্র। করণ। নন্দাআদি। অমৃত যোগ। মৃত্যু যোগ, ত্র্যস্পর্শ। যাত্রাতে উত্তম নক্ষত্র। মধ্যম ও অধম নক্ষত্র। বার বেলা, কাল বেলা। মাস দগ্ধা। দিগদগ্ধা। দিগশূল। যোগিনীর চাল। সপ্তবারের ফলাফল। যোগিনী চক্র" ইত্যাদি।

শেষ :—

দিকদাহে একদিন অকাল জানিবে।
চন্দ্র সূর্য্য সাত দিন গ্রহণে সাত দিন হবে।
ভূমিকম্প উলকাপাত তিন দিন দোষ।
ধুম্রকেতু গুরএতে পঞ্চ দিবস।
গ্রহণ কালেতে যদি এ সকল হএ।
এ দশ দিন দুই মুনিগণে কহে।

"ইতি জ্যোতিষের বচন সমাপ্ত। সন ১১৯৪ মঘি তারিখ ২৬ ফাল্গুন।" ভণিতা নাই। পত্র সংখ্যা ৩২, দুই পৃষ্ঠে লেখা। উল্লিখিত 'যোগিনী'র চক্র ইত্যাদি অবিকল "প্রজ্ঞাবলী" কাব্যেও দেখা যায়।

১৯৩। চন্দ্রকান্ত।

এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত। আদ্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় মুদ্রণকাল জানা যায় না। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। প্রথম ১২ পৃষ্ঠা ও শেষ কয় পৃষ্ঠা নাই। জীর্ণ অবস্থা। বটতলায় এখনও পাওয়া যায় কি?

গ্রন্থে বীরভূমবাসী শ্রীকান্ত সদাগরের পুত্র চন্দ্রকান্তের বাণিজ্য গমন এবং নানা অবান্তর ও আনুষঙ্গিক বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। চন্দ্রকান্ত শান্তিপুরবাসী সুদাগর রতন দত্তের কন্যা তিলোত্তমার পাণিপীড়ন করেন। স্থানে স্থানে রচনা বেশ সুন্দর ও মধুর।

চন্দ্রকান্তের বাণিজ্য গমন পথটি এই :—

কর্ণধার সাজাইল ডিঙ্গা সাত খান।
মাস্তুল উপরে তুলে দিলেক নিসান॥
*   *   *
দামামা জয় ঢাক বাজে আর বাজে সিঙ্গা।
বদোর বদোর বলি খুলিলেক ডিঙ্গা॥
তিন দিন বাহিয়া আইল কত দূরে।
উপনীত হৈল আসি ভাগীরথী তীরে॥
*   *   *
অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ দরশন করে।
বাতাস ভরেতে ডিঙ্গা আইল শান্তিপুরে॥
শান্তিপুরে আসি সাধু কর্ণধারে কয়।
এখানে রাখিতে তরি উপযুক্ত নয়॥
ডাহিনেতে গুপ্তীপাড়া সম্মুখে সোমড়া।
ঐ ঘাটে রাখ ডিঙ্গা সাবধান চড়া॥
বাহ বাহ বলে তবে সাধুর তনয়।
ত্রিবেণী আসিয়া তরি উপনীত হয়॥
ডাইন বামেতে গ্রাম কত এড়াইল।
নিমাই তীর্থের ঘাটে সেদিন রহিল॥
প্রভাতে সাধুর সুত বলে বাহ বাহ।
বাম ভাগে রহিল শ্রীপাট খড়দহ॥
গঙ্গা দুয়ার দিয়া যায় কালীঘাটে।
সাধুর নন্দন তবে উঠে গিয়া তটে॥
মায়েরে প্রণাম করি চড়ে গিয়া নায়।
সেই দিন রাতারাতি হত্যাগড় যায়॥
*   *   *
বাহ বাহ নাবিক দাঁড়েতে দেহ ভর।
মহাতীর্থ স্থান আইল গঙ্গাসাগর॥
এইরূপে কত দূর বাহিয়া চলিল।
হিজুলি ছাড়িয়া ডিঙ্গা সমুদ্রে পড়িল।
শুনিয়া জলের ডাক কম্পিত হৃদয়।
চিন্তিত হইল বড় সাধুর তনয়॥
চন্দ্রকান্তে সান্ত্বনা করিয়া পুনর্ব্বার।
হরি বোল বলিয়া চলিল কর্ণধার॥
জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রণমিয়া।

ভণিতা :—

(১) বিরচিত গৌরীকান্ত বন্দিয়ে অভয়া।
মম সুত কাশীনাথে দেহ পদছায়া॥

(২) বীরভূমে বাস, বাণিজ্যের আশ,
আসিয়াছি মহাশয়।
সব বিবরণ, শুনিবে রাজন,
বৈদ্য গৌরীকান্ত কয়।

(৩) পয়ার প্রবন্ধে কয় গৌরীকান্ত রায়।
কেমনে রমণী কাছে হইবে বিদায়।

সমস্ত পুঁথি পয়ার, ত্রিপদী, বড় ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী ও তোটক ছন্দে লিখিত।

শেষ পত্রের সংখ্যা ১৮২। ইহার পর পুঁথি বড় বেশী বাকি নাই। প্রাচীন তুলট কাগজে বড় অক্ষরে ছাপা।

১৯৪। জায়জাতের বচন।

পদ সংখ্যা—১৮।

আরম্ভ :—

তেরি আএজাদ হুজ, ওয়হ কাহের পুর,
দোজখ না করিহ মজে।
ভারতী প্রণাম করি, তোমের নিবাণ ধরি,
[illegible]

শেষ :—

অঙ্কে ইন্দারা বসি, ৬০ সেরে পণ তোলা একসি,
অঙ্কিতে অঙ্কের স্থাপন।
জমায় তোলা জমিদারি, দক্ষিণে একুন করি,
পূর্ণ হইল জাএজাদ বচন॥

ভণিতা :—

জয় নারায়ণ দাস, মধুর কবিতা ভাস,
মুখপদ্মে যেন মধু শুনি।
জাএজাদ সঙ্গীতা কথা, বন্দি সরস্বতী মাতা,
রচিলেক মধুরস বাণী॥

১১৯৭ মঘির লেখা।

১৯৫। রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ।

পূর্ব্বে একবার এই পুঁথির পরিচয় দিয়াছি। তখন আমরা একখানি খণ্ডিত পুঁথি অবলম্বন করিয়া ঐ সমালোচনাটি লিখিয়াছিলাম। সম্প্রতি একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে।

ইহার আরম্ভে এক দীর্ঘ দেব-বন্দনা আছে; কৃত্তিবাসের ও চৈতন্যদেবের অর্চ্চনাও আছে। তাহাতে কবিকে চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী বলিয়া নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে।

পূর্ব্ব সমালোচনায় ইহার প্রারম্ভ কিরূপ, দেখান গিয়াছে। বাঙ্গালা দুইখানি হস্তলিপি কখনও একরূপ হইবার নহে। এই স্থলেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষিত হইবে না। উভয় পুঁথির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। এখানে শেষাংশ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

জল মৈদ্ধে হস্ত দিয়া কমললোচন।
সূর্য্যবংশ উদ্ধার করিলা ততক্ষণ॥
শিয়াল (?) আদি করা সব জৈবাকার।
এইমতে সবলোকে করিল উদ্ধার॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ আইল শীঘ্রগতি।
ঐরাবতের পৃষ্ঠে চড়ি ইন্দ্রের সহতি॥
চারি ভাই এক মূর্ত্তি হইল নারায়ণ।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করিল স্তপন।
প্রণম্যোহং নারায়ণ ব্রহ্ম নারায়ণ।
বসিলেক দেবগণ আপনার আসন॥
সরযুতে পরিলেক অথ পরবাসি।
বৈকুণ্ঠেতে খুলনা (?) নাহি পুণ্য রাশি রাশি॥
যেই জনে পড়ে শুনে স্বর্গ আরোহণ।
বৈকুণ্ঠেতে চলিয়া যায় তরিয়া শমন॥

ভণিতায় ভবানীদাসের নাম আছে। পূর্ব্বে আমরা ইঁহাকে "লক্ষণ দিগ্বিজয়" প্রণেতার সহিত অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করিয়াছি। সেইরূপ অনুমানের কোন কারণ এখন দেখিতেছি না; দিগ্বিজয় প্রণেতার নাম ভবানীনাথ; তিনি ব্রাহ্মণ ও 'জয়চন্দ' নামক কোন রাজার আদেশে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে কোথাও "ভবানীনাথ" নামে ভণিতা ও জয়চন্দ্র ব্রাহ্মণের নাম উল্লিখিত নাই। এই কবির আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

পত্র সংখ্যা ১৯; পুরাতন কাগজে জটিল ধরণে দুই পৃষ্ঠে লেখা। ইহার তারিখাদি স্থলে লেখা আছে;—'পুস্তক সমাপত্যঃ লিখিতং যথা দেখিতং তথা লিখিল। এই পুস্তক শ্রীক্ষেত্রাচাং শ্রীং কেয়স্ক বরুয়া সাং-রুদ্বরা।" তারিখ না থাকিলেও খুব প্রাচীন বোধ হয়। এই পুঁথির আরও দুইখানি পাণ্ডুলিপি আনোয়ারা—রুদুরাবাসী শ্রীমান অখিলচন্দ্র বৈদ্যের নিকট আছে। তন্মধ্যে একখানির শেষ ও তারিখ নাই, অপর পুঁথির শেষে এইরূপ তারিখাদি আছে:—"শ্রীম-স্তাপি ইত্যাদি শ্লোক। আর ভণিতার জন

পড়িয়া চাহিবা অশুদ্ধ হইলে দোষ ক্ষেমা দিবা॥

"ইতি ১১০৭ সন তারিখ * * পহর বেল সমাপ্ত। সাকিমে রুক্ষরা শ্রীকাপরু বরুয়া সুকুমার শ্রীছানাবছু পুস্তক লিখিল।" ইহার পত্র সংখ্যা ১৭, এক পৃষ্ঠে লিখিত। এই পুঁথি আমার নিকট আছে। অধিকারীর অনুমতি লইয়া পরিষদে উপহার দিব।

১৯৬। যুদ্ধ কথা।

এ ক্ষুদ্র সন্দর্ভের অবলম্বন কি, বুঝিলাম না। ১১৯৪ মঘির লেখা; অবয়ব এক পৃষ্ঠা মাত্র। চরণ সংখ্যা ৫২।

আরম্ভ :—

সরস্বতী পাদপদ্মে করি নমস্কার।
পয়ার প্রবন্ধে যুদ্ধ কথার সঞ্চার॥
একদিন সেই রাজা স্ত্রীগণ সঙ্গে।
স্নান করিতে গেল মনের তরঙ্গে॥
রাজকন্তা দেখি তবে হরষিত হৈয়া।
কুতূহলে নিকটেতে মিলিল আসিয়া॥
কূলে রাখি রাজকন্তা বস্ত্র আভরণ।
নির্লজ্জা হইয়া তবে করিল গমন॥
তাহা দেখি দুই নিশাচর ধাই আইল।
হরিয়া যে নারীগণ কত দূরে নিল॥

শেষ :—

রাজ সৈন্তগণ অথ সংহারিয়া পারে।
বাতাসে ঘুরাই যেন তালফল ঝারে॥
আনন্দ সাগরে যেন হিলোল উঠিল।
সেই মতে যুদ্ধ করি মুণ্ড যে কাটিল॥
স্বয়ং বিরচিত শ্রীযুক্ত দিনদয়াল দাসস্ত।"

১৯৭। মন্ত্রাদির পুঁথি।

ইহার কোন নাম নাই। ইহাতে কুজান ও সুজানের মন্ত্র, সর্পাদি দংশনের ঝাড়া ও ঔষধ এবং অপরাপর কতকগুলি রোগের ঔষধ ও ঝাড়ন মন্ত্রাদি লিখিত আছে। ভাষা বাঙ্গালা। নিম্নে কয়েকটী ঔষধ তালিকা দিয়া দৃষ্টান্ত দিব।

আরম্ভ :—"শ্রীদুর্গা জয়। গণেশায় নমঃ মহাদেব নম। রাজমোহানি মন্ত্র অমৃতপরা। * * * * * সাপের মন্ত্র। * * * * * শিতালার মন্ত্র।" * * * * ইত্যাদি।"

সাপের ঔষধ :—"তিন বৎসিআ (?) মরিছ গাছের শিকড়।"

গায়েতে রাখিলে সর্পের ভয় নাই।
ছোট জাতি আইশ্বর মূল খাবাইলে বিষ জায়ে॥
সোনালী রূপালী দুই সর্পের ঔষধ জানিবা।

কুকুর দংশনের ঔষধ :—"রাজা জাতিয়া বিষকাটালীর আগা ও সমুদ্রের ফেনা বাটি খাওয়াইবেন।"

বাতের ঔষধ :—"আমলী সুখাই খাইবো আরাম পাইবো।"

ফোড়ার ঔষধ:—"কেষুর চিঙ্গলং বিচি বাটি দিবো রক্ত চন্দন গোল মরিচ বাটি ডাট করি দিবো শ্বেত চন্দন বাটি দিবো কালা সোণা বাটি দিবো আফিম কেষুর পুটকী বাইঅনর ফুল বাটি দিবো ফিস (?) ফোরা মারে॥"

হস্তলিপির শেষ না থাকায় তারিখাদি নাই। দ্বিতীয় ভিন্ন প্রথম হইতে পঞ্চদশ পাতা পাওয়া গিয়াছে। জীর্ণ অবস্থা। ক্ষুদ্র পুস্তিকা। অবসর মতে ইহা পরিষদে উপহার দিব।

১৯৮। কেকায়তোল মোছল্লিন্।

বঙ্গভাষায় এই মুসলমানী গ্রন্থের "ইস্লাম

হিতকথা" নাম দেওয়া যাইতে পারে। মনু-সংহিতাদির মত এই খানিও সংহিতা বিশেষ। তবে, মহম্মদীয় ধর্ম্ম পরিচ্ছদে আবৃত মাত্র। মুসলমান সমাজে এইরূপ গ্রন্থের সমাদর আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়।

পুঁথি খানি খণ্ডিত। ৬—১১৪ পাতা আছে। উভয় পৃষ্ঠে লেখা; আকার বৃহৎ। ভাষা বাঙ্গালা প্রধান। 'কেকায়তোল্ মোছলেমিন্' নামক পারস্য গ্রন্থের অনুবাদ।

শেষঃ—

আরবিত সকলে না বুঝে ভাল মন্দ।
তেকারণে বাঙ্গালা রচিলু পদবন্ধ॥
মোছলমানি শাস্ত্র বাঙ্গালা করিলু।
বহুপাপ হৈল মোর নিশ্চএ জানিলু॥
কিন্তু মাত্র ভরসা আছএ মনান্তরে।
বুঝিআ মুমীন দোআ করিব আমারে॥
মুমীনের আশীর্ব্বাদে পুণ্য হইবেক।
অবেস্ত গফুর আল্লা পাপ খেমিবেক॥
এসব সে জানিআ জদি করএ রৈক্ষণ।
তবে মোহোর পাপ হইব মোচন॥

ভণিতাঃ—

মৌলুবি রহমতোল্লা সর্ব্বগুণধাম।
চতুর্দ্দিশ এলম অবধান অনুপাম॥
তাহান আদেশে সেখ পরাণ নন্দন।
হীন মোতলিবে কহে শাস্ত্রের বচন॥

এই গ্রন্থ রচনার বিস্তারিত বিবরণ আছে, কিন্তু এই হস্তলিপিতে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। "ইতি কীকাইতোল মোছল্লিন্ কীতাব" সমাপ্ত জথা দিষ্ট তথা লিখীআছি সব। ইতি পুস্তক সমাপ্ত রোজ রবিবার বেলা ১০ দন্ড গরি দিন চরনে সমাপ্তর। লিখীলং শ্রী সএখ (সেখ) আমানির নন্দন (নন্দন) শ্রীমহাম্মদ নকি দরজী জীলাএ চাটিগ্রোয়াম চাং উরজাবাদ সাং ফতেপুর মৌং পচিম পাটি ইতি সন ১১৮১ মগি তারিখ ২৫ মাহে শ্রাবন রোজ আদিত্তেবার। অধিকারী শ্রীমাহম্মদ অছিয়র রহমান মাতবর সাং দেওতালা, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।" ইহার নিকট আলোচিত লালমতী সয়ফল মুলুকের (১১৬৯ মঘির লেখা, ৬—৮০ পাত বিশিষ্ট, মাঝে মাঝে অনেক নষ্ট) একখানি অতি জীর্ণ পাণ্ডুলিপিও আছে। সেইখানি পরিষদে দেওয়া যাইতে পারে।

১৯৯। সুলোচনা হরণ।

এই পুঁথির নাম কি, প্রতিপাদ্য কি এবং রচয়িতা কে, কিছুই জানিতে পারি নাই। সপ্তম, দশম এবং ষোড়শ,—এই তিনটি পাতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। লেখা অনেক দিনের বোধ হয়। সম্ভবতঃ পুঁথি তত বড় হইবে না।

সুলোচনা চন্দ্রবংশোদ্ভবা কোন রাজকুমারী। মাধবকুমার ও বিদ্যাধর নামে দুই রাজপুত্র সুলোচনার পাণিগ্রহণাভিলাষী। গঙ্গিনী নাম্নী মালিনী ঘটকালি কার্য্যে নিযুক্তা। মাধবকুমার সুলোচনাকে হরণ করিয়া লওয়ায় বিদ্যাধর মনঃক্ষোভে জাহ্নবী জীবনে জীবন বিসর্জ্জনে উদ্যত। প্রাপ্ত পত্রগুলি হইতে এতদধিক বিদিত হওয়া যায় না।

বোধ হইতেছে, প্রচেষ্টা নামক কোন দুর্ম্মতি ও সুলোচনার পাণিপ্রার্থী ছিল। সম্ভবতঃ, স্বয়ম্বর সভা হইতে তৎকর্ত্তৃক হৃত হইয়াই সুলোচনা এই বিলাপ করিতেছেন :—

লাচারী।

কান্দে কৈন্যা নৃপতিনন্দিনী।
বসিআ ধরণীতলে, দগ্ধ হইয়া সোকানলে
বিলাপয়ে ঝরি পুনি পুনি॥

হাহা বিধি নিদারুণ, কেনে হইলা নিকরুণ
কি লেখীল আমার কপালে।
আমী যে যবলা জাতি, কি হইব আমার গতি,
রক্ষা নাহি এ ঘোর সংকটে।
জন্ম মোর শশীকুলে, মাত্রি মোর কুলে শীলে,
পিত্রি সম নাহি নৃপবর।
পূর্ব্ব জন্মে তপ করি, আরাধিলুম হর গৌরি,
মাধব হইতে মোর বর।

* * *

শুনিআ সখির স্থানে, মোর গুণ ভাবি মনে,
সিন্ধু তরি আইল মোর পুরি।
গজিনী মালিনী সনে, পত্র লিখি মোর স্থানে,
সম্বাদিয়া জানাইল আমারে।
পত্র পঠি সেই ক্ষণে, প্রতিজ্ঞা করিলুম মনে,
খড়্গ হেন মানিলুম তখন।
এক রাজ সন্ততি, বিদ্যাধর নাম খ্যাতি,
আমা হেতু আইল পিত্রি পুরে।

* * *

তদন্তরে নৃপবরে, সুবেস করিআ মেরে,
আনিলেক বর বিদ্যমানে।
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা ধরি, মাধবেরে মনেতে করি,
বামহস্ত তুলিলুম তখন।
আমার কর্ম্মের ভোগ, তাহে হইল রসংযোগ,
হরিয়া আনিল দুষ্টমতি।
পাপিষ্ট কপালে জানি, কি লেখিল বিধি পনি,
সেবক হইল মোর পতি।

গল্পের আভাস দিলাম। সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় কি না, কেহ দেখিবেন কি? ঐ তিনটি পাতা আমার নিকট আছে।

২০০। বিদ্যাসুন্দর। (ভারতচন্দ্র)

এই পুঁথিখানি আনোয়ারা নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাদাস ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় আমাকে দিয়াছেন। পুঁথিখানি খণ্ডিত ২—৪২ পাতা বর্ত্তমান। নারীগণের পতিনিন্দা পর্য্যন্ত আছে। অতি জীর্ণ অবস্থা; দুই পৃষ্ঠে লেখা। অকলমবিশগণের নাম শ্রীরামতনু সেন ও সন্তোষরাম সেন। সম্ভবতঃ ১১৮২।৮৩ মঘির লেখা। আমার নিকট ইহার আর একখানি পাণ্ডুলিপি আছে। সেইখানি ভারতচন্দ্র ও নিধিরাম কবিরত্ন—এই উভয় কবির রচনায় গঠিত। বারশত নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামমণি ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের নিকটেও ভারতের বিদ্যাসুন্দরের এক প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আছে।

২০১। রামসুন্দর দারোগার কবিতা।

এই কবিতাটি চট্টগ্রাম—সারোয়াতলী নিবাসী ৺ রামসুন্দর সেন দারোগা মহাশয়ের কীর্ত্তিকথা লইয়া রচিত। দারোগাগিরি করিয়া ইঁহার মত ধনশালী আর কেহ হইতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। ঐশ্বর্য্যপ্রকাশক সুন্দর অট্টালিকাশোভিত বাড়িটী আজও বর্ত্তমান। রেঙ্গুনের জজ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন মহোদয় ইঁহারই বংশধর।

২০২। রাহাতুল্ কুলুপ।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি, মুসলমান লেখকগণ বাঙ্গালা ভাষা গ্রন্থ রচনা করিয়া আরব্য বা পারস্য ভাষায় গ্রন্থের নাম করণ করায় গ্রন্থগুলি বঙ্গভাষায় জাতিচ্যুত হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ এই সকল গ্রন্থও ভাষাতত্ত্বের খাতিরে আলোচনার অযোগ্য নহে।

এই খানিও মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থ। বাঙ্গালায় ইহার "আত্ম-মুক্তি-সোপান" নাম হইতে পারে। ইহাতে কেয়ামতের কথা, পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য, মিথ্যাকথন, পরচর্চ্চা, সুরাপান প্রভৃতি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয়

বিধি সকল আলোচিত হইয়াছে। অনেক ভাল কথা আছে। পারস্ত ভাষা হইতে অনূদিত।

আরম্ভ :—

আল্লাকে প্রণামি করম্ প্রভু নৈরাকার।
নিমেসে ত্রিজন কৈল্লা সএআল সংসার।
খাকি বাদি আবি ও আথসি জৈথ সন।
মোহাম্মদ নবীর প্রেমে করিলা ত্রিজন।
তাহান করুণা গুণ মহিমা আপার।
লৈক্ষ মুখে বাখানিতে অন্ত নাহি তার।
সহস্র পরণামি মোর নবীর চরণ।
কহিমু পাকালী কিছু কিতাপ বচন।

মুসলমানদের মতে আব, আতস্, খাক্ ও বাৎ এই চারিভূত (চিজ)।

শেষ :—

ছুনিআতে ধনরত্ন দিআছিলুম তোরে।
ত্রিপুত্র লাগি দিলি না দিলি মোহারে।
হেন স্তিরি পুত্র বন্ধু আজু গেলা কোথা।
ইমান থাকিলে আমান হইব সর্ব্বথা।

ভণিতা :—

ছৈদ সুরদ্দিনে কহে ভাবি চাহ মন।
ছুনিআ সম্পদ সুখ নিশির স্বপন।

"তামাম সোত্ এই পুস্তক কারক সোত্। লিখিতং শ্রীমাং সফি পীং আমানি সাং ফতেপুর জোলাহা চটিগ্রেরাম পং উরঙ্গাবাদ রোজ সনিবার বেলা ছুই পহর হইতে এই পুস্তক পারকসোদ্। তারিখ ৬ ভাদ্র ইতি সন ১১৮১ মঘি সউআল চান্দের আখেরিত্ আমাবৈস্যা বুকুরবার পরদিবত্ সনিবার।" পত্র সংখ্যা ১৯, ছুই পৃষ্ঠে লেখা। ক্ষুদ্র পুস্তক। অধিকারী নাম শ্রীমাহাম্মদ অছিয়র রহমান, মাতব্বর সাং .দেওয়ালা, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম। তিনি পুঁথিখানি পরিদর্শনে দিতে স্বীকৃত আছেন।

২৬৩। সামুদ্রিক গ্রন্থ।

এই গ্রন্থ খানি কোন মুদ্রিত গ্রন্থের নকল বলিয়া বোধ হয়। প্রারম্ভে প্রকাশকের এক খানি বিজ্ঞাপন দেখা যাইতেছে। আবরণপত্রটি ছিঁড়িয়া যাওয়ায় সন তারিখ জানা যায় না। ৪০।৫০ বৎসরের হস্তলেখা। বিজ্ঞাপনের কতকাংশ এই :—

"এই সামুদ্রিক গ্রংস্ত দৃষ্টী করিলে মানব জাতির দিগের করতলস্থ রেখা ও চিহ্ন সকলের দ্বারা সুচিত ফল জানিতে পারা যায়। * * * * * * এবং ঐ সকলের বিবরণ সামুদ্রিক গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে বিস্তারিত আছে। কিন্তু সে পুস্তকের বাহুল্যরূপে প্রচার ভাবে ভুরি ভুরি লোকে ঐ বিষয়ে অজ্ঞ হইয়া আছেন। অতএব বহু পরিশ্রমে উক্ত গ্রহস্ত সংগ্রহ করিআ গোড়িয় সাধু ভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক মুদ্রিত করা গেল।"

লেখার তারিখ নাই। পত্র সংখ্যা—১৭; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত।

অল্পদিনের মধ্যে আমাদের বঙ্গভাষায় কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। ১৮৩১ ইংরেজীতে বাঙ্গালা গদ্য কিরূপ ছিল, নিম্নোদ্ধৃত "অনুষ্ঠান পত্র" হইতে তাহার সুন্দর আভাস পাওয়া যাইবে। "যেহেতুক ইংরেজি বিদ্যাভ্যাস বিসয়ে এতদ্দেসিয় প্রজাসমুহের মধ্যে সর্ব্ব সাধারণের নিতান্ত অনুরাগ ও আকিঞ্চন য়াছে এবং য়েহেতুক ঐ বিদ্যোপার্জ্জন অত্যন্ত ফলোদয় এবং নিঃসন্দেহরূপে বিশেষ প্রত্যুপকার সম্ভাবনা অতএব এখানকার শ্রীযুক্ত জজ ও মেজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের নিতান্ত বাসনা ও স্পৃহা হইয়াছে যে এতদ্দেসিয়

ব্যক্তিদিগের ইংরেজি বিদ্যোপদেশ জন্ত এস্থানে এক স্কুল অর্থাত চতুষ্পাঠী সংস্থাপিত এবং তাহা এতদ্দেসিয় সিষ্ট বিসিষ্ট মহাশয়ের দিগের স্বেচ্ছাধীন আপাতত আনুকুল্যতা ও অতঃপর মাসিক দানসৌণ্ডতা দ্বারায় সুসম্পন্ন হয় কিন্তু এতদ্বিধায় এক্ষণে অধিক প্রয়াস ও অন্তান্ত প্রজাস্তব আদৌ ইহার অনুসন্ধান অত্যাবশুক যে এই উপস্থিত কল্পনা বিসয়ে মহাশয়ের দিগের স্বেচ্ছানুরূপ আনু-কুল্যের দ্বারায় কি পর্য্যন্ত সাহায্যতা হইবার সম্ভাবনা ও তাহা নিশ্চয়রূপে সুজ্ঞাত হইলে অর্থাৎ প্রাথমিক ও মাসিক দাতব্য মুদ্রা সঞ্চয়ের নির্দ্দিষ্টতা জানিতে পারিলে অনেক স্কুল মাষ্টার অর্থাত শিক্ষা গুরু ও পুস্তক এবং অন্তান্ত প্রওজনিয় বিসয়োপার্জ্জনের সদুপায়ে প্রবর্ত্ত হওয়া জাইবেক এক্ষণে এই অনুষ্ঠান পত্র কেবল এস্থান নিবাসী ইওরোপিয় অর্থাৎ সাহেব লোক ও এদ্দেসিয় মহাশয়ের দিগের সুবিদিত এবং তাহাতে তাঁহার দিগের বাস্তবিক কি অভিপ্রায় ইহার নিশ্চিত অবগত জন্ত উল্লেখিত হইল। ইতি তাং মাঘ ১২৪৩ বাং মোং ত্রিপুরা।” একখানি প্রাচীন প্রাপ্ত।

২০৪। স্যমন্তক মণি-হরণ।

এই গ্রন্থখানি খণ্ডিত,—আদ্যন্ত কিছুই নাই। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পাতা মাত্র আছে। পুঁথিখানি তেমন বড় হইবে না। এই তিনটি পাতে জাম্ববানের সহিত মণি লইয়া কৃষ্ণের যুদ্ধ বর্ণিত আছে।

চতুর্থ পত্রের শেষ এইরূপ :—

কন্তা রতন আছে মোর অনুপাম অতি।
জাহত মোহনি কৈন্তা নামে জাম্বুবতি।
মণি দিয়া গোবিন্দেরে দিল কৈন্তা দান।
তবে তুষ্ট হইবেন কৃষ্ণ বুঝি অনুমান।
ভালুকের বৈন্সে কৃষ্ণ করি আরোহণ।
এই মতে পৃথিবীতে করিল গমন।
দ্বারিকা নগরে তবে গেলা নারায়ন।
শঙ্খনাদ নাদ শুনি সর্ব্বা (বন্ধু) গণ।
* * * *
হেন মতে জাম্বুবতি লইআ শ্রীহরি।
পার্ব্বতি সহিতে আসিলা ত্রিপুরারি।
আসিল দৈবকী দেবী হরসিত মনে।
পুত্রবধূ লৈআ আইল আপনা ভুবনে।

মণি-হরণ বৃত্তান্তটি আমাদের বিশেষ জানা নাই। অনুমানে মাত্র পুঁথিখানির শীর্ষোক্ত নামকরণ করিয়াছি। উদ্ধৃতাংশের শেষে ভণিতায় ‘কৃষ্ণ বিজয়’ নাম দেখা যাইতেছে; তাহাই গ্রন্থের নাম কিনা, কেমনে বলিব? সে ভণিতাটি এই :—

রচিল আদিত্যারাম কৃষ্ণের বিজএ।
জেই জনে শুনে তার শক্র হএ ক্ষএ।

ঠিক ইহারই পরে নিম্নের চরণদ্বয় রহিয়াছে :—

হেন কৃষ্ণ গুণ জে শুনিলে না মরি।
গুণরাজ খানে ভান (ভণে ?) গোবিন্দ শ্রীহরি।

মালাধর বসুর ‘কৃষ্ণবিজয়’ আছে, জানি, কিন্তু এস্থলে এই বাক্যটির অর্থ কি, বুঝি না। একই স্থলে দুই জনের ভণিতা কেন? ‘কৃষ্ণ বিজয়’ নিকটে না থাকায় মিলাইয়া দেখিতে পারিলাম না। ‘কৃষ্ণবিজয়ে’ও কি মণিহরণ বৃত্তান্তটা আছে? অথবা কোন একটা ভণিতা প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না?

পুঁথি লিখিত হওয়ার তারিখাদি পাওয়া যায় নাই। অক্ষর দেখিলে বুঝা যায়, লেখা অনেক দিন পূর্ব্বের।

২০৫। নিত্যানন্দ বৈদ্যের কবিতা।

তারিখহীন একখণ্ড কাগজে এই কবিতাটি লিখিত। পদ সংখ্যা—১৫।

আরম্ভ :—

বন্দম মাতা ভগবতি　　　　করজোরে করম স্তুতি
　　কৃপা মোরে কর সরেসতি।
গোকুল বৈদ্য শাস্ত্রজ্ঞাতা　　　　মুখে সদাএ মিষ্ট কথা
　　জ্ঞান ভালা ধর্ম্ম অনুরতা॥

*　　　*　　　*

গঙ্গা আদি তির্থ জথ　　　　সব কৈল ক্রমাগত
　　দেবগ্রাম করএ বসতি।
কবিরাজি পূর্ব্বাপর　　　　জানিছি সকলি নর
　　জাগ জোর্গত পুরেন্দর॥
গৃহিণী বড় ভাগ্যবান　　　　দুইটি সন্তান তান
　　নিত্যানন্দ উমাচরণ নাম।

*　　　*　　　*

ভণিতা :—

দ্বিজ রামচন্দ্রে কহে　　　　নিত্যানন্দ বৈদ্যের জএ
　　আশীর্ব্বাদ কোরি রাত্রি দিনে॥

২০৬। শশিচন্দ্রের পুঁথি।

এই পুঁথির আদ্যন্তে কয়েকটি পত্র নাই। তথাপি গল্পটা একরূপ বুঝা যায়। রয়াল ফরমের কাগজের দুই পিঠে ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা। ৩—৩৭ পাতা বর্ত্তমান। আকার নাতি বৃহৎ নাতি ক্ষুদ্র। অতি জীর্ণ অবস্থা। কাগজ অতি পুরাতন দেখায় বটে, কিন্তু অক্ষর দেখিলে সেরূপ বোধ হয় না। আধুনিক হস্তাক্ষরের মত সরল লেখা। ভাষা বিশুদ্ধ ও সরল। পড়িতে ভাল লাগে।

কাঞ্চননগরের রাজা বিকর্ণের দুই মহিষী—বিষমুখী ও তারা দেবী। তারা দেবীকেই রাজা বিশেষ আদর করিতেন। বিষমুখীর ইহা সহ্য না হওয়ায় একদিন তিনি রাজাকে এই বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেন :—

আমি তারা দুই জন তোমার রমণী।
তোমার অধীন কিবা জিজ্ঞাস আপনি॥
যে তোমার অধীন নহে করে অহঙ্কার।
তাহাকে ত্যাগিবা তুমি সমুদ্র মাঝার॥

রাজার প্রশ্নোত্তরে তারা দেবী বলেন :—

ব্রহ্মা সৃজএ সৃষ্টি শিবে সংহারএ।
পালন করাএ লোকে প্রভু দয়াময়এ॥
হরি বিনে সংসারেতে কেবা আছে আর।
তুমি আমি সকলের জোগাএ আহার॥
কিন্তু লক্ষ্য করি দিছে শুন প্রাণনাথ।
ধর্ম্ম জানি কহিলাম তোমার সাক্ষাৎ॥
বিষ্ণু বিনে আহার জোগাইতে কেহ নারে।
ব্রহ্মা বিনা সৃষ্টি কথা নাহিক সংসারে॥

বিষমুখী রাজারই বশ্যতা স্বীকার করিলেন। শুনিয়া রাজা তারাদেবীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সমুদ্রে ভাসাইয়া দিতে কোতোয়ালকে আদেশ করিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল। এই সময়ে তারাদেবী অন্তঃসত্ত্বা। এই ভবিষ্যৎ সন্তানই গ্রন্থের নায়ক শশিচন্দ্র।

দীর্ঘায়ত গল্প এখানে বলা চলে না। অনেক অদ্ভুত ঘটনার পর আবার সকলে সম্মিলিত হইয়াছেন। শেষে কয়েকটী মাত্র পাতা নাই বলিয়াই বোধ হয়।

ভণিতা :—

হাহা পুত্র জাদুমণি,　　　　মোকে করি অনাথিনী,
　　কার ঘরে হইলা ওদএ।
এই মতে শোকাকুলী,　　　　হাহা পুত্র বলি,
　　কান্দে দেবী রামজিদাসে ভণে॥

আরও কিছু বক্তব্য আছে। কবি আলাওল সাহেব সপ্ত শতাব্দীর লোক। পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, কবি দৌলত কাজী

আরব্ধ 'লোর চন্দ্রাণী' কাব্যের শেষাংশ আলাওলের রচনা। কথা প্রসঙ্গে তিনি এই 'শশিচন্দ্রের' গল্পটি জুড়িয়া দিয়াছেন। অবশ্য নামধামে কিছু পার্থক্য আছে। আলাওল শশিচন্দ্রের নাম 'আনন্দ বর্ম্মা', তারার নাম 'রতনকলিকা', বিকর্ণ রাজার নাম 'উপেন্দ্র দেব' রাখিয়াছেন। এতদুভয়ের কথা পশ্চাদালোচ্য।

২০৭। শৃঙ্গার তিলকের অনুবাদ।

এই পাণ্ডুলিপিটি বোধ হয় কোন মুদ্রিত গ্রন্থের প্রতিলিপি। কারণ, আবরণ-পত্রে লিখিত আছে—"শ্রীযুক্ত কবি কালিদাস কর্ত্তৃক সংস্কৃত রচনা—দ্ব্যর্থ কবিতা। তন্মধ্যে আদি-রস পক্ষ যে অর্থ যথার্থরূপে গৌড়ীয় সাধু ভাষায় সুপ্রকাশপূর্ব্বক ভবানীপুর 'বৃত্তান্ত-বাহক' প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল। ইতি সন ১২৪৩ সাল তাং ২৫ শ্রাবণ।" পৃষ্ঠ সংখ্যা ১০; দুই পিঠে লেখা। শেষ আছে কিনা, মিলাইয়া দেখি নাই। রচনা—গদ্য ও পদ্যে। লেখকের নামধাম নাই।

২০৮। বৈদ্যক গ্রন্থ।

ইহাতে কবিরাজী, মুষ্টিযোগ ও 'মন্ত্র' শাস্ত্রমত ঔষধ লিখিত আছে। গ্রন্থখানি সুলভ চিকিৎসার পক্ষে খুব মূল্যবান হইতে পারে। এক রোগের ৩।৪ রকমের ঔষধের ব্যবস্থা দেওয়া আছে। ইহার সঙ্কলয়িতা বোধ হয়, পটীয়া—থান মোহনাবাসী ৺বৈদ্যনাথ ঠাকুর। সন ১২২৬ বাঙ্গালার হস্তলিপি। পত্র সংখ্যা ২৫, দুই পিঠে লেখা।

নিম্নে একটি রোগের ঔষধ ও ব্যবস্থা লিখিয়া দিলাম।

৩ দফে জরমাংস্তাইর ঝোলা আগা পাছা নামাইলে তাহার প্রওগ।—

পীপই	১
গোলমরিচ	১
কাচা হলদ্রা	১
লেম্বুর রস	১
মুট	১
লাটাগুলা	১
দারু হরিদ্রা	১
	৭

"এহারে বাটী গুলি বানাই কাচা জল অনু-পমে খাইবো পুন এক গুলি জল করি চক্ষুতে দিলে বিশ ছাড়িবো অষুদের পরীক্ষা এই অষুদে চক্ষুর জল স্রবিব জদি না স্রবে তবে সে লোক না বাচিবো।" অনেক বড় বড় রোগের এইরূপ সুলভ চিকিৎসা আছে।

২০৯। বাল্‌কা নামা।

এই গ্রন্থের সবিশেষ বৃত্তান্ত ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত 'আরতি'র দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সুপরিচিত শ্রীযুক্ত বাবু রসিক-চন্দ্র বসু মহাশয় প্রকাশিত করিয়াছেন।

"গ্রন্থখানির নাম বাল্‌কা নামা। প্রণেতা নয়নচাঁদ ফকির। প্রণেতাকে দরবেশ ধর্ম্মা-বলম্বী হিন্দু বলিয়া বোধ হয়। * * * পুঁথি-খানির ভাষায় উহার খুব প্রাচীনতা অনুমান করা যাইতে পারে। যখন বাঙ্গালা ভাষার উপর আরবী পারসীর খুব প্রভাব ছিল, সেই সময় (মুসলমান রাজত্বে) গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল, বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থের নাম-করণ এবং ভাষার আরবী পারসী মিশ্রণ তাহাদিগকে প্রাগুক্ত অনুমানে পথে লইয়া যায়।"

"বাল্‌কা নামা" আধুনিক দরবেশ ও বাউল সম্প্রদায়ে অত্যন্ত সম্মানিত গ্রন্থ। বাল্‌ক (শিষ্য) ও মুরসিদের (গুরু) প্রশ্নোত্তর ছলে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

বাল্‌কার প্রশ্ন :—

কাঁহা বৈঠে রাম রহিম কাঁহা বৈঠে সাই।
কাহা বৃন্দাবন মোকাম মঞ্জিল স্থান ভেস্ত পাই॥
কাঁহা গোলক বৈকুণ্ঠ, কাঁহা মক্কা মদিনা।
কাঁহা চন্দ্র সুর্য্য কাঁহা দিন দুনিয়া॥
কাঁহা বৈঠে চৌদ্দ ভুবন কাঁহা আলম তারা।
কাঁহা মেঘ বিজুলী কাঁহা বৈঠে ধারা॥
নঞান চাঁদ ফকিরে বলে দরবেশ মেরা ভাই।
কোন আলম খবর বান্দা এক পলকছে পাই॥

মুরসিদের উত্তর :—

দিল্ সে বৈঠে রাম রহিম দিল্ সে মাণিক সাঁই।
দিল্ সে বৃন্দাবন মোকাম মঞ্জিল মস্তান ভিস্ত পাই॥
ঘরে বৈঠে চৌদ্দভুবন মুজিআ আলম তারা।
চাঁদযুক্ত মেঘ জুতি ইন্দ্রে বৈছে ধারা॥

গ্রন্থের শেষকালে :—

বিনা বিজে গাছ সেহি কল্পতরু।
হিন্দু মোছলমান দেখ সকলের গুরু॥

এই বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করা হইয়াছে।

২১০। মাধবাচার্য্যের জাগরণ।

এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণই ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কয়েকটি পত্র পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হইয়া যাওয়ায় পৃথক করিবার সময়ে স্থানে স্থানে অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে। তাহাতে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ থাকিয়াও অসম্পূর্ণ হইল। দীনেশবাবু এই গ্রন্থের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে সকলেই ইহার গুণাগুণের বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন। তৎসম্বন্ধে আমাদের আর কিছু বলাই বাহুল্য। এই গ্রন্থখানি প্রকাশের একান্ত যোগ্য।

আরম্ভ :—

নমো গনেসায়। নমো সরস্বৈত্যৈ নমোঃ।
নমো২ নমো দেবি নমো নারাঅনি।
প্রসিদ্ধ চণ্ডিকা মাতা বিপদ নাসীনী।
সবার মঙ্গল ঘট বেদের স্বরূপা।
সকলি সম্পদ হএ জারে কর কৃপা॥

রচনা কাল :—

ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা সক নিজ জিৎ।
দ্বিজ মাধবে গাএ সারোদা চরিৎ॥

কবির পরিচয় :—

গুরুর চরণ বন্দম　*　*　*
জনক জননী বন্দোম লোটাইআ ক্ষিতি॥
পঞ্চগ্রাম মৈদ্ধে　*　গ্রাম সার।
একাধর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার॥
প্রতাপ তপন রাজা বৃদ্ধি বৃস্পতি।
কলিযুগে রামতুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি॥
সে পঞ্চ গৌর মৈদ্ধে পঞ্চগ্রাম স্থল।
ত্রিপীনী নামে গঙ্গা তথা অতি মনোহর॥
মর্য্যাদাএ মোহদধি দানে কল্পতরু।
ধার্ম্মিক আচার রাজা বুদ্ধি সুরগুরু॥

কবি অনেকগুলি সুন্দর ধুয়ার সন্নিবেশ করিয়া গিয়াছেন। 'ধুয়া'—এই গ্রন্থে 'বিষ্ণুপদ' নামে পরিচিত। স্থানে স্থানে 'বিষ্ণুপদ' আবার 'গোপীভাব' নাম ধারণ করিয়াছে। [ধুয়ার এই নামগুলি নূতন, সন্দেহ নাই। বাসুদেব ঘোষের 'গৌরাঙ্গ চরিতে' এই 'ধুয়ার' পরিবর্ত্তে আমরা 'ঠাঠ' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি। ধুয়ার নমুনা—

চিকণ কালারে সৈ দেখিতে জাইবারে।
নিরক্ষিতে নারি রূপে মেঘে ঝাপিআছে॥
কাজা নহে গোরা নহে কেবল রসময়ে।
হাটিআ জাইতে হালিআ চলিআ পড়ে
পরাণি কাড়িআ লেএ॥

শেষঃ—

লহনা খুলনা আর ধনপতি।
তিন জন লৈয়া গেলেন দেব সুরপতি॥
সুশীলা জন্মা দুই আর শ্রীপতি।
তিন জন লৈআ গেলেন দেবি পার্ব্বতী॥
পুত্র সেবক দুর্গা রাখিল শ্রীপতি।
দ্বিজ মাধবে গাএ বন্দিআ পার্ব্বতী॥

"অষ্টমঙ্গলার গীত সমাপ্ত। ভিমস্তাপী রণে ভঙ্গ মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখীকো নাস্তি দোসকঃ: পুস্তক সমাপ্ত সন ১১৮৩ তিরাসী মাহে ১৯ ফাল্গুন রোজ সুক্রবার শ্রীতনুরাম দাস দাস।" পত্র সংখ্যা ৯৮; কোথাও দুই পৃষ্ঠে, কোথাও এক পৃষ্ঠে লেখা। আকার বৃহৎ; অতি জীর্ণাবস্থা। ইহার অধিকারিণী আনোয়ারা নিবাসী ৺ নিত্যানন্দ সেন মহোদয়ের স্ত্রী মহোদয়া।

মাধব আচার্য্যের ভণিতাযুক্ত 'গঙ্গামঙ্গল' নামক পুঁথি একখানা পাওয়া গিয়াছে। তাহা পশ্চাৎ সমালোচ্য।

২১১। আমীর জঙ্গ।

এতদিন এই প্রকাণ্ড গ্রন্থখানি আরবীয় বর্ণমালায় লেখা ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অত্রত্য তৈলারদ্বীপ-নিবাসী মুন্সী আবদুল কাদের নামক ব্যক্তি উহা বঙ্গাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মূল পুঁথিখানি বোধ হয়, তাঁহার নিকট আজও আছে। অদ্যাকার সমালোচ্য পুঁথিখানি তাঁহারই লেখা।

হজরত মহম্মদের দৌহিত্র ইমামহাসন ও হোসেন পাপিষ্ঠ এজিদ কর্ত্তৃক নিষ্ঠুরভাবে হত হইলে, উক্ত ইমামদ্বয়ের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আমির মহাম্মদ হানিফা বিষম সংগ্রামে এজিদকে বধ করিয়া ভ্রাতৃ-বৈর উদ্ধার করেন। মদিনা ও দেমাস্ক দুই স্থানে যুদ্ধ হয়। এই দুই স্থানের যুদ্ধ হইতে পুঁথিরও দুইটি ভাগ হইয়াছে। প্রথম ভাগে মদিনার ও দ্বিতীয় ভাগে দেমাস্কের যুদ্ধাদি বর্ণিত হইয়াছে।

পুঁথিখানি খণ্ডিত। প্রথম ভাগের প্রথম ১৭ পাতা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় ভাগের শেষ কয় পাতা নাই, বলা যায় না। প্রথম ভাগের শেষ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৭; দ্বিতীয় ভাগের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১২। উভয় পৃষ্ঠে, ডিমাই ফরমের কাগজে লেখা।

দ্বিতীয় ভাগের আরম্ভ এই :—

প্রথম প্রণাম করি প্রভু করতার।
দ্বিতীয় প্রণাম করি রছুর আল্লার॥
তৃতীয় প্রণাম করি আছহ্বারগণ।*
চতুর্থে প্রণাম করি ফাতেমার চরণ॥
হাছন হোছন দুই হৈল স্বর্গপতি।
মহম্মদ হানিফার জঙ্গের + আরতি॥
মদিনা সহরে যুদ্ধ হইল সুসার।
দিমিস্কের যুদ্ধে যাএ আলির কুমার॥

ভণিতা:—

(১) সেখ মনছুরে কহে কর অবধান।
আমীর জঙ্গের কথা অমৃত সমান॥
(২) শ্রীযুত মহাম্মদ সাহা গুণালয়॥
শুনিয়া জঙ্গের কথা সানন্দ হৃদয়॥
কহে সেখ মনছুরেত পাঞ্চালী পয়ার।
শুনি গুণিগণ মন হরিষ অপার॥

---

* আছহ্বারগণ—(আছ্হাবগণ) হজরত মহম্মদের অন্তরঙ্গ পরিষদগণ। 'আছ্হাব' অনেক; তন্মধ্যে হজরত ওচমান, হজরত ওমর, হজরত আলি, এবং হজরত আবুবকর ছিদ্দিক মহাত্মারাই প্রধান।

+ জঙ্গ—যুদ্ধ। এই শব্দ হইতেই আমাদের 'জঙ্গী লাট' উৎপন্ন।

আমীর জঙ্গের কথা রসের মঞ্জরী।
শুনিলে সম্পদ বাড়ে পরলোকে তরি॥

এই মহম্মদ সাহা কে, জানিতে পারি নাই। সম্ভবতঃ প্রথম ভাগের প্রথমে কবির পরিচয়াদি ছিল। আমরা মূল আরবী পুঁথি-খানি সংগ্রহ করিয়া এতদ্বিষয়ে পুনরালোচনা করিব, বাসনা রহিল।

পুঁথিখানি যুদ্ধসম্বন্ধী হইলেও ইহার আদ্যন্তে কেবল যুদ্ধ বর্ণনাই আছে, কেহ এরূপ না মনে করেন। অনেক অবান্তর বিষয়ের বর্ণনাও আছে। মুসলমানী বিষয় বলিয়া কতকগুলি মুসলমানী শব্দের ব্যবহার অপরিহার্য্য হইয়াছে। তাহা ব্যতীত, গ্রন্থের ভাষা বেশ সুন্দর। একটু নমুনা দিতেছি :—

সংসার বসতি জান নিশির স্বপন।
মায়াজাল বন্দি বাজি দেখহ আপন॥
পোতলা লইয়া যেন ফিরে অবিরত।
হাতের ঠমক যেন নাচে তেন মত॥
তেমত মুরতি সব সয়াল জুড়িয়া।
নিরঞ্জনে মূর্ত্তি সব দিয়াছে ছাড়িয়া॥
মায়া দিয়া চালায় প্রভু ছান্দিয়া যতনে।
চালায় মুরতি সব নানান বরণে॥
মৃত্তিকায় কাল বুঝ অসার কেবল।
এহার ভরসা করে সেই সে পাগল॥
দুই আঁখি মুদিলে হইব অন্ধকার।
জাগা হৈলে রাখে নিয়া ভিহিস্ত মাঝার॥
মনুষ্যের আয়ু জান শিশিরের পানী।
যম রাজার কাছে জান জল ভাণ্ড খানি॥
শিশিরের জল শোষে জেহেন ভাস্করে।
তেমতে আছএ যম শরীর অন্তরে॥
দিনে দশবার জান ফিরিস্তাএ আসি।
ডাকি বোলে দেশে চল যথ পরবাসী॥
সংসার অসার জান বুঝ বুধগণ।
পুনঃ চলিয়া গেলে আপনে আপন॥

সেখ মনছুরে কহে মিথ্যা মায়া বান্ধা।
অকারণে মায়াজালে মন কর বান্ধা॥

আরও একটু দেখুন :—

মৃত্যুর লক্ষণ কহি শুন মন্দমতি।
কালন্দরে* কহিআছে সে সব ভারতী॥
দুই চন্দ্র গগনে ত না পাইব দেখা।
সঙ্গে আছে দুই পক্ষী ভাঙ্গে তার পাখা॥
সহস্র কমল দল শুখাইব সকল।
ভ্রমরা উড়িয়া যাইব ছাড়িয়া কমল॥
ছয় মাস তিন দিন না আসিব আর।
সেই দিন যাত্রা করি যাএ নিজ পুর॥
প্রদীপ নিপিলে আর না পাইব গন্ধ।
বর্ম্ম নাড়ী বেগ্নানাল (?) এড়িবেক বন্ধ॥
শ্রীগোলাহাট শব্দ না হইব ধ্বনি।
আকার ইকার বুঝ না পাইব পুনি॥
মল মূত্র হাসি কাঁশি এক রাস্তা হৈব।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা দেহ শরীর ছাড়িব॥
মণিপুর ছয় চক্র না ফিরিব আর।
সর্ব্ব অঙ্গ হৈব জান অগ্নি সমসর॥　ইত্যাদি।

এই পাণ্ডুলিপি খানি আনোয়ারা—চাতরী বাসী শ্রীযুক্ত মিন্নত আলী সিকদারের নিকট আছে।

২১২। মোহমুদ্গর-চরিত্র।

এইরূপ আরও দুই খানি পুঁথি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান পুঁথিখানি খণ্ডিত; কেবল চারিটি মাত্র পাতা আছে। শেষ পত্র সংখ্যা ১৮; এক পৃষ্ঠে লেখা। ভণিতা পাওয়া যায় নাই। অতীব

---

* কালন্দর—ইনি বোধ হয়, সেই প্রসিদ্ধ যোগী হজরত 'আবু আলি কালিন্দর'। হিন্দুস্থানে (কোন স্থানে ঠিক মনে নাই) ইঁহার সমাধি প্রভৃতি আছে। 'যোগ-কালন্দর' নামে এক বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথি আছে।

প্রাচীন ও জীর্ণ। 'ড়' ও 'য়'র নীচে বিন্দু নাই।

শেষ :—

অর্জ্জুনের স্থানেত কহিলা নারাজন।
বৈষ্ণব জে জন আর চরিত্র এমোন॥
* অর্জ্জুন তোমী মন স্থিড় হইয়া।
সর্গে গেল রভিমনা তাকে চিত্যা কিয়া (?)॥
প্রভুর বচন যুনি মন (স্থির) কৈল।
রভিমনোর জত সোক সব পাসরিল॥
প্রভুর চরণে পড়ি করিলা মীর্ণতি।
*　*　*　*
* * রাহিলা প্রভু জুদিষ্টীর স্থানে।
দিন দুই চারি বাদে জাহিব হাপনে॥
রাজাতে কহিবা মোর প্রেম রালিঙ্গনে।
আমীহ রাসিতেছি সিংহহ (?) ভুবনে॥
এমোত কহিয়া রর্জুন রাস্বাসিলা।
হরসিত হইয়া প্রভু দারকাতে গেলা॥
রর্জুন চলিয়া গেলা রাজার বিদ্যমানে।
প্রভু কহিছেন জত কহিল বিবারণে॥
তাহার বাক্য যুনিয়া রাজা হরসিত হইলা।
কহিয়া রাজায় তবে রর্জুনেরে বুঝাহিলা॥
এত দিনে দুর হইল জত সোক ছিল।
রাজাকে সভ্যাসা (সম্ভাষা) করি পুরিতে চলিল॥

"ইতি মোহামুদ্‌গর চরিত্র সমাপ্ত। জথা দিপতং তথা লিখীতং। লেখোনং নাস্তি দোষকং॥ ইতি সন ১১৮৬ ॥৹ তেরিখ ২১ পৌষ রোজ সমবার বেলা দুই চণ্ড থাকীতে লিখিয়া সাঙ্গ করিলাম। এহার সাক্ষী শ্রীধর্ম্ম। শ্রীকেবলকৃষ্ণ বসু সাং কোমর-রাটী॥" এই গ্রাম কোথায়?

২১৩। সূর্য্যব্রত পাঞ্চালী।

ইতি পূর্ব্বে এই নামের আরও দুইখানি পুঁথির পরিচয় দিয়াছি। আজকার পুঁথিখানি খণ্ডিত,—মোট ৫টি পাতা পাওয়া গিয়াছে। হস্তলিপির তারিখ নাই; অতি পুরাতন দেখায় এবং পাতাগুলিও নিতান্ত জীর্ণ হইয়াছে। দুই পিঠে লেখা। রয়াল ফরমের কাগজ।

আরম্ভ :—

ওঁ নমোঃ গনেসায় নমঃ নমঃ সরস্বতৈঃ নমঃ।
কৃপা করি দিবাকর দেহ এই বর।
পদবন্ধে পাঞ্চালী হউক মনোহর॥
চতুর্ভুজ দেব বন্দম সহিতে সাবিত্রি।
নারায়ণ দেব বন্দম সঙ্গে লক্ষি সরস্বতী॥
তার সেসে সিব আদি করি পঞ্চ জন।
একে একে বন্দম মুই সভার চরণ॥
শ্রীসুর্জ্য চরণ বন্দম করি পরিহার।
ব্রত পাঞ্চালী চাহিএ রচিবার॥

ভণিতা :—

দ্বিজ কালীদাসে কহে আদিত্যের চরণ।
দাসেরাস পূর্ন কর হইআ কৃপামন॥
বিক্রম রাজ্যেতে বৈসে দিজ একঘর।
দুঃক্ষিত করিআ বিধি করিলা শ্রীজন॥
তান পত্নি পতিব্রতা রূপে গুণে ধন্যা॥
কথ দিন অভ্যান্তরে জন্মে দুই কন্যা॥
কুন্তি নামে জৈষ্ঠ কন্যা কনেষ্ঠা পার্ব্বতি।
ত্রিভুবন জিনী কৈন্যা রূপে গুণে অতি॥

২১৪। শ্রীচম্পককলিকা।

ইহার ১১টি পাতা পাওয়া গিয়াছে। অতীব দুঃখের বিষয় যে, কালপ্রভাবে ও অযত্নে কালী ও অক্ষর উঠিয়া যাওয়ায় প্রায় অনেক স্থলই অপাঠ্য হইয়া গিয়াছে। আরম্ভে কয়েকটি পদ বেশী ছিল, দেখা যাইতেছে। কিন্তু সেগুলি উদ্ধারের উপায় নাই। মধ্যে মধ্যে 'তথাহি' দিয়া সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। পুঁথিখানি একেবারে নষ্ট হইয়া

গিয়াছে। অতি প্রাচীন। শেষ পত্রাভাবে তারিখাদি পাওয়া যায় নাই।

আরম্ভ :—

> অষ্ট বৎসর আগে রূপ গেল বৃন্দাবন।
> সনাতন থুইঞা এথাএ স্থির নহে মন।
> রাত্রি দিনে ভাবেন রূপ গৌরাঙ্গ চরণ।
> সনাতন সঙ্গে পুন করিতে মিলন।

২১৫। রাগমালা।

এই শ্রেণীর অনেকগুলি গ্রন্থ পাঠাইয়াছি বটে, কিন্তু একখানিও অবিকৃতাঙ্গ পাই নাই। তৎকালে এইরূপ গ্রন্থের খুব প্রচলন ছিল বলিয়া, অনেক লেখক ইচ্ছা করিয়া ও গ্রন্থ বাদ সাদ দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। গীতগুলি প্রায়ই সম্পূর্ণ দেওয়া হয় নাই। ধুয়া স্বরূপ কেবল গীতের আরম্ভ ভাগটি লিখিত রহিয়াছে। এই কারণে আমাদিগকে অনেক গুলি সুন্দর সঙ্গীত হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইতেছে।

সমালোচ্য গ্রন্থখানি বড়ই প্রাচীন, অনেক স্থানে পার্শ্বদেশ ছিন্ন হইয়া যাওয়াতে পত্রাঙ্ক ঠিক করা যাইতে পারিতেছে না। তারিখ নাই, কিন্তু হস্তলিপির বয়স বোধ হয় দেড় শত বৎসরের কম হইবে না। মোট ২৮ পাতা পাওয়া গিয়াছে; শেষ কয়েক পাতা নাই।

আরম্ভ :—"ইতি রাগমালা লিক্ষ্যতে।

রাগ মাল্লব—মল্লার—শ্রীরাগ—বসন্ত—হিল্লোল—কর্ণাট—এতে রাগা সটরিতা। হেমন্তকাল দুই মাস। ১৫ পোদর জের আগ্রন ৩০ ত্রিশ পৌষ ১৫ পোদর মাগ। এই রীত্তে রাগ মাল্লব পাইছে।

তার স্ত্রিঃ—ধানসী মানসী রামকুরা সিন্ধুরা আছোয়ারি ভৈরবি। মাল্লবঅন্ত পৃয়মা (প্রিয়তমা) রাগ মাল্লব। গীত—হরি মাধব হে মুঞি সে অপরাধী (তুয়ারে রাখ) তুআ পাএ। জানিয়া ন কর দয়া,—সকল কপট মায়া,—দিনবন্ধু বুলিয়ে তোহ্মারে।" প্রায় সমস্ত গীতই এইরূপ খর্ব্বীকৃত। অনেক সুন্দর পদ আছে।

এই পুঁথি ও পশ্চাৎ আলোচিত 'তাল নামার' মালিক শ্রীনাদের আলি পিং আকবর আলি পণ্ডিত সাং চাতরী, চট্টগ্রাম।

২১৬। কদ্রু-বিনতা-সংবাদ।

ইন্দ্রের অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা কাল কি ধলা, এই কথা লইয়া কদ্রু ও বিনতার মধ্যে বিবাদ হয়। সেই বিবাদ প্রসঙ্গই এই পুঁথির প্রতিপাদ্য। শীর্ষোক্ত নামটি গ্রন্থের নাম কি না, ঠিক বলা যায় না। আবরণ পত্রে "ইতি কদ্র বিনতা সোদ্ধসোবা" এইরূপ একটা কি নাম লেখা আছে।

আরম্ভ :—

নোম শ্রীবিষ্ণুবে নোমঃ। নোম গণেসায় নোমঃ। বেদে রামাজনে চৈব ইত্যাদি।

> প্রণমহু হরিহর সতপত্র জোনি।
> বাণি কমলা বন্দ পর্ব্বতনন্দিনী।
> পদ্মার চরণ বন্দি গাওম গিত।
> আদিত্য দাসের বাণি রচিল কবিত।
> জেন মতে কদ্রু বিনতা সামবাদ।
> জেন মতে পক্ষিএ পাইল অপসাদ।
> *　　　*　　　*
> সকল কহিএ আহ্মি ভারতি প্রসাদ।
> সদাএ করিবা কেলি মোর কণ্ঠে নাদ।

অমৃত হরণ গীত অমৃত লহরী।
শুনহ ভকত মন কণ্ঠগত ভরি।

শেষ :—

বিষরূপি হইল তবে দেবি পদ্মাবতি।
সোর্গ মত্য দুই গোটা গেল সিগ্রগতি।
* * *
বিষরূপ হইআ তবে গরুর পরসে।
পদ্মরে উদরে দেখি * *
সর্গ মত্য পাতাল দেখিল বিধিত।
সপ্ত দ্বিপ দেখিলা সপ্ত সাগর।
স্থাবর জঙ্গম দেখে জথ চরাচর।
* * *
হরসিত হইয়া বোলে দেবি পদ্মাবতি।
অরুন বদন দেবি * *
* * হইল সমাপ্ত।

ভণিতা :—

মাএর ক্রন্দন শুনি বোলে জথ নাগমণি,
সোক মাও ভাব কি কারণ।
আহ্মরা সাধিব কাজ, কেনে মাও পাও লাজ,
কোবি কৃষ্ণানন্দে এই ভণে।

"ইতি সন ১১৩৬ তারিখ ২০ আসার রোজ চন্দ্র বার বিকাল বেলা সমাপ্ত। * * জগন নাত * * সাং দেআনের হাট পৃষ্ঠো" পত্র সংখ্যা ১৭, উভয় পিঠে লেখা। শেষ পত্রের লেখা উঠিয়া যাওয়ার মধ্যে।

২১৭। কপিলা-মঙ্গল।

ইহাতে কপিলা গাভীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্র সংখ্যা ৪½; উভয় পৃষ্ঠে লেখা। রয়াল ফরমের কাগজ। হস্তলিপি বড় বেশী দিনের নহে। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—

শ্রীহরি। শ্রীজঅদুর্গা।
সুন সভাজন মন দিয়া ইতিহাস।
সুনিলে সকল পাপ হইবে বিনাস।
গোধন পালন ধর্ম্ম নাহি যার ঘরে।
তাহার সমান পশু নাহিক সংসারে।
সংসারের মৈধ্যে জাই পুজিতে গোধন।
জার সেবা করিল আপনে নারায়ণ।
ত্রিলৈক্ষ তারিণি গঙ্গা চারি বেদে কএ।
তুল্য করি জানিঅ গোধন গঙ্গা হএ।
হরিপদ কমলে আছিল মন্দাকিনি।
সেহ ত তাহান সেবা করিল আপনি।

শেষ :—

তোর দন্তঘাতে তনু চিরিবেক জে।
সর্ব্ব পাপ মুক্ত হইআ স্বর্গে জাইব সে।
কপিলারে ছলিল যে নারদ মুনিবর।
ব্যাঘ্র মুক্তি ছাড়ি গেলা অমরা নগর।
শাপ পাই ব্যাঘ্র যদি প্রবেশিল বন।
আনন্দে কপিলা গেল আপনা ভুবন।
কপিল মঙ্গল সোবা সুনে জেই জন।
তার ঘর লক্ষি দেবি না ছারে যমুক্ষণ।
সভার ঠাই কহি আমি করিআ যে বেস্ত।
ইতি কপিলমঙ্গল পোস্তক সমাপ্ত।

"ইতি সন ১২০৬ মঘি তারিখ ২১ জ্যৈষ্ঠ রোজ আদিত্তবার মোকাম তিন চেধিআ (?) শ্রীযুক্ত দেবীদাস সেনর খামার লেখা সমাপ্ত হইল ইতি স্বয়ক্ষরমিদং শ্রীরাম দআল দে সহর্থে লেখীত অস্বআত্‌ চোরে নিবাঅতে অদি যুকরি তৈস্ত মাতাশ্চ পিতা তস্বঞ্চ গন্ধবঃ॥" 'তিনচোদ্ধ' গ্রাম আছে কিন্তু কোথায়, জানি না।

২১৮। প্রেমতরঙ্গিণী।

ইহার নাম 'প্রেমতরঙ্গ' বলিয়া লিখিত আছে। দুইখানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। একখানির প্রথমের দুইটি পাতা শূন্য; অপর খানির কেবল ১০ পাতা বর্ত্তমান। প্রথম খানি ক্ষুদ্র আকারের ও দ্বিতীয় খানি বড় আকারের কাগজে এক পিঠে লেখা।

ইহা ভাগবতের কোন্ স্কন্ধের অনুবাদ, জানিতে পারি নাই। "বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী"তে ভাগবত আচার্য্যের যে "কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী" প্রকাশিত হইতেছে, ইহা কি সেই গ্রন্থেরই অংশ ? এই পাণ্ডুলেখ্যে যে ধরণের ভণিতা আছে, সেইরূপ ভণিতা উক্ত প্রকাশিত গ্রন্থে কোথাও নাই। বোধ হয়, ইহা আজও ততদুর বাহির হয় নাই। এই খণ্ডে রাধিকার দ্বারকানয়ন বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

আরম্ভ :—

"শ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ। অথ প্রেমতরঙ্গি গ্রহন্ত লিক্ষ্যতে। কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম জস্য প্রবর্দ্ধতে। ভস্তি ভবদ্ধুরাজ ইন্দ্র মোহা-পাতক কোটএৎ (?)॥"

কৃষ্ণ কথা রসময় অমৃতের ধারা।
পুন পুন সুন লোক শ্রুতি মনোহরা॥
হরিগুণ য়ানন্দে যুনহ নিতি নিতি।
পরম কারণ হরি নিগুণের গতি॥
হরিগুণ কথা ভাই শ্রবণ মঙ্গল।
প্রসন্ন হইব জথ ইন্দ্রিয় সকল॥
*   *   *
একদিন পার্ব্বতি সঙ্কর বিদ্যমান।
কৃষ্ণ কথা জিজ্ঞাসিল প্রসন্ন বদন॥
গোপ গোপী পুর জথ কৃষ্ণ পৃয়জন।
তা সভার কোন গতি কৈল নারায়ণ॥

ভণিতা :—

(১) পথক্রমে উদ্ধব চলিলা মহামুনি।
ভাগবৎ আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী॥
(২) ভাগবৎ আচার্য্যের মধুরস বাণী।
জোগ সত্য কথা কহি প্রেমতরঙ্গিণী॥

একখানিতে তারিখাদি নাই, অপর পুঁথির তারিখাদি এই :—

"ইতি উদ্ধব চরিত্র সমাপ্ত। ইতি সন ১১৬৯ (১১৩৯ ?) তেরিখ ১৩ই কার্ত্তিক মাহে সমাপিলাম শ্রীজগমন্ত রাম (?) সেন সাং সাভাজনগর ইতি।" ইহার পত্র সংখ্যা ৪০, এক পৃষ্ঠে লেখা। আকার ক্ষুদ্র। ৪০ পৃষ্ঠার অক্ষর উঠিয়া যাওয়ায় একটু বাকী 'য়'ও'ড়' নীচে বিন্দুহীন। অপর পাণ্ডুলিপির লেখা খুব প্রাচীন বোধ হয়। অক্ষরগুলি বিচিত্র। সাভাজনগর কোথায় ?

২১৯। তালনামা।

এই নামের অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। সকলগুলি এক জনের সঙ্কলিত নহে। ইহার সঙ্কলয়িতা কে, জানা যাইতেছে না।

পুঁথিখানি বড়ই প্রাচীন। প্রাগালোচিত 'রাগমালা' ও ইহা একই হাতের ও সময়ের লেখা। পার্শ্বদেশের লেখার কালী উঠিয়া যাওয়ায় পত্রাঙ্ক নির্দ্দেশ করা যাইতেছে না। অনেকগুলি পত্র পাওয়া গিয়াছে। শেষ পত্র নাই, বোধ হয়।

ইহাতে কেবল তালের 'গৎ' দেওয়া আছে। কয়েক স্থানে তালানুযায়ী সঙ্গীতও আছে। ভবিষ্যতে রাগমালার সহিত ইহারও আলোচনা হইবে বলিয়া অদ্য আর কিছু বলিলাম না।

জেখানে বাজাও বাঁসী সেখানে লাগত পাম।
সিহরে উকারি বাঁসী সাগরে ভাসায়॥
ছৈদ মর্ত্তজা কহে জনম ভিখারী।
তন ছাড়ি প্রাণ টান তন হৈল খালী॥

এইরূপ সমস্ত গীতগুলির বিকৃতি ঘটিয়াছে। নকল নবিসের নাম শ্রীমাহাম্মদ কারকন, সাং চাতর, জেলা চটগ্রাম।

২২০। হরিবংশ।

কৃষ্ণ চরিত সম্বন্ধে ইহা একখানি সুন্দর

গ্রন্থ। অশ্লীলাংশ পরিত্যাগ করিতে পারিলে এই কবির গ্রন্থখানি অতি উচ্চদরে বিকাইত। ইহা কবিত্ব সম্পদে সর্ব্বত্রই সম্পন্ন। গ্রন্থের আদ্যন্তে এমন সুন্দর কবিত্ব মাখা লেখা অতি অল্প কাব্যের থাকে। পরে আমরা ইহার বিস্তারিত সমালোচনা করিব, বাসনা রহিল।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ নারাঅন ব্রহ্ম সনাতন।
সত্তরজতম তিন নির্লোপ নিরঞ্জন॥
ব্রহ্মা মহেশ্বরে জার মাঅা নাহি বুঝে।
কপিল মহেসে জার পদাম্বুজে ভজে।
নিরবধি তারা সবে জার পদ সেবে।
নারদ আদি আর সুখ দেবে॥

ভণিতা :—

সৈত্যবতী সুত ব্যাস নারাঅন অংশ।
সংখেপে রচিল পুর্ন্ন শ্লোক হরিবংশ॥
সেই শ্লোক রাখাল করিঅা পদবন্ধে।
লোক বুঝিবারে কহে দীন ভবানন্দে॥

পয়ারচ্ছন্দে ভণিতা সর্ব্বত্রই এইরূপ। কবির পরিচয় স্বরূপ এই দুইটি চরণ পাওয়া গিয়াছে :—

* * *

সর্ব্ব লোকে বুঝিবারে, পয়ার রচিল তারে
শিবানন্দ সুত ভবানন্দে।

একস্থানে বলিতেছেন, কবি সারদার বর পাইয়া এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তিঁন যে পুর্ব্ববঙ্গবাসী, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থে অনেকগুলি সুন্দর পদ আছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা সে গুলিকে খণ্ড কবিতা মনে করিতাম। পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গীত গ্রন্থ গুলিতে এইরূপ অনেক পদ সন্নিবেশিত রহিয়াছে। তাহার কয়েকটি পূর্ব্বে পূর্ণিমা ও সাহিত্য সংহিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। দুই একটি এখানে দিলাম —

তুড়ি রাগ।

শ্যাম বন্ধু কালা চান্দ কি আর বলিব তোকে।
প্রেম বাড়াইআ, বিনি দোষ দিআ,
তবে কেনে ছাড়িবা আক্ষাকে।
মুই যে অভাগী, মিছা ভাব লাগি,
দুই খানি কুল জে খাইলুম্।
প্রেমেতে বান্ধিআ, জাতি কুল দিআ,
ভাবিতে২ মুই মৈলুম॥
কুল শীল জাতি, তেজি নিজ পতি,
তোমা না দেখি প্রাণ ফাটে।
তোমার পিরীতে. সে ধার করাতে,
আসিতে যাইতে কাটে॥
কুলধর্ম্ম কাজ, পরিহারি লাজ,
প্রেম বাড়াইলুম তখনে।
অন্তর আনলে, মোর হিআ জ্বলে,
মিছা সব তোর মনে॥
পুরুষ ভ্রমর, না জান অন্তর
ভাবিতে ভাবিতে হৈলু ধন্ধ।
চিন্তিতে আচম্বিৎ, হৈলুম মোহস্চিৎ
বোলে তবে দীন ভবানন্দ॥

সিন্ধুরা রাগ। (২)

সজনি সই, মোর পরাণ বিদরে।
আক্ষা ছাড়ি প্রাণনাথ রৈল মধুপুরে॥
কাহারে কহিমু দুঃখ কেবা মরম জানে।
না দেখিআ প্রাণনাথ কি করে পরাণে॥
কি করিলে কি হইব তাহা নাহি বুঝ।
কৃষ্ণ দরশন মাগো এই বর খোজ॥
কথ বা ঝুরিব আমি হই কুলবধু।
রাখিআ গরল বন্ধু লইআ গেল মধু॥
আগেতে ভরসা ছিল পাছে ভাব ভিন।
রাধার সম্বাদ কহে ভবানন্দ দীন॥

শেষ :—

সুখে রাজ্য কর তুমি সারদা নন্দন।
আক্ষারে মেলানি দেয় জাই তপোবন॥

শ্রীভাগবত বিমল ধর্ম্ম-অংশ।
গুহ্যাতিগুহ্য বিবরণ হরিবংশ॥
মনোহর পদ ভাঙ্গি রচিল পদবন্ধ।
শিবানন্দ সুতে ভণে দীন ভবানন্দ॥

"ইতি শ্রীমোহাভাগবতো হরিবংশ তিলোত্তমা শ্রীকৃষ্ণবেহার সমাপ্ত। এই পুস্তক লিখনং যুয়ক্ষর শ্রীরামসেবক দাস আঞ্চিচ অস্য পুস্তক মালিক শ্রীরামহরি সর্দ্দার সাকীন পদুআ। ইতি সন ১১৯২ মঘি মাহে দুইঅ ফাল্গুন রোজ রবিবার বেহান বেলাতে লীখন সমাপ্ত।" 'পদুআ' গ্রাম চট্টগ্রাম—সাতকানীয়া থানার অধীন।

পত্র সংখ্যা ৯৮, বড় কাগজে দুই পিঠে লেখা। প্রকাণ্ড গ্রন্থ।

২২১। লালমনের কেচ্ছা।

এখানি মুসলমানী পুঁথি। ভাষা আরব্য ও পারস্য মিশ্রিত। সত্যপীরের মাহাত্ম্য প্রচার গ্রন্থের উদ্দেশ্য। অধিক দিনের নকল নহে।

আরম্ভ :—

আল্লা আল্লা বলো ভাই ইয়াদ আল্লা বলো।
হরদমে আল্লার নাম নিতে কেন ভোলো॥
লইতে আল্লার নাম না করিবে হেলা।
জোবান হইবে বন্ধ মত্তুতের বেলা॥
এই জে দুনিআ দেখ সব অকারণ।
ভোজ বাজি ধুলা খেলা না রবে কখন॥
বন্দনা করিতে আমা হবে অনেক্ষণ।
লালমোনের কথা কিছু সোন দিলা মন॥
সত্তাপির ছিল ছলে লালমোন সুন্দরি।
হোছেন সাহা বাদসা নিয়া হয় দেশান্তরি॥

শেষ :—

পুরিল মনের সাদ পোহাইল রজনি।
সত্ত লক্ষ টাকা দিল সত্তা পিরের সির্নি॥
মক্কাএ বসিআ আপে হাসে সত্যাপিরে।
বুঝিল বাদসার বেটী চিনিল আমারে॥
খোসালে করেন দোও আপে সত্যাপিরে।
হোছেন সা বাদসাই পাইল মোগান সহরে॥
পুরিল মনের সাদ দুখ গেল দূরে।
আসর সহিতে দোও কর সত্যাপিরে।
লাএকে নেওাজ গাজি ধরি তোমার পাএ।
আল্লা আল্লা বলো সবে পুথি হৈল সাএ॥

ভণিতা :—

(১) সত্যের চরণ সেবি।
রচিল আরিক কবি॥
(২) সত্যের কউসে যে আরিক কবি গায়।
লায়েক নেয়াজ গাজি ধরি তোমার পায়॥

"সমাপ্তঃ। সন ১২১৯ মং তাং ৩০ আসাঢ়। এই পুতির মালিক শ্রীদরবেশ আলি পিং রমজান আলি সাং সৈদপুর নিখিতং।" এইগ্রাম চট্টগ্রাম—'হাওলা' চাকলার অন্তর্গত। পত্র সংখ্যা ৫৯; রয়াল ফরমের কাগজ। পাতলা লেখা উভয় পৃষ্ঠে বড় অক্ষরে।

২২২। বৈষ্ণব-বিধান গ্রন্থ।

ইহা ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্র সংখ্যা ৫; একপিঠে লেখা। প্রথম পাতা একটু ছিন্ন। অক্ষরগুলি বড় বড় এবং কোন কোনটা কিছু বিচিত্র। 'র' পেটকাটা, 'য়' বিন্দুহীন, 'উ' বা 'ড' 'ড' রূপে লিখিত।

আরম্ভ :—

শ্রীরাধাকৃষ্ণ চন্দ্রায় নম। বাঞ্চা কল্পতরু এবচ। পতিতায়ং পাবনভো বৈষ্ণব নম॥

য়ানন্দে বোলহ হরি ভজ ভগবান।
ঠাকুর বৈষ্ণবের পায় মজাইয়া মন॥
বৈষ্ণব বৈষ্ণব মোর করুণার সিন্ধু।
ইহলোক পরলোক দোহো লোকের বন্ধু॥

বৈষ্ণব গোসাই রাগার অপার মহিমা।
রাপনে না পারেন প্রভু জাকে দিতে সীমা॥

শেষ :—

বৈষ্ণব গোঁশাঞি বিনে যদি জান অন্ত।
ইহলোক পরলোক নহে তার ধন্ত॥
বৈষ্ণবের ঘরে যদি ভৃত্ত (ভৃত্য) কর্ম্ম করো।
তথাপি বিসই দুঃখ সহিতে পারো॥

ভণিতা :—

বলরাম দাসে কহে এতেক বিচার।
বিসইয়ার ঘরে ধর্ম্ম নহে জেন তার॥

"ইতি বৈষ্ণব বিধন গ্রহস্ত সংক্ষপে সমাপ্ত। ইতি সন ১১৯০ তেরিখ ৬ আশ্বিন রোজ শনিবার পীং কন্দপপাল পুত্র ষুবন (ভুবন ?) পাল সাং বন্দর আসন।" এই গ্রাম কোথায় ?

২২৩। দণ্ডী পর্ব্ব।

এই পুঁথিখানি বৃহৎ। প্রথম পত্র ছিঁড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। পত্র সংখ্যা ৩৭, প্রথম পাতা এক পৃষ্ঠে ও অবশিষ্ট পাতা দুই পৃষ্ঠে লেখা। অক্ষর গোটা গোটা ও বড়। ইহা পরে পৃথকভাবে সমালোচ্য।

আরম্ভ :—

নম গণেসায়।
দণ্ডরব নৃপতির বিভরন যুনি।
যুখদেবের স্থানে জিজ্ঞাসিলা নৃপমণি॥
দণ্ডিরব নৃপতির কথা সংখেপে কহিল।
বিস্তারিয়া শুনিবারে শ্রদ্ধা হইল মন॥ (?)
কোন দেসে ছিল সেই দণ্ডি নৃপমণি।
কোন মতে বনেতে পাইল তুরঙ্গিনি॥
গোবিন্দের প্রিয় সখা পাণ্ডবেরগণ।
কৃষ্ণ পাণ্ডবের কেনে হইলেক রণ॥

ভণিতা :—

শ্রীভাগবত কথা, ব্যাসের কবিতা পোথা,
সোলক ষক্তে কথা রসুসার।
ভারথির পদতলে, রাজা রাম দত্তে বোলে,
সেই কথা পদ রসুসারে॥

শেষ :—

সরস্বতির পদযুগে করি নমস্কার (।)।
গুরুপদে প্রণাম করিএ বারে বার॥
ভবানির পদযুগে করি নমস্কার।
কহে (হীন ?) রাজা রাম দত্তে রচিল পয়ার॥

"ইতি শ্রীভাগবতে একাদস স্কন্দে দণ্ডরব প্রসংঙ্গ সমাপ্ত। ইতি সন ১১৫৩ মঘি তারিখ ২৬ সাবীষ আসীন রোজ সনিবার।" লেখক শ্রীদেবিপ্রসাদ দাস দেয় সাং নাই।

২২৪। নলোপাখ্যান বা নৈষধ।

বৃহৎ গ্রন্থ। বড় বড় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। পত্র সংখ্যা ৬১, উভয় পৃষ্ঠে লেখা। পশ্চাৎ সবিস্তারে সমালোচ্য।

আরম্ভ :—

নম গনসাঅয়। নম নিরাঞ্জন। বন্দন হরি নরাঅন
বিজয় ভারত কথা বন পর্ব্ব সমাধান।
পুণ্য কথা যুন সবে নলক্ষন॥
যুনিতে শ্রবণ যুক পরম কত্তক।
পুণ্যবন্ত বৃদ্ধি হএ মুক্ত পরলোক॥
মহারাজা যুধিষ্টির ধর্ম্মের নন্দন।
পাসাএ হারিল রাজা ধন বন্ধুগণ॥
কুকির্ত্তা করিয়া সব নিল দুরধন।
পঞ্চ ভাই ভার্জ্যা সনে প্রবেসিল বন॥

ভণিতা :—

না দেখিয়া দময়ন্তি (?) কান্দে মহাদেবি।
দত্ত লোকনাথে কহে মনে দুক্ষ ভাবি॥

শেষ :—

এথ যুনি জুধিষ্টির হরিস অন্তর।
লোক দত্তনাথ (?) কহে ভাবি গদাধর॥
পণ্ডিত চরণে মোর কোটী নমস্কার।
দোস খেমা করি গুণ করিবা প্রচার॥
প্রণতি করিএ আহ্মি সভার চরণে।
ক্রেমভঙ্গ অপরাধ না লইবা মনে।

আদ্মি অতি খুদ্র হম সিধু অল্পমতি।
সভার চরণে মোর রহউক প্রণতি॥

"ভিমস্তাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম জথা দিষ্টং তথা লিখীতং লিখকো নাস্তি দোসকং শ্লোক। পণ্ডিতেষু গুণা সর্ব্বে মুখে দোসাশ্চ কেবলং তস্বাত মুক্ক সহস্রেন প্রাঙ্গা-মেকং বিশেসত। শ্রীসাহেবর্দ্দি জমার্দ্দারস্ত। স্বঅক্ষরমিদং শ্রীইন্দ্রনারায়ণ দেয়স্ত প্রগনে রোসনাদ চাকলে খণ্ডল মৌজে উর্ত্তর তাল-বাড়িয়া। এহি পুস্তকর হক মালিক শ্রীসাহাবর্দ্দি জমার্দ্দার ওলদে মাহাহ্মদ আরপ ইবিনে মহোহ্মদ বুলতান সাকিমে ইছিলাম বাদ মৌজে বাকলিয়া তরপ শ্রীযুত হাম্‌জাহা চৌধুরী আমলে শ্রীযুত মেস্তর কেওল সাহেব চাটীগ্রামের যুবা শ্রীযুত স্তামলেন সাহেব আমলে। ভিমস্তাপি ইত্যাদি শ্লোক। পুস্তক সমাপ্ত মাহে চৈত্র ৪ চাইর তারিখ এক প্রহর বেলা হইতে চান্দ ছুকর পনর তারিখ মোকাম দক্ষিণ সিক কাচারি॥"

নিম্নের এই কথা গুলি কোন গ্রন্থাংশ কিনা জানি না। একটা প্রাচীন হস্ত-লিপিতে পাওয়া গিয়াছে। রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এখানে তুলিয়া দিলাম :—

"গুহ্য নামে মহালিঙ্গ নামে মূলাধার।
পীতবর্ণ চতুর্দ্দল মূর্ত্তির আকার॥
হৃদের উপরে পদ্ম রক্ত বর্ণ হএ।
তাহার উপরে পদ্ম বিষ্ণুর আলয়॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সারঙ্গ ধরি হাতে।
শ্রবণে কুণ্ডল শোভে মুকুট শোভে মাথে॥
তার পদ্ম মহাদেব দিব্য কলেবর।
পঞ্চ বক্ত (?) তিন আখি জটাজুট ধর॥
শূন্যের উপরে শূন্য ব্রহ্মাণ্ড যে তথা।
ভাবিলে পরম তত্ত্ব মনে পাইবা দেখা॥
হস্তী আইসে জাএ সুইচের অগ্রেত নাহি বেধ।
এই গুরু সংক্ষেপে চিনিলাম প্রথেক।

২২৫। কৃষ্ণ লীলা।

এই পুঁথির কয়েকটি পাতা মাত্র আছে। ১৩, ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ পাতা ভিন্ন অপর পাতাগুলি কোথায় গেল জানি না। লেখার তারিখাদি পাইবার উপায় নাই। অক্ষর বেশ সুন্দর; কাগজ অতি পুরাতন দেখায়। এক পিঠে লেখা। গ্রন্থের নামটি নিম্নোদ্ধৃত ভণিতাদ্বয় হইতেই কল্পিত হইল।

(১) কৃষ্ণ সে পরম ধন জানির সর্ব্বথা।
নন্দরাম ঘোষ কহে কৃষ্ণ লিলা কথা॥
(২) বড়ই অপূর্ব্ব কথা কৃষ্ণ মোঙ্গল গিত।
কৃষ্ণ লীলা নন্দরাম ঘোষের রচিত॥

প্রাপ্ত পত্রগুলিতে কৃষ্ণের কংস সভায় গমন পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। নিম্নে কতকটা উদ্ধৃত হইল। অক্রূর ও কৃষ্ণের কথোপ-কথন:—

সন্তুষ্ট করিল মোরে বর লও তুমি।
জাহা ইচ্ছা কর সেই বর দিব আমি॥
মুনি বলেন কৃষ্ণ তুমি জগত ঈশ্বর।
আমি বড় নরাধম প্রিথিবী ভিতর॥
প্রিথিবির মৈধ্যে মুনি তুমি অন্তর্জামী।
বোলল হাপনে (আপনে) কোন বর হব আমি॥
ধন জন দারা পুত্র কিছুই না চাই॥
জন্মে জন্মে আমি জেন তোমার পদ পাই॥

আমার নিকট একখানি অতি প্রাচীন খণ্ডিত "প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা" আছে। অনেক স্থলে অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে। তারিখটি এই :—"সকাব্দা ১৪৮৩ (অথবা ১৭৮৩?) শ্রীগঙ্গাপ্রাণ শর্ম্মণ সাং ছুরপুর সাধর মিদং পুস্তকং ইতি।" পুঁথির উপসংহারে বিদ্যা-

পতির একটা পদ আছে। রক্ষণার্থে পুঁথি-খানি পরিষদে দিব।

২২৬। ত্রিলক্ষ পীরের সিন্নি-বিধি।

এই গ্রন্থে ত্রিলক্ষ পীরের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

আরম্ভঃ—

প্রথমে বন্দম আদি দেব নিরঞ্জন।
জাহার কারণে হয়ে সৃষ্টির পতন॥
বৃষবাহনে বন্দম দেব পঞ্চানন।
গরুড় বাহনে বন্দম দেব নারায়ণ॥

শেষঃ—

ধান্ত রাশি মধ্যে ঘঠ করিব স্থাপন।
কর্পূর তাম্বুল আদি দিব শুদ্ধমন॥
কদলীর পত্রেতে জে করিব আসন।
ভক্তি করি পাঞ্চালী জে পঠিব সুজন॥
এক চিত্ত হইয়া পিরের স্তুতি জে করিব।
মনের যতেক দুঃখ পিরে খণ্ডাইব॥
সোণার ঘোড়া রূপার জিন্।
আসিবেন ত্রিলৈক্যপির সিন্নির দিন॥
আসিবেন ত্রিলৈক্ষপির বসিবেন খাটে।
ত্রিলোক্ষ পিরের সিন্নি হাতে হাতে বাটে॥

"ইতি ত্রিলোক্ষ পিরের সিন্নি বিধি সমাপ্ত। ইতি সন ১২৩৯ মঘি তাং ২৬ শ্রাবণ স্বাক্ষরং শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মা সাং সুচক্রদণ্ডী।" অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। পত্র-সংখ্যা ১১ঽ; শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে লেখা। ভণিতা নাই। স্থানে স্থানে 'সত্যপীরের পাঞ্চালী'র সহিত মিল আছে।

২২৭। তমিম গোলাল-চৈতন্য সিলালের পুঁথি।

এই খানি মুসলমানী পুঁথি। তমিম গোলাল ও চৈতন্ত সিলালের প্রেম ও পরিণয় কাহিনী বর্ণিতব্য বিষয়। ভাষা বাঙ্গালা প্রধান। এই বিষয়ের দুইখানি পুঁথি আছে, একখানি মহম্মদ আকবরের রচনা; অপর খানির ভণিতা এই :—

মহম্মদ রাজা্এ বোলে, কথ রঙ্গ মহীতলে,
সকল জে প্রভুর খেয়াল।
ধার্ম্মিক সুজন পরে, জে জনে অন্যায় করে.
তার জান এমত জঞ্জাল॥

আমার পিতৃব্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মুন্সী আইনদ্দিন সাহেবের বাল্যকালের হস্তলিপি। আকার বৃহৎ, আদ্যন্ত বিনষ্ট। ভণিতাগুলি অধ্যায়ের আরম্ভ ভাগে দেওয়া একটু বিচিত্র বটে। সিলালের বারমাস হইতে একটু নমুনা দেওয়া যাউক :—

শ্রাবণ মাসেত বন্ধু নিঝর বরিষা।
না পুরাইল মনবাঞ্ছা না পুরাইল আশা॥
এবে বৈরাগিণী হইব যে করে ঈশ্বরে।
নতুবা গরল খাই হইব সংহারে॥
ভাবিয়া চাহিল মনে সকল অসার।
বিধি বক্র হইল মোর না হৈল সুসার॥

* * *

মাঘ মাসে ত প্রভু তরলে পড়ে শীত।
আকাশ পৃথিবী জুড়ি সমীর সহিত॥
মুই অভাগিনীর বন্ধু বুকে লাগে শীত।
না বুঝি মুগধ সঙ্গে বাড়াইল পিরীত॥
শীতে তনু হৈল ক্ষীণ আর বৈরী লোক।
অবলা বিভোলা নারী কথ সহিমু শোক॥

এই খণ্ডিত পুঁথি আমাদের বাড়ীতে আছে। মনে পড়ে, উক্ত দুই পুঁথি মুদ্রিত দেখিয়াছি।

২২৮। শ্রীরাম-কাহিনী।

পদ সংখ্যা প্রায়—১৬।

এইটি ভাটদিগের কবিতা। সংক্ষেপে

রামবনবাস হইতে রাবণবধ পর্য্যন্ত বর্ণিত। সন্দর্ভের কোন নাম ছিল না। ১১৯৩ মঘির লেখা।

আরম্ভ :—

ভক্তি ভাবে শুন সবে শ্রীরাম কাহিনী।
পিতৃ সত্য পালিবারে চল্যো রঘুমণি॥
হয়ে রাম জটাধারী বাকল পরি পাছে লক্ষ্মণ ভাই।
মধ্যে সীতা রাখি চলে রঘুনাথ গোসাঞি॥

শেষ :—

হাতে ধরি ভানু রাইখাছেন কানে।
লক্ষ্মণেরে জীয়াইল ঔষধের ঘ্রাণে॥
বীরে উঠি বোলে মার মার তর্জ্জন তরাসে।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ কৈল রাবণ বিনাশে॥
রাম নাম মোক্ষ নাম লবে জনে জন।
রঘুনাথ আনন্দে হরি বোল সর্ব্বজন॥
কবিতা সাঙ্গ হইল॥

ভণিতা :—

শ্রীকালীচরণ ভট্টে বোলে রামের বাণে কে
বাচিবে আর।
ধনুতে টংকার দিআ বোলে মার মার॥

২২৯। বস্ত্রহরণ।

এই ক্ষুদ্র পুঁথিখানি সম্পূর্ণ থাকিলেও অতি জীর্ণতা হেতু পুঁথির স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া যাওয়ায় সবটা উদ্ধার করা যায় না। অবয়ব রয়াল ফরমের কাগজের ৩ পৃষ্ঠা মাত্র। ১১৮৩ মঘির লেখা। ভাট-গীতি, বোধ হয়।

আরম্ভ :—

* * ধনি কাকে কুম্ভ লইয়া জল ভরিতে আএ।
* * হরসিত হইয়া ঘাঠে কুম্ভ থুইয়া জল খেলাএ॥
অথ গোপিগণ অন্যে মুখ চাহিয়া হাসে গোপিগণ।
তাতে কদম গাছে বৈস্যা হরি করে নিরক্ষণ॥
তটেতে রাখিছে গোপীর বস্ত্র অভরণ।
কালা গোপ্ত বেশে গেলেন ঘাঠে বস্ত্র নিলো হরি।
কদম গাছে নন্দলালে বাজাএ মুরারি॥

শেষ :—

রাধে হাস্যা কহে উচিত হএ শরণ নহে জে।
ছারিলে কি হবে নাথ নিবেদিলুম জে।
দুহের মিলন হইল প্রেম বারাইল শুখান গেলো চলি।
পদ্মবনে পরি জেন মধু পীএ অলি॥
ওলাসী (?) প্রভাত হইল রতিপতি গেলো নিজ স্থান
রাধে কোলে সখ্য করে বৈসেন ভগবান॥

ভণিতা :—

গরি পঞ্চানন সুত জ্ঞানহীন মোর (মূঢ়?) জন।
রাধা কৃষ্ণ বৈলা জাউক সমাইর জীবন॥
ইতি শ্রী বস্ত্রহরণ সমাপ্ত।
শ্রীতনুরামে ভট্ট ভণে রাধা কৃষ্ণ চরণে॥

অন্য এক স্থানে এইরূপ একটা ভণিতাও আছে :—

কবিরত্নে ভণে শ্রীচরণে পুরায় মনের আশ।
কৃষ্ণ বৈলে চলে রাধা ছাড়িআ নিশ্বাস॥

উক্ত গৌরী পঞ্চানন সুত এই তনুরাম ভট্টই সম্ভবতঃ কবিরত্ন উপাধিধারী হইবেন। পুঁথিখানি চট্টগ্রাম—কেলি সরে (কেলি সহরে) লিখিত। লিপিকারের নাম নাই।

২৩০। সঙ্গীত সংগ্রহ।

ইহাতে প্রাচীন কালের ২৬টি শাক্ত-সঙ্গীত সংগৃহীত আছে। তন্মধ্যে অনেকটি কবিরঞ্জন ও দ্বিজ রামপ্রসাদের রচিত,—অপরগুলির রচয়িতা—রাজকিশোর, তারিণী ব্রহ্মাণী, দ্বিজ হরি দাশরথি এবং রামদুলাল। কয়েকটির ভণিতা নাই। অপ্রকাশিত সঙ্গীতগুলি "পূর্ণিমায়"—প্রাচীন সাধন সঙ্গীত প্রবন্ধে প্রকাশিত হইতেছে।

ইহা হইতে একটি নূতন সত্যের উদ্ধার বা—নূতন একজন স্ত্রী কবির আবিষ্কার হইল। প্রাচীন সাহিত্যে শিখী মাহিতীর ভগ্নী

মাধবী (প্রসিদ্ধ ৩২ রসিক ভক্তের ১ জন) ও হরিলীলার কবি আনন্দময়ী গুপ্তা প্রভৃতি অতি অল্পসংখ্যক কবিই আছেন। এই নূতন কবির একটি মাত্র সঙ্গীত পাওয়া গিয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

শিব দুর্গা নাম লও না কেন মনরে আমার। ধু।
অন্তিমকালে তরাইবে ভবনদী পার।
দুর্গা নামটি মকরন্দ, শ্রবণে বহে আনন্দ।
নিরানন্দ নিতান্ত কপাল মন্দ যার॥
দুর্গা নামটি মহৌষধি, পান কর নিরবধি,
কালো ভয় কালো চিন্তে নাইক তোমার।
তারিণী ব্রাহ্মণী বোলে, দুর্গা নামটি না লইলে,
শমন ভুবনে গেলে দোহাই দিবে কার॥

নিম্নোদ্ধৃত গীতটী কার কৃত, জানি না।

সেত তুমি মা কত রঙ্গ জান কালী। ধু।
কখনে পুরুষ, কখনে প্রকৃতি,
কখন হও বনমালী।
ব্রহ্মকুলে গিএ, ব্রহ্মময়ী হইএ,
ব্রহ্মকমণ্ডলু ছিলি।
বৃন্দাবনে আসি, বাজাইলে বাঁসী,
গোপীর মন ভোলালি।
রাম অবতারে, জনকেরি ঘরে,
সীতা নাম প্রকাশিলি।
জনকেরি বংশ, ব্রহ্মশাপে ডংশ (ধ্বংশ ?)
গঙ্গারূপে উদ্ধারিলি।

হস্তলিপির তারিখ নাই। প্রায় ৫০ বৎসরের লেখা। লেখক ৺রামতনু দেব শর্ম্মা সাং সুচক্রদণ্ডী। ইনি "জ্যোতিঃ" সম্পাদক কালীশঙ্কর বাবুর পিতা।

২৩১। কৃষ্ণ-গুণ-কথা।

ইহার নামটি পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থে কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

আরম্ভ :—

নমো গণেশায় নমঃ।
বিপদের বন্ধু কৃষ্ণ সম্পদের ধন।
ইহলোকে পরলোকে প্রভু নারায়ণ॥
রাধা রাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোল সর্ব্বজন।
আনন্দে চলিআ জাইবা বৈকুণ্ঠ ভুবন॥

শেষ:—

কৈক্ষ হোতে খুদ কাড়ি লইল নাঁরায়ণ।
এক মুঠ লইয়া খুদ করিলা ভোজন॥
আর এক মুঠি খুদ লইলা জগন্নাথে।
হেন কালে লক্ষ্মীদেবি ধরিলেক হাতে॥
লক্ষ্মী দেবি বোলে প্রভু না খাইয় আর।
কত কালে সুধিবো আহ্মি সুদামের ধার॥
এহি মাত্র ব্রাহ্মণে জে কহে সমাচার॥
প্রজা সবে শুনি হৈল হরিস অপার॥
কৃষ্ণ গুণ কথা কহি হরিস হৃদএ।
আনন্দে চলিয়া জাইবা বৈকুণ্ঠ আলএ॥

ভণিতা :—

(১) শুনহ ভক্ত সব, কৃষ্ণ গুণ উৎসব,
শুন ভাই কর্ণ ঘঠ ভরি।
দ্বিজ পরশুরামে কহে, না ভজিলাম রাধা পাএ,
ভবসিন্ধু কিরূপে হইব পার॥
(২) দ্বিজ শ্রীকিঙ্করের বাণী, রাধাকৃষ্ণ বোল শুনি,
অন্তকালে কৃষ্ণ পদে আশ।

"ইতি সন ১২২১ মঘি তারিখ ৫ বৈশাখ শ্রীরামকিঙ্কর সর্ম্মণঃ পুস্তিকেঅং।" পত্র সংখ্যা ৮, প্রথম ও শেষ পত্র এক পিঠে লেখা। ক্ষুদ্র পুস্তক।

প্রাগুদ্ধৃত দ্বিতীয় ভণিতাটি যে লেখক রামকিঙ্কর শর্ম্মারই প্রক্ষিপ্ত, তাহা নিঃসন্দেহে উপলব্ধ হইতেছে। উক্ত ভণিতা দুইটি প্রত্যেক স্থলে একই স্থানে আছে।

২৩২। একাদশী—মাহাত্ম্য।

পদ সংখ্যা প্রায়—২০।

আরম্ভ :—

নমো গণেশায় নম। নম স্বরসত্যৈ নম।
প্রণমোহ নারায়ণ দেব নিরঞ্জন।
জাহার কারণে হইলো অখিল ভুবন।
সেই হরির পাদপদ্মে করি নমস্কার।
একাদশী মাহাত্ম্য কথা করিমু প্রচার।
এই মন্ত্রে পঞ্চ ভাই কৃষ্ণর সহিত।
হেনকালে একাদশী ব্রত উপস্থিত।

শেষ :—

দশমীরে সঞ্জম (সংযম) করিব সাবধানে।
একাদশী দিনে হরি পুজিব বিধানে।
ফলমূল নৈবদ্য য়ার নিশি জাগরণ।
দ্বাদশীয়ে পারণা করিব ততৈক্ষণ।
পঞ্চগ্রাসী করিতে নব গণ্ডুসের জল।
অন্তরিক্ষে হইআ পাপ পলাএ সকল।

ভণিতা নাই। ১১৯৩ মঘির লেখা। লেখকের নাম শ্রীচণ্ডীচরণ দেব শর্ম্মা সাং আনোআরা।

২৩৩। জুলুয়া।

পদ সংখ্যা—২০।

এই ক্ষুদ্র সন্দর্ভটি পূর্ব্বে মুসলমানের বিবাহোৎসবে গীত হইত। জুলুয়া নামধেয় এ গীতের সঙ্গে সঙ্গে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মধ্যে পাশাক্রীড়া চলিত। সে উৎসব অনেক রহস্যময়,—দু'কথায় এখানে বলা যায় না। জীবন সংগ্রামের কঠোরতা বৃদ্ধিবশতঃ এই উৎসব এখন উঠিয়া গিয়াছে। লোকমুখে সচরাচর ইহা জুলা উচ্চারিত হয়।

আরম্ভ :—

বিচমল্লার নাম জান সংসারের সার।
আদি অন্ত নাহি জান লোসর প্রচার।
কি করিব যমদূতে বিপক্ষ বিবাদ।
সর্ব্ব স্থানে জয় জয় সে নাম প্রসাদ।
পরণামি পরমতত্ত্ব নৈরাকার রূপ।
সৃষ্টিকর্ত্তা জেই রূপ য়াদোত সেরূপ।

* * *

তবে মহম্মদ নবী ত্রিভুবন সার।
জাহার গৌরবে প্রভু সৃজিল সংসার।
নৈরাকার আজ্ঞা ধরি করিলা আদেশ।
নিকাহা মঙ্গল বিবা হইতে বিসেস।
নিকাহা মঙ্গল বিবা উৎছব উল্লাস।
মেদনীতে জাহা হোতে রহে গৃহবাস।
ধন্য ধন্য এই দুইর জননী জনক।
রূপ গুণ এই দুইর পালিছে পালক।

শেষ :—

সহজে ললাট ভাগ্য মত্রির (?) লিখন।
চন্দ্র সূর্য্য তারাগণ একত্রে মিলন।
রাহুএ চিকুর তাহা গ্রাসিবার সাৎ।
তেকারণে রহিআছে বেরূপ পাট জাৎ।
বিম্ব অধর কিবা শুনি আখি মন। (?)
দশন দাড়িম্ব বীজ মিহির উজ্বল।
ইসেত কটাক্ষ হাসি বচনের সঙ্গ।
পূর্ণিমার চন্দ্র হস্তে অমিয়া তরঙ্গ।

"ইতি জুলুয়া সমাপ্ত। লেখীতং শ্রীকালিদাস নন্দি সাং ধলঘাঠ (পটীয়া—চট্টগ্রাম)। সন ১২১৫ মঘি তাং ১৪ ফাল্গুন।" ভণিতা নাই। উক্ত লেখকের ও তাঁহার পিতা মধুরাম নন্দি উভয়েরই ব্যবসায় ছিল—পুঁথি নকল করা। এই জন্য চট্টগ্রামে প্রাচীন হস্তলিপির লেখাগুলি "মধুরামি লেখা" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

২৩৪। দুর্গা পঞ্চরাত্রি।

ইহার অপর নাম "শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব।" ষষ্ঠী, সপ্তমী ও অষ্টমীর পালাগুলি জগন্নাথ রায় এবং নবমী ও দশমীর পালা-

গোপাল তৎপুত্র রামপ্রসাদ রচনা করেন। জগন্নাথের (অষ্টকাণ্ডীয়) 'রামায়ণ' ও 'আত্ম-বোধ' এবং রামপ্রসাদের 'কৃষ্ণলীলামৃতরস' নামে গ্রন্থও আছে। ইঁহাদের নিবাস জেলা বাঁকুড়া ভুলুই গ্রামে।

উক্ত গ্রন্থগুলি জেলা বাঁকুড়া মেজিয়া পোষ্টাফিসের অধীন কালিকাপুরবাসী, কবি-গণের আত্মীয় শ্রীযুক্ত কাশীবিলাস বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় প্রকাশিত করিয়াছেন। 'দুর্গা-পঞ্চরাত্রি' দেখিয়া বোধ হয়, প্রকাশক মহাশয় গ্রন্থগুলি আধুনিকভাবে সংশোধন ও সংযোজন করিয়া মৌলিকত্ববিহীন করিয়াছেন। এমন কি, গ্রন্থগুলিকে "কাশীবিলাস গ্রন্থাবলী" নামে পরিচিত করা হইয়াছে। 'দুর্গা পঞ্চরাত্রিতে' অনেক স্থলে ভণিতা এইরূপ :—

"দ্বিজ জগন্নাম দুর্গা পঞ্চরাত্রি গায়।
এ কাশীবিলাসে মাগো রাখ ভবদায়।" (!!)

সম্প্রতি 'আত্মবোধ' নামক গ্রন্থখানি মজুমদার লাইব্রেরী হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রকাশক মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে যে 'দুর্গা পঞ্চরাত্রি" উপহার দিয়াছিলেন, তাহা হইতেই এই কথাগুলি লিখিত হইল। উক্ত সমস্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তাঁহারই নিকট আছে।

২৩৫। গঙ্গা-মঙ্গল।

এই গ্রন্থখানি সুপ্রসিদ্ধ 'চণ্ডীকাব্য' প্রণেতা মাধবাচার্য্যের রচিত। দুঃখের বিষয়, শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই বলিয়া তাঁহার সময় সম্বন্ধে যে একটু গোলযোগ আছে, এই গ্রন্থ সাহায্যে তাহার মীমাংসা হইতে পারিল না। "ইন্দু বিন্দু বাণধাতা" ইত্যাদির মত কোন সময়-জ্ঞাপক শ্লোক হয়তঃ এই গ্রন্থের সমাপ্তিতে ছিল।

"মহাপ্রসাদ বৈভব ও মাধববংশতত্ত্ব প্রভৃতি পুস্তকে জানা যায়, মাধবাচার্য্য মহাপ্রভুর পড়ুয়া ও মন্ত্র শিষ্য ছিলেন",—এই গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত ভণিতা দৃষ্টে উক্ত উক্তির কথঞ্চিৎ সমর্থন হইবে।

আরম্ভ :—

ওঁ নমো গনেষায়। ধানশ্রীরাগ।
প্রনমহো গণপতি গৌরির নন্দন।
যুভ বুদ্ধিদায়ক বিঘ্ন বিনাসন। ধ্রু।
খর্ব্ব স্থুল তরল তনু লম্বিত উদর।
কুঞ্জর সুন্দর মুখ অতি মনোহর।
সিন্দুরে মণ্ডিত অঙ্গ অতি সুশোভন।
চারি ভুজে সোভা করে অঙ্গদ কঙ্কন।

শেষ পত্রের শেষ :—

সেই গঙ্গাজল বিন্দু, পাইআ নরক সিন্ধু,
তরিল রাক্ষস তিন জন।
ছারিয়া রাক্ষসরূপ, দিব্য দেহ অপরূপ,
ধরিয়া রহিল্য তখন।
তিন ভিতে তিন জন, করে নানা স্তবন,
আমা সভা কৈলা পরিত্রাণ।
হইছিল ব্রহ্মসাপ, ঘুচাইলা সে সব পাপ,
তিলেক করিয়া অবধান।

ভণিতা :—

চিন্তিয়া চৈতন্ত চন্দ্র চরণ কমল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল।

শেষ পত্র সংখ্যা ৮১, উভয় পৃষ্ঠে লেখা। ক্ষুদ্র অক্ষর। অতি প্রাচীন লেখা, জীর্ণাবস্থা। অনেকগুলি অক্ষর বিচিত্র। বোধ হয়, এত প্রাচীন পুঁথি আমি আর এখানে পাই নাই, পুঁথির আকার বৃহৎ। তারিখাদি পাওয়া যায় না। পরে বিস্তারিত আলো-চনার ইচ্ছা রহিল।

২৩৬। বত্রিশ-সিংহাসন।

এই নামের আর একখানি গ্রন্থ বন্ধুবর ৺নলিনীকান্ত সেন মহোদয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মিলাইয়া দেখি নাই বটে, কিন্তু উভয় গ্রন্থ অভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়। সেই গ্রন্থখানি এখনও নলিনীবাবুর লাইব্রেরিতে রহিয়াছে।

আরম্ভ :—

বত্রিশ সিংহাসন (?)

একদিন সুরপতি স্বর্গেত বসিয়া।
চারিদিগে দেবগণ বসিছে বেরিয়া ।
অপসরিগণের আজ্ঞা দিল সুরপতি।
আজি নিত্য কর সবে অথেকাস্তুতি।
উর্ব্বসি মেনকা নাচে ঘৃত্তাচি (?) রূপসরি।
এইরূপে অনেক নাচিছে বিদ্যাধরি।

পুঁথিখানি খণ্ডিত,—১০১ পাতা পর্য্যন্ত আছে। উভয় পৃষ্ঠে লেখা। প্রকাণ্ড গ্রন্থ শেষ পত্রে দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলীর কথা আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং ইহার পর গ্রন্থ আর বেশী নাই। কোথাও ভণিতা পাওয়া গেল না। ভাষা বেশ মার্জ্জিত ও সুন্দর। বড় বেশী দিনের লেখা নহে।

নলিনীবাবুর সংগৃহীত গ্রন্থখানি আনিয়া পরে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

২৩৭। হরিশচন্দ্রের স্বর্গারোহণ।

এই নামধেয় আর একখানি পুঁথির পরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা মিলাইয়া দেখিয়াছি, দুই পুঁথি এক জিনিষ নহে।

আরম্ভ :—

নমো গণেসায়।

বিজ্ঞ গুরু বন্ধম জে ব্যাস বৃহস্পতি।
ভক্তি করি বন্ধম জে দেবি সরস্বতি।
পণ্ডিত সকল পদে করি নমস্কার।
অপরাধ না লইবা মাগি পরিহার।
পণ্ডিত সকল পদে দণ্ডবত সেবা।
অপরাধ পাইলে কিছু মর্য্যাদা করিবা।
অতি কষ্ট করি জেবা পুণ্য জে করএ।
পরলোকে সেই জন ভাল গতি হএ।

শেষ :—

দেবীর বচনে রাজা লভিলেক জ্ঞান।
প্রজাগণ সমে রাজা রহে যুক্ত স্থান।
প্রভুর আজ্ঞাএ হৈল যুক্তে স্বর্গপুরি।
তথাএ রহে মহারাজা প্রজা সঙ্গে করি।
যুক্ত স্বর্গ রহিলেক হরিশ্চন্দ্র রাজা।
পরম হরিসে রহে লৈয়া নিজ প্রজা।
এই মতে রহে রাজা দেবির সঙ্গতি।
শুনিলে অতুল পুণ্য অন্তে স্বর্গে গতি।
কায়মনে ভক্তি করি জেবা পরে শুনে।
সর্ব্বপাপ নাশি জাত্র বৈকুণ্ঠ ভুবনে।

ভণিতা :—

(১) ই জর্গে তাপিনি মোরে বিধিএ করিল।
সুকবি সংহিতা গাহে পাষাণ দ্রপিল।

(২) দেবির করুনা শুনি, কান্দে রাজা নৃপমণি,
সুকবি সঙ্গিতা সকরুণ।

(৩) জথ জথ বৈসে লোক, কেবা পাএ এত শোক
সুকবি সঙ্গিত বুধ গাহে।

"ইতি হরিচন্দ্র স্বর্গ আরোহণ সমাপ্ত। ইতি সন ১২১৬ মঘি মাহে ২৮ কার্ত্তিক রোজ রবিবার।"

পত্র সংখ্যা ১৩; এক পিঠে লেখা। গোটা গোটা বড় অক্ষর। ভণিতাটি ভাল বুঝা গেল না। পশ্চাৎ বিস্তৃতভাবে সমালোচ্য।

২৩৮। দুর্গা-পুরাণ।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত 'আরতি' পত্রিকার ১৩০৮ সনের

দ্বিতীয় বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

"মুক্তারামের বংশ নির্ব্বংশ হইতে বসিয়াছে। ঐ বংশে কেবল রাধাচরণ নাগ নামক অশীতিপর বৃদ্ধ মাত্র জীবিত আছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র দ্বারকানাথ ১২৯৬ সালের ভীষণ ভূকম্পে মুর্শিদাবাদে দালান চাপা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।"

পরে তিনি 'সাধক' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন; অনেক শাক্ত-সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে একটি গীত দেখুন :—

ত্রাণ কর বিষম কলি ভয়।
হেলায় জনম যায়, না ভজিলাম রাঙ্গা পায়,
জীবন যৌবন মিছে সব।
ভাবিয়া উমার পদে, আছিল অনেক সাধে
ঠেকিয়ে দারুণ মায়াজালে।
দিন দিন হইলাম হীন, জীবন আর কত দিন,
না জানি কি হয় অন্তকালে।
সুত সম্পদ জয়, তুমি হতে সব হয়,
ভাবিয়া বুঝিল আপন মনে।
সেবকের জায়া সার, মায় বিনা কে আছে আর,
আমি বঞ্চিত তাতে কেনে।
চিন্তিতে চঞ্চল আখি, পলকে সঙ্কট দেখি,
শমন দারুণ কাল পাছে।
আমি বড় অপরাধী, বিপাকে ঠেকাইল বিধি,
তোমাতে বিদিত সব আছে।
গজমুণ্ডে জয় নাম, তাহার অপরে রাম,
ভণে সেই পন্নগ পদ্ধতি।
মিনতি করিয়া কয়, না যায় মনের ভয়,
উপায় বলহ বেকুল গতি।

"গ্রন্থের আকার ১২৫ পাতা; প্রথম পাতা এক পৃষ্ঠে লেখা। শ্লোক সংখ্যা অনুমান ২৫০০। কবির স্বহস্ত লিখিত পুঁথি—অতীব জীর্ণাবস্থা।"

'ভারতীর' এই প্রবন্ধ হইতে এই গ্রন্থগুলির সংবাদও জানা যাইতেছে :—

(১) মুক্তারামের মত ধারীশ্বরবাসী কবি জগন্নাথ ও 'দুর্গাপুরাণ' রচনা করেন।

(২) দ্বিজ বংশীদাস প্রণীত ভাগবত।

(৩) মাধবাচার্য্য রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'।

(৪) রাজা রাজসিংহ রচিত 'রাগমালা'।

(৫) সদানন্দ মুন্সী প্রণীত 'দায়া লেকো'।

(৬) জগন্নাথের রচিত 'নিগম'।

(৭) বিষ্ণুরাম নন্দী কৃত 'উদ্ধবগীতা'।

উক্ত গ্রন্থগুলির আবিষ্কারের জন্য শ্রীযুক্ত কেদারবাবু আমাদের ধন্যবাদার্হ।

২৩৯। কালী পুরাণ।

দুর্গাপুরাণের পর মুক্তারাম নাগ কালী পুরাণ রচনা করেন।

আরম্ভ:—

দুর্গা পুরাণ শুনি রাজা জন্মেজয়।
কর জোড়ে * * ব্যাস স্থানে কয়।
দশভুজা চণ্ডিকা হিমালয়ের ঝি।
কালরূপ হইলেন এ বিষয় কি।
রামা হইয়া সংগ্রাম দেখিতে অসম্ভব।
পদতলে তান কেন শিব হইলেন শব।
উলঙ্গ উন্মত্ত হইয়া না করেন লাজ।
কেমতে * * দুষ্ট রণভূমি মাঝ।
কেমতে ধরাইলে হিয়া শুনিয়া মেনকা।
নিশাকালে কিমতে মায়েরে দিলা দেখা।
প্রথমে কালীর পূজা হৈল কোন ঠাঞি।
সেই সব বিবরণ শুনিবারে চাই।

"এই প্রশ্নগুলির উত্তর কালী পুরাণে বিবৃত। ছোট গ্রন্থ ৩৭ পাতা। প্রথম ও শেষ পাতা এক পিঠে লেখা। প্রাপ্ত গ্রন্থ ১২৫০ সনের লিখিত।"

২৪০। চৈত্র-মাহাত্ম্য।

ইহাতে চণ্ডী-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঘটনা সেই খুলনা লহনার কথা। চণ্ডীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র। কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কবিগণ হয়ত এইরূপ কোন গ্রন্থাবলম্বন করিয়াই তাঁহাদের যশের কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। ভাষা সরল ও অনাড়ম্বর।

পুঁথির নাম চৈত্র মাহাত্ম্য হইল কেন?

আরম্ভ :—

জয় দুর্গা।

প্রণমোহ পরম দেবতা আদ্য দেবি।
ব্রহ্মা হরি হর থাকে জার পদ সেবি॥
সত রজ তম তিন গুণে সেই জুতা।
প্রবৃত্তি পালন বিনা শিবে শক্তি ভুতা॥
জার নাম স্মরনে দারিদ্র দুঃখ জাএ।
মহাপদ পাএ সেই ইশেদ লিলাএ॥
তাহান চরিএ রচিবারে করি য়াসা।
লোক পরিতোসেরে করিব দেশী ভাষা॥
আছে অতি পশ্চিমে নগর উজ্জয়নি।
বিক্রম কেসরি রাজা নৃপ সিরোমনি॥

শেষ :—

জয়২ জননি জগত সোনাতনি।
নরকে না কর গতি নম নারায়নি॥
ভবানি ভিতিকা ভুতা হর ভগবতি।
জন্মেং হোক তুয়া চরণেতে গতি॥
ইহ জন্ম আরোপিতা বিপক্ষ বিনাস।
পরলোকে হোক গৌরিপুরেতে নিবাস॥
পুত্রে পৌত্রে অভিরামে বারে ঠাকুরাল।
তিলমাত্র আপদে না লংঘে কোন কাল॥
জাবত জিবন মাতা তুয়া গুণ গাই।
মৃত্যুকালে বাকুল চরণে দিবেন ঠাই॥
শাকে রসাবান সৈলেন্দু বামা।
স্ববেতাম্বু প্রাহ মূর্দ্ধা সুতঃ খরামা॥

"ইতি চৈত্র মাহাত্য সমাপ্ত। শ্রীরাম গতি আচার্য্যাক্ষরশ্চ। শ্রীরাম তনু সর্গার পুস্তিকশ্চ। সন ১১৯৬ মঘি তারিখ ৩০ চৈত্র কুল বিষু দিন শনিবারে বেহান বাদে সমাপ্ত।" পত্র সংখ্যা ১৩, এক পিঠে লেখা। ক্ষুদ্র পুস্তক ভণিতা নাই।

২৪১। মুক্তাল হোছন।

পূর্ব্বে একবার এই গ্রন্থের একটু অলোচনা করিয়াছি। আদ্যন্ত বিহীন একটা পুঁথি অবলম্বন করিয়াই তখন উক্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। অদ্যকার পুঁথিখানিও খণ্ডিত, কিন্তু ইহার আদি আছে।

রামায়ণ মহাভারত যেমন হিন্দুর পক্ষে অতি আদরের ও পবিত্র জিনিষ, নবিবংশের কীর্ত্তিবিষয়ক গ্রন্থ বলিয়া এই গ্রন্থখানিও মুসলমানের পক্ষে তেমনি পবিত্র ও আদরের সামগ্রী। নবিবংশের যাবতীয় কথাই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। ইহার ভাষাও বড় সুন্দর; তাহার আভাস পূর্ব্বে একটুকু দেওয়া গিয়াছে। আমাদের কোন সহৃদয় মুসলমান সঙ্গতিপন্ন ভ্রাতা এই গ্রন্থখানি প্রকাশের ভার গ্রহণ করিবেন কি?

গ্রন্থখানি প্রকাণ্ড,—৭৯ পাতা পর্য্যন্ত আছে; অবশিষ্ট কতদূর নাই বলা যায় না। চেষ্টা করিলে অনেক পাণ্ডুলিপি মিলিবে। ইহার লেখা খুব প্রাচীন; দেড় শত বৎসরের উপরে; শেষ পত্র অভাবে তারিখ পাওয়া যায় নাই। দুই পিঠে লেখা। অবস্থা নিতান্ত জীর্ণ।

আরম্ভ :—

বিস্মিল্লাহিররহমান নিররহিম পিরওস্তাদ
প্রণামহোঁ নিরঞ্জন সংসারের সার।
বিশ্বরূপী সর্ব্ব স্থানে গোপতে প্রচার॥

এক হন্তে দুই হই হৈল তিন গুণ।
ভাবক ভাবিনি ভাব মগ্ন সনিপুন ॥
ভাবক ভাবিনি জদি দরসন ভেল।
অনন্ত অলেখ মুক্তি (মুর্ত্তি ?) উপজিয়া গেল ॥
এক ভেল অলেখ (অনেক ?) অলেখ ভেল এক।
কহিতে অকথ কথা কেবা কহিবেক ॥
সেই প্রভু প্রণামহো হই এক মন।
অনাদি অনন্ত সেই প্রভু নিরঞ্জন ॥

বহুস্থান ব্যাপিয়া কবির বংশ পরিচয় আছে। সবটা উদ্ধৃত করিবার স্থান হইবে না। তজ্জন্য আমরা কেবল আসল কথা গুলিই উদ্ধৃত করিব। এই বিবরণে কয়েকটা ঐতিহাসিক কথা আছে। তৎপ্রতি ঐতিহাসিক কঠোর দৃষ্টিপাত প্রার্থনীয়।

কাএ মনে প্রণাম করিএ বারে বার।
কদল খান গাজি জান ভুবনের সার ॥
জার রণে পড়িল অসঙ্ক রিপুগণ।
ভএ কেহ মজিলেক সমুদ্র গহন ॥
এক পয়ে হইল সহস (?) প্রাণহিন।
রিপু জিনি চাটিগ্রাম কৈলা নিজাধিন।
বৃক্ষ তলে বসিলেক কাফিরের গণ।
সেই বৃক্ষ ছেদি সবে করিল নিধন ॥
তান এক দশ মিত্রে করিএ প্রণাম।
পুস্তক বাড়এ না লেখিল তান নাম ॥
তান এক মিত্রে বধিলেক চাটেশ্বরি।
মুছুলমান কৈল সব চাটিগ্রাম পুরি ॥
তাহান প্রেমের সথা অতি গুণবান।
সএখ (সেখ) সফর্দ্দিন পির ত্রিভুবন জান ॥

* * *

প্রণমহ তান সুত গুণের সাগর।
কুলগুরু কাজি সে আলাম নাম ধর ॥
মহাসত্ত মির কাজি তাহান নন্দন।
এক মনে প্রণামহো সে দুই চরণ ॥
তান সুত গুণ যুত খান কাজি নাম।
তান পদ পরে মোর সহস্র সেলাম ॥

তাহান নন্দন জান সর্ব্বগুণালএ।
করতার ভাবে মগ্ন জাহার হৃদএ ॥
সএখ (সেখ) হামিদ পির জান ত্রিভুবন।
কাএ মনে প্রণামিএ সে দুই চরণ ॥
তান সুতনয় পির বুদ্ধি সুর গুরু।
ভিক্ষুক লোকের প্রতি (পতি ?) ভবকল্পতরু ॥
জার কেরামতে ভরি গেল ত্রিভুবন।
বাবা ফরিদের পদে করিএ বন্দন ॥
তাহান ঔরসদভ (ঔরসোদ্ভব ?) ভুবনের সার
দশ দিগে হই কৃতি হইল জাহার ॥
খেনেকে মক্কাতে চলি জাএ জেই জন।
তথা গিয়া সেবন্ত নৈরূপ নিরঞ্জন ॥
তিলেকে আসিয়া পুনি চাটিগ্রাম দেশে।
জথাবিধি করতার সেবন্ত বিসেস ॥
হামিদ আলাম পির ভুবনের পতি।
তান দুই পদ বন্দম করিয়া ভগতি ॥
তাহান ঔরসদত্ত কুলের কেতন।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিসারদ অতি বিতর্পন ॥
বধিয়া সে অরিজন করিয়া সংগ্রাম।
আপনাহে স্বর্গবাস হৈল পরিণাম ॥
সাহা নমুরাদ্দিন পির মর্য্যাদা সাগর।
চরণ রাজির প্রণামহ বহুতর ॥
তাহান ঔরস বিবি মানিক্য ধরিল।
সর্ব্ব সুলক্ষণ সিশু তাত উপজিল ॥

* * *

পির সক্র নামে জানে ভুবনের সার।
মাতা সঙ্গে তাহানে প্রণামি বারে বার ॥
তাহান কনিষ্ঠে জে পুজিতে ত্রিভুবন।
পুর্ণচন্দ্রধিক মুখ কমললোচন ॥
গোরাঙ্গ কাঞ্চন কান্তি উচ্চ নাসা দণ্ড।
দির্ঘ বাহু হেমলতা বিক্রমে প্রচণ্ড ॥
গৌর রাজ অধিপতি জাকে প্রসংসিল।
ভিক্ষুক জনের পতি জাহাক বুঝিল ॥
চাটিগ্রাম প্রতি (পতি ?) জনে নমুরন্ত খান।
আপনার পুত্র সুতা দিল জার স্থান ॥

খার বাঙ্গালার পতি ইচ্ছা খান বির।
দক্ষিণ কুলের রাজা আদম সুধির॥
স্নেহ ভাবে জাহার পুজন্ত নিতি নিতি।
জাহার প্রসংসা কৈল মগধির পতি॥
সদর্জ্জা (?) করিয়া জার ভুবনে বাখানে।
পরম পণ্ডিত সে জে রসের নিধান॥
পির খাকে জাকে২ কোলে সর্ব্বজন।
এক মনে সে জে আলেক নিরঞ্জন॥
খেমাকন দয়াশীল মধুর বচন।
সাহা আবদন ও হাবকে করম বন্দম॥
সাহা ভিক্ষাবিতালি (?) কোলে সর্ব্বজন।
বারে বারে প্রণামিএ সে দুই চরণ॥
তাহান নন্দন শ্যাম সুন্দর সারির।
পুর্ণিমার চন্দ্র মুখ সর্ব্বসাস্ত্রে থির॥
গুণবাণ মৃত্যুঞ্জএ নবরস দধি।
বহুল প্রকার জারে সৃজিলেক বিধি॥

* * *

এজে লজে কলিজে (?) পুজএ সম্পদ॥
কোরাসি বংশের জল (জান?) প্রাসিদ্ধের হেতু।
মহাসএ মাতামোহ কুল জএ কেতু॥
ধবল গজের খরে জাহাকে বাখানে।
জাছা হস্তে পাইল পদ রসাজির গণে।
সাহা মোহাম্মদ পির চরম বন্দন।
উর্দ্ধারব মাতামোহ পাসিলু পরণ।
মহম্মদ খানে কহে মনে করি সার।
তুমি বিনে সোহাএ নরক হৈব পার॥

তবে পিতামোহগণ প্রণামিএ একমন
পিতামোহ মাহি আছোয়ার।
ছিদ্দিক বংশের জন্ম উমর সদৃশ ধর্ম্ম
লজ্জাএ ওচমান সমসর॥
জ্ঞানেত সদৃশ আলি দানেত হাতিম বুলি
হামজা সদৃশ বলবান।
দিক্ষা গুরু কল্পতরু সর্ব্ব অস্ত্র সাস্ত্রে গুরু
জন্ম হইল আরবের স্থান।
হাজি খালিল পির ওর চাহি পৃথিবীর
ফিরিয়া আসিতে আরবার।

সহরিসে তান সঙ্গে পৃথিবী ভ্রমিতে রঙ্গে
চালি ভেল মাহি আছোয়ার॥
আসিতে খালিল পির সেহাজি সমুদ্র তীর
সিংহ চর্ম্মে কৈলা আরোহণ।
আল্লার কর্মান পাই এক মৎচ আইল ধাই
পিষ্ঠ পাতি দিল ততক্ষণ॥
আল্লার অন্তর করি সে মৎচের পিষ্ঠে চড়ি
চলি ভেল মাহি আছোয়ার।
গহন সমুদ্র তীর দুই পির আইল চলি
চাটিগ্রাম দেশের মাঝার॥
একাদশ মিত্র সঙ্গে কদল খান গাজি রঙ্গে
দুই মিত্র বারি লই গেলা।
হাজি খালিলকে দেখি বদর আলাম সুখি
অঙ্গে অনো আখেশিলা॥
মাহি আছোয়ার তবে সে দেসে ভ্রমন্ত জবে
দেখিলেন্ত আচার্য্য নন্দিনি।
রূপে বিদ্যাধর জিনি সুধাহাসি মধুবানী
নয়ান অমল কমলিনি॥
দেখি মাহি আছোয়ার বিপ্রস্থানে সে কন্যার
মাগিলেন্ত বিবাহা করিত।
আচার্য্য না দিল জাবে ব্যাঘ্র আরোহিয়া তবে
বিপ্র দ্বারে আইল ত্বরিতে॥
ভয়ে ধাত্র বিপ্রগণ আচার্য্য ভাবিয়া মন
দান কৈলা আপনা নন্দিনী।
কথ কাল ক্রিড়া করি ফিরি দেশে গেলা চলি
পুএ প্রসবিলা জসস্বিন॥
তালিম তাহান নাম অস্ত্রে শাস্ত্রে অনুপাম
দানে জেন দ্বিতীয় হাতিম।

* * *

তান পদ সিরে ধরি পাঞ্চালি রচনা করি
তাহান নন্দন গুণনিধি।
ছিদ্দিক তাহার নাম অস্ত্রে শাস্ত্রে অনুপাম
বদন কমল কলানিধি॥

* * *

তান পুএ জ্ঞানে গুরু দানে কর্ণ মানে কুরু
রাস্তি খাম রূপে পঞ্চবান॥

চাটিগ্রাম দেশ অতি স্বর্গে জেন শচি পতি
তাহানে প্রণামি বারে বার।
তাহান নন্দন বলি রসে দধি বলে হলি
দানে হরিশ্চন্দ্র সমসর।
* * *
কামিনী মোহন বর অভিনব পঞ্চ শর
মিন খান রূপে অনুপাম।
তান পুত্র গুণবান * *
জার কৃতি গৌরদেশ ভরি।
* * *
গাভুর খনি গুণনিধি থির গির রস দধি
তাহানে প্রণমি বহুতর।
করিয়া বিষম রণ জিনিলা ত্রিপুরাগণ
নিলাএ পাঠনগণ জিনি।
শত্রু সব করি ক্ষয় বাহু বলে লভি জয়
বাপ হস্তে কৈল রাজধানী।।
লইয়া পণ্ডিতগণ শাস্ত্র কথা অনুক্ষণ
রঙ্গ চঙ্গ কণ্ডক অপার।
হাম খান মুছানন্দ হাস্ত বাণী মকরন্দ
তাহানে প্রণমি বারে বার।
তাহান নন্দন বর * *
* * *
প্রজার পালক রাম, বাপ হস্তে অনুপাম
বাহু বলে সাসিলেক ক্ষিতি।
বান্ধব জনের প্রাণ প্রভু নছরত খান
তান পদে করম প্রণতি।
প্রণামি তাহান পদ রচিলা পঞ্চালীসদ
তান পুত্র বলাই জেউথ।
চাটিগ্রাম দেশকান্ত পৃথিবী জিনি ধৈর্য্যবন্ত
গাণ্ডিবে অর্জ্জুন সম জোধ।
* * *
প্রসংসন্ত সর্ব্বদেশ কির্ত্তি গাহে সবিশেস
মইস মারন্ত এক শরে।
গুজাবন্ত বির্জবন্ত অনন্ত কি কৈব অন্ত
এক শরে সাদ্দুল সংহারে।
* * *

প্রজাক পালন্ত পৃতি রাখি।
* * *
এক্কি জে জালাল খান সুন্দ্র শশি পঞ্চবান
রূপে জিনি গেল বিদ্যাধর।
তাহান নন্দন বলি *
* * *
মেঘসম বাক্য জান শ্রীবিরহিম খান
তাহানে প্রণামি বহুতর
তাহান অনুজাবর পার্থ সম ধনুর্দ্ধর
বলে ভীম ধৈর্জ্যে যুধিষ্ঠির।
* * *
নিরন্তর নিরঞ্জন ভাবে জেই একমন
তিল এক নাহিক বিশ্রাম।
* * *
প্রভু মুবারিজ খান কমল চরণ তান
প্রণমিয়ে সহস্রেক বার।
তান সুত অল্প জ্ঞান মহম্মদ খানজান
পাঞ্চালী রচিলা শিশু বুদ্ধি।

* * *

স্থানান্তরে এইটুকুও আছে :—

ছিদ্দিক বংশে জন্ম উমর সদৃশ ধর্ম্ম
পিতামোহ মাহি আছোয়ার।
তান পুত্র অবংস দানে হরি চন্দ্রবংশ
নছরতখান গুণসার।
তান পুত্র রণে সিংহ নারী মুখ পদ্ম ভৃঙ্গ
শ্রীযুত জালাল গুণনিধি।
তান পুত্র মতিমান শ্রীমুবারিজ খান
সর্ব্ব গুণে বিরাধিল বিধি।
তান পুত্র অল্পজ্ঞান মহম্মদ খান নাম
ইত্যাদি।

শেষ :—

এ খেকে সমাপ্ত পাঞ্চলিকা অনুপাম।
গুরুজন চরণে সহস্র পরণাম।
ভাবে ভব কল্প তরু মাহি আচুয়ার।
তান বংশ মসুরত খান গুণ সার।

তান সুত গুণ জুত শ্রীযুত জামাল।
নারী মুখ পদ্ম ভৃঙ্গ বিক্রমে বিশাল॥
তান সুত অসিম মহিমা গুণবান।
বান্ধব পালক পছ বিরহিম খান॥
তাহান অনুজ ধির রূপে পঞ্চবান।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিসারদ মুবারিজ খান॥
তান পুত্র অল্পজ্ঞান খান মহম্মদ।
অল্পবুদ্ধি বিরচিল পাঞ্চালিকা পদ॥
মুকুল হোছন কথা অমৃতের ধার।
শুনি গুণিগণ মনে আনন্দ অপার॥
মুছুলমানি তেরিখের দস সত জেল।
সতের অদ্ধেক পাছে রিতু বহি গেল॥
হিন্দুআনি তেরিখের শুণ বিবরণ।
বান বাহো সম অঙ্ক আর বান সত॥
বিংস তিন ছুন করি চাহ দিরা (?) দধি।
পাঞ্চালিকা পূর্ণ হৈল সে অব্দ অবধি॥
শুক্ল শুক্র সেস নিদক্ষ (?) শুক্ল আগে।
মিত্র হই কুমুদিনি প্রিতিবর মাগে॥
হইয়া নক্ষত্ররূপ উরি গেল শশি।
দশদিগে প্রসন্ন পাতকী তম নাসি॥
মাধবী মাসের সপ্ত দিবস গইল।
সেই রাত্রি পাঞ্চালিকা সমাপ্ত হইল॥

পুস্তকের মালীক শ্রীজুত সাধিবর ওলদে সাং জলদি লেখীলং শ্রীহিন মাহাম্মদ বছির ওলদে শ্রীজুত ছোট ঠাকুর।

আছিল পুরুষবর ছিরি হারি ধন॥
শ্রীজুত ঠাকুর নামে তাহান নন্দন।
তান শ্রেষ্ঠ তনএ ইমুচ মোহামতি।
দেআঙ্গ সহরে জান তাহান বসতি॥
তাহান অনুজা সন্তানর সিস্য কএ।
পতিম বছির নাম সর্ব্ব জনে কএ॥
অতিসাত ধর্ম্মহীন বালক বএস॥
শ্লোকের শ্লোতালি ন বোঝে বিসেস॥
পুরানি লিখক নহে সিক্ষুক নবিন।
বল সক্তি বুদ্ধি শুদ্ধি সাধু মতিহিন॥
মোক্ষি অপরাধি ছুন খেমিয় পড়ুনক।
আখি জুগে জথা দৃষ্টি লেখীল পুস্তক॥
চারুতর রম্যাস্থল নামে জলদি গ্রাম।
মোহাৎ মনুস্য বৈসএ সেই ঠাম॥
সে দেসে পুরুসবর আবদুল আজিত।
সর্ব্বগুণে বিসারদ প্রভু ভাবে নিত॥
তান সুতন এ নামে ছিরি সাধিবর॥
ছিরি কালাগাজি তান কনিষ্ট সোদর॥
পুস্তকের মালিক জে সেই মোহাজন।
লেখিল পুস্তক আমি তাহার কারণ॥

"ইতি ১১১৮ সন মঘি তারিখ মাহে ৫ মাগ রোজ সুক্রবার বেলি অবসেস পুস্তক সমাপ্ত।"

এই গ্রন্থখানি চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধা ৺কালা বিবিচৌধুরানীর একতম বংশধর বেলচুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত আবদুল হাকিম চৌধুরীর নিকট আছে।

২৪২। বালকবোধ শ্লোক।

ক্ষুদ্র সন্দর্ভ। গদ্য পদ্যে লিখিত। বড় অশুদ্ধি পূর্ণ, বোধ হয়। সকলটা প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে লিখিত।

আরম্ভঃ—

তোহ্মার নাম কি। আমার নাম শ্রী অমুক অমুক দাস। নাম বোলি কারে। বস্তুবাচবির নামানি। জিজ্ঞাসা বোলি কারে জ্ঞাতোমৈৎছ জিজ্ঞাসা।

ব্রহ্মার সৃজন সৃষ্টি চরাচর জথা।
মায়ে বাপে নাম থুইছে শ্রী পাইলা কথা॥
ব্রহ্মার সৃজন সৃষ্টি বিষ্ণুর পালন।
লক্ষ্মই (লক্ষ্মী) দেবি দিছেন শ্রী জিজ্ঞাস কি কারণ॥

শেষঃ—

তোহ্মার দোয়াত কলম কালি অক্ষরের পত্রের কি নাম।

সৃষ্টি কালেতে ব্রহ্মা অক্ষর সৃজন।
জগত হিতের লাগি জ্ঞানের কারণ॥
সেই জ্ঞানের অধিপতি দেবি উমাবতি।
বিদ্যাদাতা হইলেক দেবি সরস্বতি॥
সরস্বতী প্রসাদে বিদ্যা জানিলাম বিশেষ॥
অক্ষর চিনিলাম কিছু গুরু উপদেশ॥
সেই অক্ষর লিখিবারে কজ্জলের স্থলে।
দোষ হেন না জানি তারে দোয়াত কলম বোলে॥
তালপত্র রম্ভাপত্র কাগজ প্রধান।
লিখিতে লিখএ পত্র বিবিধ প্রধান॥
অজ্ঞগণের অন্ধকার জ্ঞান সোক্তে দৃষ্টি।
দিব্য চক্ষু হয়ে তার দেখে সর্ব্ব সৃষ্টি॥

ভণিতা :—

রামানন্দ দ্বিজে কহে শুন পণ্ডিত ভাই।
দোয়াইত কলম ছাড়ি দেও গুরুর দেশে জাই॥

১২১৫ মঘির হস্তলিপি। ইহা আনোয়ারাবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শশিকুমার চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে।

২৪৩। আহ্নিকতত্ত্বে ব্যবহার-বিধি।

আরম্ভে শীর্ষোক্ত নাম লেখা আছে; কিন্তু সমাপ্তিতে আর এক নাম দেখা যায়। প্রথমাংশে সংস্কৃত শ্লোক, শেষে বাঙ্গালা (সম্ভবতঃ অনুবাদ)।

আরম্ভ :—

আহ্নিকতত্ত্বে বেবহার বিধি।

ভণিতা :—

আউর্ব্বেদ মতে মহেশচন্দ্র দ্বিজ কয়।
দোষ ত্যাগি গুণভাগ লবে সমুদয়॥

শেষ :—

এবং সৈন্ধবে পাক ছাগ অণ্ডকোশ।
কর্ণ কুহরেতে কিট করিলে প্রবেস।
তিল তৈল পূর্ণ করে করিয়া বিধান।
বহির্গত কিম্বা প্রাণ লবে মতিমান॥
প্রাশেতে গলায় বুকে হয় দুর্ব্বয়।
আদা রসসহ পুন গ্রাসে শান্তি হয়॥

"ইতি ভিন্ন মঞ্জরী বিষয়। শ্রীরসিকচন্দ্র দাস সাকিন পরৈকোড়া।" পত্র সংখ্যা ৬, এক পিঠে লেখা। শ্রীরামপুরী কাগজ,—অল্পদিনের হস্তলিপি। ক্ষুদ্র পুস্তিকা।

২৪৪। কামিনীকুমার।

বৃহৎ গ্রন্থ। কোন মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া এই হস্তলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল, বোধ হয়। কারণ, আবরণ পত্রে লেখা আছে :—

"শ্রীকামিনীকুমার নামক কাব্যাবর্ত্তা শ্রীযুক্ত কালিদাস শ্রোতা শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য এই কাব্য গোরিয় সাধু ভাষায় নানাবিধ পয়ারাদি ছন্দে শ্রীকালিকৃষ্ণ দাস ও শ্রীবৈদ্যনাথ বাগচি ও শ্রীমধুসূদন সরকার কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দিং পদ্মালয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল॥ ঠিকানা শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল মিত্রের বাটীর পূর্ব্ব ১৮ নং বাটীতে। এই বহির হক মালিক শ্রীপীতাম্বর সেন পীছরে রামদাস সেন নিবাস কুএপাড়া স্থানে রাউজান জিলা চাটীগ্রাম এই পুস্তক তৈয়ার হয় মোকাম কার্ত্তনিয়া নেমক মহলের কাচারিতে সন ১২৪৭ সাল সন ১৮৪১ সাল তারিখ ১৫ চৈত্র সনিবার বৈকাল বেলা সমাপ্ত।"

ভণিতা :—

সক্তি ভক্তি গতি হিন কালিকৃষ্ণ দাস।
এই ভিক্ষা চাহি জেন পুরে অভিলাস॥

শেষ:—

শুনি ভূপতির যত সন্দেহ ঘুচিল
কামিনীকুমার বাক্য সমাপ্ত হইল॥

কালিকার দাস দ্বিজ বৈদ্যনাথ দীন।
শ্রীমধুসূদন কৃষ্ণদাস দীন হীন।
দুই নামে যেক নাম কালিকৃষ্ণ দাস।
বিরচিল নববাক্য করিল প্রকাশ।

২৪৫। অষ্টমঙ্গলার গুণ-কথন।

পদ সংখ্যা—৩২।

এই পুস্তিকার কোন নাম নাই। গ্রন্থে অষ্টমঙ্গলার গুণাষ্টকের বর্ণনা আছে। গুণগুলি এই:—দয়া, সুশীলতা, দাতা, ধার্ম্মিকং, জ্ঞানদাং, বাচকতা, সৌন্দর্য্যং এবং রসজ্ঞং।"

আরম্ভ:—

এক দিন সদানন্দ আনন্দ মনেতে।
অষ্ট মঙ্গলারে হেরে অষ্টম গুণেতে।
সতি প্রতি পশুপতি করে নিবেদন।
অষ্ট গুণে গুণি তুমি করি দরশন।
হেসে সতি জিজ্ঞাসিল কি গুণ আমাতে।
বল দেখি শুনিবার বাসনা মনেতে।
তবে সিব সিবা প্রতি কহে মৃদু ভাসে।
কিঞ্চিত বর্ণ্ণিব গুণ যাহা মনে এসে।
দয়াতে নিপুন স্যামা নির্দ্দয়তা শুন্ত।
এই এক গুণে কালি হোয়েছ ভুমান্ত।
কমল হইতে অঙ্গ অত্যান্ত কমল।
পাষাণ তনয়া হোয়ে আছ ধরাতল।

৩। ইতিরিং।

তারিখ ও ভণিতা নাই কিন্তু আবরণ পত্রে লেখা আছে: "শ্রীকালী ভরসাং স্বকৃত শ্রীরসিকচন্দ্র দাস পরৈকড়া ধামর।" ইহা পরৈকোড়া গ্রামবাসী আমার সহাধ্যায়ী বর্ত্তমানে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত বি, এ, মহোদয়ের বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে।

২৪৬। গীতাবলী।

নাম শূন্য এই হস্তলিপিতে ২৭টি শাক্ত শৈব সঙ্গীত লিখিত আছে। রচয়িতার নাম বৃন্দাবন সেন। তাঁহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পাণ্ডুলিপিখানি পূর্ব্বোক্ত গঙ্গাচরণ বাবুদের বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের বংশেও বৃন্দাবন নামে একজন ছিলেন, কিন্তু বক্ষ্যমান কবির 'সেন' উপাধিও তাঁহার কৃত জ্যোতিষ বচনের শেষে।

'পণ্ডিত শ্রীনাথ রায় বাহাদুরের অভিপ্রায়
ভাষা করে সেন বৃন্দাবন।

এরূপ উক্তি দেখিয়া তাঁহাকে উক্ত বংশোদ্ভব বলিতে দ্বিধা জন্মিতেছে। পশ্চাৎ অনুসন্ধেয়। নিম্নে একটি সঙ্গীত উদ্ধৃত হইল:—

ললিত।

কালী কালী বল মন দিন গেলো দিন গেলো।
দারুণ কৃতান্ত দুত সেজে এলো সেজে এলো।
হানিয়া প্রচণ্ড দণ্ড, করে মহা লণ্ড ভণ্ড,
ভাঙ্গিবে কায় ব্রহ্মাণ্ড করে বল করে বল।১।
সোনারূপা হিরা কষা, সঞ্চয় করে তামা কাসা
কি কর বিষয় আশা, এ বিফল এ বিফল।২
কি কর দেহ গৌরব, ভুষিয়া ভুষণ সব,
এ কায় দহিবে তব, চিতানল চিতানল।৩।
যত সব পরিবারে, সব করে বহির্দ্বারে
নিবেক সর্ব্বস্ব হরে, বৃন্দাবন ত্যাজ ছল।৪।

তারিখ ও লেখকের নাম নাই। সম্ভবতঃ গঙ্গাচরণ বাবুর পিতার লেখা। পত্র সংখ্যা ১০, দুই পিঠে লেখা। পূর্ব্বোক্ত 'জ্যোতিষ বচনের' পরিচয় নিম্নে লিখিত হইল।

২৪৭। জ্যোতিষ-বচন।

আরম্ভ:—

জ্যোতিষেতে নানা মত, গণনায় সঙ্কেত,
জানে নানা জ্যোতিষেজ্ঞগণে।

কিন্তু তাহে মনঃপুত, ভাব নহে উদ্ধৃত,
* দেখিলাম ভুত বর্ত্তমানে।
অতি সুক্ষ্ম সংস্কৃত, পাইয়া মনের মত,
ভাষায় তাহা করি সুরচনা।
গুণ গুনি জ্ঞানিগণ হইয়ে সাবধান মন,
যেমতে তা করিবে গণনা॥

শেষঃ—

সপ্তম গৃহ শত্রুালয়, প্রাপ্তে মৃত্যু সুনিশ্চয়,
প্রত্যক্ষ হইয়াছে বহু জনে।
কিন্তু প্রধান অংশ আদি, সপ্তমে না পারে যদি
রক্ষা পায় শান্তি স্বস্ত্যয়নে॥
বিশেষ অষ্টম গৃহে, উদাসিন গৃহ রহে,
করে সেই মৃত্যু নিবারণ।
পণ্ডিত শ্রীনাথ রায় বাহাদুরের অভিপ্রায়
ভাষা করে সেন বৃন্দাবন।

তারিখ নাই। পদ সংখ্যা—২০, সন্দর্ভটি গীতাবলীর পাণ্ডুলিপির ভিতর পাওয়া গিয়াছে।

২৪৮। রসিক তরঙ্গিণী।

কোন মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া এই পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত হইয়াছিল। আবরণপত্রে লেখা আছে:—

"শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইল। সন ১২৬২ বাঙ্গালা শকাব্দা ১৭৭৭ ইংরেজি ১৮৫৫ শাল। ইদানিং শ্রীমাধবচন্দ্র ধরের জ্ঞানাঞ্জন যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল। এই গ্রন্থ যাহার প্রয়োজন হইবেক, তেঁই কলিকাতার শোভাবাজারে বটতলার দক্ষিণাংশে তত্ত্বহ করিলে পাইতে পারিবেন। ইতি।"

২৪৯। নলদময়ন্তী।

এই পাণ্ডুলিপিখানিও মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া প্রস্তুত। আবরণ পত্রে লেখা আছে:—

শ্রীহরিচরণ সার। নলদময়ন্তী। শ্রীশ্রী৺ দুর্গা মঙ্গলান্তর্গত নলদময়ন্তি উপাক্ষণ অর্থাৎ নৈশেধ কাব্য। তদ্ভাষা শ্রীযুত রামচন্দ্র তর্কলঙ্কারের দ্বারায় পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইয়া শীবাদহ নিবাসী শ্রীগৌরাচাঁদ শেন দীং শীন্দুযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। এই পুস্তক যাহার প্রয়োজন হয়, তিনি উক্ত যন্ত্রাধ্যক্ষের বাটিতে আইলে পাইবেন।

আরম্ভ:—

নলদময়ন্তি পুস্তক। অর্থ বিরসেন রাজার
শিব আরাধনা। রাগিনী ভৈরবি। ধুয়া।
কল্পনাঙ্কুর শকটে সম্ভু শিব।
ভবার্ণবে আছি মুগ্ধ উদ্ধার জীব॥ পয়ার।
নৈশধ নগরে রাজা বিরশেন নাম।
শান্ত দান্ত সুশিল সুধির গুণধাম॥
সদত দুঃখিত নৃপ নাহিক সন্ততি।
প্রতি দিন পুজে আশুতোষ পশুপতি॥

শেষ:—

শুনিয়া কুবের ভার্য্যা হরশিত মন।
পুত্র বধু ঘরে নিল করিয়া বরণ॥
এখানে জয়ন্ত রাজা নৈষধ ভুবনে।
সন্তানে সমান করে প্রজার পালনে॥
নলদময়ন্তি কথা করিলে স্মরন।
কলির নাহিক ভয় পাপ বিমচন॥
অতপর বলি কন্থানির অভিশাপ।
রচিলা শ্রীরামচন্দ্র সংগীত আলাপ।

ভণিতা ও কবির পরিচয়:—

(১) গরিটী সমাজ ধাম, গোপাল মুখুটী নাম,
তার সুত দ্বিজ রামধন।
তাহার তনয় জেষ্ঠ, ভাবি পাদপদ্ম শ্রেষ্ঠ
গৌরি গুণ করিল রচন॥
(২) জাহ্নবীর পুর্ব্বভাগ, যেমন মল্লানুরাগ,
তার মধ্যে হরিনাভি ধাম।
তাহে করি নিজ বাসে, শ্রীদুর্গামঙ্গল ভাসে,
দ্বিজ কুলে রামচন্দ্র নাম॥

(৩) হরি নাভি ধাম,   দ্বিজ বিনত্রাম,
তাহার তনয় প্রথম সুত।
ত্রিপদির ছন্দে,   দ্বিজ রামচন্দ্রে,
রচিল পাচালি বিনয়ি যুত॥

"সমাপ্ত হইল। স্বক্ষরমিদং শ্রীবেহারি মোহন দাসস্ত হক মালিক এই পুস্তক শ্রীযুত পীতাম্বর বাবুর বাটীর মণ্ডপ ঘরে সন ১১৯৯ মঘিতে মাতাবেক সন ১২৪৪ বাঙ্গালা তারিখ ৫চৈত্র রোজ শনিবার ৬এ দণ্ড বেলা গতে লিখা সমাপ্ত হইল। এই পুস্তক জে কেহ চুরি করিও মির্থা দাবি করিও কোন কেরবি করি লই জাএ তাহার পিতার ও চোদ্দ পুরুশের নরগামি হএ ও আজর্ম্ম নরকে থাকিবেক ইতি॥"

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩, উভয় পিঠে লেখা। মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ পৃষ্ঠার অভাব। বৃহৎ গ্রন্থ।

মাননীয় দীনেশবাবু 'দ্বিজ রামচন্দ্র প্রণীত দুর্গামঙ্গল' গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। 'দুর্গামঙ্গল, ও 'নলদময়ন্তী, কি অভিন্ন? 'হরিনাভি' গ্রাম কোথায় অবস্থিত? গ্রন্থ শেষে এই কবির রচিত আর একটা কি পুঁথির আভাস পাওয়া গেল? এই সুন্দর কাব্যখানি পৃথক ভাবে সমালোচ্য।

২৫০। রুক্মিণী হরণ।

এই এক নূতন ধরণের গ্রন্থ। ৩১টি গীত (গাওন) ও ২১টি 'পটী ও লহরে' গ্রন্থ সমাপ্ত 'পটী' গুলি পয়ার বা ত্রিপদীচ্ছন্দে লেখা 'লহরের' কোন নমুনা দেখিলাম না। রচয়িতার নাম অপ্রকাশিত।

আরম্ভঃ—

অথ রুক্মিক হরণ লীখ্যন্তে।
সব সখি পঞ্চম গাই বেলা বাজাই।
কাহি কাহি নাচ কাহি বংশী বাজাই। ধুয়া।
কাহি পঞ্চ শুনি (?) কাহি সপ্ত শুনি
নব নব কাহি বাজাহি মৃদঙ্গ বাজাহি
কাহি গেরুআ বাজাই কাহি করতালি
কাহি কাহি মিলি কাহি গাওহলী
ছেতার তাম্বুরা কাহি ছেতার বাজাই। সাঙ্গ।

শেষ :—   গীত।

মাতিয়া রঙ্গে সুখ তরঙ্গে ভাস্তে জাএ
                    দ্বারিকা নগরে।
আজু গোবিন্দের বিবাহ আনন্দ প্রতি
                    ঘরে ঘরে॥
অথ কামিনীগণ করে মঙ্গলাচরণ
আবির কুমকুম হলী করএ গোবিন্দ পরে
অথেক দ্বারিকাবাসী গোবিন্দ বিবাহে আসি
মুণিগণ দেবগণ সবে মোহৎসব করে। সাঙ্গ।
                    ৫২।

"এই পুস্তকের অধিকারী শ্রীবেহারি মোহন দাসস্ত লিখিত শ্রীবেহারি মোহন দাস গুপ্তস্ত স্বোয়ক্ষর মিদং ইতি শন ১২০১ মঘি তারিখ ১৮ মাঘ রোজ বৃহস্পতিবার এক প্রহর বেলা থাকি লিখা সমাপ্ত হইল। জাত্র গাওন—গাওন ৩১ পটি ও লহর ২১ মোট ৫২।" পত্র সংখ্যা—৭ উভয় পিঠে লেখা। আকারে বড় নহে।

২৫১। অজ্ঞাতনামা গ্রন্থ।

দুঃখের বিষয়, এই সুন্দর মূল্যবান গ্রন্থের নামটি কি, জানা যাইতেছে না। ইহা শঙ্করাচার্য্যের 'মোহমুদগর' বা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাবশতকের মত পার্থিব ভোগ বিলাসের অসারতা দেখাইয়া 'মনকে

উপদেশ দিতেছে। ইহার কবিত্ব, ইহার সৌন্দর্য্য, ইহার ভাবুকতা অতুলনীয়, তাহা বুঝাইবার বিষয় নহে। ইহার তত্তাবৎ গুণাবলী প্রকটন করিবার জন্য কোন বিশিষ্ট শিল্পীর লেখনী আবশ্যক। আমাদের মাতৃভাষায় এমন সুন্দর গ্রন্থ আছে দেখিয়া আনন্দে হৃদয় নাচিয়া উঠে। নামাবিষ্কার করিয়া এই গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশ করা উচিত।

পাণ্ডুলিপির লেখা অতি সুন্দর,—আধুনিক গোটা গোটা অক্ষর। বঙ্গদর্শনের আকারের ২৩ পাতায় গ্রন্থ সমাপ্ত,—প্রথম ও শেষ পত্র এক পিঠে লেখা। লেখক প্রোক্ত প্রিয়বন্ধু গঙ্গাচরণ বাবুর পিতৃদেব ৺ রসিক চন্দ্র দাস মহাশয়। ৪০।৫০ বৎসর পুর্ব্বের লেখা। তারিখ নাই। লেখক মহাশয় গ্রন্থের নির্ঘণ্ট পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু নামটি দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

রচয়িতার নাম 'দীনেশ'। গ্রন্থখানি পাঠ করিতে ব্রাহ্মণের কোন সঙ্গীত গ্রন্থ পাঠ করিতেছি মনে হয়। গ্রন্থের ভাষা বর্ত্তমান কালের ভাষার মত। রচনা কি তবে আধুনিক ?

আরম্ভ :—

অথ পরমেশ্বরের বন্দনা। ত্রিপদী।

জয় জয় হে মুকুন্দ, পরমাত্মা চিদানন্দ,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রণবীতা।
নির্ব্বিকার নিরাশয়, নিরাকার নিরাময়,
নিরঞ্জন নিলিপ্ত (?) নির্ম্মাতা।
অনন্ত জীবের জীব, চরমে পরম শিব,
বাক্যাতিত মহিমা কির্ত্তন।
মন চক্ষু অগোচর, ব্যাপ্ত বিভু চরাচর,
পরাৎপর পরম কারণ॥ ইত্যাদি।

বলিতে ভুলিয়াছি, ইহা কোন ব্রাহ্মের রচনা বলিয়া বোধ হয়। ব্রাহ্মদের 'একমেবাদ্বিতীয়ং' মন্ত্রটিও একস্থলে দেখা যাইতেছে। "একমেবাদ্বিতীয়ং চৌপদী" হইতে কয়েক স্থান উদ্ধৃত করিতেছি :—

(পঞ্চমং)

অতিশয় মনোহর, পেয়ে এই কলেবর,
কত তায় নিরন্তর, যতন করিছে হে।
না বুঝায়ে সবিশেষ, মনোমত কথ বেশ,
বাঁকায়ে মাথার কেশ, সময় হরিছ হে॥
জান না কি কাল য়েসে, যখন ধরিবে কেশে,
কোথায় রবে বেশভূষে, দেহ মাটি হবে হে।
অতএব ওরে মন, ভক্তিভাবে প্রতিক্ষণ,
ভাব সেই নিরঞ্জন, ভাবনা না রবে হে॥ ৪।

(অষ্টমং)

মত দিয়ে মিছে মতে, চরিয়া অজ্ঞান রথে,
ভ্রমিতেছ ভ্রম পথে, কেন অনিবার হে।
কিছুই না করিতেছ, মিছে কাল হরিতেছ,
মিছে ঘুরে মরিতেছ, না বুঝিয়ে সার হে॥
ভুলেও কি একবার, নাহি ভাব দুরাচার,
ভব পারাবার পার, কেমনেতে হবে হে।
অতএব ওরে মন, ভক্তিভাবে প্রতিক্ষণ,
ভাব সেই নিরঞ্জন, ভাবনা না রবে হে॥ ৮।

শেষ :—

ঈশ্বরের স্তব পথ (পদ্য ?)।

*　　*　　*　　*

সকল কালের কাল তুমি মহাকাল।
তোমার নিকটে নাই এ কাল সে কাল॥
সকল কালের গতি তুমি কালের পাল।
প্রকাশি নিজ স্নেহ দেহ শুভ কাল॥
তোমার প্রসাদ আজ শুভ পুণ্য দিন।
চরণ স্মরণ করি হোয়ে অতি দীন॥
অস্থির শরির স্থিরা হরিষ নিবাসে।
রাখ পদে পদে পদাশ্রিত দাসে॥

আপদ বিপদ বধ করিয়া সংহার।
করুন ভারতভূমে শান্তির সঞ্চার॥

ভণিতা :—

শ্রীদিন দীনেশ করে এই নিবেদন।
করিব মনের সহ ঈশ্বর স্মরণ॥
কটাক্ষ করিলে কৃপা সেই কৃপাময়।
দুরাচার শত্রু সব সবে হবে ক্ষয়॥
চরণ স্মরণ করি কাটাইতে দিন।
এবার দিনের প্রতি না হবে কুপীন॥
হরি হরি মম মন করি হরি সঙ্গ।
এত দুরে এই গ্রন্থ হইলেক সাঙ্গ॥

"ইতি সমাপ্ত। এহার মালিক শ্রীরসিক চন্দ্র দাস শাকিন পরৈকোরা থানে পটিয়া— দুর্খে্‌ন লিখিতং গ্রন্থ চোরেন নিয়তে জদি। সুকরি তস্য মাতা চ পিতা তস্য চ গর্দ্দবঃ।"

২৫২। স্বপ্নবিলাস।

দুর্ভাগ্যক্রমে গোস্বামী কৃষ্ণ কমলের গ্রন্থ আমরা দেখি নাই, তাই এই সুন্দর গ্রন্থখানি তাঁহারই রচিত কিনা, বলিতে পারিলাম না। হস্তলিপিটি বড় প্রাচীন নহে,—তারিখ ও ভণিতা নাই। ডিমাই আকারের কাগজ দুই পিঠে লেখা—পৃষ্ঠ সংখ্যা—৫৪।

আরম্ভ :—

গীত রাথ (রাগ) বেহারা তাল গ্রুবক।
বন্দে শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র-চরণার-বিন্দ-দ্বন্দ্ব।
মকরন্দ-গন্ধ-লুব্ধ বৃন্দারক-বৃন্দ-বন্দ্য॥
মরি একি ভঙ্গি হেরি ব্রজের সে ত্রিভঙ্গ হরি
কিশোরীর ভাব অঙ্গি করি অবতরি বিতরিতে
প্রেমানন্দ॥

তাল লোফারি।

কথন শ্রীরাধার ভাবে আপনাকে রাধা ভাবে
স্বভাবের অভাবে ভাবে কৃষ্ণভাবে কৃষ্ণভাবে॥
ইত্যাদি।

শেষ :—

রাগ রামকেলী তাল কাওয়ালী।
ধৈন্ত ধৈন্ত চৈতন্ত অবতারে।
অগণ্য অবতারে অনন্ত (?) ভব তারে
কোন্ অবতারে যারে তারে তারে তারে॥
অকুল ভব পাতরে পরেছি ভুলে সাঁতারে
হেলায় ডাকিলে তারে সে তারে তারে।
যে ভাবে যে ভাবে তারে সে ভাবে সে ভাবে তারে
কেহ যারে না তারে তাহারে তারে তারে তারে॥

২৫৩। শনির পাঁচালী।

পূর্ব্বে এই শ্রেণীর আরও তিনখানি পুঁথির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আজকার পুঁথিখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র। অতি জীর্ণাবস্থা। তারিখ নাই। দেখিয়া বড় প্রাচীন বোধ হয়। পৃষ্ঠ সংখ্যা ১৫। শেষ পত্র এক পিঠে লেখা। বাঙ্গালা কাগজ। পদ সংখ্যা ২৭৮।

আরম্ভ :—

শ্রীদুর্গা সহায়। অথ সনৈশ্চরায় নমঃ।
সরস্বতী পদজুগে করিআ প্রণতি।
ব্যাশে বৃহস্পতি পদে করিয়া ভকতি॥
নবগ্রহ মধ্যেতে প্রধান গ্রহ সনি।
জার দৃষ্টে গনেসের মুণ্ড হৈল হানি॥
প্রত্যক্ষ্য জানিআ ভাই হইয় সাবধান।
মনের মানসে পুজা করহ তাহান॥
দেবতাইেআছে পূর্ব্বে এই বিবরণ। (?)
লোকেতে হএছে জেই সুনহ এখন॥

শেষ :—

সকল গ্রহের মধ্যে প্রদান গ্রহ সনি।
সেবিলে সম্পদ লাভ না সেবিলে হানি॥
এই পাচালি জেবা করে অবহেলা।
নিশ্চয় জানিয় সেই জম ঘরে গেলা॥

ভণিতা :—

দ্বিজ বিনদে (বিনোদে) বোলে সুন সাধু ভাই।
সনি সেব পরে আর অন্য দেব নাই॥

দণ্ডবত কর তবে সর্ব্ব ভক্তগণ।
সনির পাচালি কথা হৈল সমাৰ্পন॥

"ইতি সনির পাচালী সমাপ্ত। শ্রীউমাকান্ত শর্ম্মন হাল সাকিন নিলকাদ্ধি এই পুস্তক।"

২৫৪। প্রসাদ-সঙ্গীত।

ইহাতে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের গীতগুলি সংগৃহীত আছে। অল্প কয়েকটা ভিন্ন আর সবগুলিই ছাপা আছে। পুঁথির পত্র সংখ্যা (বড় কাগজের) ৪৮ ও গীত সংখ্যা—১৬৩। ছাপা গীতের সহিত অনেক পাঠভেদ দেখা যায়। নিম্নলিখিত গীতটি কাব্য-বিশারদের সংগ্রহ পুস্তকে পাওয়া যায় নাই :—

মা যদি ধরে তোল তবে তরি এ অকুল।
আমার একুল ওকুল দুকুল পাথার মধ্যে।
সাতার বিষম হইল॥
সঙ্গী গুলা হইল ছাই, আমি তাদের সঙ্গে
ভেসে যাই,
(কারে ধরতে গেলে)
মনে ছিল যে ভরসা না পুরিল সেই আশা,
আমায় ভুলালে যখন ডুবালে তখন
এখন কি মা করি বল॥
শ্রীরাম প্রসাদের ভার মা বিনে কে লবে আর
আমার মরণ কালে চরণ দিয়ে
সঙ্গে নিয়ে কাশী চল॥ ৬৪।

"এই বহির মালিক শ্রীষষ্ঠীচরণ চক্রবর্ত্তী সাং নিলকাদ্দি ষ্টেসন পালঙ্গ পরগণে বিক্রমপুর ইতি সন ১২৮৪ তাং ১লা বৈশাখ।"

২৫৫। অমৃত-তোষণিকা।

ইহা একখানি বৈষ্ণবধর্ম্মমূলক দেহ-তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থখানি উপাদেয়। রচয়িতার নাম অপ্রকাশিত।

আরম্ভ :—

শ্রীহরি। শ্রীচৈইতন্ত চন্দ্রায় নম।
শ্রীনিত্যানন্দ ঐ নম॥
শুনহ অপূর্ব্ব কথা দেহের নির্ণয়।
আর জৈছে স্থিতি তাহা কহিব নিশ্চয়॥
চৌর্দ্দ পুয়া দেহ হয় আপন প্রমাণ।
তাহে যত নাড়ী আছে শুনহ কারণ॥ ইত্যাদি।

পুঁথিখানি 'বীরভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। তাহা হইতেই এতদ্বিবরণ সঙ্ক-লিত হইল। এখানে একটি কথা বলা উচিত বোধ হইতেছে। লিপিকর-প্রমাদ 'ন' বা 'ণ' কি 'ল' হইতে পারে না? প্রাচীন হস্তলিপিতে উহাদের ত কোনই প্রভেদ দেখা যায় না। প্রাচীন পুঁথি সমালোচকগণ কার্য্যকালে একথা ভুলিয়া যান কেন? তাই আমরা দেখিতেছি, সুপণ্ডিত মিঃ গ্রিয়ারসন 'মাণিকচাঁদের গানে' 'গাভুরালী'কে 'গাভুরাণী' ও এই 'অমৃত তোষণিকা' সম্পাদক মহাশয় পূর্ব্বো-দ্ধৃত অংশের 'নির্ণয়'কে 'নির্লয়'রূপে প্রচারিত করিয়া জটিল সমস্যা-সঙ্কুল প্রাচীন সাহিত্যের জটিলতা আরও বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

২৫৬। অর্জ্জুন গীতা (অর্জ্জুন সংবাদ)।

আরম্ভ: —

অর্জ্জুনের কথা হৈল যেই মত।
জিবের নিস্তার হেতু প্রকাশ পৃথিবীতে॥
শুনিলে তুরিতে পাপ খণ্ডেত তখন।
অর্জ্জুন পুছেন কৃষ্ণকে হঞা সাবধান॥

শেষ :—

সুনহ সকল লোক এক চিত্র করি।
কৃষ্ণের বচনে সভে বল হরি হরি॥
জে জন সরূপ হঞা কৃষ্ণে মন ধরি।
এক চিত্তে হইয়া স্মরণ জেবা করি॥

অবিলম্বে পায়ে সেই কৃষ্ণের চরণ ।
বৈকুণ্ঠ বসতি তার কহিল বচন ॥

"ইতি বৈষ্ণব কথামৃত ভাগবত অর্জ্জুন সংবাদ পুস্তক সমাপ্ত। যথা দিষ্টং তথা লিখিতং লেখোকো দোষ নাস্তি। পাঠক শ্রীকালীচরণ দত্ত সাং চুড়ন্ত লিখিতং শ্রীগুরুচরণ দাস সাং খাএর পাড়া। ইতি সন ১২০৮ সাল তারিখ ২১ পৌষ সোমবার বেলা এক প্রহরের গত। মোকাম মালকটক।"

ভণিতা নাই। পত্র সংখ্যা ৯।

২৫৭। জয়দেব প্রসাদাবলী।

আরম্ভ :—

এইত কহিল গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ।
জয়দেব প্রসাদাবলী করিল বর্ণন ॥

শেষ :—

শ্রবণে মঙ্গল হয় সর্ব্বরস সার।
বক্রনাথ কৃপাবলে হইল পয়ার ॥
অনুকূল গোপীকান্ত মহান্ত সন্তান।
অম্বিকা নিবাসী এবে শঙরা বিরাম ॥
শান্ত দান্ত অতি ধীর দয়া কৃপাবান।
পড়াইল গীত মোরে টীকা প্রণিধান ॥
*　　*　　*
সাকিম মুরসুদাবাদ হয় গঙ্গাতীর।
যোজনার্দ্ধ হয় গ্রাম নগর বাহির ॥
তেলিয়া নিবাসী উত্তরাংশে বেগবতী।
যোজন প্রমাণ হয় না হয় সঙ্গতি ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সভে বসতি সুন্দর।
পূর্ব্ব পশ্চিমাংশে গ্রাম দীর্ঘ বহুতর ॥
ক্রাশেক (ক্রোশেক) প্রমাণ গ্রাম বাস গড়ের ভিতর।
লোচন নৃসিংহ দুই হয় সহোদর ॥
পিতামহ পূর্ব্বখ্যাতি ব্রহ্মচারি।
করিয়া সকল তীর্থ সংসার বিহারী ॥
মহাতেজমন্ত হয় কুলের প্রধান।
*　　*　　*
ব্রহ্মচারি খ্যতি (?) বলি জানয়ে সকলে।
ত্রিতিয় নন্দন তার আছয়ে কুশলে।
তার মধ্যে আমি অতি হই কৃপাহীন।
না ভজিল কুলধর্ম্ম এই নষ্ট চিহ্ন ॥
দ্বিতীয় তনয় শেহো আর বনিতা।
শ্রীকৃষ্ট আপন করি জগত বঞ্চিতা ॥
গঙ্গা গোবিন্দ দুই পুত্রের আক্ষান।
অবশ্য গোবিন্দ তারে করিবে কল্যাণ ॥
তাহা না গণিয়ে আমি অনিত্য বচন।
কৃপাকর গোপীনাথ লইনু শরণ ॥
*　　*　　*

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে দ্বাদশ সর্গে জয়দেব প্রসাদাবলী পয়ার বর্ণনং সম্পূর্ণ। সন ১২৫৫ সাল তারিখ ১৯ চৈত্র। পত্র সংখ্যা ১০২। প্রাপ্তি স্থান লুড়াই, গোস্বামী বাড়ী। গ্রন্থকারের নামটা কি হইল ?

২৫৮। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

আরম্ভ :—

ভাগবত কৃষ্ণ কথা　　পুরাণের সার গাথা
কন শুক ব্যাসের তনয়।
কৃষ্ণপদে রচিত　　শ্রোতা তাহে পরীক্ষিত
ঋষিগণ যুত তাহা কয় ॥　ইত্যাদি।

ভণিতা :—

চক্রবর্ত্তী পরশুরাম গাইল কৌতুকে।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল পুথি শুন সর্ব্বলোকে ॥

শেষ :—

শুন রে ভকত লোক হএগা একচিত।
রুক্মিণী হরণ কথা কহিব কিঞ্চিত ॥
ভাগবতে কৃষ্ণ কথা সর্ব্ব পাপনাশা।
দ্বিজ পরশুরাম গান গোপাল ভরসা ॥
ইত্যাদি।

পুঁথিখানি খণ্ডিত, শেষ পত্রাঙ্ক ১০০। প্রাপ্তি স্থান করিধা।

২৫৯। মনসা-মঙ্গল।

আরম্ভ :—

বন্দ দেব গণপতি বিনএ ভকতি স্তুতি
তুমি দেব হরের নন্দন।
দিব্য বস্ত্র পরিধান সগাই মন্তজ্ঞান
আগে পুজা করে দেবগণ।

ভণিতা :—

বর পাঞা বসুমতি বসল যেয়ানে।
মনসার বরে কবি বিষ্ণুপালে ভনে।

শেষ :—

এত্তেক দেবীর আজ্ঞা মাদাএর গমন।
একেক পা ফেলিছে মাদাই চোরাসি জোজন।
ইত্যাদি।

পুঁথিখানি খণ্ডিত। বর্ত্তমান পত্র সংখ্যা ১৭+১২২=১৩৯। প্রথম ১৭ পত্রে বন্দনা পালা সমাপ্ত। প্রাপ্তি স্থান সেহাড়া জেলে বাড়ী।

২৬০। বিহদ বিরাটপর্ব্ব।

পুঁথিখানি কীট দষ্ট,—আরম্ভ ও শেষ উভয়েই। ১৩৪ পত্রে শেষ। তারিখ ২২ ফাল্গুন (বৎসর কীটদষ্ট)। লেখক সূর্য্য নারায়ণ মুখোপাধ্যায় সাং বীরসিংপুর। পটক (পাঠক ?) * * সাকিম অটজন।

ভণিতা :—

পুনরপি উত্তর করেন জিজ্ঞাসন।
রচিল সারণ কবি উৎকল ব্রাহ্মণ।

প্রাপ্তিস্থান করিধা। 'বিহদ' কি বৃহৎ ?

২৬১। ধর্ম্মপুরাণ।

আরম্ভ :—

মন দিয়া শুন সভে ধর্ম্মপুরাণ।
সতীর মহিমা শুন হঞা সাবধান।

শেষ ও ভণিতা :—

জথা তুমি উপনীত তথাই * * গীত
তোমা বিনু আনন্দে চঞ্চল।
দ্বিজ ময়ূর ভট্ট বঙ্গে * * * গায়ন স্বঙ্গে
গাই গীত মঙ্গল।

পত্র সংখ্যা অনির্দ্দিষ্ট, আন্দাজ দেড় শত। খণ্ডিত পুঁথি। প্রাপ্তি স্থান নুড়াই যুগী বাড়ী।

২৬২। ধর্ম্মপুরাণ।

এই পুঁথিখানি খণ্ডিত। কয়েকটি পত্র মাত্র পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্তিস্থান ঐ যুগী বাড়ী।

ভণিতা:—

নিরঞ্জন মঙ্গলের ম্পূর্ব্বা বন্দনা।
শ্রীসাম (শ্যাম) পণ্ডিত ভাসে করিঞা ভাবনা।
শুনিয়া দত্তের বাণী ভবনে চলিলা রাজ্ঞী
মোনে মোনে করিয়া ভাবনা।
নিরঞ্জন পদ আসে শ্রীসাম পণ্ডিত ভাষে
য়বধানে শুন সর্ব্বজনা।

২৬৩। অর্জ্জুন-সংবাদ।

ইহার প্রথম পাতা নাই দ্বিতীয় পত্রের

আরম্ভ :—

পুনর্ব্বার অর্জ্জুন তবে পোছে জগন্নাথে।
বৈষ্ণবের গতাগতি জানি ভাল মতে।
আর কিছু শুনিতে আছয়ে মোর মন।
ভক্তিযোগ কথা কিছু কহ নারায়ণ।

শেষ :—

এত্তেক জানিয়া জেবা করে হরিনাম।
জন্ম জন্ম কৃষ্ণ চরণে তার ধাম।
ক্রোটী জন্মে হরির চরণে রাখে ভক্তি।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার হয়ত ওন্নতি।

"ইতি অর্জ্জুন সংবাদ সমাপ্ত। পাঠক শ্রীসরূপ লাল দাস সাং সিউড়ী পরগণে

খটাঙ্গা মস্তালগে জেলা বিরভোম সন ১৮৩০ সাল তাং ১৪ মার্চ্চ সন ১২৩৬ সাল তাং ২২ চৈত্রী রোজ রবিবার।" পত্র সংখ্যা ১১। গ্রন্থকারের নাম নাই। প্রাপ্তি স্থান ঐ যুগী বাড়ী।

২৬৪। শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস।

আরম্ভ :—

প্রথমে বন্দিব * * পরাশরে।
ব্যাসরূপে গোবিন্দ জন্মিলা জার (ঘরে)

ভণিতা :—

শ্রীকৃষ্ণ বিলাস রস সর্ব্ব পরাৎপর।
রচিল পরম ভক্তি শ্রীকৃষ্ট কিঙ্কর॥
শ্রীনন্দন পদে রহু মোর মন।
যুগে যুগে পাই জেন অভয় চরণ॥
ইতি শ্রীবলি ছলন কথা সম্পূর্ণং॥

শেষ :—

* * রূপী ভৃগুর চরণে পরিণাম।
জার গুণে শ্রীকৃষ্ট কিঙ্কর হৈল নাম॥
জার গুণে গোবিন্দ ভজনে হৈল আস।
জার গুণে কৈল হরিদাসের সন্তাস॥
গবিন্দের গুণে গুরু করিল আদেশ।
শ্রীকৃষ্ট কিঙ্কর বলি (?) করিল আদেশ॥
বিপ্রকুলে জন্ম নাম শ্রীগোপাল দাস।
আজন্ম ভরিয়া কৈল গুরুতে বিশ্বাস॥
অকুমার ব্রতে দেহ করিয়া সোধন।
অন্তে সুরধনী মধ্যে পাইল নারায়ণ॥
সব্ব কবিগণে আমি করি পরিহার।
আপনার গুণে দোষ না লবে কাহার॥

পুঁথিখানি খণ্ডিত,—প্রথম ও শেষ পত্র জীর্ণ ও খণ্ডিত। পত্র সংখ্যা ১৭৪।

২৬৫। বীরভুমে সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া।

এই কবিতাটি দ্বিতীয় বর্ষের বীরভূমির চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। রচয়িতা আজও জীবিত।

ভণিতা :—

কাএস্ত কোলে জন্ম মোর রাই কৃষ্ণদাস।
কুলকুড়ি গ্রামে মোর হয় জে নিবাস॥
জেলা বীরভুম তাহে লোনি পরগণা।
লাউগ্রাম তাহে লাঙ্গলের আনা।
১২৬২ সাল এই গোলমাল বড় ভাবনামনে।
কুলকুড়ি লোট হয় ২৩ শ্রাবণে॥

পদ সংখ্যা—৮২।

২৬৬। মোহ-মুদ্গার।

আরম্ভ :—

এক দিন সিব দুর্গা বসিঞা কৈলাসে।
রহস্যের কথা কহেন পরম হরিসে॥
পার্ব্বতি কহেন নাথ করি নিবেদন।
কৃষ্ণ ভক্তি কথা কিছু করিব শ্রবণ॥

পুঁথিখানি খণ্ডিত। শেষ পত্র ১১।

শেষ :—

মালা তিলক কর তুমি কপট আচার।
লোকেতে বলহ তুমি অতির্থ ব্যবহার॥

প্রাপ্তিস্থান সেহাড়া জেলে বাড়ী। গ্রন্থকারের নাম নাই। ইতি পূর্ব্বে আমি আরও ৩খানি এই গ্রন্থের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কোন্‌টায় কি প্রভেদ বলা যায় কি?

২৬৭। মহাভারত।

এই পুঁথিখানি খণ্ডিত,—শেষ কতদূর নাই বলা যায় না। ২—২৫১ পাতা বর্ত্তমান লেখক শ্রীরাধারাম গুপ্ত পীং কালীচরণ গুপ্ত সাং হইদ গাও (হাইদ গাও, থানা পটীয়া চট্টগ্রাম)। লেখার তারিখ অপ্রাপ্ত। দেখিতে প্রাচীন বোধ হয়। অতি জীর্ণাবস্থা। তুলট কাগজ; দুই পিঠে লেখা।

পুঁথির বর্ত্তমান অংশে কচ দেবযানী কথা, শকুন্তলা উপাখ্যান, সভাপর্ব্ব, বনপর্ব্ব ও বিরাটপর্ব্ব পর্য্যন্ত আছে। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ এইরূপ :—

দক্ষিণে আছএ দির্ব্ব এক পুরি খান।
পুরি মৈদ্যে দেখিবা এক কৈনা বিদ্যমান॥
সেই কৈন্যা না আনিবা (?) যুন জন্মেজয়।
* * যরি না করিবা কহিনুম নিশ্চএ॥
এ বোলিআ ব্যাস মুনি গেল তপবনে।
বিষন্ন হইআ রাজা চিন্তে মনে মনে॥

ভণিতাগুলি যথাক্রমে এইরূপ :—

(১) গঙ্গাদাস সেন কবি রচিলেক সর্ব্বপ
ব্যাসমুনি বাক্য জান অষ্টাদশ পর্ব্ব॥
(২) বন্তিবর সেন সুতে * * *
গঙ্গাদাসে রচিল পঞ্চার॥
(৩) ভারতের পুন্ন কথা শ্রদ্ধা দুর নহে।
পরাকৃত পদবন্ধে কবিচন্দ্র দাসে কহে॥
(৪) কবীন্দ্র পরমেশ্বরে কহে হরিগুণ সর্ব্বদাএ
হরি বিনে না ভজিঅ আর।
পরম আনন্দমএ ভজ প্রভু দআমএ
তবে ভব পাইবা নিস্তার॥
(৫) সভাপর্ব্ব মোহাপোথা নানারসমএ।
মধুরস কল কথা কহিল সঞ্জএ॥
(৬) হরি নারায়ণ দেব দিনহিন মতি।
সঞ্জয়ভিমানে (?) কৈলা অপূর্ব্ব ভারতি॥
বাসদেব হোতে মহা ভারত প্রচার।
সঞ্জয় রচিআ কৈলা পাঞ্চালি পঞ্চার॥
(৭) শ্লোক ভাঙ্গিআ পোথা করিআ পদের গাথা
ত্রিভুবনে তরিতে উপাএ।
দিনহিন মূঢ়মতি হরি নারায়ণ গতি
শ্লোক ভাঙ্গি কহিল সঞ্জএ॥
(৮) রচনা বিসেস ত নানারসমএ।
হরি নারায়ণ দেব বাথানে সঞ্জএ॥
(৯) ভারথের পুণ্য কথা জেন সুধামএ।
যুনিলে অধর্ম্ম হরে পাপ হএহএ॥
লস্কর পরাগল জুমম বিখিত।
করিলেক পাচালি লোকের রহিল হিত॥

শ্লোক॥

ধন্তং পুণ্যং হন্তং মন্তং সন্তোসরনার্থিনাং।
বদন্তাং সন্তত স্রিয় খান শ্রীপরাগল॥

(১০) লস্কর পরগল নায়কের গুরু।
মেদনি মদন সম দানে কল্পতরু॥
অপূর্ব্ব ভারথ কথা অমৃতের সার।
কবিন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পঞ্চার॥

ব্রহ্মার শাপে 'মহাভিস' (?) নরপতির মর্ত্ত্যাগমনোপলক্ষে হোসেন সাহা সম্বন্ধে এই কথাগুলি লিখিত আছে :—

মর্ত্তে গিআ জনমিব হস্তিনার পুরে।
চন্দ্রবংশে জনমিব প্রদিপ রাজার ঘরে॥
এই বোলিআ নৃপতি আইল সেই স্থানে।
মৃত্যুকল্প প্রায় হইআ দুঃখ ভাবি মনে॥
অনেক জতনে তাক স্বজিলেন বিধি।
পৃথিবীতে কল্পতরু সেই গুণনিধি॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিসারদ মহিমা অপার।
কলি জুগে সেই জেন রাম অবতার॥
প্রতাপ তপন সম বিপক্ষেত জম।
পৃথিবী বিজয় কৈল সর্ব্ব অনুপাম॥
সুলতান হোচন সাহা পঞ্চ গৌরেশ্বর।
ত্রিপুরার ঘার পাইল শুন মোহাবির॥
সোণার পালঙ্কি দিল এক লক্ষ ঘোড়া।
দির্ব্ব রাজা টোপ দিল লক্ষের কাপরা॥
শ্রীযুক্ত পরাগল খান মোহামতি।
দরিদ্র তারণ (?) করে অনাথের গতি॥
কুতুহলে ভারথের পুছন্ত কাহিনী।
কোন মন্ত্রে পাণ্ডবে পাইল রাজধানী॥

* * *

তাহান আদেশ মাল্য মাথে করি সার।
কবিন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পঞ্চার॥"

১৬৩ পত্রে সভা পর্ব্ব ও ২২৬ পত্রে বন পর্ব্ব শেষ। ২২৭ পত্রে বিরাট পর্ব্বারম্ভ।

বন পর্ব্বে ভণিতা নাই, লিপিকর অনেক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমি, তুমি, কেনে প্রভৃতি আহ্মি, তুহ্মি, কেহ্নে।

২৬৮। প্রতাপচন্দ্র-লীলারস-প্রসঙ্গ-সঙ্গীত।

বর্দ্ধমানের জাল রাজা প্রতাপচন্দ্রকে অনেকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার ও গৌরাঙ্গের অভিন্নাত্মা মনে করিত। তাই তাঁহার লীলা প্রকটনার্থে শীর্ষোক্ত গ্রন্থখানি প্রণীত। জাল রাজা ১৮৫২ কি ১৮৫৩ সালের প্রথমে প্রাণ-ত্যাগ করেন; গ্রন্থ রচনা হয় ১২৫০ সালে অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং তাঁহার জীবদ্দশাতেই এই গ্রন্থ বিরচিত হয়। গ্রন্থকার বোধ হয় প্রতাপের একজন চেলা ছিলেন। তিনি প্রতাপের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিবারই বিশেষ চেষ্টা করিয়া-ছেন। রাজনৈতিক কথাও অনেক আছে। গ্রন্থকার ইংরাজের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা কিছু দুর্ব্বোধ্য।

রচয়িতার নাম অনুপচন্দ্র দত্ত; নিবাস কাটোয়ার সন্নিকট শ্রীখণ্ডে। শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশজ বাবু দুর্গামঙ্গল দাসের আজ্ঞায় তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। ১৭৬৫ শকে, ১২৫০ সালে ১৩ই অগ্রহায়ণ এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়।

এতৎ গ্রন্থাবলম্বন করিয়া 'বীরভূমি'তে প্রতাপচন্দ্রের কাহিনী বিবৃত করিতেছেন। তাহা হইতেই এই বিবরণ সঙ্কলন করিয়া দিলাম। পুঁথিখানির সংগ্রাহক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

২৬৯। বান ভাসীর কবিতা।

(সন ১২০০ সালের বন্যা উপলক্ষে রচিত)

আরম্ভ :—

নদী সে দামোদরে, বড়া করে, করছে আনা গোনা।
দুধারে মিশায়ে ভাঙ্গে সেরগড় পরগণা।
এলো বান পঞ্চকোটে, নিলেক লুটে, ভাঙ্গলো রাজার গড়।
হুড়্ হুড়্ শবদে ভাঙ্গে পর্ব্বত পাথর।

শেষ :—

এবার বান, বাবির হলো, রাত পোহালো, চলিল মাটে মাটে।

ভণিতা :—

বারশ ত্রিশ সালে, বরষা কালে, ভণিল নফর দাস।
কেউ হলো পাতুড়ে রাজা, কারো সর্ব্বনাশ।

পদ সংখ্যা—৩০। সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত বাবু শিবরতন মিত্র মহোদয় ইহা 'বীরভূমি'র দ্বিতীয় ভাগ দ্বাদশ সংখ্যায় সমগ্র প্রকাশিত করিয়াছেন। তথা হইতেই ইহা সঙ্কলিত হইল।

২৭০। মহাভারত—অনুশাসন পর্ব্ব।

এইখানি সঞ্জয়-প্রণীত। পত্র সংখ্যা ৭; এক পিটে লেখা।

আরম্ভ :—

নম শ্রীগুরুবে নমঃ।
অথ অনুসাসানিক পর্ব্ববিধি।
জন্মেজয় নৃপতি এ জিজ্ঞাসিল পুনি।
তার পাছে কি হইল কহ মহামুনি।
বৈশম্পায়নে বোলে শুন নরনাথ।
অনুসাসনিয় পর্ব্ব এহার পশ্চাত।

শেষ :—

শান্ত হই বসুদেব বসিল আসনে।
পাত্র মিত্র সহিতে বসিলা জনার্দ্দনে।
জেই গাএ জেই সুনে জাএ বিষ্ণুপুরে।
রুগির খণ্ডএ রোগ বোলে দামোদরে।

ভণিতা :—

পাপ তাপ মহাপাপ খণ্ডে অতিশএ।
লোক তরিবার হেতু বাখানে সঞ্জএ।

"ইতি শ্রীমহাভারথে অনুসাসনিক পর্ব্ব সমাপ্ত। ইং সন ১১৯২ মং তাং ১ ফাল্গুন সিব চতুর্দ্দসি এক বৈঠাতে প্রাএ এক প্রহরের মৈদ্ধে লিখা হএ। মোকাম রাজার হাটবারি নিজ বাসা নিজ সিরীস্তাতে কাজেতে থাকি লিখন সোদ্। দুঃখেন লিখিতং" ইত্যাদি শ্লোক। লেখকের নাম নাই। ইহা আমার নিকট আছে।

২৭১। ভারত-সাবিত্রী।

ইহা সুপ্রসিদ্ধ মহাভারতকার সঞ্জয়ের রচিত। সম্ভবতঃ মহাভারতের পর এই 'ভারত সাবিত্রী' রচিত হয়। মহাভারত হইতে ইহার ভাষা বিশুদ্ধ এবং উন্নত। 'ভারত সাবিত্রী মহাভারতের একটি সার সংগ্রহ মাত্র। অনুবাদ গ্রন্থ।

আরম্ভ :—

শ্রীরাধাকৃষ্ণভ্যাং নম।

অথ ভারত সাবিত্রী পুস্তক লিখতে।
প্রণমহ নারায়ণ সংসারের সার।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বনমালা যার।
নারায়ণ হরি হরি প্রভু জনার্দ্দন।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবিষ্ণু গোবিন্দ সনাতন।
* * *

শেষ :—

ভারত শুনিতে যেবা অন্য কথা কএ।
নারকে ডুবিতে মন করিল নিশ্চয়।
ভারত শুনিতে যেবা শ্রদ্ধা মন করে।
মহা ঘোর পাপ নাশে বিপদ উদ্ধারে।

ভণিতা :—

শ্রবণে খণ্ডয়ে পাপ শুনে যেবা জনে।
সঞ্জএ পয়ার কৈল গোবিন্দ চরণে।

"ইতি শ্রীমহাভারত সাবিত্রী পুস্তক সমাপ্ত। স্বকিয় পুস্তক শ্রীরাজকৃষ্ণ নন্দী সাকিম পরগনে হুসেনপুর গচিহাটার মধ্যে আতরতপা গ্রামে (কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।) ইতি সন ১২২৭ সন তেরিখ তেহিশা পৌষ রোজ শুক্রবার প্রথম বেলা সমাপ্ত।"

ক্ষুদ্র পুস্তিকা; ১১৪ শ্লোকে সমাপ্ত। এই গ্রন্থখানা "আরতি" পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়। "আরতি" হইতেই এই বিবরণ লিখিয়া দিলাম।

এই সুযোগে একটি অবান্তর কথা বলিব। উক্ত প্রবন্ধলেখক তাঁহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—"এদিকে পঞ্চদশ শতাব্দীতেই বাঙ্গালা সাহিত্য * * * * * পূর্ণতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচারী মুসলমানের করাল ধ্বংসনীতির অন্তবর্ত্তী হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল। * * * * সে মুসলমানের অত্যাচারে ও উৎপীড়নে বহু হস্তলিখিত সাহিত্য বিলুপ্ত হইয়াছে।" লেখক প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ না হইলে অন্যের উপর দোষারোপ করিয়া এইরূপ স্বীয় গাত্র কণ্ডুতি নিবারণ করিতে নিশ্চয়ই অগ্রসর

হইতেন না। কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া গেলে তাঁহার কথাগুলি উচ্চমূল্যে বিকাইত। সাহিত্য সংসারে মুসলমানদের সম্বন্ধে প্রাগুক্ত উক্তির বিপরীত কথাই প্রচারিত আছে, তাঁহাকে দেখাইয়া দেওয়া নিষ্ফল।

২৭২। ভগবদ্‌গীতানুবাদ।

ইহাও সঞ্জয়ের কৃত। ইহার সূচনায় এইরূপ বন্দনা আছে :—

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎ পদং দর্শিতুং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
গৌরাঙ্গ বল্লভীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
রাধারমণ হে রাধে (?) রাধাকান্ত নমস্তোতে।

এই বন্দনা হইতে সঞ্জয়কে গৌরাঙ্গের সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী কালের কবি বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। দীনেশবাবু কিন্তু তাঁহাকে চৈতন্য দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মহাভারত এবং 'ভারত সাবিত্রী' অপেক্ষা গীতার অনুবাদে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সংস্কৃত অভিজ্ঞতার পরিচয় অধিক লক্ষিত হয়। বৃদ্ধ বয়সেই বোধ হয় গীতার এই অনুবাদ রচিত হয়।

এই বিবরণও 'আরতি'র উক্ত সংখ্যাদ্বয় হইতে সঙ্কলিত হইল।

২৭৩। ভারত-সাবিত্রী।

ইহাও 'ভারতে'র সংক্ষিপ্ত সার। এই অনুবাদটি মূল হইতে অনেক বিস্তৃত এবং আড়ম্বরপূর্ণ। এই অবান্তর অংশটি ও ভণিতাটি পরিত্যাগ করিলে ইহাও সঞ্জয়-রচিত বলিয়াই মনে হইবে। ইহার শ্লোক সংখ্যা—১৯২। ১২০৮ সনের লিখিত।

ভণিতা :—

দাস গোপে বুলে পরম আনন্দে।
ভারত সাবিত্রী রচিল পয়ার প্রবন্ধে।

এই 'ভারত সাবিত্রী'র মূল সংস্কৃত গ্রন্থ খানি 'বিদ্যোদয়' পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। 'আরতির' উক্ত সংখ্যাদ্বয় হইতে সঙ্কলিত।

২৭৪। ক্লীবত্ব-মোচন।

ইহা চট্টগ্রামের পারস্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ "তওয়ারিখি হামিদী" প্রণেতা মৌলবি অগ্রগণ্য ৺ হামিদুল্লা খান বাহাদুরের রচিত। শ্মশ্রু ছেদনকারী মুসলমানদিগকে শ্লেষ করিয়া গদ্যে পদ্যে তিনি ইহা লিখিয়াছেন। শ্মশ্রুছেদন মহম্মদীয় শাস্ত্রে নিষিদ্ধ কি না! আরব্য ও পারস্য ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল; কিন্তু বাঙ্গালায় তাঁহার ততটা জ্ঞান ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার রচিত 'ত্রাণপথ' নামক আরও এক খানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই উভয় গ্রন্থই সন ১২৭৭ সালে মুদ্রিত হইয়াছিল, দেখিতেছি। মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়াই বিবরণ দেখিলাম। উভয় গ্রন্থের ভাষাই অদ্ভুত,—অনেক স্থলে চট্টগ্রামি ভাষার সংমিশ্রণ জাত। আবরণ পত্রে লিখিত আছে :—

"শ্রীশ্রীপরমেশ্বর।

এই পুস্তকের নাম ক্লিব ও (ক্লিবত্ব ?) মোছনা অর্থাৎ নপুংসক ও (?) বিনাসন। তাহাতে পড়ামুখ নপুংসক বানরের ন্যায় স্ত্রিলোকের নিন্দা আর দাড়ি ও কেষ লেষ ইত্যাদি রাখন ও কাটনের নিয়ম আর তাহার হেতু ও মর্ম্ম ও সার কথা এবং তাহাতে সন্নের অর্থাত সবার আদেশ ও তাহার প্রসংসা আর নিসেধ ও নিসেধির

কাজ্যের নিন্দা ইতি। চাটিগ্রামের প্রধান রইছ শ্রীযুত মোহাম্মদ হামিদোল্লাহ্ খান বাহাদুর ছাহেব ছ্লামাবাদির কৃত লোকের উপকারার্থে প্রাণপোনে প্রেমেতে বিশেষরূপে করিয়া * * * ছাপা হইল।"

আরম্ভ :—

"হিজড়ার ন্যায় লোকর্দ্দেশের গতি। আমি তাহার পোনর প্রকার দোস লিখিতেছি মহামহিম মহাসয়েরা মন জোগ করিবেন।

ওহে ভাই যদি তুমি আপনাকে না মর্দ্দ খোজার ন্যায় বনাইতে চাহ তবে দাঁড়ি কাট কেননা খোজা ও নামর্দ্দের দাড়ি হয়ে না।" ইত্যাদি।

এ রকম ১৫ দফার পর দাঁড়ি ছেদন না করার পক্ষে তাঁহার "হেতুবাদ এবং সার কথা।" তাহার কিয়দংশ এই :—"তাহার মর্ম্ম এই জে ঈশ্বরে জেমত্ বনাইআছেন তেমত বনাইবার কেহরহ কদাচিত্ সাধ্য নাই এবং তাহার কর্ম্ম কখনও ব্রেথা ও অনার্থাক নহে জেমত্ হস্তার্জে পঞ্চ অঙ্গুলি সহিত্তে সৃজিআছেন যদি তাহাতে অন্য অঙ্গ হইতে বেসি জোড়া না থাকিত তবে কিছু ধরা না জাইত" ইত্যাদি। ইহার পর 'পদ বন্দি'। নমুনা এই :—

শুন ভাই নির্দাড়িয়া লোকদ্দের গত।
মুখ তার লোম হিন বানরের মত॥
হিজরার ন্যায় কিবা শ্রদ্ধা তার মনে।
বসিতে অঙ্গের সজে বদনে বদনে॥ ইত্যাদি।

রচনাকাল ও সমাপ্তি :—

জুমাউার জিহজ্জার চতুর্থে কহিল।
হিজ্রি সন বারসত আটায় হইল॥
এই গ্রহন্তের নাম ক্লিবস্ত মোছন। (?)
তার অর্থ নপুংস ও কাজা নিবাসন॥
আর নাম রাখা গেল আরবি ভাসাতে।
'তাদিবোল মোতখন্নেথিন' সেঅর্থ মতে॥
গ্রহন্তের নাম মতে আমার এ আষ।
প্রমেশ্বরে (?) তার ভাব করিতে প্রকাষ॥
এই সন নামেতে সমাপ্ত হৈল কথা।
উচিত্ত প্রমেশ্বরের (?) সোকর সর্ব্বথা॥
সদায় রছুল পরে ছলাত ছলাম।
মোহাম্মদ আছয়ে জাহার পাক নাম॥
সকল মোমেন পরে ছলাম জানাই।
আমা হৈতে মাগ মোর আখের ভালাই॥

ক্লিবস্ত মোছন নাম পুস্তক সমাপ্ত ইতি।"

৮ পেজি কাগজের ১৮ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত ;—বড় বড় অক্ষর। ক্ষুদ্র পুস্তিকা।

২৭৫। ত্রাণ-পথ।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে উল্লিখিত এই সেই 'ত্রাণ-পথ'। এগুলি বোধ হয় খাঁ সাহেবের শেষ বয়সের রচনা। প্রায় ২৫ বৎসর হইল, তিনি পরলোকগত হইয়াছেন। ইহা পদ্যে লিখিত। আবরণ পত্র লিখিত অংশটি দৃষ্টি করিলেই ইহার প্রতিপাদ্য কি, বুঝা যাইবে। তৎযথা :—"শ্রীশ্রীহক নাব। ত্রাণপথ নামক পদবন্দি পুস্তক। যাহাতে খোদা নিরাঞ্জন এক ও জথা সাধ্য তাহান চিননের ও জাননের কথা ও শুকৃতি জাহাতে লোকে ত্রাণ পায়ে ও কুকৃতি জাহাতে মনিস্তে দুই কুল হারায় তাহার বিবরনাদি পদেতে। এছলামআবাদ অর্থাত্ত চাটিগ্রামের প্রধান রইছ শ্রীযুত মোহাম্মদ হামিদোল্লাহ খান বাহাদুর ছাহেব ইছলামাবাদির কৃত * * * *।"

আরম্ভ :—

ত্রাণপথ নামক পদবন্দি।
প্রথমে সকল আগ্যে স্মরি প্রভু নাম।
পরিবার সহকরি নবিকে ছলাম॥

পরে কিছু ধর্ম্ম পথ দেখাইতে চাই।
তাহাতে তরয়ে লোক নিজে ত্রাণ পাই॥
কলে পথ দেখানিয়া নিরঞ্জন সারে।
দেখাইতে আদেসিল নরে তাহা পারে॥

শেষ :—

নবম প্রভুর প্রেম মনেতে বাড়ান।
সেই সে পরম হেতু ত্রাণ জন্যে জান॥
দসম সে মৃত্যু কথা সদায়ে সরন।
পাপ হতে ভয়ে জর্ম্মে স্মরিলে মরণ॥

*   *   *

সেই সে পরম গুরু, সাক্ষি দিল সিলা তরু,
তান মন্ত্রে পাই মনস্কাম।
জান ওহে নিরঞ্জন, জাবতে আছে ভবন,
সঙ্গিসহ তাঁহাকে ছিলাম॥

"ত্রাণপথ সমাপ্ত। ত্রাণপথ নামক গ্রন্থ সমাপ্ত হইল। সন ১২৮৫ তারিখ ২৬ রবিওল আওল সন ১২৭৫ বাংলা প্রথম ভাদ্র রবিবার।"

রচনাকাল :—

হাজার ছুনত পরে পাচআসি হিজরি।
বঙ্গে পাচ সর্ত্তর তৎপরে গণ্য করি॥

২৭৬। ছাহাৎনামা।

এই পুঁথিখানির নাম নাই। প্রথম পত্রেরও অভাব। পত্র সংখ্যা—১০। ইহাতে গৃহ-বন্ধন, খঞ্জন-দর্শন, বস্ত্রপরিধান, ভূমিকম্প, গোছল্ বা স্নান, স্বপ্ন-ফল, চন্দ্র-দর্শন, চন্দ্র-গ্রহণ, নহছ বা অশুভযোগ প্রভৃতি মুসলমানের জ্ঞাতব্য কয়েকটি বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। পুঁথির বর্ত্তমান মালিক ইহার নাম 'ছাহাৎনামা' বলেন। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার আরম্ভ এই—

*   *   *   কেহো বান্ধে ঘর।
এই দোষে মরিবেক গৃহের ঈশ্বর॥
এই দোষে অন্ন আট হএ গৃহপতি।
নতু নানা ব্যাধিএ পিরিব প্রতিনিতি॥
ভাদ্র আর আশ্বিন মাসেত নিম্মে ঘর।
সুখ আর ভোগ সম্পদ বারিব অপার॥

শেষ :—

এ সকল কর্ম্ম ন করে জেই ছারে।
অন্ন জল খাইতে হারাম তার ঘরে॥
নকলের পুস্ত অধ ইব্লিছের হএ।
রোজা নমাজের পুস্ত হরিতে নারএ॥
ছুন্নত করিআ কার্য্য করে জেই নর।
পুস্ত পাই রহে গিয়া স্বর্গের ভিতর॥

ইতি পুস্তক সমাপ্ত। শাকে ১৬৭৯ সনে

ভণিতা :—

(১) সাহা বদরদ্দি নিরঞ্জন লিন
ভবকল্পতরু আস।
তোহ্মা মুখপর পূর্ণ সশোধর
দর্শনে তিমির নাস॥
চরণ যুগলে হিন মুজম্মিলে
তোহ্মাকে করম ভগতি॥
মোর মনোরথ গোপত বেকত
তুহ্মি বিনে নাই গতি॥
(২) সাহা বদরদ্দিন পির কৃপাকুল হরি।
নতমুখে সেই বাখান কহিতে ন পারি॥
তাহান আদেস মাল্য মস্তকে ধরিয়া।
রচিলেক মুজম্মিলে মনে আকলিয়া॥

২৭৭। রসসার।

'নির্ম্মাল্য' পত্রের চতুর্থ বর্ষের ষষ্ঠ সপ্তম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর সান্যাল কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ হইতে এই পুঁথির বিবরণ সঙ্কলিত হইতেছে। ইহা হইতে হরিচরণ

দাস কৃত 'অদ্বৈতমঙ্গল' নামক আরো এক খানি পুঁথির নাম জানা যাইতেছে।

এই বৈষ্ণব-গ্রন্থের রচয়িতা নরোত্তম দাস। ইহার গুরুর নাম লোকনাথ। তাঁহারই আদেশে গ্রন্থখানি বিরচিত। গ্রন্থের পরিসমাপ্তিতে দুই স্থানে বিদ্যাপতির ভণিতি আছে। চণ্ডীদাস ও রামী রজকিনী সম্বন্ধেও কি একটা প্রসঙ্গ আছে। ইহা একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ;—সুতরাং ইহার মুদ্রণ হওয়া একান্ত আবশুক।

গ্রন্থে রাধিকার প্রেম, ভজন পদ্ধতি, কর্ম্ম-যোগ, উদাসীনের লক্ষণ, নব-যৌবন, ব্যক্ত-যৌবন, চৌষট্টি ভজনাঙ্গ প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

২৭৮। পদ্মাবতী।

চট্টগ্রামে আলাওলের 'পদ্মাবতী'র খুবই আদর। নানা দৈবোৎপাতে হস্তলিপিগুলি প্রায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। 'পদ্মাবতী' ছাপা হইয়া যাওয়াতেও লোকে আর প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলি সাদরে রক্ষা করে নাই। তথাপি এখনও অনেক প্রাচীন পুঁথি মিলিতে পারে। আলাওলের স্বহস্ত লিখিত বলিয়া কথিত একখানি 'পদ্মাবতী'র সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। একখানা আরবী পাণ্ডুলিপিরও সন্ধান পাইয়াছি।

হামিদুল্লা নামক এক ব্যক্তি 'পদ্মাবতী' প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আলাওলের পুত্র সৈয়দ নুরুদ্দিন হইতে ইহার 'কাপিরাইট' খরিদ করিয়াছেন, বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। হামিদুল্লা আধুনিক ব্যক্তি, সম্প্রতি লোকান্তরগত হইয়াছেন। ইহার পুত্র অহিদুন্নবি এখন এই পুঁথির 'তথাকথিত' মালিক, ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি যে, আলাওলের পুত্র ১৯শ শতাব্দী পর্য্যন্ত কিরূপে বর্ত্তমান থাকিতে পারেন! এ বিষয়টির অনুসন্ধান একান্ত বাঞ্ছনীয় ও আবশুক। তাহা হইলে, হয়ত আলাওল সম্বন্ধে আরও কিছু কথা জানা যাইতে পারিবে।

এই পর্য্যন্ত পদ্মাবতীর চারিখানি পাণ্ডুলিপি আমার হস্তগত হইয়াছে। সব গুলিই অসম্পূর্ণ আদ্যন্তবিহীন। দুইখানি পুঁথি নিকটে নাই ; অপর দুইখানির মধ্যে এক খানির অধিকাংশই আছে ; আদিতে ১৪ পাতার অভাব। শেষ পত্র সংখ্যা—২৪৮ ; রত্নসেনের নিকট গৌরার পত্র লেখা পর্য্যন্ত আছে। ইহার লেখার সন তারিখ নাই, কিন্তু দেখিতে অতি প্রাচীন বোধ হয়। লেখকের নাম "শ্রীমেহেরর্জমা পীং মাং রণু চৌং সাং ইচাপুর।"

অপর পুঁথিখানি এক প্রকার নষ্ট হইয়াই গিয়াছে। কেবল ৭৩—৭৬, ৮২—৮৪ এবং শেষ পত্রসহ মোট ৮টি পাতা বর্ত্তমান। ছাপা গ্রন্থের সহিত ইহার উপসংহারের কিছুমাত্র মিল নাই। তাহার কিয়দংশ এইরূপ।

এই মতে চন্দ্রসেন সাইট বৎসর।
পুত্র কৈন্তা বহু হইল বির্দ্ধি কলেবর।
দুই পুত্র দুই কন্তা পদ্মাবতি ঘরে।
*   * আপন নাম থুল্যা তারে।
পদ্মনিলা পদ্মলাল দুই কৈন্তা নাম।
নাগমতি ঘরে দুই পুত্র অনুপাম।
ইন্দ্রলোচন নাম ইন্দ্র সুত্রসন।
চারিভাই *   * বাপ সম * মদন।
নাগমতি দুই কৈন্তা অপছরা অপছরি।
এহি অষ্ট জন অংস রৈল পৃথি ভরি।

চারি ভাগ রাজ্য ছারি (চারি ?) পুত্র স্থানে দিল।
পদ্মাবতি ধন্য ধন্য * * * *।
পদ্মাবতি নাগমতি সহ মরে গেল।
ছুলুতানে আনি (আসি ?) সেই চিতা প্রণামিলা।
মাগনেত আলাওলে বিস্তারি কহিলা।

* * *

নেকি সে পরম ধর্ম্ম সংসারে কাম।
পদ্মাবতি পাঞ্চালিকা সমাপ্ত উপাম।

"ইতি পদ্মাবতি পুস্তক সমাপ্ত। ইতি— ১১০৯ সন তেরিখ * চৈত্র হক মালেক শ্রীজুত্ জবরদস্ত খাঁ চৌং ওলদে রুস্তম খাঁ চৌং সরকার ইসলামাবাদ প্রগলে দিয়াঙ্গ নৌয়ার শ্রীজুত হছেন আলি খাঁ দেওয়ান শ্রীজুত মোহাসিঙ্গ দেওয়াল লিখীতং হিন শ্রীআবদুল ওহাব এক পহর দিন থরিতে পুস্তক সমাপ্ত।"

২৭৯। মুক্তাল-হোসেন—১ম ভাগ

ইতিপূর্ব্বে এই পুঁথির আরও দুইবার বিবরণ লিখিয়াছি, কিন্তু একটি বারও তাহা যথাযথ হয় নাই বলিয়া অদ্য আরও কয়েকটি কথা লিখিতেছি।

পুঁথিখানি (সম্ভবতঃ) দুই ভাগে বিভক্ত। এজিদ-বধের পর প্রথমভাগ সমাপ্ত ও তৎপরবর্ত্তী ঘটনা লইয়া দ্বিতীয়ভাগ আরম্ভ। পূর্ব্বে ইহার যে বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তাহা এই দুই ভাগ সম্বন্ধেই। বস্তুতঃ দুই ভাগের স্বতন্ত্র পরিচয় দেওয়াই উচিত ছিল। পত্রাঙ্কের গোলযোগবশতঃ তখন দুই পুঁথি বলিয়া ঠিক করিতে পারি নাই।

পূর্ব্বে গ্রন্থকার সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহা এই দুই ভাগ হইতেই ভত্রোদ্ধৃত। আরম্ভটিও এই প্রথম ভাগের আরম্ভ। শেষ এইরূপ :—

তবে পুনি একত্র হইয়া সর্ব্বজন।
জয়নল আবিদিনে করি গুরুকণ।
ইমান করিয়া সবে প্রণাম করিলা।
হোছনের পুত্র বীর ইমান হইলা।

* * *

মুক্তুল হোছেন কথা অমৃতের ধার।
জে পরে জে শুনে হএ পাপেথু উদ্ধার।
নবিবংশ লাগি জেবা অনুসোছ করে।
পাপেথু উদ্ধার হএ নরকে ন পরে।

ভণিতা :—

আমির হোসন বংসে জন্ম গুণনিধি।
সর্ব্ব সাস্ত্রে বিসারদ নবরসদধি।
শ্যাম নব জলধর সুন্দর সরির।
দানেত কল্পতরু যুধিষ্ঠির সম স্থির।
সুন্দর অধিক মুখ কমললোচন।
মন্দ মন্দ মধু হাসি অমৃত সমান।
সাহা ছুলতানপির কৃপার সাগর।
সেবক বৎসলা প্রভু গুণে রত্নাকর।
তাহান আদেশ মাল্য (বা কাল্য) শিরেতে ধরিয়া।
মহম্মদ খানে কহে পাঞ্চালী রচিয়া।

শেষ পত্র সংখ্যা—৯৬। এই পত্রের পর আর একটি পত্রে পুঁথির কয়েকটি ছত্র ও লেখার সন তারিখাদি ছিল বলিয়া বোধ হয়। অতি জীর্ণাবস্থা। মধ্যে ২৪, ৩৮—৪২, ৭০—৭৩, ৭৮—৯৩ পত্রগুলির অভাব। দুই পিঠে, লাল কালীর রুল দিয়া, ক্ষুদ্রাক্ষরে লেখা, মুন্সীয়ানা ও সুন্দর লেখা। বৃহৎ আকার। স্থানে স্থানে "শ্রীজুত লিখিতং সএখ সাহা মহাম্মদ হিন" বলিয়া লিখিত আছে। তাহা বোধ হয় লেখকের নাম।

২৮০। মুক্তাল হোসেন ২য় ভাগ।

এই ভাগটি সম্পূর্ণ আছে। অতি প্রাচীন ও জীর্ণাবস্থা। প্রথম কয়েক পাতা নষ্ট হওয়ার

মধ্যে। কোন সম্প্রদায় মুসলমান এসব গ্রন্থের প্রকাশ করিতে পারেন না কি?

আরম্ভ :—

আল্লাহ গনি মোহাম্মদ * *।
পুনি পুনি প্রণাম করম বার বার।
সে জে আল্লা জগতপতি করিম কর্ত্তার।
শ্রীষ্টি স্থিতি উৎপন্ন প্রলএ * *।
স্বর্গ আদি নরক শ্রীজিলা কুতুহলে।
তান পাছে প্রণামিএ নাবির চরণ।
একে একে বন্দিএ জথেক গুণিগণ।
কহিল দসমি পর্ব্বে এজিদ নিধন।
শুনি আনন্দিত মন জথ গুনিগণ।
একাদস অন্ত পর্বে কতুকে কহিব।
প্রলএর কালে জথ অনার্থ (অনর্থ) হইব।

ইহার পত্র সংখ্যা—৪০, দুই পিঠে ক্ষুদ্রাক্ষরে লেখা পুঁথিগুলি আমার নিকট আছে।

২৮১। মোহ-মুদ্গর-চরিত।

এই পুঁথিখানি অসম্পূর্ণ। ১, ৬—৮, ১২ ও ১৩ শ পত্রের অর্দ্ধেক,—এই পত্রগুলির অভাব। অবশিষ্ট পত্রগুলি আছে। ক্ষুদ্র পুস্তিকা। দুই পিঠে লেখা। তারিখ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু অত্যন্ত প্রাচীন ও জীর্ণ। অনেক স্থলে অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভঃ—

আর ভরসা নাই রে বিনে রাঙ্গা পাএ। (ধুয়া)
এক দিন একাসনে ভবানি মহেস।
নানান রসহাস্ত আছিল বিসেস।
শিব স্থানে নারায়ণি ভকতি করিয়া।
ভারথের কথা প্রভু কহ বিস্তারিয়া।
কম হেতু অভিমন্যু যুদ্ধেতে পরিল।
অর্জ্জুনের সোক সান্তি কোন মতে হৈল।

ভণিতা :—

অধম মাধব দাস জুগপাণি হৈয়া।
বিদুভক্ত গুণ কহে সংখেপ করিআ।

অর্দ্ধছিন্ন ১৩শ পত্রের শেষ :—

কৃষ্ণপদ পাছক * *
* * বোলে হরি।
কৃষ্ণপদ শুনি সর্ব পুলকীত হৈল।
একে একে পরদা * *।
* * সদএ করিলা।
আলিঙ্গন করি কৃষ্ণে আসিবাদ কৈলা।

২৮২। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

ইহার সর্ব্বত্র কৃত্তিবাসের ভণিতা, কিন্তু পবনাত্মজের নিকট সীতার হরণ বৃত্তান্ত বর্ণনের শেষে একস্থলে 'সম্পদ রায়' নামক কবির ভণিতা আছে। ইনি আবার কে?

আরম্ভ :—

নমো গণেসায়। নমো সরস্বতি দেবি নমো।
এতেক জানিয়া রামে ব্রহ্মমন্ত্র ছাড়ে।
সন্ধান করিয়া বাণ ততক্ষণে এরে।
টঙ্কারিয়া এরে বাণ করিয়া সন্ধান।
মুণ্ড ছেদি রাক্ষসের লইল পরাণ।
দির্ব্ব মুক্তি হইয়া রামের স্তুতি করে।
সাপ মুক্ত হইয়া জাএ বৈকুণ্ঠ নগরে।

শেষ :—

নিলেরে পাঠাইয়া রাজা না গেল প্রতিত।
ডাক দিয়া গবাক্ষকে য়ানিল বিদিত।
সর্ত্তর কোটি বানর য়াছে তুমি আদিকারে।
নিলেরে সোয়ার হইয়া জাও পূর্ব্ব দোয়ারে।

ভণিতা :—

(১) সিতা দেবী না পাইয়া কটক নৈরাস।
কিস্কিন্ধ্যা কণ্ঠে গাইল কৃত্তিবাস।
(২) দিন কত য়ন্তান্তরে, মন্দোদরি শুনি তারে
ভঙ্গিলেন য়নেক বিধান।
গাএন সম্পদ রাএ, না কান্দিয় সিতা মাএ,
এবে দুক্ষ হইব বিমোচন।

"ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতি ভ্রম। জথা দিষ্ট তথা লিখিতং লিখিতং

নাস্তি দোষক ইতি সন ১১৬৯ (১১৩৯)? মঘি তাং ১৭ বৈশাখ বোধবার।" লেখকের নাম নাই। পত্র সংখ্যা ৩৫ দুই পৃষ্ঠে লেখা ২৯ পাতের অভাব। ১ম ও শেষ পত্রের লেখা উঠিয়া যাওয়ার মধ্যে। পদ সংখ্যা প্রায় ৫৯৫। ঠিকানা শ্রীঅবর্ণাচরণ দাস সাং খিলপাড়া, পোঃ আঃ আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

২৮৩। শতস্কন্ধ-বধ।

পুঁথিখানি সম্পূর্ণই ছিল, কিন্তু দুরন্ত কীটকুল ইহার প্রায় সর্ব্বাংশ উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। এত দিন অবহেলায় আমরা কতই না জিনিষ হারাইয়াছি। অল্প স্বল্প যাহা আছে, তাহারও বিলোপসাধনের জন্ত হব্যাশন ও কীটরাজির কি দারুণ ব্যগ্রতা! স্বার্থময় জগতে কা কস্য পরিবেদনা? জনৈক দেশকালজ্ঞ কবির নিম্নোদ্ধৃত বাক্যটি কেমন অন্বর্থ:—

"স্বকার্য্যসাধনে সর্ব্বে ব্যগ্রাশ্চ ধরণীতলে।
ভাবাভাবং ন জানন্তি কেবলং স্বার্থতৎপরাঃ॥"

স্বদেশপ্রেমিকগণ, ত্বরান্বিত হউন; বিলম্বে কার্য্যহানি ধ্রুবৈব!

ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা—২৮; রয়াল ফরমের কাগজ। কোথাও দু'পিঠে, কোথাও এক পিঠে লেখা। ১৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কোনরূপে উদ্ধার করা যাইতে পারিবে। অল্পদিনের লেখা। পদ সংখ্যা প্রায়—৫০৪। কৃত্তিবাসের ভণিতা আছে।

আরম্ভ:—

শ্রীহরি স্মরন। ১২৪৬ মঘি তাং ২৫ শ্রাবণ।

রাম সীতা জন্মিলেন পুরাণের কথা।
মুনির কারণে (বচনে?) রামের ঘুচিলেক ব্যথা।
জানিলাম মহামুনি যত্নহি মোহন্ত।
যেমন মেরুর গিরি পুণ্যের পর্ব্বত॥
এসব সিখাইল রাম করিয়া যাথন
হাস্য রঙ্গে সীতার সঙ্গে বৈসে ভগবান॥

ভণিতা:—

শ্রীরাম পঙ্কজ অলি মধু করি পান।
রচিআ পআর ছন্দে কৃত্তিবাস গান।

শেষ:—

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিসেস।
*   * রাম আইল দেশ॥

রামাঅন পুণ্য কথা অমৃতের সার।
* * * তথাপি নিস্তার॥
রামাঅন অমৃত কথা সুনে যেই জন।
সমাপ্ত হইল শতস্কন্ধের নিধন॥

সাঙ্গ। * * * সং তাং ২৫ শ্রাবণ রবিবার। শ্রীজগতচন্দ্র পাল সাং পাটনী কোটা।

২৮৪। লক্ষ্মী-অষ্টক শ্লোক।

আরম্ভ:—

অথ লক্ষই অষ্টক শ্লোক।
জয় লক্ষি মহালক্ষ্মী জগতের জননী।
জয় পদ্মাসনে স্তিতি ত্রিভূবন তারিনি॥
জগত পুজিতা দেবি জনার্দ্দন ঘরিনি।
প্রণমামি হরিপ্রিয়া দারিদ্রতা নাশিনি॥

শেষাংশ দুষ্পাঠ্য। চরণ সংখ্যা—৩২। ভণিতা নাই। ১২১৯।২০ মঘির লেখা।

২৮৫। নাম-হীন পুঁথি।

এই সুন্দর মুসলমানী গ্রন্থখানির নাম যে কি, কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। গ্রন্থে প্রায় সমস্ত পয়গম্বরদের,—হজরত, ইচ্ছা, মুছা, দাউদ, সোলেমান, নুহ, প্রভৃতি মহাত্মগণের—কাহিনী বিবৃত আছে। পক্ষান্তরে রামচরিত ও কৃষ্ণচরিতও বর্ণিত হই-

রাছে ; তাহা অবশ্য প্রসঙ্গক্রমেই। অতি প্রকাণ্ড গ্রন্থ ; পড়িতে সাহস হয় না। সৈয়দ সুলতানের রচিত।

তৃতীয় পত্রের আরম্ভঃ—

নিসেদ করিলা পাপ কর্ম্ম ন করিবা।
কাএমনে নিরঞ্জন সদাএ ভাবিবা॥
সুনিআ সবে আমের বচন।
সকলে ধরিয়া আম করিল নিধন।॥
হেন কালে প্রভু আজ্ঞা লই এক দুত।
ভ্রমএ আকাশ পরে অতি অদভুত॥

ভণিতা :—

কহে ছৈদ ছুলুতানে সুন নরগন।
এহি মতে নবিবংশ সুন দিআ মন॥
আছিল আরবি ভাশ হিন্দুআনি কৈলু॥
বঙ্গদেশী * * *

১৮৭ পত্রের শেষ :—

ইছার বচন সুনি ছাম মহাশএ।
গোর হোন্তে সেইক্ষণে উঠিলা নিশ্চএ॥
গোর হোন্তে উঠিলেন্ত সুন্দর নন্দন।
সর্ব্ব লোকে দেখিলেন্ত সোন্দর বদন॥
ছামের হইল দেখা ইছার সহিত।
অন্তে অন্তে দোহনের হৈল পিরিত॥
ছামের চিকুর অতি দেখিল বিরল।
জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন্ত * * ।

খণ্ডিত পুঁথি ৩—১৮৭ পাঃ। বর্ত্তমান ; মধ্যে ৮—১০, ১৩—১৪, ১৬, ২০—২২, ২৯—৩০, ৩৪,৪১—৪৫,৪৭—৫১, ৫৮—৬০, ৬২—৭৭, ১০০, ১১২, ১২৫—১৩০, ১৩৮, ১৪০, এবং ১৪৭—১৫৮ সংখ্যা পাতাগুলি নাই। "শ্রীহিন কদল খানস্য" লেখা। তারিখাদি নাই। অতি প্রাচীন—দুই শত বৎসরের কম নহে। কাগজ তাম্রকূট পত্রের ন্যায়। অতি সুন্দর লেখা,—অনেক পাতার লেখা নষ্টপ্রায়। প্রাপ্তাংশের পদ সংখ্যায় —১১৮৪০।

২৮৬। দাকায়েৎ।

খণ্ডিত মুসলমানী সংহিতা-গ্রন্থ। ৬—১০৯ পাতা বর্ত্তমান। মধ্যে মধ্যে দুই এক পাতা নাই। দুই পিঠে লেখা। বৃহৎ গ্রন্থ। তারিখাদি নাই। কবির নাম ছৈয়দ নুরদ্দিন। এক স্থানে তাঁহার এরূপ পরিচয় আছে :—

গৌর নামে এক গ্রাম, সুবেশ উত্তম ঠাম,
কি কহিমু মহিমা তাহান॥
সেই দিব্য স্থান পাইয়া, আলিম সকল গিয়া.
সাধু সদাগর তথা বৈসে।
ছৈদ সএখ (সেখ) গণ, সে দেশে রসিক জন
ধর্ম্মবন্ত সুনামে প্রকাস॥
সে দেশে প্রধান ঘর, সন্তান পীরান ঘর,
ছৈদ আলেদত্ত তান নাম।
তান পুত্র কল্পতরু দানে সিন্ধু জ্ঞানে গুরু
ছৈদ রাজা সুনাম উপাম।
তাহান নন্দন জান, ছৈদ * *
(৮।৯ পাত নাই)
তান সুত অনুপাম, ছৈদ আতখলা নাম,
ধর্ম্মবন্ত পুণ্যবন্ত সার।
সে ছৈদ হাছনি পির, সেই স্থানে হৈল স্থির
নাম জস হইল প্রকাশ।
পির মহাম্মদ নাম, মুন্দার ছিল সেই গ্রাম,
মুরিদ হইল পির পাস॥
তয়ে কত কাল হইলা, ছৈদ হাছন সর্গে গেলা
কবর তাহান সেই স্থান।
নিশি হৈল গৌড় স্থলে, ধর্ম্মের প্রদীপ জ্বলে,
প্রভুর মহিমা হেন জান॥
পির মহম্মদ সঙ্গে, পির সুতগণ রঙ্গে
আছিলেক পিরীত্ত বিসেস।
বহু ভূমি দান দিয়া, তালবান সঙ্গে লইয়া,
আইলেক মির্জাপুর দেস॥

ছেদ আবদুল কাদির সুত   রূপে গুণে অদভুত
ছৈদ আতবলা হৈল নাম।
তাহান নন্দনহীন,   নাম ছৈদ নুরদ্দিন,
বসতি মোহন সেই ঠাম।

ইহা একখানি পারস্য গ্রন্থের অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত মির্জাপুর—চট্টগ্রাম-হাট হাজারীর এলাকায় অবস্থিত একটি গ্রাম।

২৮৭। একাদশী-মাহাত্ম্য।

ইহা অতি প্রাচীন, জীর্ণ শীর্ণ ও নষ্টপ্রায়। নাম পাওয়া যায় নাই। একাদশী-মাহাত্ম্যে রুক্মাঙ্গদ রাজার কথা বর্ণিত। পত্র সংখ্যা—১১॥, দোভাজ করা কাগজ। পত্রাঙ্ক অনির্দ্দেশ্য। প্রাপ্তাংশের পদ সংখ্যা প্রায়—২৫৩। ক্ষুদ্র পুস্তক। ভণিতার শেষ নাই। প্রথম পত্রের অভাব; দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভঃ—

আছউক করিব ব্রত সুনিলে পাপ হরে।
জেই (?) জনের ধন্ম জর্ম্ম জে জনে ব্রত করে।
হেন ব্রতের কথা কিছু সুন সাবধানে।
এক চিত্ত হইআ সুন না হইঅ অর্ন্য মনে।
এহেন প্রসঙ্গ রাজা পুছিলা আহ্মারে।
একাদসির কথা কহি তোমার গোচরে।

শেষ পৃষ্ঠার শেষ ঃ—

অন্তসপুর মৈদ্ধে বৈসে,   জন্ম নারী * * *
সব হৈব তোহ্মার দাস দাসী।
রুক্মাঙ্গদ পুত্র মোর,   দাস কর্ম্ম করি তোর
ন ভাঙ্গিঅ ব্রত একাদসি।
মাজা করি আনাইল (?)   মুনি বিহা করাইল,
* *   সুন এ বচন।
বিধি কৈল বিড়ম্বন,   মোর হৈল বিষয়ন,
আচম্বিত * *।

অনেক স্থলে পয়ারে অক্ষরাধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

২৮৮। সরস্বতী—অষ্টক শ্লোক।

আরম্ভ ঃ—

সরস্বতী সেতবতি সর্ব্বভুত কারিনি।
সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞানদাতা সর্ব্বমন্ত্র রূপিনি।
শ্বেত পদ্মাসনে স্থিতি সেত মাল্য ধারিনি।
তং নমামি হরি পৃএ জরবুদ্ধি নাশিনি।

শেষ ঃ—

শুভ্র হস্তা সেত আখি বিষ্ণু মন মোহিনি।
বিষ্ণু বক্ষে বাস কর সঙ্গে লক্ষী সতিনি ॥
বৈষ্টবী তোমার নাম জগজীব তারিনি।
তং নমামি হরিপ্রিয় জরবুদ্ধি নাশিনি।

চরণ সংখ্যা ৩২; ভণিতা নাই। ১২১১। ২০ মঘির লেখা।

২৮৯। কিকাইতোল্ মোছল্লিন্।

পূর্ব্বে এই নামের আর একখানি পুঁথির পরিচয় দিয়াছি। এইখানি খণ্ডিত; ২—১৮ পাতা আছে। দুই পিঠে লেখা। তারিখ নাই। কবির নাম মহম্মদ আলি। এক স্থানে তাঁহার এইরূপ পরিচয় দেখা যায়ঃ—

চাটিগ্রাম স্নদ্ধ স্থান,   সহর নিশ্চল জান;
ইছলাম আবাদ বুলি কয়।
তাহার উত্তর দেশ   কি কহিব সবিশেষ,
আল্লিমান গৃহ (?) নাম।
আর এক আছে নাম   ইদিলপুর অনুপাম
শুদ্ধ সুপবিত্র সেই স্থান।
তাতে মুই মহধিন   আমা হন্তে কেবা হীন;
জানিবা সে রাজা তরি নাই।
মহম্মদ আলি হয়   কেহ মিঞাজীউ কয়
জেন নাম তেন নাহি গুণ।
লেলাজ রাজ্যেত ঠাম   ইছুপ হাকিম নাম
শুদ্ধ সুপবিত্র কলেবর।
তাহান বাটীতে জদি,   আমাকে মিলেক বিধি,
কৃপা করি কহিল বচন।

এই 'ইছুপ হাফিজে'র অনুরোধেই গ্রন্থখানি রচিত হয়। মহম্মদ আলির ভণিতাযুক্ত কয়েকটি গীতও পাওয়া গিয়াছে।

২৯০। নামহীন পুঁথি।

এই পুঁথির কেবল দুইটি মাত্র পাতা (চতুর্থ ও সপ্তম) পাইয়াছি। তাহাতে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী বর্ণিত দেখা যায়। একটি মাত্র স্থানে কৃত্তিবাসের ভণিতাও আছে; যথা :—

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বাক্য অমিতের সার।
সঙ্কটে পরিছি কেবা করিব উদ্ধার। (৭ম পাতা)

চতুর্থ পাতের আরম্ভ :—

* ধন তরে দিলা ব্রাহ্মণেরে।
তথা হোতে মুনি গোসাঞি চলিলা সত্তরে।
হারির বারিতে লইআ গেলা তিন জন।
হারি বোলে গ্রামে আজি ঝাক দিআ ফিরি।
সেই কর্ম্ম করে জদি তবে কিনি রানি।
* * *
চারি হাজার ধন পাইআ বিকাএ মুক্ত রাণি।
রাজা লইয়া ডোমের বারিতে চলিলা মোহামুণি।

দোভাঁজ করা কাগজ; এক পিঠে লেখা। তারিখাদি নাই।

২৯১। ঝাড়ন-মন্ত্র-সংগ্রহ।

ইহাতে কতকগুলি ঝাড়ন-মন্ত্র ও কবচের প্রতিরূপ আছে। প্রথমে কবচ, পরে মন্ত্রগুলি লিখিত। অল্পদিনের লেখা; পত্র সংখ্যা ১৮। ফুলস্কেপ কাগজ, দুই পিঠে লেখা। লেখকের নাম নাই।

২৯২। সুলতান জমজমার পুঁথি।

খণ্ডিত মুসলমানী গ্রন্থ। ২—২২ পাতা বর্ত্তমান। ফুলস্কেপ্ কাগজ—কোয়াটার ফরম। দুই পিঠে লেখা। আমার পূজনীয় পিতৃব্য শ্রীযুক্ত মুন্সী আইনদ্দিন মিঞার প্রথম বয়সের লেখা। পদ সংখ্যা প্রায়—৫৪০।

বিষয়,—মানবের মৃত্যুকালীন ও তৎপরবর্ত্তী কালের হাল হকিয়ৎ। কথাগুলি শুনিতে ভীতি ও দুঃখ জন্মে।

দ্বিতীয় পাতের আরম্ভ :—

ওস্তাদ চরণ জুগ সিরে আমি ধরি।
কহিব অপূর্ব্ব কিস্চা কিতাব বিচারি।
শুন কহি গুনিগণ অপূর্ব্ব কথন।
মরণের শুন এবে কথ বিবরণ।
একদিন ইছা নবি হৈল দৈবগতি।
সমুদ্রের কূলে গেলা হরষিত মতি।

শেষ :—

তাহার বচন বুনি ইছা নবিবর।
করজোরে নিবেদিলা প্রভুর গোচর।
আএ প্রভু নিরঞ্জন জগতের পতি।
নরকের ভয়ে মোর স্থির নহে মতি।
যেম পাতকীর পাপ আপে নিরঞ্জন।
তুমি সে পাপীর পাপ করিতে মোচন।
জদি না খেমিবা পাপ আপে নৈরাকার।
কাহাতে মাগিল আর হইতে উদ্ধার।

ভণিতা :—

সে দুঃখের নাহি ভর, কহি ইছা পদে তোর,
মুই পাপী অধম বর্ব্বর।
মহম্মদ কাছিমে ভণে, অল্পবুদ্ধি ভাবি মনে,
শিরে বান্ধি গুরুর চরণ।

মধ্য স্থান হইতেও একটু দেখুন। তনের (দেহের) খেদোক্তি :—

তুমি জানবন্ত অতি রসিক নাগর।
মোরে ভাসাইয়া জাও অঘোর সাগর।

পাইআ গোপিনীগণ মোরে পাসরিআ।
গোকুলেত জায় মোরে কলঙ্ক করিয়া॥
জন্মকাল হতে প্রেম তোমার সহিত।
এক তিল তুমি বিনে না পারি রহিত॥
তুমি ত নিঠুর বর নিদারুণ কায়া।
যুবতী বধিআ জাও মনে নাহি দয়া॥
জলে চরে হংসাহংসী করে হাসি রসি।
হংসা জাএ নিজ ঘরে জল কেনে দুষী॥
কেলি করে অলিরাজে পুষ্পেত বসিআ।
জাইতে না জাএ অলি সে ডাল ভাঙ্গিআ॥
জে আজ্ঞা করিলা মোরে সে কর্ম্ম করিলুম।
মিছা কাজে স্বামী ছাড়ি কলঙ্কিনী হইলুম॥
আগে প্রেম করিআ জে পাছে না পালএ।
তুমি জাও মথুরাতে মোর কি উপাএ॥
মোর ঘরে থাকি তুমি কৈলা হাসি রসি।
জাইবার কালে জাও মোরে করি দুষী॥
তুমি মোরে আজ্ঞা দিআ কৈলা জথ কাম।
গোকুলে রাখিলা মোর কলঙ্কিনী নাম॥

উক্ত কথাগুলি মনকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে।

২৯৩। স্বপ্নাধ্যায়।

ওঁ নমো গনেশায়। অথ স্বপ্নধ্যায়।

আরম্ভ :—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ তিনবার জে করে স্মরন।
ভবসিন্ধু সাগরেতে হইব তরণ॥
জল ভেদি পদ্ম জদি হএ বিকসিত।
তেন মতে পাপ নষ্ট পুণ্যের সঞ্চিত॥
প্রণমোহ ব্যাসদেব জগতের গুরু।
বেদশাস্ত্র বিশারদ বাঞ্ছা কল্পতরু॥

মধ্য :—

বহুত চিন্তিত স্বপ্নে বহুত হাসিলে।
সর্ব্বলাভ হএ তার সভাতে বসিলে॥
মহিষের মাংস জদি খাএ পেট ভরি।
ত্রিভুবন ভরি সেই হএ অধিকারি॥

শেষ :—

ব্রাহ্মণ দেখিআ কৈবো করিআ প্রণতি।
শপ্ন বিস্তৃত কথা করিবো পআলা।
নতুবা শাণ্ডিল গোত্র নিবেদন করি।
ভবসিন্ধু তরিবো জদি বল হরি হরি॥

ভণিতা :—

সুকবি নারাঅন দেবের পাচালি পআর।
প্রবন্ধে হইলো শপ্নের কাহিনী॥

"ইতি ব্যাস উক্ত শপ্ন অদ্যাঅ সমাপ্তঃ ইতি শন ১৮৫১ ইংরাজি সন১২৬১ বাঙ্গালা সন ১২১৬ মঘি তারিখ সিজের ৩০ ত্রীংশত দিবসে শুক্রবাশরে বেলা ১॥০ দের প্রহরে শমএ এই পুস্তক সমাপন হইলো এই পুস্তক শ্রীগোপীনাথ শর্ম্মনঃ।" পত্র সংখ্যা—৫; প্রথম ও শেষ পত্র এক পিঠে লেখা। পদ সংখ্যা—৮৯ মাত্র।

২৯৪। প্রাচীন গীতাবলী।

ইহাতে অনেকগুলি সুন্দর গীত বা পদ সংগৃহীত আছে। দুঃখের বিষয়, অনেকগুলি গীতের শেষ পর্য্যন্ত লিখিত না থাকায়, রচয়িতৃগণের নাম অপরিজ্ঞাত থাকিতেছে।

রাগ বেলাবলি।

আরম্ভ :—

কামিনি কামিনি সম্বর মাজে। ধুআ।
চাচেত (?) চিকুর জল বহে ধারা।
রবির কিরণ দেখি ভাগে আন্ধিআরা॥
কনক কলস ভুজ যুগ মনো পাছে।
ভাসিআ জাওন (জাওল)? দেখি বম্বের তরাসে॥

মধ্য হইতে :—

চেতরে আপনারে　　মনাই চেতরে আপনারে
মনাই কে তোরে আপনা। ধু।
উত্তম কি ভেশ লইআ ঠাকুর ভজিমু।
ঠাই ঠাই চকি খাটি কি উত্তর দিমু॥

মন মত্ত হইআ রে হইলুম বিভোর।
প্রেমফান্দে বাজি পন্থের না লইলুম ওর॥
হিন আব্বাছে কহে মনে বিমরশিআ।
ঘর ছাড়ি শাদ (সাধ) জেআন (জ্ঞান) পন্থ
উদ্দেশিআ॥

শেষ :—
পআর কহিএ শুনিন সুন দিআ মন।
পঞ্চ দৈবা হইলে হএ সানাইর সৃজন॥
কুন্দে কুন্দাইআ গাছ রুজ্র ঠাই ঠাই।
তাল পত্র সুত দিআ আছএ বেরাই॥
কাঁশর শনই (?) তারে সঙ্গি হই রহে।
পঞ্চ দৈব্য হইলে সানাই তবে সে বাজ হে॥
কহে হিন চাম্পা গাজি সুন সুখিগণ।
সকল জন্ত্রের আগে সানাইর বাজন॥

"সন ১১৮৫ মঘি তারিখ ২৫ আশার রোচ সুরগুরুবার বস্থু ৮ রিতু ৬ দিনান্ত অত্র (?) মৌজে ধলঘাঠ লিখন ছিরি শ্রীকাঁসিনাথ দেঅ দাস সাকিম তথা।" প্রথম তিন পাতা নাই; শেষ পত্র সংখ্যা—১৪। শেষ পত্র এক পিঠে লেখা।

২৯৫। ইব্লিছ-নামা।

মুসলমানী গ্রন্থ। ভণিতা পাইলাম না। প্রথম দুই পাতের অভাব, দুই পৃষ্ঠে লেখা। শেষ পত্র সংখ্যা—৩৯। প্রাপ্ত অংশের পদ সংখ্যা প্রায়—৩৩৩; সমস্ত পয়ারে লেখা। তৃতীয় পাতের—

আরম্ভ :—
রাজা মাগে মেহের নিকটে রাসিবার॥
রছুলের বাক্য সুনি কহে সর্ব্বজন।
আল্লাএ জানিএ রাসি না জানি এখন॥
রছুলে বুলিলা এই ইব্লিছ দুবার।
রাজা মাগে মোহর নিকটে আসিবার॥

শেষ :—
সিন্তের প্রকৃতি জদি হএ ফিরিস্তার।
ইব্লিছ জদি সে হএ গুরুর বেবার॥
তথাপিহ গুরুক নিন্দিতে না যুয়াএ।
গুরুকে মান্ন্যতা করিব সর্ব্বথাএ॥
নিরঞ্জন আদেশ করিল ফিরিস্তারে।
মান্য করি বোলাইতে ইব্লিছ গুরুরে॥
এথ জানি যাপনা গুরুক না নিন্দিব।
কদাঞ্চিত অহঙ্কার বোল না বুলিব॥

"ইতি ইব্লিছ নামা পুস্তক সমাপ্ত। লেখিতং শ্রীকালিদাস নন্দি সাং ধলঘাট সন ১২১৪ মঘি তাং ৭ চৈত্র।" 'ইব্লিছ' মানে সয়তান।

২৯৬। কাকের বচন।

এই কয়েকটি পদ মাত্র; যথা :—
প্রথমে প্রহর কাক পূর্ব্বদিগে বোলে।
ভোজনের সিদ্ধ নাই কাক সবে বোলে॥
অগ্নিকোনে বোলে কাক মাংসএ ভক্ষন।
দক্ষিণেতে বোলে কাক মিত্র আগমন॥
নরিত্য কোনে বোলে কাক চিন্তাযুক্ত মন।
পশ্চিমেতে বোলে কাক লভ্য হএ ধন॥
বাউব্য কোনেতে বোলে কাক ফুটএ কণ্টক।
উত্তরেতে বোলে কাক বরহি সঙ্কট॥
শুন্যেতে বোলে কাক বিদেসে গমন।
মান লভ্য হএত ওসম্ভ বোলন॥

"কাকের বচন সমাপ্ত। ইতি সন ১১৯৭ মঘি।" ভণিতা বা লেখকের নাম নাই।

২৯৭। ঝাড়ন-মন্ত্র-সংগ্রহ।

পত্র সংখ্যা—৫; দুই পৃষ্ঠে লাল কালির লেখা, কালি অস্পষ্ট হওয়ায় প্রায় পড়া যায় না। সম্ভবতঃ ৬টি মন্ত্র আছে। সন ১২১২ মঘির লেখা।

মন্ত্রগুলি আমার পূজনীয় পিতামহ ৺মোহাম্মদ নবু চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত ও ব্যবহৃত। ইনি ১২৫৯ মঘিতে লোকান্তরিত হন। পুঁথিখানি আমাদের বাড়ীতেই আছে।

২৯৮। নুর্ কন্দিল।

খণ্ডিত মুসলমানী পুঁথি। প্রথম পত্রের অভাব, ২৩ পত্রে পুঁথি সমাপ্ত। শেষে তারিখাদিরও একটা পাতা নাই। ক্ষুদ্র পুঁথি।

দ্বিতীয় পাতের আরম্ভ :—

প্রভু কহি দেয় আদ্য সমাচার।
কিরূপে হইল নুর আল্লার দিদার (দর্শন)॥
কিরূপে হইল স্বর্গ খীতি উতপন।
কেমতে হইল সব জীবের জীবন॥

শেষ:—

না পাক পেয়লা টুবি, শিরে তুলি সাপি
বিমুরদি মনিস্ত মরিলে।
ফিরিস্তা সকলে মিলি, লোহার বুরুজ মারি,
লই জাইব দোজক মাজার॥

এবে মথুরাম দাস খেমিবা গুণিগণ।
অপরাদ মাগি আন্ধি সন্তানের স্থান॥
অশুদ্ধ পাইলে সবে করিবা খেমন।
গালি না পারিয় সবে কহিতে কারণ॥
আসলেত জেই আছে লেখীছি সেই পদ।
অশুদ্ধ হইলে মোর না লইবা অপরাদ॥
কহে মহম্মদ ছকি আমি বড় দুঃখি।
এহলোকে পরলোকে সেই পরের পিরীতি॥
পিতা মোর সাহাজান সহিদ দরবেস।
কিঞ্চিৎ জানাইলা মোরে পন্থের উদ্দেস॥
কহে মোহাম্মদ ছকি, দিলে মনে জানে জপি,
জার খর্দ্দে ছিষ্টি উতপন।
পীর হাজি মোহাম্মদ, সিরে বান্ধি তান পদ,
গাইতে আছে নুরের দিদার॥

এই সুন্দর পুঁথিখানি পটীয়া—ডেঙ্গাপাড়াবাসী একজন হাড়ির নিকটে আছে।

২৯৯। রাগমালা।

খণ্ডিত সঙ্গীত-গ্রন্থ। সঙ্গীতের উৎপত্ত্যাদির বিবরণে আলি রাজার ভণিতা আছে। সঙ্গীতগুলি নানা লোকের কৃত। অনেক ভাল সঙ্গীত আছে। অধিকাংশই বৈষ্ণবপদ।

কয়েকজন নূতন পদ লেখকের নাম জানা গেল—যথা :—দয়ারাম, মহম্মদ হানিফ, আবদুল মালী, মোহাম্মদ, এবাদোল্লা, মহম্মদ হাসিম ও রাধাবল্লভ। একজন মুসলমান বৈষ্ণবকবির একটি পদ তুলিয়া দিলাম :—

কল্যাণ।

মধুর মুরারি ধ্বনি শুনিতে সুস্বর।
ভুবনমোহন রূপ চলহ মথুরা ধু।
কি রঙ্গ দেখিলাম সই রে যমুনার কূলে।
পুলকিআ উঠে প্রাণ ছটফট করে॥
কালিয়ার কাচনি (নাচনি ?) চাইতে প্রাণ
নিল হরি।
ঠামুক ঠমুক নাচে আপনা পাসরি॥
মহম্মদ হানিফে কহে কি রঙ্গ দেখিলুম।
মোকর চলিআ জাইতে নিরক্ষি চাহিলুম॥

২—৩০ পাতা বর্ত্তমান। দুই পিঠে লেখা। আকারে বৃহৎ। ১১৯১ মঘির লেখা।

৩০০। ইমাম-চুরি।

বাল্যকালে ইমাম হাছন ও হোছনকে চুরি করিয়া কে মুছা বাদশার নিকট লইয়া গিয়াছিল; তাহাই এই ক্ষুদ্র পুঁথির প্রতিপাদ্য আদ্যন্ত খণ্ডিত; ৭—১০ পাতা বর্ত্তমান। দুই পিঠে লেখা। তারিখ বা ভণিতা নাই।

মোট পয়ারচরণ—৯০ মাত্র। লেখক 'শ্রীমাগন ভৎ।'

আরম্ভ :—

* * তারা মোহাম্মদি জদ্।
এথ শুনি মুহা বাদসা পুছএ তাহারে।
কি নাম তোহ্মার মাও বাপ কহত য়ামারে।
এথ শুনি দুই ভাই জুরিল কান্দন।
য়ামারায় নছিবে য়াছএ এমত লিখন।
নানাজীউ য়াছে য়ামার মোহাম্মদ নবি।
ফাতেমা য়াছএ য়াবার জগত জননী।

৩০১। কমর আলীর পদাবলী।

কমর আলী একজন বৈষ্ণব কবি। ইঁহার নিবাস বোধ হয়, চট্টগ্রাম—পটীয়া থানার অন্তঃপাতী কক্সলডেঙ্গা গ্রামে। তথাকার 'কমর আলি' পণ্ডিত এক জন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহার বিশেষ বিবরণ পশ্চাৎ সংগৃহীতব্য।

এই পাণ্ডুলিপিতে তাঁহার "রাধার সম্বাদ" "ঋতুর বারমাস" এবং কয়েকটি বৈষ্ণবপদ লিখিত আছে। পত্র সংখ্যা—১১; দুই পিঠে লেখা। তারিখাদি নাই। একটি গীত এই :—

গীদ কপী চন্দ বিরহ।
কান্দ্যা কান্দ্যা বৈলতেছে শ্রীমতি রাই।
য় সৈ আন্ন্যা দে মোর নাগর কানাই। ধুয়া।
শুন আএ বৃন্দাদুতি বলি তোমারে।
মথুরাএ গেল হরি আন্যা দে মোরে।
সাম বিনে ব্রজপুরে আর আমার বেথিত নাই।১
প্রেম আনলে দহে মোর হৃদএ য়ন্তরে।
বৃন্দাবনে বসি জেথ কুকিল কুহরে।
সেই সে মনের দুখ কৈথে নারি কার ঠাই।২
কোহরিল প্রাণদুতি ব্রেজের সসি।
বৃন্দাবনে রাধা বল্যা ডাকে না বাঁসি।
রুকাপি রাধারে দএআ বুজি সামর মনে নাই।৩
কহে শ্রীকমর আলি শুন গ প্যারি।
নিকটে আছে তোমার প্রাণের হরি।
থাকে তজ নাগর কানাই কান্দনা শ্রীমতি রাই।৪

৩০২। ত্র্যাহিক-জ্বর-পুস্তক।

এই পুঁথির পঠন, শ্রবণ বা রক্ষণ দ্বারা নাকি ত্র্যাহিক জ্বরের নিবৃত্তি হয়। সত্য হইলে, সর্ব্ববিধ আধিব্যাধি পীড়িত এই ভারতের আর ভাবনা ছিল কি ?

আরম্ভ :—

নমো গণেশায় নমোঃ। শ্রীহরি গুরবে নমঃ।
শ্রীরাধা কৃষ্ণায় নম নম। রাম রাম রাম।
ক্ষেম য়পরাধ হরি নব ঘনেশ্যাম।
রাম নাম দুআক্ষর চারি বেদে সার।
ব্রহ্মা বাঞ্ছিত রাম পাতকি তরিবার।
তুলারাশি মৈধ্যে জেন প্রবেসে আনল।

শেষ :—

ত্রাহ্মিকাএ বোলে শুন সৈত্য করি জাই।
জন্ম কথা যুনিলে রহিতে নাই ঠাই।
এই পুথি যুনিলে ত্রাক্ষা জ্বর বিনাসয়।
সাক্ষী আছে গঙ্গা দেবি কহিলুম নিশ্চএ।
জনার্দ্দন নামে এক ব্রাহ্মণ আছিল।
সেই জরের জন্ম কথা প্রচার করিল।
শুনিলে জে দুর হইব ত্রাহ্মিকা জে জর।
শুনিব পাঞালী কিবা রাখিব গোচর।
তাহার পুস্তক জান এই মোহানিধি।
আপদ নাইক তার সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি।
তাহার শিরেতে রাখ ভক্তি করিআ।
জর ছারিবেক জান নিশ্চএ জানিবা।
মোহন্ত সকলে কহে মনে হেন লএ।
শ্রীহরি করিব দআ জানীর নিশ্চএ।
তাহারে করিআ শীঘ্র শুনিবা নিশ্চয়।
অবশ্য পাইবা ত্রাণ কহিলাম নিশ্চএ।

"ইতি ত্রক্ষা জর পুস্তক সমাপ্ত। শ্রীহরিশরণ এই পুস্তকের স্বাক্ষর মালিক শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ

আইচ পীং শ্রীযুক্ত রামদয়াল আইচ সাং খিল-পারা থানা বাশখালী, আউট পোষ্ট আনআরা পুস্তক লিখন মোকাম বারমাশীয়া পটীক (ফটিক) ছরি থানার মোতালক শ্রীশদারাম শর্ম্মার বাড়ীতে তাহান ডের্অরি ঘরের বারিন্দাতে বৈকালি বেলায় পূর্ব্বমুখে বসিয়া লেখন সমাপ্ত করিলাম। ইতি সন ১২৪৪ মং তাং ২২ বৈশাখ খেম হরি অপরাধ শরণ লইলাম।" পত্র সংখ্যা—৯; দুই পিঠে লেখা। কেবল পয়া'র। ক্ষুদ্র পুস্তক। পদ সংখ্যা প্রায় —১৫০। ভণিত নাই।

৩০৩। কাসিমের যুদ্ধ।

বিষয়,—'কারবালা' ময়দানের সেই মহা-হব,—প্রসিদ্ধ মহরমের সংশ্লিষ্ট ঘটনা। কাছিম,—ইমাম হাছনের তনয় ও বিবি ছকিনা,—ইমাম হোছনের কন্যা। যে দিন কাছিম ও বিবি ছকিনার বিবাহ হয়, সেই দিনই অসহায় কাছিম যুদ্ধযাত্রা করিতে বাধ্য হয়েন। সেই দুঃখের কথা লিখিতে লেখনী চলে না।

পুঁথিখানি খণ্ডিত;—তাই নাম পাই নাই। বিষয় 'মুক্তাল হোছনে'র ঘটনা; কিন্তু পুঁথিখানি তাহারই অংশ কিনা জানি না। ১—৪ পাতা বর্ত্তমান, দুই পিঠে লেখা। তারিখ নাই, কিন্তু প্রাচীন।

আরম্ভ :—

জদি সে কাছিম জাএ জুদ্ধ করিবার।
করজোর করি বালা (ছকিনা) বোলে পরিহার॥
গাথিল মুকুতামালা নআনের জলে।
লাজেতে অবলা বালা গদ গদ বোলে॥
মোর কিছু নিবেদন শুন প্রাণনাথ।
বিবাহের দিনে জুদ্ধ শুনিছ কথাত॥

ভণিতা :—

মোহাম্মদ খানে কহে পাঞ্চালি পআর।
শুনি বজ্র জল হএ সিলা বহে ধার॥

চতুর্থ পাতের শেষ :—

এথাতে কাছিমে সব সম্ভ বিদারিয়া।
উমরের জয়বালা পেলিল কাটিআ॥

প্রাপ্তাংশের পদ সংখ্যা প্রায়—১৪০।

৩০৪। নামহীন পুঁথি।

এই পুঁথির ১৩—২৭ (শেষ) পত্র পর্য্যন্ত থাকিলেও কোন নাম পাওয়া যাইতেছ না। মধ্যে ১৪, ১৫, ২১, ২২, ২৩ ও ২৫ পত্রগুলির অভাব; সুতরাং আখ্যানটিও ভাল বুঝিতে পারিলাম না। একজন মঘের লেখা; বড়ই অশুদ্ধিপূর্ণ। রূপবান ও লীলাবতীর প্রসঙ্গ। ভণিতাটি বোধ হয় সুশীল মিশ্রের।

১৩শ পত্রের আরম্ভ :—

একা রথে গরের উপর।
রাজা বৈসে সিঙ্গাসনে, চারিপাসে পাত্রগণে,
সুখে দেখে কাঞ্চি নরনাথে।
গর ছারি যুবরাজ, প্রবেসিল রণমাজ,
ধনুরবান সোক্তে দুই হাথে।
শুনরে রসিক জন, একচিত্তে হইয়া মন,
জেন মতে যুঝে রূপবান।
মিশ্রাম (?) বুসিল বানে (বোলে ?), সরির রপুর্ব্ব জলে (জ্বলে ?),
দোস তেজি কর রবধান।

শেষ :—

মনিমুক্তা রবপ্রভা (?), দেখিতে লাগয়ে সোভা,
রজনি দিবসে সমর (সমসর ?)।
সোনার দুই কাছে (?), বহুল কামান আছে,
বন্দুক আছে সারি সারি।

বিচিত্রহ ডণ্ডধারি, রহিছে ধানুকী বেরি,
ইন্দ্রে তারে কি করিতে পারে।
তার পিছে হএ রথ, এক মুখে কহি কথ,
কি কহিমু উপমা বিসেস।

"জথা দির্ষ্ঠ তথা লিখিতং শ্রীহোয়াসাজ সাংহুর্শ্চা (সম্ভবতঃ হুচিয়া, চট্টগ্রাম।)" তারিখ নাই ; ভাঁজ করা কাগজ। এক পিঠে লেখা :—

ভণিতা :—

দির্ব্বা বস্ত্র রলঙ্কার শুনরে রসিক জন।(?)
কহুনে (?) মুসিল মিশ্রে রপূর্ব্ব কথন।

৩০৫। মল্লিকার হাজার সওয়াল।

এই পুঁথির তিনখানি প্রতিলিপি পাইয়াছি ; তিনখানিই খণ্ডিত।

প্রথম খানি,—৩-২৩ এবং অজ্ঞাত-সংখ্যা এক পাতা বিশিষ্ট। মধ্যে আবার ৭, ৮, ১৩, ১৯ ও ২০ সংখ্যক পাতাগুলি নাই। অতি জীর্ণ ; স্থানে স্থানে পত্রাংশ ছিন্ন। দুই পিঠে লিখিত। তারিখের অভাব। এই পুস্তকের মালিক শ্রীলুধি ঠাকুর পীং খোসাল মহাম্মদ ইব্‌নে আবদুল বাকী সর্দ্দার ওলদে আবদুল গণি সাং বরকল।"

দ্বিতীয় খানির—২৭১ পাতা বর্ত্তমান ; মধ্যে ৮, ২৪, ২৫ এবং ৬৫ সংখ্যক পাতাগুলি নাই। সম্ভবতঃ ১২১৪, ১৫ মঘির লেখ। লেখক শ্রীকালিদাস নন্দী সাং ধলঘাট। অবস্থা বেশ। দুই পিঠে লেখা। বহির আকার।

তৃতীয় খানির ২—২৬ পাতা আছে। পুঁথির আকার কতদূর দোভাঁজ করা কাগজে এক পিঠে লেখা, অবশিষ্ট দুই পিঠে লেখা। অতি জীর্ণ ; মধ্যে তিনটি পাতা নষ্টপ্রায়। ইহার শেষ আছে।

দ্বিতীয় পাতার আরম্ভ :—

আউওয়ালে জান হইবা উদ্ধার।
জনক জননি হোন্তে মুরসীদ জে বেস।
জাহার প্রসাদে পরমার্থের উদ্দেস॥
কান্না বুদ্ধ হয়ে জান মুর্সীদ ভজিলে।
লঠি লক্ষে চলে জেন আন্দিয়াল সকলে॥
মুরসীদ ভজিলে হএ আখির প্রকাস।
নিহির বিহিনে জেন উর্ঝ্বল আকাস॥
গুরু মৈদ্ধে আগে করি সরিপ হাছন।
জনক জননি আর রথ গুরুজন॥

ভণিতাঃ :—

(১) হিন সের বাজে কহে সুন সভাগণ।
জানিয় ঘরের নারী কেবল দুর্জ্জন॥
(২) ছৈদ বাজি পদেত মাগিএ পরিহার।
ঘরে ঘরে প্রণামিএ পদেত তাহার॥
(৩) পদাবুলি করিয়া জে করিমু রচন।
হাজার প্রণাম করি মিরের চরণ॥
(৪) হিন সের বাজে বোলে, সভানের পদতলে,
করজোরে করি নিবেদন।

* * *

হাচন সরিপ নাম, সেই গুরু অনুপাম,
তান পদ সিরেত বান্ধিয়া।

* * *

শেষ :—

বন্দা হএ বোকরি রিজীক হএ দরি।
জাহার রিজিক জথা লই জাএ ধরি॥

* * *

ললাট লিখন কভু ন জাএ খণ্ডন।
দেখহ আবদুল্লা হৈল রুমের রাজন॥
দেখহ আবদুল্লা আইল কথ দুঃখ পাই।
রাজসুত পাইলেক রুম রাজ্যে জাই॥
নবির উম্মত জেবা মুছলমান হএ।
এথ দুঃখ সংসারেত কেহো নাহি পাএ॥

তিন সের রাজে বোলে সত্তার চরণ।
জে পরে জে সুনে হএ পাপ বিমোচন।
বদি অদ্দিন পদে সহস্র প্রণাম :
সমাপ্ত হইল পঞ্চালিকা অনুপাম।

স্বয়ক্ষরমিদং শ্রীমাং পরাতাং পীং ডোমানি ঠাং পুস্তিকার মালিক শ্রীমুলুক সাহা পীং * সাং * ইতি সন ১১৬০ মঘি তারিখ ৮ অগ্রহায়ণ। স্থানান্তরে লেখকের নাম—'শ্রীমাং পরাণ'।

বিষয়,—মল্লিকা রুমরাজ দুহিতা এবং পশ্চাৎ স্বয়ং রুমের দণ্ডধারিণী এক সহস্র প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম ব্যক্তিকেই পতিত্বে বরণ করিবেন, এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। আবদুল্লা নামক ব্যক্তি তাহাতে সফলকাম হয়েন।

হাজার প্রশ্ন আছে কি না, গণিয়া দেখি নাই। প্রথম প্রশ্নটি এই :—

*　*　*

কি চিজ আল্লাথুন লই করিলা গমন।
বুলিলা কি চিজ কোন ধরিয়াছে নাম।
কোন গুণ ধরে সেই করে কোন কাম।
বুলিলা কি বস্তু তুমি পাইলা কথাত।

*　*　*

আনিয়া আছম মুই এ দুই অক্ষর।
পাইছি অক্ষর দুই বাপের বীর্য্যেত।
পুনিহ পাইছি আম্মি মাএর গর্ভেতে।
[illegible]ক্ষর দুই কোরান মাজার।
[illegible]রূপ মাঝে নাম আছে তার।
এই দুই হরপে জান হইছে সৃজন।
পুনিহ হইব এই হরপে মরণ।
জানিব যথেক আর জাইব পুনর্ব্বার।
এই চারিগুণ জান ধরএ তাহার।

*　*　*

বিংশতি হরপ মাঝে জে হরপ হএ।
পরিমাণ করি লও হরণ নির্ণয়।
বিংশ চারি হরপ জে এড়িবা জে গণি।
আর এক হরপের লও পরিমাণি। *

আক্রির পশ্চাতে হএ কান্নার আকার।
'প'এ সঙ্গে পড়িবেক না দিয়া উকার।
'আজীর প্রভাবে হএ একার আকার।
'ক' দিয়া পড়িবেক না দিয়া উকার।'
পাঠান্তর—২য় পুঁথি।

এই দুই হরপে জান হয়ে মুছুলমানি।
সকলে বুঝিতে দিলুম করি হিন্দুয়ানি।

সেই 'অক্ষর' দুইটা কি, কেহ বলিতে পারেন কি?

৩০৬। পদ্মলোচন-বধ।

লঙ্কাকাণ্ডের ঘটনা। ১, ২, ৩ ও ২১শ পত্রগুলির অভাব। শেষ পত্র সংখ্যা—২৫ ক্ষুদ্র পুঁথির আকার। দোভাঁজ করা কাগজ—এক পিঠে লেখা। চতুর্থ পত্রের আরম্ভ :—

*　*　*

রাজবালা সোবর্ণ রথের চারি ভিত।
তিন সত ঘোরা চলে রথ দস লক্ষ্য।
*　*　চলে কহিতে অসক্য।
ঢাক দগর বাজে কাংস করতাল।
বরাহ পিনাক বাজে শুনিতে বিসাল।
তাল মৃদঙ্গ　*　*
কাংস করতাল বাজে রাবণের পুরি।

শেষ :—

কথ পাপ কৈলুম আমি, হেন পুত্র দিলুম ডালি,
আর পুনি দেখা নি পাইমু।
হেনকালে মন্দোদরি, চলি আইল সিগ্র করি,
মধুর বচন বুঝাএ তানে।
কহে শ্রীফকিরচান্দ দাষ, শ্রীরাম চরণে আস,
অন্তকালে রাখিবা চরণে।

"ইতি শ্রীলঙ্কাকাণ্ডে পদ্মাক্য (?) পদ্ম-লোচন-বধ যুদ্ধ সমাপ্ত। লিখনং সুঅক্ষর শ্রীফকিরচাঁদ দাস মহরের নিবাস শাধনপুর থানে সাতকানিআ করিএ জলদি ইতি সন ১২০৬ মঘি তারিখ ২৩ অগ্রহায়ন রোজ শনিবার এই পুস্তকের মালিক শ্রীজয়রাম মেস্তরি পিছরে রামমোহন মৃত রামু থানার অন্তর্গত সাকিম জোয়ারিয়া নালা সোণাই ছরিটেকে-বাকে উত্তর ভিমন্তৈ নারানভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমং শ্রীরামচরণ শরণ শ্রীহরি শরণ শ্রীহরি।" পদ সংখ্যা প্রায়—৫০০।

ভণিতা :—

(১) জয়দেব কবি কহে অমৃত ভাণ্ডার।
লঙ্কা কাণ্ডে পদ্মলোচন হইল সংহার॥
(২) জয়চন্দ্র কপি কহে এই মাত্র সার।
রাম বাণে স্বর্গে যাইবা মহিমা অপার।
(৩) কহে জয়দেব দাস, পুরাও মনের আশ,
সংসারেতে অবশ্য মরণ॥

উদ্ধৃত দ্বিতীয় প্রবন্ধে বোধ হয় লেখক ভ্রমক্রমে 'দেব' স্থলে চন্দ্র লিখিয়া ফেলিয়াছেন। লিপিকরেরও কি দুর্লোভ যে, তিনিও গ্রন্থশেষে তাঁহার নামের একটি ভণিতা দিয়া গিয়াছেন। এরূপে প্রাচীন সাহিত্যের কত মহাজনেরই নাম বিলুপ্ত হইয়া তৎস্থলে আজ পরস্বাপহারকদের নাম বিঘোষিত হইতেছে, কে বলিবে?

৩০৭। যোগ কালন্দর।

ইহা মহম্মদীয়মতে যোগসাধন গ্রন্থ। 'কালন্দর' কি, বুঝিলাম না। সুপ্রসিদ্ধ হজরত্ আবু আলি কলিন্দর সাহেবের নামের সঙ্গে উহার কোন সম্বন্ধ আছে কি?

দুইখানি প্রতিলিপি। একখানি বাঙ্গালা অক্ষরে, অপরখানি আরবীয় অক্ষরে লেখা। শেষোক্ত খানিই সম্পূর্ণ আছে, কিন্তু অল্প-দিনের লেখা। ক্ষুদ্র গ্রন্থ,—পয়ারে পদ-সংখ্যা প্রায়—২১৬। আরবী লেখা পুঁথির শেষ পত্র সংখ্যা ১৪; বাঙ্গালা পুঁথিখানির ২—১১ পাতা আছে। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। বাঙ্গালা পুঁথিখানির লেখক বোধ হয়, কালিদাস নন্দী ও ১২১৩।১৫ মঘির লেখা হইবে।

আরম্ভ :—

বিচ্‌মিল্লা ইত্যাদি।

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
তার পাছে প্রণামিএ নবির চরণ॥
করিম রহিম আল্লা পরওয়ার্ দেগার।
আঠার হাজার আলাম সৃজন যাহার॥

* * *

নাছুত মোকাম এ তিন টিহরি।
আজ্‌রাইল ফিরিস্তা আছে তথাতে পহরী।
সে সব খাছাল জানো আনলের স্থান।
সদাএ অনল জ্বলে নাহিক নিবান॥

শেষ :—

তরিকত বুঝিবেক মোহর [illegible]
হকিকত জানো নিষ্ঠা যত মো[illegible]
মারফত ভেদ মোর জানিও [illegible]
এই মতে চারি কথা হাসি[illegible]

"তামাম সোদ [illegible]
খোন্দকার মোহাম্ম[illegible]
নাগধ (—পটীয়া—[illegible]
লেখা পুঁথি।)

ভণিতা পাওয়া[illegible]
ইহাকে আলি রা[illegible]